তাফসীর
ইব্‌ন
কাসীর
চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড
মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

Contents

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

(সূরা ৩ ঃ আলে ইমরান থেকে সূরা ৫ ঃ মায়িদাহ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

Contents

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। ‘ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।’ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ‘ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা… ’ অর্থাৎ ‘প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ৩ ঃ আলে ইমরান, মাদানী

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২০০, রুকু' ঃ ২০)

(اٰيَاتُهَا : ٢٠٠. رُكُوْعَاتُهَا : ٢٠)

এ সূরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর প্রাথমিক তিরাশিটি আয়াত নাজরানের খৃষ্টানদের দূত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যে দূত হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ 'মুবাহালা'র আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার ফাযীলাত সম্বন্ধে যে হাদীসসমূহ এসেছে ঐগুলি সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ, লাম, মীম।	١. الٓمٓ
২। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান।	٢. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ
৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। এবং এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন -	٣. نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ
৪। মানবমন্ডলীর জন্য সৎপথ প্রদর্শনের জন্য এবং তিনিই ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে নিশ্চয়ই	٤. مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ

তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।	كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ

ইতোপূর্বেই আয়াতুল কুরসীর اللّهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ তাফসীরের বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, ইস্‌ম-ই আযম এ আয়াতে রয়েছে। الٓمٓ এর তাফসীর সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে লিখা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর সত্যের সঙ্গে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। বরং নিশ্চয়ই ওটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, যা তিনি স্বীয় জ্ঞানের সাথে অবতীর্ণ করেছেন। মালাইকা এর উপর সাক্ষী রয়েছেন এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।' مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ কুরআন মাজীদ তার পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ কিতাবগুলি এ কুরআনুল হাকীমের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ। কেননা ঐগুলির মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার যে সংবাদ ছিল তা সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনিই মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) উপর তাওরাত এবং ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। এ দু'টিও সে যুগীয় লোকদের জন্য পথ-প্রদর্শক ছিল।

তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যা সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী। ওর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীলগুলি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী' ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এখানে ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন। যদিও এটা فُرْقَان কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের বর্ণনা হয়েছে বলে এখানে مَصْدَرْ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা

মহাপরাক্রমশালী ও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। যারা মহাসম্মানিত নাবী ও রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ণভাবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই।	٥. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخۡفَىٰ عَلَيۡهِ شَيۡءٌ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ
৬। তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রান্তশালী, বিজ্ঞানময়।	٦. هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشَآءُۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর নিকট লুকায়িত নেই, বরং সব কিছুরই তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের জরায়ুর মধ্যে আকৃতি বিশিষ্ট করেছেন। তিনি যেভাবেই আকৃতি গঠনের ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। একমাত্র তিনিই যখন তোমাদের আকৃতি গঠন করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা একমাত্র তাঁর ইবাদাত ছাড়া অন্যের ইবাদাত করবে কেন? তিনি নিঃশেষহীন সম্মান ও ধ্বংসহীন জ্ঞানের অধিকারী।' এতে ইঙ্গিত রয়েছে, এমন কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, ঈসাও (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁরই পদপ্রান্তে মস্তক অবনতকারী। সমস্ত মানুষের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ। তাঁর আকৃতিও আল্লাহ তা'আলা তাঁর মায়ের জরায়ুর মধ্যে গঠন করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে আল্লাহ হয়ে গেলেন, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানরা মনে করে নিয়েছে? অথচ তিনিইতো তোমাদেরকে তোমাদের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে থাকেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَخۡلُقُكُمۡ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ خَلۡقٗا مِّنۢ بَعۡدِ خَلۡقٖ فِي ظُلُمَٰتٖ ثَلَٰثٖ

তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬)

৭। তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে - ওগুলি গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত ওর অর্থ কেহই অবগত নয়, আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে ঃ আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করেনা।	٧. هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ
৮। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেননা এবং আমাদেরকে	٨. رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ

আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী।	رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ
৯। হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী, ঐ দিনে মোটেই সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নন।	٩. رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوۡمٍ لَّا رَيۡبَ فِيهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ

কুরআনের মুতাশাবিহাত ও মুহকামাত আয়াত

এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে যেগুলির বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সরল ও সহজ। প্রত্যেকেই ওগুলির ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারে। আবার কতগুলি আয়াত এরূপও রয়েছে যেগুলির ভাবার্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয়না। এখন যারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলিকে প্রথম প্রকারের আয়াতসমূহের দিকে ফিরিয়ে থাকে, অর্থাৎ যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের স্পষ্টতা যে আয়াতের মধ্যে প্রাপ্ত হয় তাই গ্রহণ করে থাকে, তারাই সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যারা স্পষ্ট আয়াতগুলিকে ছেড়ে এমন আয়াতগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করে যেগুলি তাদের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং ওগুলির মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়ে, তারা ওরাই যারা মুখের ভরে পতিত হয়েছে।

أُمُّ الْكِتَٰبِ অর্থাৎ মূল ও ভিত্তি। ঐগুলি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের পরিষ্কার ও স্পষ্ট আয়াতসমূহ। 'তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়োনা, বরং স্পষ্ট আয়াতসমূহের প্রতিই আমল কর, ঐগুলিকেই মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ কর।' 'কতগুলি আয়াত এমনও রয়েছে যে, ঐগুলির একটি অর্থ তো স্পষ্ট আয়াতসমূহের মতই। কিন্তু ঐ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়না।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مُحْكَمَاتٌ হচ্ছে রহিতকারী আয়াতগুলি, যেগুলির মধ্যে হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ এবং আমলসমূহের বর্ণনা থাকে। مُتَشَابِهَاةٌ ঐ আয়াতগুলিকে বলা হয় যেগুলি রহিত হয়ে গেছে। যেগুলি পূর্বের ও পরের, যেগুলির মধ্যে রয়েছে দৃষ্টান্ত-

সমূহ এবং যেগুলি দ্বারা শপথ করা হয়েছে, ঐগুলির উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমল করার জন্য ঐগুলি আহকাম নয়। ইব্‌ন আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই। ঐগুলির মধ্যে বান্দাদের রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিবাদ ও বাতিলের মীমাংসা রয়েছে। ঐগুলির প্রকৃত ভাবার্থ কেহ পরিবর্তন করতে পারেনা। **مُتَشَابِهَاةٌ** আয়াতগুলির সত্যতার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। ঐ আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। ঐ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন, যেমন পরীক্ষা করে থাকেন হালাল ও হারাম দ্বারা। আয়াতগুলিকে সত্য হতে ফিরিয়ে দিয়ে অসত্যের দিকে মোটেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, অর্থাৎ যারা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রান্তির পথে গমন করে তারাই এ অস্পষ্ট আয়াতগুলির মাধ্যমে স্বীয় জঘণ্য উদ্দেশ্যাবলী পূরা করতে চায় এবং শাব্দিক অনৈক্য হতে অবৈধ উপকার গ্রহণ করে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। স্পষ্ট আয়াতসমূহ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পূরা হয়না। কেননা ঐগুলির শব্দসমূহ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং একেবারে খোলাখুলি। তারা ঐগুলি সরাতেও পারেনা এবং ওগুলির মধ্যে নিজেদের অনুকূলে কোন দলীলও প্রাপ্ত হয়না। এ জন্যই ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অশান্তি সৃষ্টি, যেন তারা স্বীয় অধীনস্থ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তারা নিজেদের বিদ'আতের দলীল কুরআনুম মাজীদ থেকেই নিতে চায়, অথচ কুরআন মাজীদতো বিদ'আতকে খণ্ডন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের رُوْحُ اللَّهِ শব্দকে দলীল রূপে গ্রহণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ অস্পষ্ট আয়াতটিকে গ্রহণ করে নিম্নলিখিত স্পষ্ট আয়াতগুলিকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

সে তো (ঈসা (আঃ)) ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯) এ প্রকারের আরও বহু স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। কিন্তু এ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অভিশপ্ত খৃষ্টানরা অস্পষ্ট আয়াত দ্বারা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পুত্র হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছনে লেগে থাকার তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ পরিবর্তন করা এবং ঐগুলিকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ

'যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলি নিয়ে ঝগড়া করে তখন তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর। (আহমাদ ৬/৪৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের (৩ ঃ ৭) তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থের 'কাদর' অংশে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবূ দাউদও (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি যখন ঐ লোকদের দেখবে যে, কুরআনে যে ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি তা অনুসরণ করছে তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তাদের ব্যাপারেই বলেছেন, 'তাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৭, মুসলিম ৪/২০৫৩, আবূ দাউদ ৫/৬)

মুতাশাবিহাত আয়াতের মর্ম একমাত্র আল্লাহই জানেন

অতঃপর বলা হচ্ছে, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন'। اَللَّهُ শব্দের উপর বিরতি আছে কি নেই, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'চার প্রকারের তাফসীর রয়েছে। (১) প্রথম হচ্ছে ঐ তাফসীর যা সবাই বুঝতে পারে। (২) দ্বিতীয় ঐ তাফসীর যা আরাববাসী নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে। (৩) তৃতীয় ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র বড় বড় পণ্ডিতগণই বুঝে থাকেন। (৪) চতুর্থ ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র

আল্লাহই জানেন, অন্য কেহ জানেনা। (তাবারী ১/৭৫) এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। আয়িশা (রাঃ) প্রমুখেরও এটাই উক্তি।

ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি একজন।' (তাবারী ৬/২০৩) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

'হে আল্লাহ! তাকে আপনি ধর্মের বোধ এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।' (ফাতহুল বারী ১/২০৫) কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, تَاوِيْلٌ শব্দটি কুরআন মাজীদের মধ্যে দু'টি অর্থে এসেছে। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের মূল তত্ত্ব ও যথার্থতা। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَـٰىَ

হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأۡوِيلَهُۥ ۚ يَوۡمَ يَأۡتِى تَأۡوِيلُهُۥ

তারা কি এই অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হোক? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৩) সুতরাং এ দু' জায়গায় تَاْوِيْل শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূল তত্ত্ব বা যথার্থতা। যদি এ পবিত্র আয়াতের تَاْوِيْل শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তাহলে اِلاَّ اللّٰه শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা যরুরী। কেননা কোন কাজের মূল তত্ত্ব ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানেনা। رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ উদ্দেশ্য হবে এবং يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا বিধেয় হবে আর এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হবে। تَاْوِيْل শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং একটি জিনিস দ্বারা অন্য জিনিসের ব্যাখ্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে, نَبِّأْنَا بِتَاْوِيْلِه অর্থাৎ, 'আমাদেরকে تَاْوِيْل বা ব্যাখ্যা বলুন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৩৬) যদি উপরোক্ত আয়াতে تَاْوِيْل শব্দের এ অর্থ নেয়া হয় তাহলে فِى الْعِلْمِ শব্দের উপর ওয়াক্ফ

করা উচিত। কেননা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন ও বুঝেন। আর সম্বোধনও তাদেরকেই করা হয়েছে, যদিও মূল তত্ত্বের জ্ঞান তাদের নেই। এরূপ হলে **اَمَنَّابِه** শব্দটি **حَال** হবে। আবার **مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ** ছাড়াই **مَعْطُوْفٌ** হতে পারে, যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ. وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ. وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৮-১০)। অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে। (সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ২২)। অর্থাৎ তোমার রাব্ব যখন উপস্থিত হবেন তখন মালাইকা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ সংবাদ প্রদান 'আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি' এর অর্থ এই যে, তারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তারা স্বীকার করেছেন যে, এ সবগুলিই অর্থাৎ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সবগুলিই সত্য এবং একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সমস্ত আয়াতই আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসেছে। ঐগুলির মধ্যে বৈপরীত্য কিছুই নেই। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮২) এ জন্যই এখানেও বলেছেন, 'এটা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে থাকে, যারা এ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে, যাদের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা স্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন।' এ ছাড়া ইব্নুল মুনযির (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, নাফি ইব্ন ইয়াযীদ (রহঃ) বলেছেন, তারাই বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত যারা আল্লাহর কারণে সংযত, আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিনয়ী, তারা বড়দের সাথে বাড়াবাড়ি করেনা এবং ছোটদেরকে হেয় চোখে দেখেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রার্থনা করে, رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا হে আমাদের প্রভু! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে ওসব লোকের অন্তরের ন্যায় করবেননা যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে বিপথগামী হয়ে থাকে। বরং আমাদেরকে সরল-সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, দৃঢ় ধর্মের উপর কায়েম রাখুন। وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, আমাদের অন্তর ঠিক রাখুন, আমাদের মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করুন এবং আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালমাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

يَا مُقَـــلِّبَ الْقُـــلُوْبِ ثَـــبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْـــنِكَ.

'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।' অতঃপর তিনি رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ এ আয়াতটি (৩ ঃ ৮) পাঠ করতেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮৪, তাবারী ৬/২১৩) আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের অন্তরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আল্লাহ তা'আলা যেন তা বক্র না করেন এবং তিনি যেন আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি প্রচুর প্রদানকারী।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা বলে ঃ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষকে সমবেতকারী এবং তাদের মধ্যে হুকুম ও ফাইসালাকারী। আপনিই সকলকে তাদের ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় প্রদানকারী। ঐ দিনের আগমনে এবং আপনার অঙ্গীকারের সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'

১০। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবেনা এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন।	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ
১১। ফির'আউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের প্রকৃতির ন্যায় তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অসত্যারোপ করেছে, এই হেতু আল্লাহ তাদের ধৃত করেছেন এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।	١١. كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ

وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	

কিয়ামাত দিবসে কোন সন্তান কিংবা সম্পদ কাজে আসবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অস্বীকারকারীরা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ হবে। সেদিন ঐ অত্যাচারীদের ওযর কৈফিয়ত কোন কাজে আসবেনা। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য জঘন্য বাসস্থান রয়েছে। সেদিন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবেনা।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২) যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ. مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৬-১৯৭) অনুরূপ এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কথা অস্বীকারকারী, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্যকারী, তাঁর কিতাবের বিরোধী, অহীর

অবাধ্য, তারা যেন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা কোন মঙ্গলের আশা না করে। তারা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ, তাদের দ্বারা জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে।' যেমন অন্য জায়াগায় রয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ... যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'ফির'আউনের লোকদের মত ব্যবহার করা।' (তাবারী ৬/২২৪) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ তাফসীর করেছেন। অন্যান্য বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'ফির'আউনীদের অনুসারীদের মত আমল করা, আচার-আচরণ করা এবং তাদের পছন্দনীয় বিষয়কে পছন্দ করা।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৯২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ যেমন অবস্থা ফির'আউন সম্প্রদায়ের ছিল, যেমন তাদের কৃতকর্ম ছিল। ' دَأْبٌ শব্দটির هَمْزَةٌ অক্ষরটি জযমের সঙ্গেও এসেছে এবং যবরের সঙ্গেও এসেছে। যেমন নাহরুন ও নাহার শব্দটি। دَأْبٌ শব্দটি জাঁকজমক, অভ্যাস, অবস্থা এবং পন্থা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসবেনা, যেমন ফির'আউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসেনি। وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং তাঁর শাস্তি বড়ই বেদনাদায়ক। কেহ কোন ক্ষমতার বলে ঐ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারেনা এবং তা সরিয়ে দিতেও পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান তাই করে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর বশীভূত। তিনি ব্যতীত কেহ মা'বূদ নেই।

১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, তুমি তাদেরকে বল ঃ অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমরা জাহান্নামের দিকে একত্রিত হবে এবং ওটা নিকৃষ্টতর স্থান।	١٢. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ
১৩। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল; তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে।	١٣. قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَـٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ

ইয়াহুদীদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং বদরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে নাবী! তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দাও যে, তারা পৃথিবীতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং মুসলিমদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, আর ওটা হচ্ছে জঘন্যতম স্থান। 'সীরাত ইব্ন ইসহাক' গ্রন্থে আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর যখন মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বানূ কাইনুকার বাজারে ইয়াহুদীদেরকে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে ইয়াহুদীর দল! কুরাইশদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়ার ন্যায় তোমরাও লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর।' এ কথা শুনে ঐ উদ্ধত ও অবাধ্য দলটি উত্তর দেয় ঃ 'যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কয়েকজন কুরাইশকে পরাজিত করেই বুঝি আপনি অহংকারে ফেটে পড়েছেন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে! এখনও আমাদের সাথে আপনার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়, 'মাক্কা বিজয়ই এটা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্য, উত্তম ও পছন্দনীয় দীনকে এবং ঐ দীনধারীদেরকে সম্মান দানকারী। তিনি তাঁর রাসূলের ও তাঁর অনুসারীদের স্বয়ং সাহায্যকারী'।

দু'টি দল যুদ্ধে পরস্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর (মুসলিমদের) এমন প্রভাব পড়ে এবং মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলিমরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা অনেক কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল। কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ

যখন দু'দল মুখোমুখী দন্ডায়মান হয়েছিল তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪৪) সুতরাং এ পবিত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অল্প পরিলক্ষিত হয়। এটা এ জন্যই যে, যেন তারা নিজেদের দুর্বলতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, সমস্ত মনযোগ তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তাঁরই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা যখন কাফিরদের সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই যে, তারা আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ। দ্বিতীয়বার যখন তাদের প্রতি দৃষ্টি দেই তখন মনে হয় যেন তারা আমাদের চেয়ে একজনও বেশি নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ

তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪৪) (তাবারী ৬/২৩৪)

যখন উভয় শিবিরের সৈন্যরা একে অপরের দিকে লক্ষ্য করছিল তখন মুসলিমদের কাছে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা তাদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ মনে হচ্ছিল। তা এ জন্য যে, মুসলিমরা যেন আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং জয়ী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মদদ চায়। অপর দিকে কাফিরদের কাছে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ দেখানো হচ্ছিল যাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত ও হত-বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় অন্য দলের সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয় যেন উভয় দলই উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করে এবং

لِّيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً

আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪২) যেন কুফর ও ঔদ্ধত্যের উপর ঈমানের বিজয় লাভ ঘটে এবং যেন মুসলিমরা সম্মানিত হয়, আর কাফিরেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২৩) এ জন্যই এখানেও বলেন, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তদীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করে থাকেন।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।' অর্থাৎ যারা স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে অতি তৎপর হয়ে যাবে এবং বুঝে নিবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে এ ইহলৌকিক জগতেও সাহায্য করবেন এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

১৪। মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ	١٤. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ

مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ	ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।
١٥. قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ	১৫। তুমি বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও উত্তম বিষয়ের সংবাদ দিব? যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য তাদের রবের নিকট জান্নাত রয়েছে - যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং তথায় শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ ও আল্লাহর প্রসন্নতা রয়েছে এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

পার্থিব জীবনের প্রকৃত মূল্য

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, পার্থিব জীবনকে বিভিন্ন প্রকারের উপভোগ্য (বস্তু) দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এ সমুদয় জিনিসের মধ্যে

সর্বপ্রথম নারীদের কথা বর্ণনা করেছেন, কেননা তাদের অনিষ্ট সবচেয়ে বড়। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি আমার পরে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও ফিতনা ছেড়ে গেলামনা। (ফাতহুল বারী ৯/৪১) তবে হ্যাঁ, যখন বিবাহ দ্বারা কোন লোকের উদ্দেশ্য হবে ব্যভিচার হতে রক্ষা পাওয়া ও সন্তানাদির আধিক্য তখন নিঃসন্দেহে ওটা উত্তম কাজ হবে।' শারীয়াত বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে এবং বিয়ে করা এমনকি বহু বিয়ে করার ফাযীলাতের অনেক হাদীসও এসেছে এবং বলা হয়েছে ঃ

এ উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক স্ত্রীর অধিকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দুনিয়া একটি উপকারের বস্তু এবং ওর সর্বোত্তম উপকারী জিনিস হচ্ছে সতী সাধ্বী পত্নী। (মুসলিম ২/১০৯০) স্বামী যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যদি নির্দেশ দেয় তাহলে পালন করে। আর যদি সে স্ত্রী হতে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে নিজের জীবনের ও স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।' অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী হচ্ছে সালাত।' (নাসাঈ ৫/২৮০) আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল নারীগণ, তবে তিনি ঘোড়াও খুব পছন্দ করতেন। (নাসাঈ ৬/২১৭, ৭/৬১) আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর পছন্দের জিনিস ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। তবে হ্যাঁ, নারীরাও ছিল। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদেরকে ভালবাসার মধ্যে মঙ্গলও রয়েছে এবং অমঙ্গলও রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যদের উপর অহংকার প্রকাশ করার জন্য যদি অধিক সন্তান লাভ কামনা করে তাহলে তা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে একাত্মবাদী মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ভালবাসা স্থাপনকারিণী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা বিয়ে কর, কিয়ামাতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে অন্যান্য উম্মাতবর্গের উপর গর্ববোধ করব।' (ইব্ন হিব্বান ৬/১৩৪) ধন-সম্পদের

ব্যাপারেও একই কথা। যদি ওর প্রতি ভালবাসার উদ্দেশ্য হয় দুর্বলদের ঘৃণা করা ও দরিদ্রের উপর অহংকার প্রকাশ করা তাহলে তা অতি জঘন্য। আর যদি সম্পদের চাহিদার উদ্দেশ্য হয় নিকটের ও দূরের আত্মীয়দের উপর খরচ করা, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা তাহলে তা শারীয়াত সম্মত ও খুবই উত্তম।

قِنْطَارٌ এর পরিমাণের ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মোট কথা এই যে, অত্যধিক সম্পদকে قِنْطَارٌ বলা হয়। যেমন যাহহাকের (রহঃ) উক্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'বারো হাজার উকিয়াহ'য় এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক আওকিয়া' পৃথিবী ও আকাশ হতে উত্তম।' (তাবারী ৬/২৫০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ রকমই একটি মাওকুফ হাদীসও বর্ণিত আছে এবং এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। (তাবারী ৬/২৪৪)

ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐসব লোক যারা ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তা লালন-পালন করে। তাদের জন্য এ ঘোড়া সাওয়াবের কারণ। দ্বিতীয় হচ্ছে তারাই যারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশে ঘোড়ার পালন করে। এদের জন্য শাস্তি রয়েছে। তৃতীয় হচ্ছে ওরাই যারা চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য এবং ওর বংশ রক্ষার উদ্দেশে ঘোড়ার পালন করে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য বিস্মরণ হয়না। এ জন্যই এ ধরনের ঘোড়া লালন-পালন করা তাদের মালিকের জন্য আর্থিক সহায়তার রক্ষা বুহ্য হিসাবে কাজ করে যা একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে সূরা আনফালের ৬০ আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।

مُسَوَّمَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত এবং কপালে ও পায়ে সুন্দর সাদা চিহ্নযুক্ত ঘোড়া ইত্যাদি। (তাবারী ৬/২৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবযা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবূ সিনান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/১২৩-১২৫) মাকহুল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 'মুসাওওয়ামাহ' বলা হয় ঐ ঘোড়াকে যার কপালে সাদা দাগ থাকে এবং পায়ের নিচের অংশও সাদা থাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/১২৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি আরাবীয়ান ঘোড়াকে প্রতিদিন ভোরে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয়। ঐ দু'আ হল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আদম সন্তানের সেবার জন্য নিয়োজিত করেছ। অতএব তুমি আমাকে তার কাছে এবং তার গৃহের জন্য উপকারী জিনিসের অন্তর্ভুক্ত কর অথবা ... আমাকে তার জন্য এবং তার গৃহের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় হিসাবে গণ্য কর। (আহমাদ ৫/১৭০)

اَنْعَامٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে উট, ছাগল ও গরু। حَرْثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ভূমি যা ফসলের বীজ বপন বা বৃক্ষ রোপণের জন্য তৈরী করা হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষের উত্তম সম্পদ হচ্ছে অধিক বংশ বৃদ্ধি করা ঘোড়া এবং অধিক ফলবান বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।' অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 'এগুলি পার্থিব জীবনের লোভনীয় সম্পদ।' অর্থাৎ এগুলি ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, এগুলি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উত্তম বিনিময় প্রাপ্তির জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।

আল্লাহভীরুতার পুরস্কার দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে উত্তম

এখানে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয় ঃ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ (হে নাবী)! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি। এ পার্থিব জিনিসগুলি তো একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের কথা বলছি সেগুলি অস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী। لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট এমন সুখময় জান্নাত রয়েছে যার বিভিন্ন প্রান্তে ও যার বৃক্ষাদির মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। কোন স্থানে রয়েছে মধুর নদী, কোন জায়গায় রয়েছে দুধের নদী, কোথাও বা রয়েছে সুরার স্রোতস্বিনী এবং কোন স্থানে রয়েছে স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণ। আরও এমন এমন সুখ-সম্পদ রয়েছে যা না শ্রবণ করেছে কোন কর্ণ, না দর্শন করেছে কোন চক্ষু, আর না ধারণা করেছে

কোন অন্তর। এরূপ সুখময় ও আরামদায়ক স্থানে মুত্তাকীরা চিরকাল অবস্থান করবে। তথা হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হবেনা, তাদেরকে প্রদত্ত নি'আমাতরাজী কমে যাবেনা এবং ধ্বংসও হবেনা। وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ অতঃপর সেখানে এমন সহধর্মিণী থাকবে যারা ময়লা মালিন্য, অপবিত্রতা, ঋতু-রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিরাজ করবে। وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰه সর্বোপরি খুশির কারণ এই যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এর পরেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন ভয় থাকবেনা। এ জন্যই সূরা বারাআতের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَرِضۡوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭২) অর্থাৎ নি'আমাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নি'আমাত হচ্ছে প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ। সমস্ত বান্দাই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় তা তিনিই ভাল জানেন।

১৬। যারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান।	١٦. ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
১৭। যারা সহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, সেবানুগত, দানশীল এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।	١٧. ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡمُنفِقِينَ وَٱلۡمُسۡتَغۡفِرِينَ بِٱلۡأَسۡحَارِ

মুত্তাকীদের বর্ণনা এবং তাদের প্রার্থনা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সংযমী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করেন যে, তারা বলে ঃ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সুতরাং এ ঈমানের উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন।’ এ সংযমী লোকেরা আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সমস্ত আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে এবং অবৈধ জিনিস হতে দূরে থাকে। তারা প্রতিটি কাজে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তারা ঈমানের দাবীতেও সত্যবাদী।

জীবনের উপর কঠিন ও কষ্টকর হলেও তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে তাঁর নির্দেশ মত ব্যয় করে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং তাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে। তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করে এবং ভোর রাতে উঠে আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ সময় ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব অত্যধিক। এও বলা হয়েছে যে, ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন ঃ

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ

আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৯৮) ওটার ভাবার্থ ঊষাকালই বটে। অর্থাৎ ইয়াকূব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেন ঃ ‘প্রাতঃকালে তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।’ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক রাতে এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন ঃ ‘কোন যাঞ্চাকারী আছে কি যাকে আমি দান করব? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবূল করব? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করব?’ (ফাতহুল বারী ১১/১৩৩, মুসলিম ১/৫২১, আবূ দাঊদ ২/৭৭, তিরমিযী ৯/৪৭১, নাসাঈ ৬/১২৩, ইব্ন মাজাহ ১/৪৩৫, আহমাদ ২/৪৮৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বিত্‌র সালাত আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্‌র সালাত আদায়ের সর্বশেষ সময় ছিল ঊষার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। (ফাতহুল বারী ২/৫৬৪, মুসলিম ১/৫১২) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য নাফিকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করতেন ঃ ‘হে নাফি! ইহা কি রাতের শেষ অংশ? নাফি (রাঃ) ‘হ্যাঁ’ না বলা পর্যন্ত অর্থাৎ সুবহি সাদিক হওয়া পর্যন্ত দু‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকতেন। (ইবন আবী হাতিম ২/১৪৫)

১৮। আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কেহ ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মালাক/ফেরেশতা, জ্ঞানবানগণ ও সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারীগণও সাক্ষ্য দেয় যে, এই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই।	١٨. شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
১৯। নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।	١٩. إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَـٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

২০। অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।	٢٠. فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন, لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী সাক্ষী এবং তাঁরই কথা সবচেয়ে সত্য। তিনি বলেন যে, সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দাস এবং একমাত্র তাঁরই সৃষ্ট। সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। মা’বূদ ও আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি একাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া আর কেহ ইবাদাতের যোগ্য নয়। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় সাক্ষ্যের সাথে মালাইকা/ফেরেশতাদের ও জ্ঞানীদের সাক্ষ্যকেও মিলিয়ে নিচ্ছেন। এখান হতে আলেমদের বড় মর্যাদা

সাব্যস্ত হচ্ছে। **قَائِمًا** শব্দটি এখানে **حَال** হয়েছে বলে তার উপর **نَصَب** দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সদা-সর্বাবস্থায় এ রকমই। অতঃপর আরও বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য দ্বিতীয়বার ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রকৃত মা'বূদ একমাত্র তিনিই। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং কথা ও কাজে বিজ্ঞানময়।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফায় এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং **اَلْحَكِيْم** পর্যন্ত পড়ে বলেন ঃ

وَاَنَّا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدَيْنَ يَا رَبِّ

'হে আমার রাব্ব! আমিও ওর উপর সাক্ষীগণের মধ্যে একজন।' মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ পাঠ করেন ঃ **وَاَنَا اَشْهَدُ يَا رَبِّ** অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি'।

আল্লাহর মনোনীত দীন একমাত্র ইসলাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ** ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ/ধর্ম কোনো লোকের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেননা। ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নাবী/রাসূল আগমন করেছেন তাদেরকে স্বীকার করা, যারা তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সর্বযুগীয় নাবীগণের (আঃ) অহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সর্বশেষ এবং সমস্ত নাবীর (আঃ) সমাপ্তকারী হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর নাবুওয়াতের সমাপ্তির সাথে সাথে অহী নাযিলের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে কেহ তাঁর শারীয়াত ছাড়া অন্য কিছুর উপর আমল করবে সে মহান আল্লাহর নিকট ধার্মিক বলে গণ্য হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৫) অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও ধর্মকে ইসলামের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ॥

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা মহান আল্লাহর নাবীগণের (আঃ) আগমনের পর ও তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর মতভেদ করেছিল এবং এরই কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল। একজন এক কথা বললে তা সত্য হলেও, অন্যজন তার বিরোধিতা করত।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যারা ঐগুলি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও অমান্য করে, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ হে নাবী! তারা যদি তোমার সাথে আল্লাহর একাত্মের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে বলে দাও, 'আমি তো নির্ভেজালভাবে সেই আল্লাহরই ইবাদাত করব যাঁর কোন অংশী নেই, যিনি অতুলনীয়, যাঁর না আছে কোন সন্তান এবং না রয়েছে কোন পত্নী। আর যারা আমার অনুসারী, যারা আমার ধর্মের উপর রয়েছে তাদেরও এই একই কথা।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

তুমি বল ঃ এটাই আমার পথ (আল্লাহর প্রতি) মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৮)

ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম এবং রাসূলকে (সাঃ) পাঠানো হয়েছিল মানব কল্যাণের জন্য

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে, وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ হে নাবী! কিতাবধারী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে এবং নিরক্ষর মুশরিকদেরকে বলে দাও, তোমাদের সবারই সুপথ প্রাপ্তি ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। যদি তারা অমান্য করে তাহলে কোন কথা নেই। তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা এবং তুমি তোমার এই কর্তব্য পালন করেছ। আল্লাহ তাদেরকে দেখে নিবেন। তাদের সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। তিনি যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে চান

পথভ্রষ্ট করেন। স্বীয় নৈপুণ্য তাঁরই ভাল জানা আছে। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে ভ্রান্তপথের পথিক তা তিনিই ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) এ আয়াতে এবং এরই মত বহু আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টজীবের নিকট রাসূল হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর ধর্মের নির্দেশাবলী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিতাব ও সুন্নাহয় এ বিষয়ের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কুরআনুল হাকীমে এক জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই জন্য আল্লাহর রাসূল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا

সেই আল্লাহ কল্যাণময় যিনি স্বীয় বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য ভয় প্রদর্শক হয়ে যায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনা ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুস্পার্শ্বের সমস্ত বাদশাহর নিকট এবং অন্যান্য লোকদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রগুলির মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। তারা আরাবই হোক অথবা অনারাবই হোক, কিতাবধারীই হোক অথবা অন্য কোন ধর্মের লোক হোক না কেন। এভাবে তিনি প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ১/৪২, মুসলিম ৪/১৯৯৩) মুসনাদ আবদুর রাজ্জাকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ উম্মাতের মধ্যে ইয়াহুদই হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, যারই কানে আমার নাবুওয়াতের সংবাদ পোঁছবে এবং আমার আনীত জিনিসের উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করবেনা, আর ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।' (মুসলিম ১/১৩৪) সহীহ মুসলিমের হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের

উক্তিও রয়েছে ঃ 'আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর নিকট নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।' (মুসলিম ৩৭১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) শুধুমাত্র তাঁর গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের নিকট নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।' (বুখারী ৩৩৫)

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াহুদীর ছেলে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর পানি রাখত এবং তাঁর জুতা এনে দিত, সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেলেটিকে বলেন ঃ 'হে অমুক! তুমি لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ পাঠ কর।' সে তখন তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং পিতাকে নীরব থাকতে দেখে সেও নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার এ কথাই বলেন। সে পুনরায় তার পিতার দিকে তাকায়। তার পিতা বলে ঃ 'আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নাও।' ছেলেটি তখন বলে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللَّه.

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে যাবার সময় বলেন ঃ 'সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার কারণে তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করলেন।' এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এনেছেন। এগুলি ছাড়াও আরও বহু বিশুদ্ধ হাদীস এবং কুরআনুল হাকীমের বহু আয়াত এ সম্বন্ধে রয়েছে।

২১। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে ও অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদের যারা মানবমন্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি র সুসংবাদ দাও।	٢١. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَيَقۡتُلُونَ ٱلَّذِينَ

	يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
২২। এদের কৃতকর্মসমূহ ইহকাল ও আখিরাতে ব্যর্থ হবে এবং তাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নেই।	٢٢. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

ঈমান না আনা এবং নাবীগণকে হত্যা করার জন্য ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার

এখানে কিতাবধারীদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হচ্ছে। তারা পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকত এবং মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীগণের (আঃ) মাধ্যমে যেসব কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। শুধু তাই নয়, বরং তারা নাবীদেরকে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, যারা তাদেরকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করত তাদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করত। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সত্যকে অস্বীকার করা ও ন্যায় পন্থীদেরকে লাঞ্ছিত করাই হচ্ছে অহংকারের শেষ সীমা।' (মুসলিম ১/৯৩)

সুতরাং তাদের এ অবাধ্যতা, অহংকার এবং দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন এবং পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদের সমস্ত কৃতকর্ম ইহকালেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা।'

২৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের	٢٣. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

২৪। এটা এ জন্য যে, তারা বলে ঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা; এবং তারা যা স্থির করেছে, তাদের ধর্ম বিষয়ে ওটা তাদেরকে প্রতারিত করেছে।	٢٤. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ
২৫। অতঃপর যে দিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তাদের কি দশা হবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা সম্যক রূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা।	٢٥. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার না করার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের এ দাবীতেও মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা ঐ কিতাবগুলির নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যের এ বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের সাহস যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলে ঃ

لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র জাহান্নামে অবস্থান করব।' অর্থাৎ মাত্র সাত দিন। দুনিয়ার হিসাবে প্রতি হাজার বছর হবে একদিন। এর বিস্তারিত তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এ বাজে ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। অথচ এটা স্বয়ং তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, আর না তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ কিয়ামাতের দিন তাদের কি অবস্থা হবে? তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, নাবীদেরকে এবং হক পন্থী আলেমদেরকে হত্যা করেছে।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসাব দিতে হবে এবং প্রতিটি পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ঐ দিনের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ঐ দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবেনা।'

২৬। তুমি বল ঃ হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা	٢٦. قُلِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ

রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে রয়েছে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।	ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
২৭। আপনি রাতকে দিনে পরিবর্তিত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, এবং জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করেন ও মৃতকে জীবিত হতে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।	٢٧. تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার প্রভুর সম্মানার্থে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ও সমস্ত কাজ তাঁর নিকট সমর্পণের উদ্দেশে তাঁর পবিত্র সত্তার উপর নির্ভর করে উপরোক্ত শব্দগুলি দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর।

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء হে আল্লাহ! আপনি পৃথিবীর অধিপতি। সমস্ত পৃথিবী আপনারই অধিকারে রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছা সাম্রাজ্য প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন। আপনিই প্রদানকারী। আপনি যা চাননা তা হতে পারেনা। এ আয়াতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে এবং ঐ নি‘আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামের উম্মাতকে দান করা হয়েছে। তা এই যে, বানী ইসরাঈল হতে নাবুওয়াত ছিনিয়ে নিয়ে মাক্কার নিরক্ষর, কুরাইশী আরাবী নাবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁকে সাধারণভাবে নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সমস্ত মানব ও দানবের রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। পূর্বের সমস্ত নাবীর (আঃ) গুণাবলী তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে এবং তাঁকে ঐসব ফাযীলাত দান করা হয়েছে যা হতে অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) বঞ্চিত ছিলেন। ঐ ফাযীলাত আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞান সম্বন্ধেই হোক বা ঐ মহান প্রভুর শারীয়াতের ব্যাপারেই হোক অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ সম্পর্কেই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর উপর পরকালের সমস্ত রহস্য খুলে দিয়েছেন, তাঁর উম্মাতকে পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর দীন ও শারীয়াতকে সমস্ত দীন ও সমস্ত মাযহাবের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার দুরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক, আজ হতে কিয়ামাত পর্যন্ত যতদিন দিন-রাতের আবর্তন চালু থাকবে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর যেন স্বীয় করুণা সদাসর্বদার জন্য বর্ষণ করতে থাকেন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে নাবী! তুমি বল ঃ হে আল্লাহ! আপনিই স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে আবর্তন বিবর্তন এনে থাকেন। আপনি যা চান তাই করেন। যারা বলেছিল ঃ ‘দু’টি গ্রামের কোন একজন বড়লোকের উপর কেন আল্লাহ তা‘আলা এ কুরআন অবতীর্ণ করেননি’ তাদের এ কথা খণ্ডন করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১-৩২) অর্থাৎ ‘আমি যখন তাদের আহার্যেরও মালিক, যাকে চাই কম দেই এবং যাকে চাই বেশি দেই, তখন এরা আমার উপর হুকুম করার কে যে, আমি অমুককে কেন নাবী করলাম? নাবুওয়াতও আমারই অধিকারের বিষয়। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কোন্ ব্যক্তি তা আমিই জানি।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ আপনিই রাতের অতিরিক্ত অংশ দিনের কমতির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দিন-রাত সমান করে থাকেন। আবার এদিকের অংশ ওদিকে দিয়ে ঐ দু'টিকেই ছোট বড় করেন এবং পুনরায় সমান সমান করে থাকেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপর এবং সূর্য ও চন্দ্রের উপর পূর্ণ আধিপত্য আপনারই রয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীষ্মকে শীতের সাথে পরিবর্তন করারও পূর্ণ ক্ষমতা আপনারই আছে। বসন্তকাল ও শরৎকালের উপর আপনিই ক্ষমতাবান।

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ আপনিই জীবিত হতে মৃতকে এবং মৃত হতে জীবিতকে বের করেন। ক্ষেত্র শস্য হতে এবং শস্য ক্ষেত্র হতে বের করারও ক্ষমতা আপনারই। খেজুর গাছ আঁটি হতে এবং আঁটি খেজুর হতে আপনিই সৃষ্টি করে থাকেন। মু'মিনকে কাফিরের ঔরষে এবং কাফিরকে মু'মিনের ঔরষে আপনিই জন্ম দানের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং মুরগী ডিম হতে এবং ডিম মুরগী হতে সৃষ্টি করাও আপনারই কাজ। এ রকমই সমস্ত জিনিসই আপনার অধিকারে রয়েছে।

وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ আপনি যাকে ইচ্ছা করেন এত ধন-সম্পদ প্রদান করেন যা গণনা করে ও পরিমাপ করে শেষ করা যায়না। আবার যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষুধা নিবারণের আহার্য পর্যন্ত প্রদান করেননা। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনার এ সমস্ত কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ এবং সবকিছুই আপনারই ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে’।

২৮। মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা	٢٨. لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ	**হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে।**

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন না করে, বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও ভালবাসা থাকা উচিত। অতঃপর তিনি সতর্ক করে বলছেন যে, وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْسَ منَ اللّه في شَيْءٍ যে ব্যক্তি এরূপ করবে অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের সাথে মিত্রতা করবে তার প্রতি তিনি রাগান্বিত হবেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ 'হে মু'মিনগণ! এই ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা পরস্পর বন্ধু, তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৪)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে।(সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭৩)

إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ লোকদেরকে অনুমতি দেন যারা কোন শহরে কোন সময় অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে সাময়িকভাবে মৌখিক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে, কিন্তু তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখেনা। যেমন সহীহ বুখারীতে আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'কোন কোন গোত্রের সাথে আমরা প্রশস্ত বদনে মিলিত হই, কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।' (ফাতহুল বারী ১০/৫৪৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'শুধু মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু কাজে-কর্মে কখনও তাদের সহযোগিতা করা যাবেনা।'

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'কিয়ামাত পর্যন্তই এ নির্দেশ।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন।' অর্থাৎ তিনি ঐ লোকদেরকে স্বীয় শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।' প্রত্যেকেই তাঁর কাছে স্বীয় কাজের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

٢٩. قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	২৯। তুমি বল ঃ তোমাদের অন্তর -সমূহে যা রয়েছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।
٣٠. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ	৩০। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকাজ হতে যা করেছে ও দুস্কর্ম হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা করবে - যদি তার মধ্যে এবং ঐ দুস্কর্মের মধ্যে সুদূর ব্যবধান হত! আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

আল্লাহ জানেন তাঁর বান্দা যা গোপন রাখে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথা ভালই জানেন। কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কথাও তাঁর নিকট লুকায়িত থাকেনা। তাঁর জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহূর্তে বেষ্টন করে রয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে, পর্বতে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, ছিদ্রে, মোট কথা, যেখানে যা কিছু আছে সবই তাঁর

গোচরে রয়েছে। সব কিছুর উপরেই তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। তিনি যেভাবেই চান রাখেন, যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ও এত বড় ক্ষমতাবান হতে সকলেরই সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, সদা-সর্বদা তাঁর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকা এবং অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা উচিত। তিনি সব জান্তাও বটে এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারীও তিনি। সম্ভবতঃ তিনি কেহকে ঢিল দিয়ে রাখবেন, কিন্তু যখন ধরবেন তখন এমন কঠিনভাবে ধরবেন যে, পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবেনা। এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের হিসাব সামনে রেখে দেয়া হবে। সাওয়াবের কাজ দেখে আনন্দ লাভ হবে এবং মন্দ কাজ দেখে দাঁত কামড়াতে থাকবে ও হা-হুতাশ করবে। সেদিন তারা ইচ্ছা পোষণ করবে যে, যদি তার মধ্যে ও ঐ মন্দ কাজের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান থাকত তাহলে কতই না চমৎকার হত!

দুনিয়ায় যে শাইতান তার সঙ্গে থাকত এবং তাকে অন্যায় কাজে উত্তেজিত করত সেদিন তার উপরও সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং বলবে ঃ

يَـٰلَيۡتَ بَيۡنِي وَبَيۡنَكَ بُعۡدَ ٱلۡمَشۡرِقَيۡنِ فَبِئۡسَ ٱلۡقَرِينُ

(ওহে শাইতান) 'হায়! আমার ও তোর মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্ব হতে অর্থাৎ স্বীয় শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। وَاللّٰهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ অতঃপর তিনি স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দয়া ও স্নেহ হতে নিরাশ না হয়। কেননা তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'এটাও তাঁর সরাসরি দয়া ও ভালবাসা যে, তিনি স্বীয় অস্তিত্ব হতে বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন।' এও ভাবার্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং বান্দাদেরও উচিত, তারা যেন সরল-সঠিক পথ হতে সরে না পড়ে, পবিত্র ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (তাবারী ৬/২০২)

৩১। তুমি বল ঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে	٣١. قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ

فَٱتَّبِعُونِى يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**ভালবাসেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।**
٣٢. قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَـٰفِرِينَ	**৩২। তুমি বল ঃ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর; কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেননা।**

রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে

এ পবিত্র আয়াতটি মীমাংসা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু তার ‘আমল ও বিশ্বাস যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের অনুরূপ না হয় এবং সে তাঁর সুন্নাতের অনুসারী না হয়, তাহলে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা অগ্রাহ্য।’ (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫) এ জন্যই এখানেও ইরশাদ হচ্ছে, ঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ যদি তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সাথে ভালবাসা রাখার দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে আমার সুন্নাতের উপর আমল কর। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তোমাদের চাহিদা অপেক্ষা বেশি দান করবেন অর্থাৎ স্বয়ং তিনিই তোমাদেরকে চাইবেন’। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্য বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন ঃ কিছু লোক এ দাবী করত যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ভালবাসেন। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু নাযিল করেন ঃ বল, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লাহকে ভালবাস তাহলে

আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ...। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২০৫) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ হাদীসের উপর চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।' এরপর সর্বসাধারণের উপর নির্দেশ হচ্ছে যে, তারা যেন সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করে। যারা এরপর ফিরে যাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়বে তারা কাফির এবং আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে ভালবাসেননা। যদিও তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যবাদী, নিরক্ষর, রাসূলগণের (আঃ) সমাপ্তি আনয়নকারী এবং মানুষ ও জিনের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ না করবে সেই পর্যন্ত তারা তাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই রাসূল যে, আজ যদি অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) এমনকি স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলগণও (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁদেরও এ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর শারীয়াতকে মান্য করা ছাড়া উপায় থাকতনা। এর বিস্তারিত বিবরণ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮১) এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৩৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের সন্তানগণকে বিশ্ব জগতের উপর মনোনীত করেছেন।	٣٣. إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ
৩৪। তারা একে অপরের বংশধর এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	٣٤. ذُرِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহ্ যাকে চান তাঁর দীনের জন্য মনোনীত করেন

মহামানবগণকে আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন। যেমন আদমকে (আঃ) তিনি স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ প্রবেশ করিয়েছেন, তাঁকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিয়েছেন, তাঁকে জান্নাতে বাস করিয়েছেন এবং স্বীয় নৈপুণ্য প্রকাশের উদ্দেশে তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন। যখন সারা জগত মূর্তি পূজায় ছেয়ে যায় তখন নূহকে (আঃ) প্রথম রাসূল রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তাঁর গোত্র তাঁর অবাধ্য হয়ে যায় এবং তাঁর হিদায়াতের উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন তিনি রাত-দিন প্রকাশ্য ও গোপনে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তারা কোনমতেই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অনুসারীগণ ছাড়া অন্য সকলকে স্বীয় পানির শাস্তি অর্থাৎ বিখ্যাত 'নূহের তুফানে' ডুবিয়ে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) বংশকে আল্লাহ তা'আলা মনোনয়ন দান করেন। তাঁর বংশেই মানব জাতির নেতা এবং নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। ইমরানের (আঃ) বংশকেও তিনি মনোনীত করেন। ইমরান (আঃ) ঈসার (আঃ) জননী মারইয়ামের (আঃ) পিতার নাম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে তাঁর বংশক্রম নিম্নরূপ ঃ ইমরান ইব্ন হাশিম ইব্ন মীশা ইব্ন হিযকিয়া ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন গারইয়া ইব্ন নাওশ ইব্ন আযর ইব্ন বাহওয়া ইব্ন মুকাসিত ইব্ন আয়শা ইব্ন আইয়াম ইব্ন সুলায়মান (আঃ) ইব্ন দাঊদ (আঃ)। সুতরাং ঈসা (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর। এর বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আন'আমের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৩৫। যখন ইমরান-পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রাব্ব! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	٣٥. إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

৩৬। অতঃপর যখন সে তা প্রসব করল তখন বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি; এবং সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন, এবং কোনো পুত্র এই কন্যার সমকক্ষ নয়! আর আমি কন্যার নাম রাখলাম 'মারইয়াম' এবং আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করলাম।	٣٦. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

মারইয়ামের (আঃ) জন্ম বৃত্তান্ত

ইমরানের (আঃ) যে স্ত্রী মারইয়ামের (আঃ) মা ছিলেন তাঁর নাম ছিল হান্না বিন্‌ত ফাকুয। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ 'তাঁর সন্তান হতনা। একদা তিনি একটি পাখীকে দেখেন যে, সে তার বাচ্চাগুলিকে আদর করছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তানের বাসনা জেগে উঠে। ঐ সময়েই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আন্তরিকতার সাথে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন; ঐ রাতেই তিনি গর্ভবতী হন।' গর্ভ ধারণের পূর্ণ নিশ্চিত হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন (নযর মানেন)ঃ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সন্তান দান করলে তিনি তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খিদমাতের উদ্দেশে আল্লাহর নামে অর্পণ করবেন। তখন পুত্র সন্তান হবে কি কন্যা সন্তান হবে তাতো আর জানা ছিলনা। কাজেই সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা গেল যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। আর বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবা কাজ পরিচালনার যোগ্যতা কন্যা সন্তানের থাকতে পারেনা। ওর জন্য তো পুত্র সন্ত

ানের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীয় দুর্বলতার কথা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রকাশ করে বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তো তাকে আপনার নামে অর্পণ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। সে যে কি সন্তান প্রসব করেছে তা আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন।' হান্না বলেন ঃ 'নর ও নারী সমান নয়। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জন্মের দিনও শিশুর নাম রাখা বৈধ। কেননা পূর্ববর্তীদের শারীয়াতও আমাদের শারীয়াত। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) নামানুসারে ইবরাহীম রেখেছি'। (ফাতহুল বারী ৩/৩০৬, মুসলিম ৪/১০৮০৭)

আনাসের (রাঃ) একটি ভাই জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন এবং তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। (ফাতহুল বারী ৯/৫০১) আরও অনেক নবজাতক শিশুকে তাদের জন্মের দিন নামকরণ করা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সামুরা ইব্ন যুন্দুব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি নবজাতক শিশুর নিরাপত্তা লাভ স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকার পশু কুরবানী দেয়া হয়, নাম রাখা হয় এবং তার মাথার চুল চেঁছে ফেলা হয়। (আহমাদ ৫/৭, আবূ দাঊদ ৩/২৫৯, তিরমিযী ৫/১১৫, নাসাঈ ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। এখানে আরও একটি বর্ণনার উল্লেখ করতে চাই যাতে বলা হয়েছে 'এবং তার (শিশুর) পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয়।' এ বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ ও মাশহুর বলে পরিচিত।

وإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ মারইয়ামের (আঃ) মা স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতানের অনিষ্টতা হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনাটি কবূল করেন। 'মুসনাদ আবদুর রাযযাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'শাইতান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে। ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু মারইয়াম (আঃ) ও ঈসা

(আঃ) এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।' এ হাদীসটি বর্ণনা করে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৬) পড়ে নাও।' (আবদুর রাযযাক ১/১১৯, ফাতহুল বারী ৮/৬০, মুসলিম ৪/১৮৩৮)

৩৭। অতঃপর তার রাব্ব তাকে উত্তম রূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন এবং যাকারিয়াকে তার ভারার্পন করলেন; যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলত ঃ হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলত ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।	٣٧. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡقًا ۖ قَالَ يَـٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ

মারইয়ামের (আঃ) বয়স বৃদ্ধি এবং তাঁকে মর্যাদা প্রদান

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হান্নার 'নযর' তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে বর্ধিত করেন। তাঁকে তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সৌন্দর্যই দান করেন এবং সৎ বান্দাদের মধ্যে তাঁর লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন যেন তিনি চরিত্রবান লোকদের সংস্পর্শে থেকে তাঁদের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا যাকারিয়াকে (আঃ) তিনি মারইয়ামের (আঃ) দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ যাকারিয়াকে (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীর বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, যাকারিয়া (আঃ)

মারইয়ামের (আঃ) খালু ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন। যেমন মিরাজ সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যাঁরা পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৩৯৬০) ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। কেননা আরাবের পরিভাষায় মায়ের খালার ছেলেকেও খালাতো ভাই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় খালার নিকট লালিত-পালিত হন। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযার (রাঃ) পিতৃহীনা কন্যা উমরাকে (রাঃ) তাঁর খালা জাফর ইব্ন আবূ তালিবের (রাঃ) স্ত্রীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ 'খালা হচ্ছেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত।' (ফাতহুল বারী ৭/৫৭১)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের (আঃ) মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা বর্ণনা করছেন, كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً যাকারিয়া (আঃ) যখনই মারইয়ামের (আঃ) প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। মুজাহিদ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ আশ শা'শা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তিনি গ্রীষ্মকালে শীতকালিন ফল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালিন ফল মওজুদ দেখতে পেতেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২২৭-২২৯) যাকারিয়া (আঃ) একদিন জিজ্ঞেস করেন ঃ

يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا হে মারইয়াম! তোমার নিকট এ আহার্যগুলি কোথা হতে আসে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'এগুলি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসে থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।'

٣٨. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن	**৩৮। তখন যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিল, সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন, নিশ্চয়ই**

لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ	আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।
٣٩. فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ	৩৯। অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল তখন মালাইকা/ ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী হবে।
٤٠. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ	৪০। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? নিশ্চয়ই আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি বললেন ঃ এইরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই করে থাকেন।
٤١. قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةً ۖ	৪১। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জন্য

قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ	**কোন নিদর্শন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা; এবং স্বীয় রাব্বকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর।**

যাকারিয়ার (আঃ) দু'আ এবং ইয়াহইয়ার (আঃ) জন্মের সুখবর

যাকারিয়া (আঃ) দেখেন যে, আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে (আঃ) অসময়ের ফল দান করছেন। শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফল তাঁর নিকট বিদ্যমান থাকছে। সুতরাং তিনিও স্বীয় বার্ধক্য ও স্বীয় সহধর্মিণীর বন্ধ্যাত্ব জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট অসময়ে ফল অর্থাৎ সুসন্তান লাভের প্রার্থনা জানাতে থাকেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء আর যেহেতু এটা বাহ্যতঃ অসম্ভব ছিল, তাই তিনি অতি সন্তর্পণে এ প্রার্থনা জানান। তিনি তাঁর ইবাদাতখানায়ই ছিলেন, এমন সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى আপনার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার নাম ইয়াহইয়া রাখতে হবে।' সাথে সাথে তাঁরা এ কথাও বলে দেন ঃ 'এ সুসংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।' ইয়াহইয়া নাম রাখার কারণ এই যে, তাঁর জীবন হবে ঈমানের সাথে। (ইবন আবী হাতিম ২/২৩৫) তিনি আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) সত্যতা প্রকাশ করবেন। রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন ঃ 'ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের প্রথম স্বীকারকারীও হচ্ছেন ইয়াহইয়া (আঃ)'। কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, ইয়াহইয়া (আঃ) ঠিক ঈসার (আঃ) পথের উপর ছিলেন।

سَيِّد শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশীল, বিদ্যা ও ইবাদাতে অগ্রবর্তী, মুত্তাকী, ধর্ম শাস্ত্রবিদ, চরিত্রে ও ধর্মে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ক্রোধকে দমনকারী এবং **حَصُوْر** শব্দের অর্থ হচ্ছে যে মহিলাদের নিকট আসতে পারেনা, যার সন্তানাদি হয়না এবং যার মধ্যে কোন কামভাব থাকেনা। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি বিয়ে করেননা এবং তাদের সাথে রাত্রি যাপন করেননা। জাকারিয়া (আঃ) ইয়াহইয়ার (আঃ) ব্যাপারে দু'আ করেছিলেন, 'আমাকে আপনার তরফ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন।'

এরপর যাকারিয়াকে (আঃ) দ্বিতীয় শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর পুত্র নাবী হবেন। এ সুসংবাদ পূর্বের সুসংবাদ হতেও অগ্রগণ্য। আল্লাহ তা'আলা যেমন মূসার (আঃ) মাকে বললেন ঃ

إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭)

এ সুসংবাদ প্রাপ্তির পর যাকারিয়ার (আঃ) ধারণা হয় যে, এর বাহ্যিক কারণগুলি তো অসম্ভব, তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন, **رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً** হে আমার প্রভু! আমি তো বার্ধক্যে পদার্পণ করেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কাজেই আমার সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? মালাইকা/ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন ঃ

قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا আল্লাহর নির্দেশই সবচেয়ে বড়। তাঁর নিকট কোন কিছু অসম্ভবও নয় এবং কঠিনও নয়। তিনি কোন কাজে অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করে থাকেন।' তখন যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন যাঞ্চা করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় ঃ 'নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা। তুমি সুস্থ সবল থাকবে বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হবেনা। শুধুমাত্র ইশারায়-ইঙ্গিতে কাজ চালাতে হবে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

সুস্থতার সাথে তিন রাত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ১০) এরপর বলা হচ্ছে– 'এ অবস্থায় খুব বেশি আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও

পবিত্রতা বর্ণনা করা তোমার উচিত। সকাল-সন্ধ্যায় ঐ কাজেই লেগে থাকবে।' এর দ্বিতীয় অংশ এবং পূর্ণ বর্ণনা সূরা মারইয়ামের মধ্যে বিস্ত ারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪২। এবং যখন মালাইকা/ফেরেশতা বলেছিল ঃ ওহে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন।	٤٢. وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَٰلَمِينَ
৪৩। হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সাজদাহ কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর।	٤٣. يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ
৪৪। এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি; এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলেনা।	٤٤. ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

মাইয়ামের (আঃ) মর্যাদা

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর অত্যধিক ইবাদাত, দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব, ভদ্রতা এবং শাইতানী কুধারণা হতে দূরে থাকার কারণে স্বীয় নৈকট্য লাভের যে মর্যাদা দান করেছেন এবং সারা জগতের নারীদের উপর যে মনোনীত করেছেন তারই সুসংবাদ দিচ্ছেন। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'মহিলাদের মধ্যে (ঐ সময়ের) উত্তম হচ্ছেন মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং (আমার সময়ে) খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)।' (তিরমিযী ১০/৩৮৮ ফাতহুল বারী ৬/৫৪২, মুসলিম ৪/১৮৮৬)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া ঐ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন। (তাবারী ৬/৩৯৭, ফাতহুল বারী ৬/৫৪৩, মুসলিম ৪/১৮৮৬, তিরমিযী ৫/৫৬৩, নাসাঈ ৫/৯৩, ইব্ন মাজাহ ২/১০৯১)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) ঐ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত নারীদের উপর এরূপ যেরূপ সারীদ এর (গোশতের ঝোলে ভিজানো রুটির) ফাযীলাত সমস্ত আহার্যের উপর।' (ফাতহুল বারী ৭/১৩৩) আমি এ হাদীসের সমস্ত সনদ এবং প্রত্যেক সনদের শব্দগুলি স্বীয় 'কিতাবুল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে ঈসার (আঃ) বর্ণনায় জমা করেছি। মালাইকা বলেন ঃ

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ হে মারইয়াম! আপনি বিনয় প্রকাশ এবং রুকূ' ও সাজদায় আপনার সময় কাটিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় ক্ষমতার এক বিরাট নিদর্শন বানাতে চান। সুতরাং মহান আল্লাহর দিকে আপনার পূর্ণ মনঃসংযোগ করা উচিত। قُنُوْتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৬) মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমের একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কুরআনুল হাকীমে যেখানেই قُنُوْتٌ শব্দটি রয়েছে তারই ভাবার্থ হচ্ছে আনুগত্য স্বীকার।' ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'মারইয়াম (আঃ) সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর জানুদ্বয় ফুলে যেত। قُنُوْتٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সালাতে এভাবেই লম্বা লম্বা রুকূ করা।' হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তোমার রবের ইবাদাতে লিপ্ত থাক এবং যারা রুকূ ও সাজদাহ করে তাদের অন্ত র্ভুক্ত হয়ে যাও।' আওযায়ী (রহঃ) বলেন, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় ইবাদাত কক্ষে এত বেশি পরিমাণে ও এত বিনয়ের সাথে সুদীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদদ্বয়ে হলদে পানি নেমে আসত। এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ হে নাবী! এ সব ঘটনা তুমি জানতেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম। আমি তোমাকে না জানালে তুমি জনগণের নিকট এসব ঘটনা কি করে পৌঁছাতে? কারণ যখন এসব ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তুমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলেনা। কিন্তু আমি ঐগুলি তোমাকে এমনভাবে জানিয়ে দিলাম যেন তুমি স্বয়ং সেখানে ছিলে।

যখন মারইয়ামের লালন-পালনের ব্যাপার নিয়ে একে অপরের উপর অগ্রাধিকার লাভের চেষ্টা করছিল, সবাই ঐ সাওয়াব লাভের আকাংখী ছিল, সেই সময় তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে সুলাইমানের (আঃ) মাসজিদে উপস্থিত হন। সে সময় সেখানের সেবক ছিলেন মূসার (আঃ) ভাই হারূনের (আঃ) বংশের লোকগণ। মারইয়ামের (আঃ) মা তাদেরকে বলেন ঃ 'আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমার এ মেয়েকে আল্লাহ তা'আলার নামে আযাদ করে দিয়েছি। সুতরাং আপনারা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন। এটা তো স্পষ্ট যে, সে একটি মেয়ে এবং ঋতুবতী মেয়েদের মাসজিদে প্রবেশ যে নিষিদ্ধ এটাও কারও অজানা নেই। সুতরাং এর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা আপনারাই করুন।

আমি কিন্তু একে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনা।' ইমরান (আঃ) সেখানের সালাতের ইমাম ও কুরবানীর পরিচালক ছিলেন। আর মারইয়াম (আঃ) ছিলেন তাঁরই কন্যা। অতএব সবাই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ দিকে যাকারিয়া (আঃ) তাঁর অগ্রাধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, 'এর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আমি তার খালু। সুতরাং মেয়েটির দায়িত্ব আমারই পাওয়া উচিত'। কিন্তু অন্যেরা তাতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে 'নির্বাচনের গুটি' নিক্ষেপ করা হয় এবং তাতে তারা ঐসব লেখনী নিক্ষেপ করেন যা দিয়ে তাওরাত লিখতেন। এতে যাকারিয়ার (আঃ) নামই উঠে। কাজেই তিনি ঐ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। (তাবারী ৬/৩৫১)

ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন বর্ণনা করেন যে, ধর্ম যাজকরা জর্দান নদীতে গিয়ে তাদের কলমগুলি পানিতে নিক্ষেপ করেন। কথা হয় যে, স্রোতের মুখে যাদের কলম চলতে থাকবে তারা নয়, বরং যার কলম স্থির থাকবে সেই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা কলমগুলি পানিতে নিক্ষেপ করলে সবারই কলম চলতে থাকে, শুধুমাত্র যাকারিয়ার (আঃ) কলম স্থির থাকে। বরং ওটা স্রোতের বিপরীত দিকে চলতে থাকে। কাজেই একে তো গুটিকায় তাঁর নাম উঠেছিল, দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তাছাড়া তিনি সবারই নেতা, ইমাম, আলেম এবং সর্বোপরি নাবী ছিলেন। অতএব তাঁরই উপর মারইয়ামের (আঃ) দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৬৭, ২৬৮)

৪৫। যখন মালাইকা/ফেরেশতারা বলেছিল ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নন্দন ঈসা মসীহ - সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত।	٤٥. إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

৪৬। আর সে দোলনা হতে ও পরিণত বয়সে লোকের সাথে কথা বলবে এবং সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٤٦. وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
৪৭। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? কোন পুরুষ মানুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি; তিনি বললেন ঃ এরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে থাকেন, যখন তিনি কোন কাজের মনস্থ করেন তখন তিনি ওকে ‘হও’ বলেন, ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।	٤٧. قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

ঈসার (আঃ) জন্ম সম্পর্কে মারইয়ামকে (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর গর্ভে একজন বড় খ্যাতিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি শুধু আল্লাহ তা‘আলার كُنْ অর্থাৎ ‘হও’ শব্দ দ্বারা সৃষ্ট হবেন এবং مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ (৩ ঃ ৩৯) এর দা‘ওয়াত এটাই। যেমন প্রসিদ্ধ বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে। তাঁর নাম হবে মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ (আঃ)। প্রত্যেক মু’মিন তাঁকে এ নামেই চিনবে। তাঁর নাম মাসীহ হওয়ার কারণ এই যে, তিনি জন্মান্ধকে ভাল করবেন, পৃথিবীতে ভ্রমণ করবেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করার কারণ এই যে, তাঁর কোন পিতা ছিলনা। ইহকালে ও পরকালে তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট মহা সম্মানিত ও তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ তা‘আলার শারীয়াত ও কিতাব অবতীর্ণ হবে। দুনিয়ায় তাঁর উপর বড় বড় অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং

পরকালেও তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের মত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করবেন এবং সেই সুপারিশও গৃহীত হবে।

ঈসা (আঃ) মাতৃ ক্রোড়ে কথা বলেছেন

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً সে স্বীয় দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে লোকদের সাথে কথা বলবে।' অর্থাৎ তিনি শৈশবকালেই লোকদেরকে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করবেন যা তাঁর একটি অলৌকিক ঘটনারূপে গণ্য হবে। আর পরিণত বয়সেও যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করবেন তখন তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদনকারী হবেন। একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন শুধুমাত্র ঈসা (আঃ) এবং জুরায়েজের সঙ্গী। (ইবন আবী হাতিম ২/২৭২, ২৭৩) অন্য একটি হাদীসে অন্য একটি শিশুর কথাও বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি নবজাতক শিশু ব্যতীত আর কেহই দোলনায় কথা বলেনি। তারা হলেন ঈসা (আঃ), যুরাইজের সময়ের শিশুটি এবং আর একটি বালক।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/২৭২, ফাতহুল বারী ৩৪৩৬, মুসলিম ২৫৫০)

ঈসা (আঃ) পিতাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিলেন

মারইয়াম (আঃ) এ সুসংবাদ শুনে স্বীয় প্রার্থনার মধ্যেই বলেন ঃ

رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ হে আমার প্রভু! আমার সন্তান কিরূপে হতে পারে? আমি তো বিয়ে করিনি এবং আমার বিয়ে করার ইচ্ছাও নেই। তাছাড়া আমি দুশ্চরিত্রা মেয়েও নই।' আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মালাইকা/ফেরেশতাগণ উত্তর দেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশই খুব বড় জিনিস। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই চান সৃষ্টি করে থাকেন। এ সূক্ষ্মতার বিষয় চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, যাকারিয়ার (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে يَفْعَلُ শব্দ ছিল, আর এখানে يَخْلُقُ রয়েছে, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেন বাতিল পন্থীদের কোন সন্দেহ করার সুযোগ না থাকে এবং পরিষ্কার ভাষায় বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতঃপর ওর উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ

كَذَلِكَ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তিনি যে কোন কাজ যখনই করার ইচ্ছা করেন তখন শুধুমাত্র বলেন, 'হও' আর তেমনই হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশের পর কার্য সংঘটিত হতে এক মুহুর্তও বিলম্ব হয়না। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمۡحِۭ بِٱلۡبَصَرِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

৪৮। তিনি তাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিবেন।	٤٨. وَيُعَلِّمُهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ
৪৯। আর তাকে ইসরাঈল বংশীয়দের জন্য রাসূল করবেন। নিশ্চয়ই আমি (ঈসা) তোমাদের রবের নিকট হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মাটি হতে পাখির আকার গঠন করব, অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দিব, অনন্তর আল্লাহর আদেশে ওটা পাখি হয়ে যাবে, এবং জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যা আহার কর ও তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখ তদ্বিষয়ে	٤٩. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡۖ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأۡكُلُونَ

وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	সংবাদ দিচ্ছি - যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
٥٠. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ	৫০। এবং আমি এসেছি আমার পূর্বে তাওরাতে যা ছিল তার সত্যতা প্রদান করতে এবং তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছে তার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করতে, আর তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে; অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।
٥١. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ	৫১। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব; অতএব তাঁর ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।

ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মু'জিযা প্রদর্শন

মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) বলেন ঃ 'আপনার ছেলেকে অর্থাৎ ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন'। حِكْمَتْ শব্দের তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দিবেন যা মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁকে ইঞ্জীল

শিক্ষা দিবেন যা তাঁর নিজের উপর অবতীর্ণ হবে। এ দু'টি কিতাব ঈসার (আঃ) মুখস্থ ছিল। وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বানী ইসরাঈলের নিকট নাবী করে পাঠাবেন, যেন তিনি তাদেরকে স্বীয় অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি গঠন করেন। অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দেন, আর তেমনই ওটা বাস্তব পাখী হয়ে তাদের সামনে উড়তে থাকে। এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমেই হয়েছিল। ঈসার (আঃ) নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিলনা। বরং এটা তাঁর জন্য একটা মু'জিযা ছিল। اَكْمَهُ ঐ অন্ধকে বলা হয় যে মায়ের গর্ভ হতেই অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এখানে এ অনুবাদই যথোপযুক্ত হবে। কেননা এর দ্বারাই অলৌকিকতার পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং বিরুদ্ধবাদীকে অসমর্থ করার জন্য এটাই উত্তম পন্থা। اَبْرَصَ শ্বেত কুষ্ঠকে বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঈসা (আঃ) এ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকেও নিরাময় করে দিতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে তিনি মৃতকেও জীবিত করতেন। অধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগের নাবীকে যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ মু'জিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মূসার (আঃ) যুগে যাদুর খুব প্রচলন ছিল এবং যাদুকরদেরকে অত্যন্ত সম্মান করা হত। তাই আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) এমন মু'জিযা দান করেন যে, যাদুকরেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা কখনও যাদু হতে পারেনা, বরং এটা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর একটা বড় দান। অতএব তারা অবনত মস্তকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবশেষে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়। ঈসার (আঃ) যুগ ছিল চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের যুগ। সেখানে তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) এমন মু'জিযা দান করেন যার সামনে ঐ বড় বড় চিকিৎসকগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জন্মান্ধকে চক্ষু দান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ দেয়া এবং সমাধিস্থ ব্যক্তিকে জীবিত করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির কি রয়েছে? একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মু'জিযা রূপে তাঁর দ্বারা এ সমুদয় কাজ সাধিত হয়। অনুরূপভাবে যে যুগে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে সেটা ছিল সাহিত্য, কবিতা ও বাকপটুতার যুগ। এসব বিষয়ে খ্যাতনামা কবিগণ এমন পূর্ণতা অর্জন করেছিল যে, সারা দুনিয়া তাদের

সামনে মাথা নত করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক গ্রন্থ দান করলেন যার ঔজ্জ্বল্যের সামনে তাদের সমস্ত দীপ্তি ম্লান হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, এটা মানুষের কথা নয়।

অতঃপর ঈসার (আঃ) আরও মু'জিয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তিনি বলেছিলেন এবং করেও দেখিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ তোমাদের মধ্যে যে কেহ বাড়ীতে যা কিছু খেয়ে এসেছে এবং আগামীকালের জন্য সে যা কিছু জমা করে রেখেছে, আল্লাহর হুকুমে আমি তা বলে দিতে পারব। এতে আমার সত্যবাদীতার দলীল রয়েছে, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা অতীব সত্য। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানই না থাকে তাহলে আর কি হবে? আমি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে স্বীকার করছি এবং দুনিয়ায় ওর সত্যতার কথা ঘোষণা করছি। আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলি জিনিস বৈধ করতে এসেছি যেগুলি আমার পূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈসা (আঃ) তাওরাতের কতগুলি বিধান রহিত করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ

আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬৩) অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ আমার নিকট আমার সত্যবাদিতার উপর আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আমার কথা মান্য কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর। هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ আর এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ।

৫২। অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ করল তখন সে বলল ঃ আল্লাহর উদ্দেশে কে আমার	٥٢. فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ

সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ বলল ঃ আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, এবং সাক্ষী থেক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।	مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
৫৩। হে আমাদের রাব্ব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি, অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।	٥٣. رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ
৫৪। আর তারা (কাফিরেরা) ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহও কৌশল করলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।	٥٤. وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) সাহায্যকারী হন

যখন ঈসা (আঃ) তাদের একগুঁয়েমী ও বিবাদ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা হঠকারিতা হতে ফিরে আসবেনা তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহর উপর আমার আনুগত্য স্বীকারকারী কেহ আছে কি?’ (ইব্ন আবী হাতিম ৩/২৯০) আবার ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, ‘এমন কেহ আছে কি যে আল্লাহর সাথে আমার সাহায্যকারী হতে পারে?’ কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার দিকে মানুষকে আহ্বানের কাজে কেহ আমার হাত শক্তকারী আছে কি?’ যেমন

আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা হতে মাদীনায় হিজরাত করার পূর্বে হাজ্জের মৌসুমে বলেছিলেন ঃ

‘কুরাইশরা তো আমাকে আল্লাহর কালাম প্রচারের কাজে বাধা দিচ্ছে, এমতাবস্থায় এ কাজের জন্য আমাকে জায়গা দিতে পারে এমন কেহ আছে কি?’ (আহমাদ ৩/৩২২) মাদীনাবাসী আনসারগণ এ সেবার কাজে এগিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জায়গা দান করেন। তারা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যও করেন এবং যখন তিনি তাদের নিকট গমন করেন তখন তারা পূরাপুরি তাঁর সহযোগিতা করেন এবং তাঁর প্রতি তুলনাবিহীন সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। দুনিয়ার সাথে মুকাবিলায় তারা নিজেদের বক্ষকে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ঢাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিফাযাতে, মঙ্গল কামনায় ও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কাজে তাদের আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। অনুরূপভাবে ঈসার (আঃ) এ আহ্বানেও কতক বানী ইসরাঈল সাড়া দেয়, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। আর তারা ঐ আলোকের অনুসরণ করে যা আল্লাহ তা‘আলা ঈসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন, অর্থাৎ ইঞ্জীল। সাহায্যকারীকে ‘হাওয়ারী’ বলা হয়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ ‘আমার জন্য স্বীয় বক্ষকে ঢাল করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?’ এ শব্দ শোনামাত্রই যুবায়ের (রাঃ) প্রস্তুত হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বার এ কথাই বলেন, এবারেও যুবায়ের (রাঃ) অগ্রসর হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীরই ‘হাওয়ারী’ (সাহায্যকারী) থাকে এবং আমার ‘হাওয়ারী’ হচ্ছে যুবায়ের! (ফাতহুল বারী ৬/৬৩, মুসলিম ৪/১৮৭৯) এ লোকগুলি তাদের প্রার্থনায় বলে ঃ

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ হে আমাদের রাব্ব! সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিন।’ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে নাম লিখে নেয়া। এ তাফসীরের বর্ণনা সনদ হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট।

ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার ইয়াহুদী চক্রান্ত

অতঃপর বানী ইসরাঈলের ঐ অপবিত্র দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা ঈসার (আঃ) প্রাণের শত্রু ছিল। তারা তাঁকে হত্যা করার ও শূলে চড়ানোর ইচ্ছা

করেছিল। সেই যুগের বাদশাহর কাছে তারা তাঁর দুর্নাম করত। তারা বাদশাহকে বলত, 'এ লোকটি জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করছে।' বরং তারা তাঁকে দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, প্রতারক প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল। এমনকি তাঁকে ব্যভিচারিণীর পুত্র বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে বাদশাহও তাঁর জীবনের শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বলে, 'তাকে ধরে এনে ভীষণ শাস্তি প্রদান করে ফাঁসি দাও।'

অতঃপর তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশে সেই বাড়ী পরিবেষ্টন করে রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের হাত হতে বাঁচিয়ে নেন এবং তাঁকে ঐ ঘরের ছিদ্র দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন। আর তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি লোককে সেখানে নিক্ষেপ করেন, যে সে ঘরেই অবস্থান করছিল। ঐ লোকগুলো রাতের অন্ধকারে তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে তারা কঠিন শাস্তি দেয় এবং তার মাথার ভিতর পেরেক ঢুকিয়ে শূলে চড়িয়ে দেয়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৯৪) এটাই ছিল তাদের সাথে মহান আল্লাহর কৌশল যে, তাদের ধারণায় তারা আল্লাহ তা'আলার নাবীকে (আঃ) ফাঁসি দিয়েছে, অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবীকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ দুষ্কার্যের ফল তারা এই প্রাপ্ত হয়েছিল যে, চিরদিনের মত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা মিথ্যা ও অন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়ায়ও তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। ওরই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা ষড়যন্ত্র করলে হবে কি? আল্লাহ তা'আলার কৌশলের কাছে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাবে। তিনিই সবচেয়ে বড় কৌশলী।

৫৫। যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব এবং অবিশ্বাসকারীদের হতে	٥٥. إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ

তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিন পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব।	كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوۡقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ
৫৬। অতঃপর যারা কুফরী করেছে (অবিশ্বাসী হয়েছে), বস্তুতঃ তাদেরকে ইহকাল ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নেই।	٥٦. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ
৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করেছে ফলতঃ তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা।	٥٧. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ
৫৮। আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও	٥٨. ذَٰلِكَ نَتۡلُوهُ عَلَيۡكَ مِنَ

নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি করছি।	ٱلْأَيَـٰتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

'তোমাকে নিয়ে নিব' কথার ভাবার্থ

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ ব্যাখ্যা দানকারীগণের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে 'আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিব, অতঃপর তোমাকে মৃত্যুদান করব।

মাতরুল ওয়ারাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উত্তোলনকারী।' এখানে وَفاتْ শব্দের ভাবার্থ মৃত্যু নয়।' অনুরূপভাবে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এখানে تَوَفِّيْ শব্দের অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে وَفاتْ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নিদ্রা। যেমন কুরআন হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬০) আর এক স্থানে রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ للّه الَّذي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْه النُّشُوْرُ.

'সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় জীবিত করলেন'। (ফাতহুল বারী ১১/১৩৪) আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ

ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنۡهُ‌ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ‌ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا. بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِ‌ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦ‌ۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدًا ...

এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য এবং "আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি" বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শুলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি। পরন্ত আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিনে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৬-১৫৯)

مَوْتِه শব্দের **'ه'** সর্বনামটি ঈসার (আঃ) দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন কিতাবী সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই আসছে। সেই সময় সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনবে। কেননা না তিনি জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন, আর না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু সমর্থন করবেন। মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে হাসান বাসরী (রহঃ) হতে **اِنِّیْ مُتَوَفِّيْكَ** এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, ঈসার (আঃ) উপর ঘুম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সে অবস্থায়ই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৯৬)

ঈসার (আঃ) ধর্মকে পরিবর্তন করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিয়ে কাফিরদের হাত হতে পবিত্র করব এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করব।

বাস্তবে হয়েছিলও তাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর সঙ্গী সাথীদের কয়েকটি দল হয়ে যায়। একটি দল ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলে স্বীকার করে, আর তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, তিনি মহান আল্লাহর এক দাসীর পুত্র।

তাদের মধ্যে আর একটি দল সীমা অতিক্রম করে বসে এবং তারা বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) অন্য একটি দল স্বয়ং তাঁকেই আল্লাহ বলে। আবার একদল তিন আল্লাহর মধ্যে তাঁকে এক আল্লাহ বলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা খণ্ডনও করেছেন। তিনশ' বছর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকে। তারপর গ্রীক রাজাদের মধ্যে কুসতুনতান নামক এক রাজা, যে একজন দার্শনিক ছিল; বলা হয় যে, শুধুমাত্র ঈসার (আঃ) দীনকে পরিবর্তন করার উদ্দেশেই এক কৌশল অবলম্বন করে কপটতার আশ্রয় নিয়ে এ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। সে ঈসার (আঃ) ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সে ওর ভিতর হ্রাস বৃদ্ধিও করেছিল। সে বহু আইন কানূন আবিষ্কার করেছিল। 'আমান-ই-কুবরা'ও তারই আবিষ্কার, যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম বিশ্বাস ভঙ্গতা। সে তার যুগে শূকরকে বৈধ করে নিয়েছিল। তারই আদেশে খৃষ্টানগণ পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে থাকে। সে'ই গীর্জা, উপাসনালয় প্রভৃতির মধ্যে ছবি বানিয়ে নেয় এবং নিজের এক পাপের কারণে সিয়ামের মধ্যে দশটি সিয়াম বেশি করে। মোট কথা, তার যুগে ঈসার (আঃ) ধর্ম ঈসায়ী ধর্মরূপে অবশিষ্ট ছিলনা, বরং ওটা 'দীন-ই কুসতুনতীন' -এ পরিণত হয়েছিল। সে বাহ্যিক যথেষ্ট জাঁকজমক এনেছিল, যেমন সে বারো হাজারেরও বেশি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল এবং নিজের নামে একটি শহরের নাম রেখেছিল কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল)। মালিকিয়্যাহ দলটি তার সমস্ত কথা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এসব জঘন্য কাজ সত্ত্বেও তারা ইয়াহুদীদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই কাফির হলেও তুলনামূলকভাবে ঐ খৃষ্টানরাই সত্য ও ন্যায়ের বেশি নিকটবর্তী ছিল। তাদের সবারই উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মনোনীত রাসূল করে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন জনগণ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের ঈমান ছিল আল্লাহর সত্তার উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর। সুতরাং

প্রকৃতপক্ষে নাবীগণের (আঃ) সত্যানুসারী এরাই অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা এরা নিরক্ষর, আরাবী, সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল যিনি ছিলেন বানী আদমের নেতা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ছিল সমস্ত সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নাবীর সত্যানুসারীদেরকে 'আমার উম্মাত' বলার দাবীদার ছিলেন তিনিই। কারণ যারা নিজেদেরকে ঈসার (আঃ) উম্মাত বলে দাবী করত তারা ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছিল। তা ছাড়া শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মও ছিল পূর্বের সমস্ত শারীয়াতকে রহিতকারী। এ ধর্ম কিয়ামাত পর্যন্ত রক্ষিত থাকবে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশও পরিবর্তিত হবেনা। এ জন্যই এ আয়াতের অঙ্গীকার অনুসারে মহান আল্লাহ এ উম্মাতকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং এরা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ 'উম্মাতে মুহাম্মাদী'ই বহু দেশ পদদলিত করে, বড় বড় অত্যাচারী ও শক্তিশালী কাফিরদের মস্তক ছিন্ন করে। অর্থ-সম্পদ তাদের পদতলে গড়িয়ে পড়ে। বিজয় ও গানীমাত তাদের পদ-চুম্বন করে। বহু যুগের পুরাতন সাম্রাজ্যের সিংহাসনগুলো এরা পরিবর্তন করে দেয়। পারস্য সম্রাট কিসরার জাঁকজমক পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং তার সুন্দর সুন্দর উপাসনাগারগুলি এদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রোমান সম্রাট কাইসারের মুকুট ও সিংহাসন এ মুসলিমবাহিনীর আক্রমণে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে। তাদের ধন-ভাণ্ডার মুসলিমরা দখল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সত্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে প্রাণ খুলে খরচ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অঙ্গীকার লোকেরা উদীয়মান সূর্য ও পূর্ণিমার চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবেনা। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৫৫) ঈসার (আঃ) দুর্নামকারীরা এবং তাঁর নামে শাইতানের পূজারীরা বাধ্য হয়ে সিরিয়ার শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং কোলাহলময় শরহগুলো এক আল্লাহর বন্দেগীকারীদের হাতে সমপর্ণ করে অসহায় অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে রোম সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরে সেখান হতে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে বের করে দেয়া হয় এবং অবশেষে তারা স্বীয় বাদশাহর বিশেষ শহর কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর সেখান হতেও তাদেরকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ইনশাআল্লাহ মুসলিমরা কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের উপর বিজয়ীই থাকবে। সমস্ত সত্যবাদীর নেতা যাঁর সত্যবাদিতার উপর মহান আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েই দিয়েছেন যা চিরদিন অটল থাকবে, তিনি বলেন যে, তাঁর উম্মাত কনস্টান্টিনোপল জয় করবে এবং তথাকার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাদের অধিকারে আসবে। (ইবন কাসীরের (রহঃ) মৃত্যুর পর তা অধিকারে এসেছিল)

অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ইহকাল ও পরকালের ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

(নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব এবং অবিশ্বাসকারীদের হতে তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিন পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে

বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব।) যেসব ইয়াহুদী ঈসাকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং যেসব খৃষ্টান তাঁর সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলেছিল, দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয়েছে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর পরকালে তাদের জন্য যেসব শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও তাদের চিন্তা করা উচিত। যেখানে তাদেরকে না কেহ রক্ষা করতে পারবে, না কেহ কোন সাহায্য করতে পারবে। তাই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে ঃ

وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৪) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে নাবী! ঈসা এবং তাঁর জন্মের প্রাথমিক অবস্থার প্রকৃত রহস্য এটাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা লাউহে মাহফুয হতে অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই। যেমন সূরা মারইয়ামে বলেন ঃ

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ۚ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمۡتَرُونَ. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন ঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৪-৩৫)

৫৯। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল।	٥٩. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ
৬০। এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্ত	٦٠. ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن

مِّنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ	ভুক্ত হয়োনা।
٦١. فَمَنۡ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ فَقُلۡ تَعَالَوۡاْ نَدۡعُ أَبۡنَآءَنَا وَأَبۡنَآءَكُمۡ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمۡ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمۡ ثُمَّ نَبۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَـٰذِبِينَ	৬১। অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে - তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল ঃ এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি - অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।
٦٢. إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلۡقَصَصُ ٱلۡحَقُّ ۚ وَمَا مِنۡ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ	৬২। নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, নিশ্চয়ই সেই আল্লাহ বিজ্ঞানময়, মহাপরাক্রান্ত।
٦٣. فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُفۡسِدِينَ	৬৩। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ দুস্কার্যকারীদের জ্ঞাত আছেন।

আদম (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সৃষ্টি একই রকমের

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ঈসাকে (আঃ) আমি বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছি বলেই কি তোমরা খুব বিস্ময়বোধ করছ? তার পূর্বে তো আমি আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি, অথচ তার বাবাও ছিলনা, মা'ও ছিলনা। বরং তাকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, 'হে আদম! তুমি 'হও', আর তেমনি সে হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাবা-মায়ে সৃষ্টি করতে পেরেছি তখন শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন কাজ? সুতরাং শুধু বাবা না হওয়ার কারণে যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখতে পারে, তাহলে তো আদম আল্লাহ তা'আলার পুত্র হওয়ার আরও বেশি দাবীদার। (নাউজুবিল্লাহ) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার করনা। অতএব ঈসাকে (আঃ) এ মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উত্তম। কেননা পুত্রত্বের দাবীর অসারতা ওখানের চেয়ে এখানেই বেশি স্পষ্ট। কারণ এখানে তো মা আছে, কিন্তু ওখানে মা ও বাবা কেহ ছিলনা। এগুলি প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদমকে (আঃ) নারী-পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হাওয়াকে (আঃ) শুধু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসাকে (আঃ) শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন'। যেমন 'সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ

এবং তাকে (ঈসাকে (আঃ)) আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২১) আর এখানে বলেন, الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ *(এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা)* ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা এটাই। এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থানই নেই।

মুবাহালার চ্যালেঞ্জ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ এরূপ স্পষ্ট বর্ণনার পরেও

যদি কোন লোক ঈসার ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তুমি তাদেরকে 'মুবাহালার' (পরস্পর বদ দু'আ করার) জন্য আহ্বান করে বল ঃ 'এসো আমরা উভয় দল আমাদের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে মুবাহালার জন্য বেরিয়ে যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ষণ করুন'।

'মুবাহালা'য় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ। ঐ লোকেরা এখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার এবং তাঁর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন ও তাদের কথার উত্তরে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব 'সীরাতে' লিখেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও নিজ নিজ পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খৃষ্টানরা প্রতিনিধি হিসাবে ষাটজন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করে, যাদের মধ্যে চৌদ্দজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ (১) আকিব, যার নাম ছিল আবদুল মাসীহ, (২) সায়্যিদ, যার নাম ছিল আইহাম, (৩) আবূ হারিসা ইব্ন আলকামা, যে ছিল বাকর ইব্ন অয়েলের ভাই, (৪) ওয়ায়িস ইব্ন হারিস, (৫) যায়িদ, (৬) কায়িস, (৭) ইয়াযীদ, (৮) নাবিহ ও (৯) তার দু'টি পুত্র (১০) খুয়াইলিদ, (১১) আমর, (১২) খালিদ, (১৩) আবদুল্লাহ এবং (১৪) ইউহান্না।

এ চৌদ্দজন ছিল তাদের নেতা এবং এদের মধ্যে আবার তিনজন বড় নেতা ছিল। তারা হচ্ছে ঃ (১) আকিব, এ লোকটি ছিল কাওমের আমীর এবং তাকে জ্ঞানী ও পরামর্শদাতা হিসাবে গণ্য করা হত, আর তার অভিমতের উপরেই জনগণ নিশ্চিন্ত থাকত। (২) সায়্যিদ, এ লোকটি ছিল তাদের একজন বড় পাদরী ও উঁচু দরের শিক্ষক। সে বানূ বাকর ইব্ন ওয়েলের আরাব গোত্রভুক্ত ছিল। কিন্তু সে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। রোমকদের নিকট তার খুব সম্মান ছিল। তারা তার জন্য বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করেছিল। তার ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে তারা অত্যন্ত খাতির সম্মান করত এবং অনেক আর্থিক সাহায্য করত। (ইব্ন হিশাম ২/২২২) সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিল।

কারণ সে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁর বিশেষণ সম্বন্ধে পড়েছিল। অন্তরে সে তাঁর নাবুওয়াতকে স্বীকার করত। কিন্তু খৃষ্টানদের নিকট তাঁর যে খাতির-সম্মান ছিল তা লোপ পেয়ে যাওয়ার ভয়ে সে সুপথের দিকে আসতনা এবং (৩) হারিসা ইব্ন আলকামা। মোট কথা, এ প্রতিনিধি দল মাসজিদে নাববীতে উপস্থিত হয় এবং সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করে মাসজিদে বসা ছিলেন। এ লোকগুলো মূল্যবান পোশাক পরিহিত ছিল এবং তাদের গায়ে ছিল সুন্দর ও নরম চাদরসমূহ। তাদেরকে দেখে বানূ হারিস ইব্ন কা'বের বংশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, ওদের পরে ঐরকম জাঁকজমকপূর্ণ আর কোন প্রতিনিধি কখনও আসেনি।

মুখপাত্র হিসাবে নিম্নের তিনজনই কথা বলছিল ঃ (১) হারেসা ইব্ন আলকামা, (২) আকিব অর্থাৎ আবদুল মাসীহ এবং (৩) সায়্যিদ অর্থাৎ আইহাম। এরা শাহী মাযহাবের লোক ছিল বটে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ রাখত। ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের তিনটি ধারণা ছিল। অর্থাৎ তিনি নিজেই আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং তিন আল্লাহর মধ্যে এক আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপবিত্র কথা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় সমস্ত খৃষ্টানেরই এ বিশ্বাস। ঈসার (আঃ) আল্লাহ হওয়ার দলীল তাদের নিকট এই ছিল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, অন্ধদেরকে দৃষ্টি দান করতেন, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন, ভবিষ্যতের সংবাদ দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখী তৈরী করে ওতে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। এর উত্তর এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই এ সমস্ত কাজ তাঁর দ্বারা প্রকাশ পেত। কারণ এই যে, যেন তাঁর কথা সত্য হওয়ার উপর এবং ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের উপর তাঁর নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

যারা তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলত তাদের দলীল এই যে, তাঁর পিতা ছিলনা এবং তিনি দোলনা হতে কথা বলেছেন, যা তাঁর পূর্বে কখনও ঘটেনি। আর তিন আল্লাহর তৃতীয় আল্লাহ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে বলেন ঃ 'আমরা করেছি, আমাদের নির্দেশ, আমাদের সৃষ্ট, আমরা মীমাংসা করেছি ইত্যাদি।" সুতরাং যদি আল্লাহ একজনই হতেন তাহলে এরূপ না বলে বরং বলতেন ঃ 'আমি করেছি, আমার নির্দেশ, আমার সৃষ্ট, আমি মীমাংসা করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আল্লাহ তিনজন। একজন স্বয়ং আল্লাহ, দ্বিতীয় জন মারইয়াম এবং তৃতীয় জন ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা ঐ অত্যাচারী কাফিরদের কথা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এ তিনজন পাদরীর সাথে আলোচনা

শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা মুসলিম হয়ে যাও।’ তখন তারা বলে ঃ ‘আমরা তো স্বীকারকারী রয়েছিই।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘না, না, তোমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছি।’ তারা বলে, ‘আমরা তো আপনার পূর্বেকার মুসলিম।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘না, তোমাদের এ ইসলাম গ্রহণীয় নয়। কেননা তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সন্তান সাব্যস্ত করে থাক, ক্রুশের পূজা কর এবং শূকর খেয়ে থাক।’ তারা বলে, ‘আচ্ছা, তাহলে বলুন তো ঈসার (আঃ) পিতা কে ছিলেন?’ এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকেন এবং প্রথম হতে আশিটিরও বেশি আয়াত তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এগুলির সংক্ষিপ্ত তাফসীর বর্ণনা করার পর লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলি পাঠ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। মুবাহালার আয়াতটি পাঠ করে তাদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা যদি স্বীকার না কর তাহলে এসো আমরা ‘মুবাহালা’য় বের হই। এ কথা শুনে তারা বলে, ‘হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে কিছুদিন সময় দিন। আমরা পরস্পর পরামর্শ করে আপনাকে এর উত্তর দিব।’

এরপর তারা নির্জনে বসে আকিবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে যাকে তাদের মধ্যে বড় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মনে করা হত। সে তার শেষ সিদ্ধান্তের কথা নিম্ন লিখিত ভাষায় স্বীয় সঙ্গীদেরকে শুনিয়ে দেয়, ‘হে খৃষ্টানের দল! তোমরা নিশ্চিতরূপে এটা জেনেছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সত্য রাসূল। তোমরা এটাও জান যে, ঈসার (আঃ) মূলতত্ত্ব তাই যা তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছো। আর তোমরা এটাও খুব ভাল জান যে, যে সম্প্রদায় নাবীর সাথে পরস্পর অভিসম্পাত দেয়ার কাজে অংশ নেয় সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় কেহ বাকি থাকেনা, বরং সবাই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। যদি তোমরা ‘মুবাহালা’র জন্য অগ্রসর হও তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করে নাও। আর যদি তোমরা কোনক্রমেই এ ধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হও এবং ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণা রয়েছে ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করে স্বদেশে ফিরে যাও। অতএব তারা এ পরামর্শ করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে ঃ ‘হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার সাথে ‘মুবাহালা’ করতে প্রস্তুত নই। আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন এবং আমরা আমাদের ধারণার উপর

রয়েছি। আপনি আমাদের সাথে আপনার সহচরদের মধ্য হতে এমন একজনকে প্রেরণ করুন যাঁর উপর আপনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি আমাদের আর্থিক বিবাদের মীমাংসা করে দিবেন। আপনারা আমাদের দৃষ্টিতে খুবই পছন্দনীয়।' (ইব্ন হিশাম ২/২২৩)

সহীহ বুখারীতে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দু'জন নেতা আ'কিব ও সায়্যিদ 'মুবাহালা'র জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। কিন্তু একজন অপরজনকে বলে ঃ 'এ কাজ করনা। আল্লাহর শপথ! যদি ইনি নাবী হন আর আমরা তাঁর সাথে 'মুবাহালা' করি তাহলে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিসহ ধ্বংস হয়ে যাব।' সুতরাং তারা একমত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ 'জনাব! আপনি আমাদের নিকট যা চাবেন আমরা তা প্রদান করব। আপনি আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করুন এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত লোককেই পাঠাতে হবে।' তিনি বলেন ঃ

'তোমাদের সাথে আমি বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করব, যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ত লোকই বটে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকে নির্বাচন করেন এটা দেখার জন্য তাঁর সহচরবর্গ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেন ঃ 'হে আবূ উবাইদাহ! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।' তিনি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এ লোকটিই এ উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী ৭/৬৯৫)

সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক থাকে এবং এ উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক হচ্ছে আবূ উবাইদাহ্ ইব্নুল জাররাহ (রাঃ)। (ফাতহুল বারী ৭/৬৯৬) মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল বলেছিল ঃ 'আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বায় সালাত আদায় করতে দেখতাম তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।' বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'সে যদি এরূপ করত তাহলে সবাই দেখতে পেত যে, মালাইকা তারই গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন এবং যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যুর আকাংখা করত তাহলে অবশ্যই তাদের মৃত্যু এসে যেত, আর তারা তাদের স্থান জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখে নিত। যেসব খৃষ্টানকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, যদি তারা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুবাহালার জন্য বের হত তাহলে তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ ও ছেলে/মেয়েকে পেতনা। (আহমাদ ১/২৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৯৫, তিরমিযী ৯/৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ هَـــذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ঈসা সম্বন্ধে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তা অতীব সত্য। এতে চুল পরিমাণও কম/বেশি নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ইবাদাতের যোগ্য, অন্য কেহ নয়। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহান বিজ্ঞানময়। কিন্তু এখনও যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য কিছু মানতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা বাতিলপন্থী ও বিবাদীদেরকে ভাল করেই জানেন। তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি পবিত্র ও প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁর শাস্তি হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

৬৪। তুমি বল ঃ হে আহলে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত না করি এবং তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কেহকে রাব্ব রূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে বল ঃ সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমপর্নকারী)।	٦٤. قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

সকলের জানা উচিত 'তাওহীদ' কী

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ *(তুমি বল ঃ হে আহলে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো)* ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং ঐ প্রকারের লোকদেরকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। كَلِمَةٌ শব্দের প্রয়োগ جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ -এর উপর হয়ে থাকে। যেমন এখানে كَلِمَةٌ বলার পর سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ বলে ওর বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে। سَوَاءٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে সমান। অর্থাৎ যাতে মুসলিম ও ইয়াহুদ-খৃষ্টান সবাই সমান। অতঃপর ওর তাফসীর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ওটা এই যে, মানুষ এক আল্লাহরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে না কোন মূর্তি/প্রতিমার উপাসনা করবে, না ক্রুশের পূজা করবে, আর না পূজা করবে কোন ছবির। না আল্লাহ ছাড়া আগুনের পূজা করবে, আর না অন্য কোন জিনিসের উপাসনা করবে। বরং তারা এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করবে। সমস্ত নাবী (আঃ) মানুষকে এ আহ্বানই জানিয়েছিলেন। ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّٰه 'আল্লাহকে ছেড়ে পরস্পর আমরা একে অপরকে প্রভু বানিয়ে নিবনা।' ইব্‌ন জুরায়েজের (রহঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করবনা।' ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'আমরা আল্লাহ ছাড়া আর

কেহকেও সাজদাহ করবনা।' فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ অতঃপর তারা যদি এ ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানেও সাড়া না দেয় তাহলে 'হে মুসলিমগণ! তোমরা যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছ ঐ লোকদেরকে তার সাক্ষী বানিয়ে নাও।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরাক্লিয়াসের কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা ছিল ঃ পরম করুণাময় ও অসীম কৃপানিধান আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের কাছ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে শান্তি লাভ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে সমস্ত প্রজাদের পাপ আপনার উপর আপতিত হবে।' অতঃপর এ আয়াতটিই লিখেছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ মনীষী লিখেছেন যে, এ সূরা অর্থাৎ সূরা আলে ইমরানের প্রথম হতে শুরু করে কিছু কম/বেশি আশি পর্যন্ত আয়াতগুলি নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম এ লোকগুলোই জিযিয়া কর প্রদান করে এবং এ বিষয়ে মোটেই মতবিরোধ নেই যে, জিযিয়ার আয়াতটি মাক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ আয়াতটি কি মাক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করে এ আয়াতটি হিরাক্লিয়াসের পত্রে লিখলেন? এর উত্তর কয়েক প্রকারের দেয়া যেতে পারে। প্রথম এই যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি দু'বার অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ একবার হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার মাক্কা বিজয়ের পর। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হয়তো সূরার প্রথম হতে এ আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত আয়াতগুলি নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এ আয়াতটি পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এ অবস্থায় ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) 'আশির উপর আরও কিছু আয়াত' এ উক্তি রক্ষিত হয়না। কেননা আবূ সুফইয়ান (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ উল্টা। তৃতীয় উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নাজরানের প্রতিনিধিদল হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে এসেছিল এবং তারা যা কিছু দিতে সম্মত হয়েছিল তা হয়ত মুবাহালা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্ধি হিসাবেই দিয়েছিল, জিযিয়া হিসাবে নয়। আর এটাইতো সর্বসম্মত কথা যে, জিযিয়ার আয়াত এ ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে ওর সাদৃশ্য এসে যায়। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) বদরের পূর্বেকার যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন এবং এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকী অংশ

সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অতঃপর গানীমাতের মাল বন্টনের আয়াতগুলিও ওর অনুরূপই অবতীর্ণ হয় এবং এ নির্দেশই দেয়া হয়। চতুর্থ উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পত্র হিরাক্লিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এ কথাগুলো নিজের পক্ষ হতেই লিখেছিলেন, অতঃপর তাঁর ভাষায়ই অহী অবতীর্ণ হয়। যেমন উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) পর্দার নির্দেশের ব্যাপারে ঐ রকমই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দী হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও উমারের (রাঃ) মতের অনুরূপই আয়াত নাযিল হয়। মুনাফিকদের জানাযার সালাত না আদায় করার ব্যাপারেও তার মতের অনুরূপ নির্দেশ জারী করা হয়।

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى

এবং মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫)

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। (সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৫) মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানানোর ব্যাপারেও এরূপই অহী অবতীর্ণ হয়।

৬৫। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন বির্তক করছ? অথচ তার পরে ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়নি, তবুও কি তোমরা বুঝছনা?	٦٥. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
৬৬। হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল তা নিয়েও তোমরা কলহ	٦٦. هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ

حَـٰجَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلۡمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ	করেছিলে, কিন্তু যদ্বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই তা নিয়ে তোমরা কেন কলহ করছ এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নও।
٦٧. مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصۡرَانِيًّا وَلَـٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسۡلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ	৬৭। ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।
٦٨. إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ	৬৮। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী এবং (তাঁর সাথের) মু'মিনগণ; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক।

ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম নিয়ে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে মতবিরোধ

ইয়াহুদীরা বলত যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলত যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন এবং এ কথা নিয়ে তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করত। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে তাদের ঐ দাবীকে খণ্ডন করেছেন। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নাজরান হতে আগত খৃষ্টানদের নিকট একদল ইয়াহুদী আলেম আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই তারা কলহ আরম্ভ করে দেয়। প্রত্যেক দলেরই এ দাবী ছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে বলা হয় ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ... হে ইয়াহুদীর দল! তোমরা কি করে ইবরাহীমকে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত বলছ? অথচ তার যুগে তো মূসাও ছিলেননা এবং তাওরাতও ছিলনা। মূসা এবং তাওরাত তো ইবরাহীমের পরে এসেছে। অনুরূপভাবে হে খৃষ্টানের দল! তোমরা ইবরাহীমকে কিরূপে খৃষ্টান বলছ? অথচ খৃষ্ট ধর্ম তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে প্রকাশ পেয়েছে। এ মোটা কথাটা বুঝার মতও কি তোমাদের জ্ঞান নেই? (তাবারী ৬/৪৯০) অতঃপর এ দু’টি দল যে কিছু না জেনেও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা ভর্ৎসনা করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাদের রয়েছে তা নিয়ে যদি তারা কলহ করত তাহলে কিছুটা খাপ খেতো। কিন্তু তারা এমন বিষয় নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়েছে, যে বিষয়ে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়টি সর্বজ্ঞাত আল্লাহকেই তাদের সমর্পণ করা উচিত, যিনি প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। একমাত্র মহান আল্লাহর প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। এ জন্যই তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও ছিলেননা এবং খৃষ্টানও ছিলেননা। বরং তিনি অংশীবাদকে ঘৃণা করতেন এবং মুশরিকদের হতে বহু দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার। তিনি কখনও মুশরিক ছিলেননা।’ এ আয়াতটি সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির মত ঃ

وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟

এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহলেই সুপথ প্রাপ্ত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৫) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ইবরাহীমের অনুসরণের বেশি দাবীদার ঐ সব লোক যারা তাঁর যুগে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখন এ নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী মু’মিনদের দল, যারা হচ্ছে মুহাজির ও আনসার এবং তাদের

পরেও কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর অনুসারী যত লোক আসবে। সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘প্রত্যেক নাবীর (আঃ) অন্তরঙ্গ বন্ধু নাবীগণের (আঃ) মধ্য হতে হয়ে থাকে এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছেন নাবীগণের মধ্য হতে আমার পিতা, আল্লাহ তা‘আলার বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)।’ অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (সাঈদ ইব্‌ন মানসুর ৩/১৪৭) তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যে কেহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনবে তার অভিভাবক হবেন আল্লাহ।

৬৯। এবং কিতাবীদের মধ্যে এক দলের বাসনা যে, তোমাদেরকে পথভ্রান্ত করে; কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কেহকে বিপথগামী করেনা এবং তারা তা বুঝছেনা।	٦٩. وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
৭০। হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরাই ওর সাক্ষী।	٧٠. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
৭১। হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিলিয়ে নিচ্ছ এবং সত্যকে গোপন করছ? অথচ তোমরা তো অবগত আছ।	٧١. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ

وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ	
٧٢. وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ	৭২। আর আহলে কিতাবের মধ্যে একদল এটাই বলে যে, বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি পূর্বাহ্নে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং অপরাহ্নে তা অস্বীকার কর, তাহলে তারা ফিরে যাবে -
٧٣. وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمۡ قُلۡ إِنَّ ٱلۡهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤۡتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثۡلَ مَآ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمۡ عِندَ رَبِّكُمۡۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ	৭৩। আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তারা ব্যতীত অন্যদের বিশ্বাস করনা। তুমি তাদেরকে বল ঃ আল্লাহর পথই একমাত্র সুপথ। এই আহলে কিতাবীরা বিশ্বাস করেনা যে, তাদের পরিবর্তে অন্য কারও উপর অহী অবতীর্ণ হতে পারে। অথবা তারা তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তর্ক/বিতর্ক করতেই থাকবে। তুমি বল ঃ অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা ইহা দান করেন এবং আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণকারী, মহাজ্ঞানী।

٧٤. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ	৭৪। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন স্বীয় করুনা নির্দিষ্ট করেন এবং আল্লাহ মহান, অনুগ্রহশীল।

মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসা এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিকল্পনা

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘ঐ ইয়াহুদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে মুসলিমদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। অতঃপর তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ তারা সত্য জেনে শুনে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে। তাদের বদ-অভ্যাস এও আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। তাদের কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী বর্ণিত আছে, তারা তা গোপন করছে। মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার যেসব পন্থা তারা বের করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন ঃ

آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ তারা পরস্পর পরামর্শ করে, ‘তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং মুসলিমদের সাথে সালাত আদায় করবে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে মূর্খদেরও এ ধারণা হবে যে, এরা এ ধর্মের ভিতর কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পেয়েছে বলেই এটা গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, অতএব তারাও এ ধর্ম ত্যাগ করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।’ (তাবারী ৬/৫০৮)

মোট কথা, তাদের এটা একটা কৌশল ছিল যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা ইসলাম হতে ফিরে যাবে এই জেনে যে, এ বিদ্বান লোকগুলি যখন ইসলাম গ্রহণের পরেও তা হতে ফিরে গেল তাহলে অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষত্রুটি রয়েছে। ঐ লোকগুলি বলত ঃ ‘তোমরা নিজেদের ধর্মের লোক ছাড়া মুসলিমদেরকে বিশ্বাস করনা, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করনা এবং নিজেদের গ্রন্থের কথা তাদেরকে বলনা, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার নিকটও তাদের জন্য ওটা আমাদের উপর দলীল হয়ে যাবে।’ তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰه হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। তিনি মু'মিনদের অন্তরকে ঐ প্রত্যেক জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ঐ দলীলগুলির উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও তোমরা নিরক্ষর নাবীর গুণাবলী তোমাদের পূর্বের নাবীদের কিতাব থেকে জেনেও গোপন রাখছ, তথাপি যারা ভাগ্যবান, তাঁরা তাঁর নাবুওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন একবার দেখেই চিনে নিবে। অনুরূপভাবে তারা তাদের লোককে বলত ঃ

أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ তোমাদের নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তা তোমরা মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করনা, তাহলে তারা তা শিখে নিবে, এমনকি তাদের ঈমানী শক্তির কারণে তোমাদের চেয়েও বেড়ে যাবে কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই তারা তোমাদের উপর দোষারোপ করবে এবং তোমাদেরই উপর তোমাদেরই দলীল প্রতিষ্ঠিত করে বসবে।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء তোমরা বলে দাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। সমস্ত কাজ তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তিনিই প্রদানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ঈমান, আমল এবং অনুগ্রহ রূপ সম্পদ পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন সত্যপথ হতে অন্ধ, ইসলামের কালেমা হতে বধির এবং সঠিক বোধ হতে বঞ্চিত করেন। তাঁর সমস্ত কাজই নিপুণতাপূর্ণ এবং তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যাকে চান স্বীয় করুণার সাথে নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত নাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ শারীয়াত তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।

৭৫। কিতাবীদের মধ্যে এরূপ আছে যে, যদি তুমি তার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও গচ্ছিত রাখ তবুও সে তা	٧٥. وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن

تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ	তোমার নিকট প্রত্যর্পণ করবে এবং তাদের মধ্যে এরূপও আছে যে, যদি তুমি তার নিকট একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ তাহলে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবেনা যে পর্যন্ত তুমি তার শিরোপরি দন্ডায়মান থাক। কারণ তারা বলে যে, আমাদের উপর ঐ অশিক্ষিতদের কোন দায় দায়িত্ব নেই এবং তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যা তারাও জানে।
٧٦. بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ	৭৬। হ্যাঁ, যারা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও সংযত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে ভালবাসেন।

ইয়াহুদীরা কতখানি বিশ্বাসী

ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে, এখানে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না পড়ে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্যই বিশ্বস্ত রয়েছে, কিন্তু কেহ কেহ বড়ই আত্মসাৎকারী। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি রাশি সম্পদ রাখলেও সে যেমনভাবে দেয়া হয়েছিল তেমনভাবেই প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু কেহ কেহ এত বড় আত্মসাৎকারী যে, তার নিকট শুধুমাত্র একটি ‘দীনার’ গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দিবেনা। তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা দেয়া

হয় তাহলে হয়তো ফিরিয়ে দিবে, নচেৎ একেবারে হজম করে নিবে। সে যখন একটা দীনারেরও লোভ সামলাতে পারলনা তখন বেশি সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত রাখলে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। قِنْطَارٌ শব্দটির পূর্ণ তাফসীর সূরার প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে। আর দীনারের অর্থতো সর্বজন বিদিত।

আহলে কিতাবের ভুল ধারণা এই ছিল যে, অশিক্ষিতদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করলে কোন দোষ নেই, ওটা তাদের জন্য বৈধ। তাদের এ বদ ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কেননা ওটা যে তাদের জন্য বৈধ নয় তা তারাও জানে। আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, শা'শাহ ইব্ন ইয়াজিদ (রহঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন ঃ 'জিহাদের অবস্থায় কখনও কখনও আমরা জিম্মী কাফিরদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি পেয়ে থাকি এবং মনে করি যে, ঐগুলো গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই (এতে আপনার মত কি?)।' তিনি বলেন ঃ 'কিতাবধারীরাও ঠিক এ কথাই বলত, لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ মূর্খদের সম্পদ গ্রহণে কোন দোষ নেই। জেনে রেখ যে, যখন তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে তখন তাদের কোন সম্পদ তোমাদের জন্য বৈধ হবেনা। তবে যদি তারা খুশি মনে দেয় তা অন্য কথা'। (তাফসীর আবদুর রায্যাক ১/১২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পূরা করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আর আহলে কিতাব হয়েও স্বীয় ধর্মগ্রন্থের হিদায়াত অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে, যে অঙ্গীকার সমস্ত নাবীর (আঃ) নিকট হতে নেয়া হয়েছিল এবং যে অঙ্গীকার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁদের উম্মাতগণের উপরও রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবৈধকৃত জিনিস হতে দূরে থাকে, তাঁর শারীয়াতের অনুসরণ করে এবং নাবীগণের (আঃ) নেতা শেষ নাবী মুহাম্মাদ মোস্ত ফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, নিশ্চয়ই সেই মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

৭৭। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ	٧٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ

ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	**সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরলোকে তাদের কোনই অংশ নেই এবং উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেননা এবং পরিশুদ্ধও করবেননা। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।**

আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই

গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গীকারের কোন ধার ধারেনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেনা, তাঁর গুণাবলীর কথা জনগণের সামনে প্রকাশ করেনা, তাঁর সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেনা এবং মিথ্যা শপথ করে থাকে আর এসব জঘন্য কাজের বিনিময়ে এ নশ্বর জগতে কিছু উপকার লাভ করে, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেননা। তাদেরকে তিনি পাপ হতে পবিত্রও করবেননা, বরং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিবেন। সেখানে তারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি হাদীস এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা না কথা বলবেন, না তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন।' এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ লোকগুলো কারা? এরা তো বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার এ কথাই বলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দেন ঃ (১) যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে

দেয়, (২) মিথ্যা শপথ করে যে নিজের পণ্য বিক্রি করে এবং (৩) দান করার পরে যে তা প্রকাশ করে।' (আহমাদ ৫/১৪৮, মুসলিম ১/১০২, আবূ দাঊদ ৪/৩৪৬, তিরমিযী ৪/১০৪, নাসাঈ ৭/২৪৫, ইব্ন মাজাহ ২/৭৪৪)

(২) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, কিন্দাহ গোত্রের ইমরুল কায়েস নামের এক লোকের সঙ্গে হাযরে মাউতের একটি লোকের জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ 'হাযরামী ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করুক।' তার নিকট কোন প্রমাণ ছিলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'কিন্দাহ ব্যক্তি শপথ নিক।' তখন হাযরামী লোকটি বলে ঃ 'আপনি যখন তার শপথের উপরেই ফাইসালা করলেন তখন কা'বার প্রভুর শপথ করে আমি বলতে পারি যে, সে আমার জমি নিয়ে নিবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কারও সম্পদ নিজের করে নিবে সে যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হবেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন ইমরুল কায়েস বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি কেহ তার দাবী ছেড়ে দেয় তাহলে সে কি ধরনের প্রতিদান পাবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'জান্নাত।' সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি তাকে সমস্ত ভূমি ছেড়ে দিলাম।' (আহমাদ ৪/১৯১, নাসাঈ ৩/৪৮৬)

(৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশে মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হবেন।' আশ্আস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এটা আমারই সম্বন্ধে। আমার ও একজন ইয়াহুদীর মধ্যে ভাগে এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করে বসে। আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?' আমি বললাম ঃ না। তিনি ইয়াহুদীকে শপথ করতে বলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি শপথ করে আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/৩৭৯, ফাতহুল বারী ৫/৩৩৬, মুসলিম ১/১২২)

(৪) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তিন ব্যক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা’, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১) প্রথম ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে কিন্তু কোন মুসাফিরকে সে তা প্রদান করেনা। (২) দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে মিথ্যা শপথ করে স্বীয় সম্পদ বিক্রি করে। (৩) তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে মুসলিম শাসকের হাতে বাইআত গ্রহণ করে, অতঃপর যদি শাসক তাকে সম্পদ প্রদান করেন তাহলে সে বাইআত পূরা করে এবং সম্পদ না দিলে তা পূরা করেনা।’ (আহমাদ ২/৪৮০, আবূ দাঊদ ৩/৭৪৯, তিরমিযী ৫/২১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৭৮। আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে, যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়; এবং তারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত, অথচ ওটা আল্লাহর নিকট হতে নয়, এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তারাও তা অবগত আছে।

٧٨. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ইয়াহুদীরা আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করেছে

এখানেও ঐ অভিশপ্ত ইয়াহুদীদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে একটি দল এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা‘আলার কথাকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়, তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পরিবর্তন করে এবং প্রকৃত অর্থ ও সঠিক ভাবার্থ বিকৃত করে। আর এর মাধ্যমে তারা মূর্খদেরকে এই চক্রে ফেলে দেয় যে,

এটাই আল্লাহর কিতাব। আবার তারা ওটাকে আল্লাহর কিতাবের নাম দিয়ে পাঠ করে তাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ তারা জেনে শুনে এভাবে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। এখানে ভাষাকে বক্র বা কুঞ্চিত করার অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করে দেয়া। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৩৬১)

সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকগুলি আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করে দিত এবং সরিয়ে দিত। সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের কোন শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। ঐ লোকগুলো অর্থ পরিবর্তন করত এবং বাজে ব্যাখ্যা করত। অহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল ঐ রূপই রয়েছে, যেরূপ আল্লাহ তা'আলা ওগুলি অবতীর্ণ করেছেন। ওগুলির একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু ঐ লোকেরা অর্থের পরিবর্তন, মনগড়া ব্যাখ্যা করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করত। তারা নিজেদের পক্ষ হতে সে পুস্তকগুলো লিখত এবং আল্লাহ তা'আলার কিতাব বলে প্রচার করত, ওগুলো দ্বারাও লোকদেরকে বিপথে চালিত করত। অথচ ওগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কিতাবগুলি রক্ষিতই রয়েছে, ঐগুলি কখনও পরিবর্তিত হবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম) অহাবের (রহঃ) এ ঘোষণার ভাবার্থ যদি এই হয় যে, তাদের নিকট এখন যে গ্রন্থসমূহ রয়েছে তাহলে তো আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ওগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং ওগুলো হ্রাস/বৃদ্ধি করা হতে মোটেই পবিত্র নয়। অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে যেগুলো আমাদের হাতে এসেছে ওগুলো তো খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং এগুলোর মধ্যে খুবই বাড়াবাড়ি আছে ও মূল কিতাব হতে বহু ঘাটতিও রয়েছে। তাছাড়া ওগুলোর মধ্যে স্পষ্ট সন্দেহ ও প্রকাশ্য ত্রুটি বিদ্যমান। আর যদি অহাবের (রহঃ) ঘোষণার ভাবার্থ হয় আল্লাহ তা'আলার কিতাব, অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কিতাব, তাহলে তা নিঃসন্দেহে রক্ষিত রয়েছে। ওর মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবই নয়।

৭৯। এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ যাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও নাবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে মানবমন্ডলীর	٧٩. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ

يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن كُونُواْ رَبَّـٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ	মধ্যে বলে - তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও; বরং বলবে ঃ রবের ইবাদাতকারী হও - কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষা দান কর এবং ওটা পাঠ করে থাক।
٨٠. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ	৮০। আর তিনি আদেশ করেননা যে, তোমরা মালাক/ফেরেশতা ও নাবীগণকে রাব্ব রূপে গ্রহণ কর; তোমরা আত্মসমর্পণকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীতে ফিরে যাবার আদেশ করবেন?

কোন নাবীই তাঁকে কিংবা অন্য কেহকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদাত করতে বলেননি

বলা হয়েছে, 'কোন মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় নয় যে, ধর্মীয় গ্রন্থ, নাবুওয়াত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের পর সে মানুষকে স্বীয় ইবাদাতের জন্য আহ্বান করে।' এত বড় বড় নাবী যাঁদেরকে এত বেশি শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করা হয়েছে, তাঁদেরকেই যখন মানুষের ইবাদাত গ্রহণের মর্যাদা দেয়া হয়নি তখন অন্য লোক কোন মুখে মানুষকে নিজের ইবাদাতের জন্য আহ্বান করতে পারে? এখানে এটা বলার কারণ এই যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পরের মধ্যেই একে অপরের ইবাদাত করত। পবিত্র কুরআনই তার সাক্ষী। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩১) মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত্ তিরমিযীর এ

হাদীসও আছে যে, আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেন যে, তারা তো তাদের পূজা করতনা। তখন তিনি বলেন ঃ ‘কেন নয়? তারা তাদের উপর হারামকে হালাল করত এবং হালালকে হারাম করত এবং লোকেরা ওদের কথা মেনে চলত। এটাই ছিল তাদের ইবাদাত।’ সুতরাং মূর্খ দরবেশ এবং নির্বোধ আলেমরা এ ধমকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী আলেমগণ এটা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা তাঁরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই প্রচার করে থাকেন এবং ঐ সব কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখেন যেসব কাজ হতে নাবীগণ (আঃ) বিরত রাখতেন। নাবীগণ তো হচ্ছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে দূত স্বরূপ। তাঁরা তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশের কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করেন এবং আল্লাহ তা‘আলার আমানাত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছে থাকেন। রাসূলদের সুপথ প্রদর্শন হচ্ছে মানুষকে তার প্রভুর ইবাদাতকারী বানিয়ে দেয়া। এর মাধ্যমে তারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মুত্তাকী এবং সাওয়াবকারী হয়ে যায়। যাহহাক (রহঃ) বলেন, ‘কুরআনুল কারীম শিক্ষাকারীদের উপর এ দাবী রয়েছে যে, তারা যেন বিবেচক হয়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا সে এই নির্দেশ দেয়না যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত কর, সে আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত রাসূলই হোক বা তাঁর নৈকট্য লাভকারী মালাকই হোক। এ কথা ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে কুফরী করে এবং কুফরী করা নাবীগণের (আঃ) কাজ নয়। তাদের কাজ তো হচ্ছে ঈমানের দিকে দা‘ওয়াত দেয়া। আর ঈমান হচ্ছে একক আল্লাহর ইবাদাত করার নাম। নাবীগণের কণ্ঠে এ শব্দই উচ্চারিত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) অন্য জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) মালাইকার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ

তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ আমিই মা'বূদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৯)

৮১। এবং আল্লাহ যখন নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও	٨١. وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ

قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ	**বলেছিলেন ঃ তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।**
٨٢. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ	**৮২। অতঃপর এর পরে যারা ফিরে যাবে তারাই দুস্কার্যকারী।**

সমস্ত নাবীগণই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ওয়াদা করেছিলেন

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ আদম (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নাবীর নিকট আল্লাহ তা'আলা এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন তাদের মধ্য থেকে কেহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করবেন এবং তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন, তখন যদি তাঁর যুগেই অন্য কোন নাবী এসে যান তাহলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা ঐ নাবীর অবশ্য কর্তব্য। এই নয় যে, স্বীয় জ্ঞান ও নাবুওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তাঁর পরবর্তী নাবীর (আঃ) অনুসরণ ও সাহায্য হতে বিরত থাকবেন। অতঃপর তিনি নাবীদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা কি এটা স্বীকার করলে এবং আমার সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করলে?' তাঁরা তখন বললেন ঃ 'আমরা স্বীকার করলাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও সাক্ষী থাকলাম। অতঃপর যে কেহ এই অঙ্গীকার হতে ফিরে যাবে সে নিশ্চিতরূপে দুষ্কার্যকারী।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৭৩)

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নাবী থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তাদের জামানায় যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন তাহলে তাঁরা তাঁকে সমর্থন করবেন ও মেনে চলবেন। (তাবারী ৬/৫৫৫) তাঊস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের (আঃ) নিকট অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা যেন একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদন করেন।' কেহ যেন এটা মনে না করেন যে, এ তাফসীর উপরের তাফসীরের বিপরীত, বরং এটা ওরই পৃষ্ঠপোষক।

সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সবচেয়ে বড় ইমাম। যে কোন যুগে তিনি নাবী হয়ে এলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা সবারই জন্য অবশ্য কর্তব্য হত। আর সেই যুগের সমস্ত নাবীর (আঃ) আনুগত্যের উপর তাঁর আনুগত্য অগ্রগণ্য হত। এ কারণেই মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁকেই সমস্ত নাবীর (আঃ) ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠেও আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র সুপারিশকারী তিনিই হবেন। এটাই ঐ 'মাকাম-ই মাহমুদ' যা তিনি ছাড়া আর কারও জন্য উপযুক্ত নয়। (দেখুন ১৭ ঃ ২৯) সমস্ত নাবী এবং প্রত্যেক রাসূল সেদিন এ কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। অবশেষে তিনিই বিশেষভাবে এ স্থানে দণ্ডায়মান হবেন। কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সদা-সর্বদার জন্য তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন।

৮৩। তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে - ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٨٣. أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

৮৪। তুমি বল ঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীগণকে তাদের রাব্ব কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা তাদের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য জ্ঞান করিনা এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।	٨٤. قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ
৮৫। আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٨٥. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

ইসলামই হল আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ ও রাসূলদের মাধ্যমে যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করা, এছাড়া যদি কোন ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তাহলে তা কখনই গৃহীত হবেনা। এ কথাই এখানে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু খুশি মনেই হোক অথবা অসন্তুষ্ট চিত্তেই হোক, তাঁর বাধ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۩

আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৫) (সাজদাহর আয়াত)

অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُا۟ ظِلَـٰلُهُۥ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَٰخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদায় নত হয়? আল্লাহকেই সাজদা করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকা/ফেরেশতাগণও; তারা অহংকার করেনা। তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রাব্বকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮-৫০) সুতরাং মু'মিনদের ভিতর ও বাহির দু'টিই আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে। আর কাফিরেরাও তাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে নত হয়ে আছে। সর্বদিক দিয়েই তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর প্রতাপ ও ক্ষমতার বাইরে নেই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মত ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৮) (তাবারী

৬/৫৬৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ প্রথম দিন বুঝানো হয়েছে যেদিন তাদের সবারই নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল।

'সবাই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে' অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সকলকেই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ آمَنَّا بِاللّه وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ... হে মু'মিনগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআনুল হাকীমের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূবের উপর যে পুস্তিকাসমূহ ও অহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলির উপর, আর তাঁদের সন্তানদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

اَلْاَسْبَاطُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের গোত্র যারা ইয়াকূবের (আঃ) বংশোদ্ভূত ছিল। এরা ছিল ইয়াকূবের বারোটি পুত্রের সন্তান। মূসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল তাওরাত এবং ঈসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল ইঞ্জীল। আরও যত নাবী (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট হতে যা কিছু এনেছেন ঐগুলির উপরও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আনয়ন করিনা। অর্থাৎ কেহকে মানব এবং কেহকে মানবনা, এ কাজ আমরা করিনা, বরং সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রয়েছে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত। সুতরাং এ উম্মাতের মু'মিনগণ সমস্ত নাবী (আঃ) ও গ্রন্থ মেনে থাকে। তারা কোন নাবীকে অস্বীকার করেনা এবং তারা প্রত্যেক নাবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ আল্লাহর দীন-ই ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসন্ধানে যে লেগে থাকে তা কখনও গৃহীত হবেনা এবং সে পরকালে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার নির্দেশ বহির্ভূত, তা প্রত্যাখ্যাত।' (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫)

৮৬। কিরূপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর, রাসূলের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্যদানের	٨٦. كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟

পর এবং তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ আসার পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।	أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৮৭। ওরাই - যাদের প্রতিফল এই যে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর, তাঁর মালাক/ফেরেশতার এবং সমস্ত মানবের অভিসম্পাত।	٨٧. أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
৮৮। তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে, তাদের উপর হতে শাস্তি প্রশমিত হবেনা এবং তাদেরকে বিরাম দেয়া হবেনা।	٨٨. خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
৮৯। কিন্তু যারা এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	٨٩. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ঈমান আনার পর আবার যারা কাফির হয় তারা তাওবাহ করে ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেননা

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একজন আনসারী ধর্ম ত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর যে অনুশোচনা করে স্বগোত্রীয় লোকের

মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে, পুনরায় তার তাওবাহ গৃহীত হবে কিনা? তখন كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ *কিরূপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পরও অবিশ্বাসী হয়েছে?* এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলে পাঠায় এবং সে তাওবাহ করে নতুনভাবে মুসলিম হয়ে হাযির হয়। (তাবারী ৬/৫৭২, নাসাঈ ৬/৩১১, হাকিম ৪/৩৬৬, ইব্ন হিব্বান ৬/৩২৩) ইমাম হাকিম (রহঃ) এ ইসনাদকে সহীহ বলেছেন। بَيِّنَاتٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর দলীল প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করেছে, দলীল প্রমাণাদি স্বচক্ষে দেখেছে, অতঃপর শির্কের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে, তারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য নয়। কেননা চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধত্বকে তারা পছন্দ করেছে। অবিবেচক লোকদেরকে আল্লাহ তা‘আলা সুপথ প্রদর্শন করেননা।

أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তাদের উপর আল্লাহও অভিশাপ দেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবও তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়ে থাকে। এ অভিশাপ হচ্ছে চিরস্থায়ী অভিশাপ। স্বল্প সময়ের জন্যও তাদের শাস্তি না হালকা করা হবে, আর না বন্ধ করা হবে। তারপর মহান আল্লাহ স্বীয় করুণা ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করেছেন যে, এ জঘন্য পাপ কাজের পরেও যদি কেহ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায় তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

৯০। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাস পরিবর্ধিত করেছে - তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কখনই পরিগৃহীত হবেনা এবং তারাই পথভ্রান্ত।	٩٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ

৯১। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। ওদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই।	٩١. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡ أَحَدِهِم مِّلۡءُ ٱلۡأَرۡضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفۡتَدَىٰ بِهِۦٓ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

কাফিরের মৃত্যুর পর তার তাওবাহ কিংবা কিয়ামাত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা

বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসকারী এবং ঐ অবিশ্বাসের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণকারীদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেছেন। বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় তাদের তাওবাহ গৃহীত হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ

আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে - যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৮) এখানেও ঐ কথাই বলা হয়েছে ঃ

لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ তাদের তাওবাহ কখনই গৃহীত হবেনা এবং এরাই তারা যারা সুপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'কতক লোক মুসলিম হয়ে আবার ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে। তারপর তারা স্বীয় গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, এখন তাদের তাওবাহ গৃহীত হবে

কিনা? তাদের গোত্রের লোক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।’ (দুররুল মানসুর ২/২৫৮) এর ইসনাদ খুবই উত্তম। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ কুফরের উপর মৃত্যুবরণকারীদের তাওবাহ কখনও গৃহীত হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে খরচ করে।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাদআন একজন বড় অতিথি সেবক ও গোলাম আযাদকারী লোক ছিল। তার এ সাওয়াব কোন কাজে আসবে কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

‘না, কেননা সে সারা জীবনে একবারও ‘رَبِّاغْفِرْلِىْ خَطِيْأَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ’ হে আমার প্রভু! কিয়ামাতের দিন আমাকে ক্ষমা করুন বলেনি।’ (মুসলিম ১/১৯৬) অনুরূপভাবে অবিশ্বাসী কাফিরেরা যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণও তাদের মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে চায় তাহলে তাও গ্রহণ করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ

কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশও ফলপ্রদ হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৩) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَـٰلٌ

সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩১) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُواْ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবূল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৩৬) ঐ বিষয়ই এখানেও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কাফিরদেরকে আল্লাহ তা‘আলার শাস্তি হতে কোন জিনিসই রক্ষা করতে পারবেনা, যদিও সে অত্যন্ত সৎ ও খুবই

দানশীল হয়। যদিও সে পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, কিংবা পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি এবং সিক্ত মাটি পরিমাণ সোনা শাস্তির বিনিময়ে খরচ করে তবুও তা তার কোন উপকারে আসবেনা।

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এক জান্নাতবাসীকে আনা হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'বল, তুমি কিরূপ জায়গা পেয়েছ।' সে উত্তরে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমি খুব উত্তম জায়গা পেয়েছি।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'আচ্ছা, আরও চাইতে হলে চাও এবং মনের কোন আকাংখা থাকলে তা প্রকাশ কর।' সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমার শুধুমাত্র বাসনা এটাই এবং এ একটি মাত্রই যাঞ্চা যে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমি আপনার পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হব, আবার জীবিত হব এবং পুনরায় শহীদ হব। দশবার যেন এ রকমই হয়।' কেননা শাহাদাতের প্রকৃষ্টতা এবং শহীদের পদ-মর্যাদা সে স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। অনুরূপভাবে একজন জাহান্নামবাসীকে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার স্থান কিরূপ পেয়েছ?' সে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! খুবই জঘন্য স্থান।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়া তুমি পছন্দ কর কি?' সে বলবে ঃ 'হে প্রভু! হ্যাঁ'। সেই সময় মহান প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট এর চেয়ে বহু কম ও অত্যন্ত সহজ জিনিস চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি ওটাও করনি।' অতএব, তাকে জাহান্নামে পাঠিয় দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/২০৭) তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং এমন কোন জিনিস নেই যা তাদেরকে এ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে বা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে।

তৃতীয় পারা সমাপ্ত।

৯২। তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা; এবং	٩٢. لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا

তুন্‌ফিকূ মিন শাইয়িন	
তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।	تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

সম্পদ থেকে উত্তম জিনিস আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করতে হবে

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ইমাম ওয়াকী (রহঃ) তার তাফসীরে আমর ইব্‌ন মাইমুন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, بِرٌّ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে জান্নাত। (তাবারী ৬/৫৮৭) বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর সে পর্যন্ত তোমরা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আনসারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তির মধ্যে 'বাইরুহা' নামক বাগানটিকে সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করতেন। বাগানটি মাসজিদ-ই নাববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই ঐ বাগানে গমন করতেন এবং ওর কূপের নির্মল পানি পান করতেন। যখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবূ তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা এরূপ কথা বলেছেন এবং 'বাইরুহা' নামক বাগানটিই হচ্ছে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এ জন্য আমি ওটি আল্লাহর পথে সাদাকাহ করছি এ আশায় যে, তার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে তাই আমার জন্য জমা থাকবে। সুতরাং আপনাকে অধিকার দিলাম যেভাবে ভাল মনে করেন ওটা বন্টন করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে বলেন ঃ

'বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ, বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ, এটা খুবই উপকারী সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। আমার মতে, তুমি এ সম্পদ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও।' আবূ তালহা (রাঃ) বলেন, 'খুব ভাল।' অতঃপর তিনি ওটা তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী

৮/৭১, মুসলিম ২/৬৬৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, একবার উমারও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম সম্পদ ওটাই যা খাইবারে আমার জমির একটি অংশ রয়েছে। (আমি ওটা আল্লাহর পথে সাদাকাহ করতে চাই) আপনার মতামত কি?’ তিনি বলেন ঃ ‘মূলকে (জমিকে) তোমার অধিকারে রাখ এবং ওর উৎপাদিত শস্য, ফল ইত্যাদি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক।’ (মুসলিম ৩/১২৫৬, নাসাঈ ৬/২৩২)

৯৩। তাওরাত অবতরণের পূর্বে বানী ইসরাঈল নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল; তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত আনয়ন কর, অতঃপর ওটা পাঠ কর।	٩٣. كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُ ۗ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
৯৪। অতঃপর যদি কেহ এরপর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী।	٩٤. فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
৯৫। তুমি বল ঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে	٩٥. قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُواْ

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ	অংশীবাদীদের অন্তর্গত ছিলনা।

আমাদের নাবীকে (সাঃ) ইয়াহুদীদের কয়েকটি প্রশ্ন

ইমাম আহমাদ (রহঃ) স্বীয় মুসনাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল ঃ ‘আমরা আপনাকে এমন কতগুলি কথা জিজ্ঞেস করছি যেগুলি নাবী ছাড়া অন্য কেহ জানেনা। আপনি ঐগুলির উত্তর দিন।’ তিনি বললেন ঃ ‘যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলাকে সম্মুখে বিদ্যমান জেনে আমার নিকট ঐ অঙ্গীকার কর যে অঙ্গীকার ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের (বানী ইসরাঈল) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি ঐ কথাগুলি তোমাদেরকে ঠিক ঠিক বলে দেই তাহলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার অনুগত হয়ে যাবে?’ তারা শপথ করে বলল ঃ ‘আমরা এ কথা মেনে নিলাম। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার অনুগত হয়ে যাব।’

অতঃপর তারা বলল ঃ ‘আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ (১) ইসরাঈল (ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর কোন্ খাদ্য হারাম করেছিলেন? (২) পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনও পুত্র ও কখনও কন্যা হয় কেন? (৩) নিরক্ষর নাবীর ঘুম কিরূপ হয়? এবং (৪) মালাইকা/ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন্ মালাক তাঁর নিকট অহী বা বার্তা নিয়ে আসেন?’ এরপর তিনি দ্বিতীয়বার তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ (১) ইসরাঈল (আঃ) কঠিন রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ঐ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তাহলে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ করবেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য উটের গোশ্ত এবং প্রিয় পানীয় কি উটের দুধ ছিলনা? তারা উত্তরে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাদের এ স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকুন! অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ ঐ আল্লাহর

শপথ দিয়ে তোমাদেরকে প্রশ্ন করছি যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নয় এবং যিনি মূসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। (২) তোমরা কি জান যে, পুরুষের শুক্রানু কিছুটা ঘন এবং সাদা, আর মহিলাদের ডিম্বানু হলুদ এবং পাতলা? পুরুষ ও মহিলার মিলনের ফলে যার শুক্রানু কিংবা ডিম্বানু অন্যটির উপর প্রবল হয়, জন্ম নেয়া শিশু সেই প্রবলতর শুক্রানু কিংবা ডিম্বানুর রূপ ধারণ করে। যদি পুরুষের শুক্রানু ডিম্বানুর উপর প্রবল হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় শিশুটি বালক হবে, আর ডিম্বানু যদি শুক্রানুর উপর প্রবল হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় শিশুটি বালিকা হবে। তারা বলল ঃ হ্যাঁ, এটি সঠিক কথা। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি তাদের উপর সাক্ষী থাকুন! (৩) তিনি তাদেরকে বললেন ঃ ঐ সত্তার শপথ দিয়ে বলছি যিনি মূসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছিলেন! তোমরা কি জান যে নিরক্ষর নাবীর চোখ ঘুমায়, কিন্তু তাঁর অন্তর জেগে থাকে? তারা উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! এটা সত্য। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। তারা বলল ঃ এবার আপনি বলুন যে, মালাইকার মধ্য থেকে আপনার কাছে কে আগমন করে, আপনার এর উত্তরের উপর নির্ভর করছে যে, আপনার কথা আমরা মানবো নাকি ফিরে যাব। (৪) তিনি বললেন ঃ আমার নিকট বাণী বাহক হলেন, জিবরাঈল (আঃ)। বাণী বাহক হিসাবে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহকে কোন নাবীর কাছে প্রেরণ করেননি। তখন তারা বলল ঃ তাহলে আমরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ আপনার কাছে বাণী বাহক হিসাবে এলে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারেই مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ (২ ঃ ৯৭) এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১/২৮৭) ইয়াকূবের (আঃ) সন্তানাদিও তাঁর নীতির উপরই ছিলেন এবং তাঁরাও উটের গোশ্ত খেতেননা। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক এক তো এ রয়েছে যে, ইসরাঈল (আঃ) যেমন তাঁর প্রিয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার 'নযর' করেছিলেন তদ্রুপ তোমরাও কর। কিন্তু ইয়াকূবের (আঃ) শারীয়াতের নিয়ম এই ছিল যে, তারা স্বীয় পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামে পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু আমাদের শারীয়াতে ঐ নিয়ম নেই। বরং আমাদেরকে এই বলা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ

ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সে তা ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৮)

দ্বিতীয় সম্পর্ক এও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে খৃষ্টানদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত ছিল। কাজেই এখানে অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, তাদের রীতিতে ঈসার (আঃ) সঠিক জন্মের ঘটনা বর্ণনা করে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হচ্ছে। এখানে তাদের ধর্ম রহিতকরণের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর তাদের বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান ছিল যে, নূহ (আঃ) যখন নৌকা হতে স্থলভাগে অবতরণ করেন তখন তাঁর জন্য সমস্ত জন্তু হালাল ছিল। অতঃপর ইয়াকূব (আঃ) তাঁর নিজের জন্য উটের গোশ্ত ও দুধ হারাম করে নেন এবং তাঁর সন্তানেরাও ও দু'টো জিনিস হারামই মনে করতে থাকে। অতএব তাওরাতেও ওর অবৈধতা অবতীর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু জিনিস হারাম করা হয়। এটা রহিত ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রাথমিক যুগে আদমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে পরস্পর সহোদর ভাই বোনের বিয়েও বৈধ ছিল। কিন্তু পরে তা হারাম করে দেয়া হয়। ইবরাহীমের (আঃ) যামানায় স্ত্রীর সাথে সহযোগী হিসাবে দাসীকে সাথে নেয়া বৈধ ছিল। এ কারণেই ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে বের হন তখন হাজেরাকেও তার সাথে নিয়ে নেন।

কিন্তু আবার তাওরাতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সাথে দু' ভগ্নীকে বিয়ে করা ইয়াকূবের (আঃ) যুগে বৈধ ছিল। স্বয়ং ইয়াকূবের (আঃ) ঘরে একই সাথে দু' সহোদরা ভগ্নী পত্নীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাওরাতে এটাও হারাম করা হয়। এটাকেই রহিতকরণ বলে। এগুলি তারা দেখছে এবং স্বীয় গ্রন্থে পাঠ করছে। অথচ রহিতকরণকে অস্বীকার করে ইঞ্জীল ও ঈসাকে (আঃ) অমান্য করছে। অতঃপর তারা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও এ ব্যবহারই করছে। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـــلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ তাওরাত অবতরণের পূর্বে বানী ইসরাঈল

নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

যদি কেহ এরপর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী।'

তোমরা তাওরাত আনয়ন করে তা পাঠ কর। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ সব কিছুই ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের ব্যাপারেই ইহা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলত এবং এ দাবী করত যে, তাওরাতের সাথে সাথে শনিবার দিনও পবিত্র। তারা এ কথাও দাবী করত যে, সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণসহ আল্লাহ তা'আলা আর কোন নাবীকে প্রেরণ করেননি; যদিও তারা তাদের যে ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে সেই তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা সত্য সংবাদ প্রদান করেছেন ঃ

فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ইবরাহীমের ধর্ম ওটাই যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। তোমরা এ কিতাব ও এ নাবীর অনুসরণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কোন নাবীও নেই এবং তাঁর শারীয়াত অপেক্ষা উত্তম শারীয়াতও আর নেই।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬১) অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৩)

৯৬। নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা	٩٦. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।	لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ
৯৭। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি কেহ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত।	٩٧. فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

ইবাদাতের প্রথম স্থান হল কা'বা ঘর

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ মানবমণ্ডলীর ইবাদাত, কুরবানী, তাওয়াফ, সালাত, ই'তিকাফ ইত্যাদির জন্য আল্লাহর ঘর, যার নির্মাতা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ), যে ঘরের আনুগত্যের দাবী ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক এবং মুসলিম সবাই করে থাকে ওটা ঐ ঘর যা সর্বপ্রথম মাক্কায় নির্মিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ইবরাহীমই (আঃ) ছিলেন হাজ্জের ঘোষণাকারী। কিন্তু বড়ই বিস্ময় ও দুঃখের কথা এই যে, তারা ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী করে, অথচ এ ঘরের সম্মান করেনা, এখানে হাজ্জ করতে আসেনা, বরং নিজের কিবলা ও কা'বা পৃথক পৃথক করে বেড়ায়। আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সর্বপ্রথম কোন্ মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে?'

তিনি বলেন ঃ 'মাসজিদ-ই হারাম।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ 'তারপরে কোন্‌টি'? তিনি বলেন ঃ 'মাসজিদ-ই বাইতুল মুকাদ্দাস।' আবূ যার (রাঃ) আবার প্রশ্ন করেন ঃ 'এ দু'টি মাসজিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'চল্লিশ বছর।' তারপরে আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এরপরে কোন্ মাসজিদ?' তিনি বলেন ঃ 'যেখানেই সালাতের সময় হয়ে যাবে সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে, সমস্ত ভূমিই মাসজিদ'। (আহমাদ ৫/১৫০, ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩৭০)

মাক্কার অপর নাম বাক্কা

'বাক্কা' হচ্ছে মাক্কার প্রসিদ্ধ নাম। বড় বড় স্বেচ্ছাচারীর মাথাও এখানে বিনয়ে নুইয়ে যেত এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মাথা এখানে নুইয়ে পড়ত বলে একে মাক্কা বলা হয়েছে। একে মাক্কা বলার আর একটি কারণ এই যে, এখানে জনগণের ভীড় জমে থাকে। এর আরও বহু নাম রয়েছে। যেমন বাইতুল আতীক, বাইতুল হারাম, বালাদুল আমীন, বালাদুল মামূন, উম্মে রহাম, উম্মুল কুরা, সালাহ, আল বালাদাহ, আল বায়্যেনাহ, আল কা'বা ইত্যাদি।

মাকামে ইবরাহীম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـــنَاتٌ এতে বিদ্যমান রয়েছে নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) যে কা'বাঘর নির্মাণ করেছেন তা হল একটি নিদর্শন, যাতে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা ও রাহমাত নাযিল করেছেন। এর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার প্রমাণ বহন করে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘর এটাই। এখানে মাকামে ইবরাহীমও (আঃ) রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসমাঈলের (আঃ) নিকট হতে পাথর নিয়ে নিয়ে কা'বার দেয়াল উঁচু করতেন। এটা প্রথমে বাইতুল্লাহর দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। কিন্তু উমার (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন, যেন তাওয়াফ পূর্ণভাবে হতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করতে চান তাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। ঐ দিকেই সালাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় পূর্ণ তাফসীরও (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। (তাবারী ৭/২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, ইবরাহীমের (আঃ) কা'বাঘর নির্মাণের সময় যে পাথরে পায়ের ছাপ পড়েছিল তা একটি নিদর্শন। (তাবারী ৭/২৭) উমার ইব্‌ন আবদুল আজিজ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪১২, ৪১৩)

'আল হারাম' হল পবিত্র ও নিরাপদ স্থান

وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا যারা এ ঘরে প্রবেশ করে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। অজ্ঞতার যুগেও মাক্কা নিরাপদ জায়গা হিসাবে গণ্য হত। এখানে পিতৃহন্তাকে পেলেও তারা তাকে হত্যা করতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ (জাহিলিয়াত আমলে) কোন ব্যক্তি যদি কেহকে হত্যা করত এবং এরপর সে তার গলায় এক টুকরা উলের কাপড় পেঁচিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করত, অতঃপর যাকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন পুত্র যদি হত্যাকারীকে প্রত্যক্ষ করত তবুও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতনা, যতক্ষণ না সে ঐ পবিত্র জায়গা ত্যাগ করত।

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়।' সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭)

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ (٤) ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ৩-৪) শুধু যে মানবের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে তা নয়, বরং সেখানে শিকার করা, শিকার করার উদ্দেশে শিকারকে সেখান হতে তাড়িয়ে দেয়া, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, তাকে তার অবস্থান স্থল হতে বা বাসা হতে সরিয়ে দেয়া বা উড়িয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ। সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং ঘাস উঠিয়ে ফেলাও বৈধ নয়। এ বিষয়ে বহু হাদীস সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ এখন থেকে আর কোন হিজরাত নেই, একমাত্র জিহাদ ও উত্তম আমল ছাড়া। তোমরা সমবেত হও এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হও।

মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলেন ঃ 'সাবধান! আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেইদিন থেকে এ শহর (মাক্কা) পবিত্র এবং আল্লাহর আদেশে যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন পর্যন্ত ইহা পবিত্র। আমার পূর্বে মাক্কায় যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করা আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিল ঐ দিনের জন্য। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর আদেশে এই মুহুর্ত থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এ জায়গা পবিত্র। এখানের কাঁটাযুক্ত গাছপালাও উপড়ানো নিষেধ। এখানে শিকার করা এবং রাস্তায় পরে থাকা কোন কিছু তুলে নেয়াও নিষেধ, যদি না তা লোকদের মাঝে ঘোষণা করার ইচ্ছা থাকে। এখানে গাছপালাও উচ্ছেদ করা যাবেনা।' আব্বাস (রাঃ) বলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একমাত্র টক জাতীয় এক প্রকার ঘাস ছাড়া যা আমরা গৃহে অথবা কাবরে ব্যবহার করি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ *'ইল্লাল ইযখিয়া।'* (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬)

আমর ইব্ন সাঈদ (রহঃ) যখন মাক্কায় আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তখন আবূ শূরাইহ (রাঃ) আল আদাবীকে (রহঃ) বলেন ঃ হে সেনাপ্রধান! মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আপনাকে বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। আমার কান তা শুনেছিল এবং আমার হৃদয় তা পুংখানুপুংখ মনে রেখেছে। আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসা করার পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মানুষ নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মাক্কাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। অতএব যে আল্লাহয় বিশ্বাস করে এবং কিয়ামাতকে বিশ্বাস করে সে যেন এখানে রক্তপাত না ঘটায় এবং এখানকার গাছপালা না কাটে। আল্লাহর নাবী এখানে যুদ্ধ করেছেন এ অজুহাতে এখানে যদি কেহ যুদ্ধ অনুমোদন যোগ্য বলে তর্ক করে তাহলে তাকে বল ঃ 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাকে নয়।' মাক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন ইহা অনুরূপ পবিত্র যেমনটি ইতোপূর্বে ছিল। সুতরাং তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন অন্যদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয় যারা এ ব্যাপারে জানেনা। আবূ শূরাইহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ এর জবাবে আমর (রহঃ) কি

বললেন? তিনি জানালেন যে, আমর (রহঃ) বললেন ঃ হে আবূ শূরাইহ! এ বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে ভাল জানি। মাক্কা কখনো পাপী, হত্যাকারী অথবা মিথ্যাবাদীকে আশ্রয় দেয়না। (মুসলিম ২/৯৮৭) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মাক্কায় অস্ত্র বহন করতে কেহকেই অনুমতি দেয়া হয়নি। (মুসলিম ২/৯৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্নুল হামরা আয-যুহরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কার *'হাজওয়ারাহ'* বাজারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ 'হে মাক্কা! তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার উপর হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা।' (আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্ন মাজাহ ২/১০৩৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন।

হাজ্জ করার আবশ্যকতা

আয়াতের শেষাংশ হচ্ছে হাজ্জ ফার্য হওয়ার দলীল। وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً *(এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে)* কয়েকটি হাদীসে এসেছে যে, হাজ্জ ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন। এটা যে ফার্য এর উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। আর এ কথাও সাব্যস্ত যে, সামর্থ্য থাকা ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফার্য। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলেছিলেন ঃ

'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হাজ্জ ফার্য করেছেন, সুতরাং তোমরা হাজ্জ করবে।' একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রতি বছরই কি?' তিনি তখন নীরব হয়ে যান। লোকটি তিনবার ঐ প্রশ্নই করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ

'আমি যদি 'হ্যাঁ' বলতাম তাহলে প্রতি বছরই হাজ্জ ফার্য হয়ে যেত। অতঃপর তোমরা পালন করতে পারতেনা। এরপর তিনি বলেন, আমি যা বলবনা, তোমরা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অধিক প্রশ্ন করার ফলে এবং নাবীগণের (আঃ) উপর মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস

হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন কর এবং যে বিষয় হতে আমি নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক'। (আহমাদ ২/৫০৮, মুসলিম ২/৯৭৫)

'সামর্থ্য বা ক্ষমতা' বলতে কি বুঝায়

এখন বাকী থাকল ক্ষমতা বা সামর্থ্য। ওটা কখনও কারও মাধ্যম ব্যতীতই মানুষের হয়ে থাকে, আবার কখনও কারও মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন আহকামের পুস্তকগুলির মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম তিরমিযীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হাজী কে?' তিনি বলেন ঃ 'বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত ব্যক্তি।' অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ হাজ্জ উত্তম?' তিনি বলেন ঃ 'যে হাজ্জে খুব বেশি কুরবানী করা হয় এবং 'লাব্বায়েক' শব্দ অধিক উচ্চারিত হয়।' আর একটি লোক প্রশ্ন করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! سَاۤئِلْ শব্দের ভাবার্থ কি?' তিনি বলেন ঃ 'পাথেয় বা পানাহারের যথোপযুক্ত খরচ এবং সোয়ারী।' (তিরমিযী ৮/৩৪৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯৬) ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াত (৩ ঃ ৯৭) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'যাদের ভ্রমণ করার সামর্থ্য আছে' এ কথার অর্থ কি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার ভ্রমণ করার মত যথেষ্ট খাদ্য ও অর্থ রয়েছে। হাকিম (রহঃ) বলেন যে, হাদীসটির বর্ণনাধারা মুসলিমের শর্তে সঠিক, যদিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। (হাকিম ১/৪৪২)

মুসনাদ আহমাদে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা যারা ফার্‌য হাজ্জ করতে ইচ্ছুক তারা তাড়াতাড়ি আদায় করে নাও। আবূ দাউদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে ঃ 'হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন শীঘ্রই স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করে।' (আহমাদ ১/২২৫, আবূ দাউদ ২/৩৫০)

হাজ্জ অস্বীকারকারী কাফির

বলা হয় যে, وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ হাজ্জের অস্বীকারকারী কাফির। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। ইব্‌ন

আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ যারা হাজ্জ করার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে তারা কাফির, আল্লাহ তাদের থেকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। হাফিয আবূ বাকর ইসমাঈলী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করেনা তাদের সাথে ঐ লোকদের কোনো পার্থক্য নেই যারা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মারা যায়। (আল হিলইয়াহ)

৯৮। তুমি বল ঃ হে কিতাবধারীরা! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ? তোমরা যা করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে সাক্ষী।	٩٨. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ
৯৯। হে গ্রন্থপ্রাপ্তরা! যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার মধ্যে কুটিলতার কামনায় কেন তোমরা তাকে আল্লাহর পথে রোধ করছ, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ এবং তোমরাই সাক্ষী রয়েছ? আর তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।	٩٩. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আহলে কিতাবীদের তিরস্কার

কিতাবীদের ঐ কাফিরদেরকে আল্লাহ ধমক দিচ্ছেন যারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকেও জোরপূর্বক ইসলাম হতে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি ছিল। পূর্ববর্তী নাবী

রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁদের শুভ সংবাদ তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। নিরক্ষর, হাশেমী, আরাবী, মাক্কা, বানী আদমের নেতা ও নাবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা তাদের গ্রন্থসমূহে মওজুদ ছিল। তথাপি তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বলেন ঃ ‘আমি খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করছি যে, তোমরা কিভাবে আমার নাবীদেরকে অস্বীকার করছ, কি প্রকারে শেষ নাবীকে কষ্ট দিচ্ছ এবং কিরূপে আমার খাঁটি বান্দাদেরকে তাদের ইসলামের পথে বাধা প্রদান করছ। আমি তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। তোমাদের প্রত্যেক অন্যায় কাজের আমি পূর্ণ প্রতিদান দিব। আমি তোমাদেরকে সেদিন ধরব যেদিন তোমরা তোমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী পাবেনা।’

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৮৮)

১০০। হে মু’মিনগণ! যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে, যদি তোমরা তাদের এক দলের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর কাফির বানিয়ে দিবে।	١٠٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ
১০১। আর কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করতে পার - যখন আল্লাহর নিদর্শনাবলী তোমাদের সামনে পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বিদ্যমান রয়েছে? আর যে আল্লাহর পথ দৃঢ় রূপে	١٠١. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ

هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٲطٍ مُّسۡتَقِيمٍ	**ধারণ করে, অবশ্যই সে সরল পথ প্রদর্শিত হবে।**

আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী

মহান আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে আহলে কিতাবের ঐ দলটির অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমাযুক্ত। কেননা তারা হিংসুটে এবং তারা মু'মিনের শত্রু। আল্লাহ তা'আলা যে আরাবে নাবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم

কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন ঃ

إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার মোটেই ত্রুটি করবেনা। আমি জানি যে, তোমরা কুফর হতে বহু দূরে রয়েছ, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা তোমরা রাত-দিন আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী পাঠ করছ এবং স্বয়ং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।

(*সূরা* হাদীদ, ৫৭ ঃ ৮) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈমানদার কে? তারা বললেন ঃ মালাইকা। তিনি বললেন ঃ কেনই বা তারা ঈমানদার হবেননা? তারা তো সব সময় আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন। অতঃপর তারা নাবীদের কথা উল্লেখ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তারাও কেন মু'মিন হবেননা? তাদের কাছে তো অহী নাযিল হয়েছে। তারা বললেন ঃ তাহলে আমরা (মু'মিন)। তিনি বললেন ঃ তোমরাই বা কেন ঈমানদার হবেনা, যেহেতু তোমাদের সাথে আমি রয়েছি? তখন তারা প্রশ্ন করলেন ঃ তাহলে আপনিই বলুন যে, সবচেয়ে ঈমানদার ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের পরে এমন সব ব্যক্তি দুনিয়ায় আসবে যারা একমাত্র কিতাব (কুরআন) প্রাপ্ত হবে এবং (ওতে যা লিখা আছে তাতে) তারা ঈমান আনবে। (তাবারানী ৪/২২, ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْتَصِم بِاللّه فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاط مُّسْتَقِيم আল্লাহর দীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করলেই তারা সরল সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং ভ্রান্ত পথ হতে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে সাওয়াব লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।

১০২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।	١٠٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ
১০৩। আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেওনা, এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা	١٠٣. وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذۡكُرُواْ

نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءً فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنًا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ	**পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।**

‘আল্লাহভীতি’র অর্থ

বলা হয়েছে, اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاته *তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ।* আল্লাহ তা‘আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবেনা, তাঁকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়েই তাঁকে ভুলে যাওয়া চলবেনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতঘ্ন হতে পারবেনা। (ইবন আবী হাতিম ২/৪৪৬) কোন কোন বর্ণনায় এ তাফসীর মারুফূ’ রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাওকুফ হওয়াই সঠিক কথা। অর্থাৎ এটা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) উক্তি। আনাসের (রাঃ) বক্তব্য এই যে, মানুষ আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করার দাবী পূরণ করতে পারেনা যে পর্যন্ত সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত করতে না পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ *এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।* অর্থাৎ আজীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও ওর উপরেই হয়। ঐ মহান প্রভুর নিয়ম এই যে, মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে চালিত করে ঐভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। যার উপর তার মৃত্যু সংঘটিত হবে ওর উপরেই কিয়ামাতের দিন তাকে উত্থিত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা

এর বিপরীত হতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন, আমীন। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, মানুষ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন এবং ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হাতে হাটা-চলার জন্য একটি লাঠি ছিল। তিনি বর্ণনা করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ

'যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তাহলে দুনিয়াবাসীদের আহার্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে কল্পনা কর যে, ঐ জাহান্নামীদের অবস্থা কি হতে পারে যাদের আহার্য হবে এ যাক্কুম।' (আহমাদ ১/৩০০, তিরমিযী ৭/৩০৭, নাসাঈ ৬/৩১৩, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৪৬, ইব্ন হিব্বান ৯/২৭৮, হাকিম ২/২৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন এবং ইমাম হাকিম (রহঃ) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত পূরণে বর্ণনা করেছেন, যদিও তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

অন্য হাদীসে রয়েছে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তাঁর মুখে শুনেছি ঃ 'মৃত্যুর সময় তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে'। (মুসলিম ৪/২২০৫, আহমাদ ৩/৩১৫) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তার ধারণার মতই রয়েছি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২০৬১)

আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা এবং মু'মিনদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ *(আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়োনা)* حَبْلُ اللّهِ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ

তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১২) অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঃ তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। ঐ রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন।

তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করনা এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেওনা।' সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করবেনা। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিম শাসকদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে বাজে ও অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা।' (মুসলিম ৩/১৩৪০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে খুবই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা সাওয়াবের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে।

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন ও করবেন। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬২-৬৩) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা একেবারে জাহান্নামের আগুনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে ওর ভিতর প্রবেশ

করিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে তোমাদেরকে ঐ আগুন থেকেও বাঁচিয়ে নিয়েছেন।'

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে কোন কোন লোককে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন আনসারগণের কেহ কেহ গানীমাতের মালামাল বন্টন করার ব্যাপারে খুশি হতে পারেননি, যদিও আল্লাহর তরফ থেকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবেই বন্টন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঃ

'হে আনসারবৃন্দ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলেনা? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুপথ-প্রদর্শন করেন? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেন। তোমরা দরিদ্র ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেন?' প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ করে সমস্বরে বলে উঠেন ঃ 'আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশি রয়েছে।' (নাসাঈ ৫/৯১)

১০৪। এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত - যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।	١٠٤. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
১০৫। এবং তাদের মত হয়োনা যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।	١٠٥. وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ	
١٠٦. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ	১০৬। সেদিন কতকগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলি মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।
١٠٧. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ	১০৭। আর যাদের মুখমন্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভুক্ত, তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে।
١٠٨. تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَـٰلَمِينَ	১০৮। এগুলি হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমার প্রতি সত্যসহ আবৃত্তি করছি এবং আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেননা।
١٠٩. وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ	১০৯। আর যা নভোমন্ডলের মধ্যে আছে ও যা ভূমন্ডলের

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ	**মধ্যে রয়েছে তা আল্লাহর এবং আল্লাহর কাছেই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল।**

আল্লাহর দা'ওয়াতকে মানুষের কাছে প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *(এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে)* যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, 'এই দল/সম্প্রদায়' এর ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবা ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুজাহিদ এবং আলেমগণ। ইমাম আবূ জাফর বাকের (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন, অতঃপর বলেন ঃ خَيْر শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের প্রচার ফার্‌য। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দলের এ কাজে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে যে কেহকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তাহলে যেন জিহ্বা (কথা) দ্বারা বাধা প্রধান করে, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।' অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে যে, 'ওর পরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নেই'। (মুসলিম ১/৬৯, ৭০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক, নতুবা সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা গৃহীহ হবেনা।' (আহমাদ ৫/৩৮, তিরমিযী ৬/৩৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ বিষয়ের আরও অনেক হাদীস রয়েছে সেগুলি ইনশাআল্লাহ অন্যত্র বর্ণিত হবে।

দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার নির্দেশ

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ

তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করনা। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা তোমরা পরিত্যাগ করনা।' মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ আমীর আবদুল্লাহ ইব্ন লুহাই (রাঃ) বলেন ঃ আমরা মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ানের (রাঃ) সাথে হাজ্জ পালন করি। তিনি মাক্কায় উপস্থিত হন এবং যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আহলে কিতাবরা ৭২ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমার উম্মাত ৭৩ ভাগে ভাগ হবে। শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামী। সেই একটি দল হল যারা জামা'আতভুক্ত। আমার উম্মাতের এক দল তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে, যেমনটি আহলে কিতাবরা তাদের রাবীদের অনুসরণ করে। তাদের ঐ খেয়াল-খুশির অনুসরণের ফলে (তাওহীদের সাথে) সম্পর্ক রাখা কোন কাজে আসবেনা। (আহমাদ ৪/১০২) ইমাম আবূ দাঊদও (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ৫/৫)

একতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কুফল

এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ সেদিন কতকগুলি লোকের মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করবে এবং কতকগুলো লোক কৃষ্ণ চেহারা বিশিষ্টও হবে।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখমণ্ডল শ্বেত বর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদ'আতের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণ বর্ণের। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৬৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট লোকেরা

মুনাফিকের দল। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৬৫) তাদেরকে বলা হবে, فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে অস্বীকার করেছিলে বলে আজ তার স্বাদ গ্রহণ কর। আর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট লোকগণ আল্লাহ তা'আলার করুণার মধ্যে সদা অবস্থান করবে।

আবূ উমামা (রাঃ) খারেজীদের মাথাগুলো দামেস্কের মাসজিদের স্তম্ভে লটকানো দেখে বলেন ঃ 'এরা নরকের কুকুর, এদের চেয়ে বেশি জঘন্য নিহত ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও নেই। এদেরকে হত্যাকারীগণ উত্তম মুজাহিদ।' অতঃপর এ আয়াতটি (৩ ঃ ১০৬) পাঠ করেন। আবূ গালিব (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনি কি এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ হতে শুনেছেন?' তিনি বলেন ঃ 'একবার দু'বার নয়, বরং সাতবার শুনেছি। এরূপ না হলে আমি আপনার কাছে বর্ণনাই করতামনা।' (তিরমিযী ৮/৩৫১, ইব্ন মাজাহ ১/৬২, আহমাদ ৫/২৫৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 'হাসান' উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ হে নাবী! ইহকাল ও পরকালের এ কথাগুলি আমি তোমার নিকট প্রকাশ করে দিচ্ছি। আল্লাহ ন্যায় বিচারক, তিনি মোটেই অত্যাচারী নন। প্রত্যেক জিনিসকেই তিনি খুব ভালই জানেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবানও বটে। সুতরাং তিনি কারও উপর অত্যাচার করবেন এটা মোটেই সম্ভব নয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সমুদয় কৃতকর্ম তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। ইহজগতের ও পরজগতের পূর্ণ ক্ষমতাবান শাসক একমাত্র তিনিই।'

১১০। তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস	١١٠. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কার্যকারী।	وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ
১১১। সামান্য দুঃখ প্রদান ব্যতীত তারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা; আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।	١١١. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى ۖ وَإِن يُقَـٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ
১১২। আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ এবং মনুষ্যগণের নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল;	١١٢. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ	**যেহেতু তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সীমা অতিক্রম করেছিল।**

রাসূলের (সাঃ) উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ *(তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে)* অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ 'তোমরা অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম উম্মাত। তোমরা মানুষের ঘাড় ধরে ধরে তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে আকৃষ্ট করছ এবং অতঃপর তারা ইসলাম কবূল করছে। (ফাতহুল বারী ৮/৭২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'তোমরা মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ লোক।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৭২, ৪৭৩)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই সবচেয়ে বেশি মুসলিমদের উপকার সাধনকারী।' ইমাম আহমাদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এবং হাকিম (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকিম ইব্ন মুয়াবিয়া ইব্ন হাইদাহ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা পূর্ববর্তী উম্মাতদের সংখ্যা সত্তরতম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ। আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা তাদের অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।' আহমাদ ৫/৩, তিরমিযী ৮/৩৫২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩৩) এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে, এ উম্মাতের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি সমস্ত মাখলূকের নেতা, সমস্ত রাসূল অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। তাঁর শারীয়াতের সামান্য আমল অন্যান্য উম্মাতের অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম ও

শ্রেষ্ঠ। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমি ঐ নি‘আমাত প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি।’ জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘ঐ নি‘আমাতগুলি কি?’ তিনি বলেন ঃ (১) ‘আমাকে প্রভাব প্রদান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমাকে পৃথিবীর চাবি প্রদান করা হয়েছে। (৩) আমার নাম আহমাদ রাখা হয়েছে। (৪) আমার জন্য মাটিকে পবিত্র করা হয়েছে। (৫) আমার উম্মাতকে সমস্ত উম্মাত অপেক্ষা বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে’। (আহমাদ ১/৯৮) এ হাদীসটির ইসনাদ উত্তম। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যুহরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে ৭০ হাজারের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত চক চক করবে। তখন উক্কাশাহ ইব্‌ন মিহসান আল আসাদী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন যেন আমি তাদের একজন হই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাদের একজন হিসাবে গ্রহণ করুন। আনসারগণের মধ্যে থেকেও এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ ব্যাপারে উক্কাশাহ তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭) আমি এমন কতগুলি হাদীস বর্ণনা করতে চাই যেগুলির বর্ণনা এখানে যথোপযুক্ত হবে।

ইহকাল ও পরকালে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান

যাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শুধুমাত্র আমার অনুসারী উম্মাত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে।’ সাহাবীগণ খুশি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পুনরায় তিনি বলেন ঃ ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে।’ আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করি। আবার তিনি বলেন ঃ ‘আমি আশা করছি যে, তোমরা অর্ধেক হবে’। (আহমাদ৩/৩৪৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতেও বর্ণনা করেছেন এবং ঐ বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। (হাদীস নং ৩/৩৮৩)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে এতে কি সন্তুষ্ট নও?’ তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা‘আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও?’ তাঁরা পুনরায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি তখন বলেন ঃ ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক।’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫, মুসলিম ১/২০০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের একশ’ বিশটি সারি হবে, তন্মধ্যে আশিটি সারি এ উম্মাতেরই হবে। (হাদীস নং ৫/৩৫৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৫/৩৪৭, তিরমিযী ৭/২৫৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে এসেছি এবং বিচার শেষে জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করব। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব পূর্বে দেয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদেরকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক প্রদান করেছেন। জুমু‘আর দিনও এরূপই যে, ইয়াহুদীরা আমাদের পিছনে রয়েছে, অর্থাৎ শনিবার এবং খৃষ্টানরা তাদেরও পিছনে রয়েছে অর্থাৎ রবিবার।’ (বুখারী ৮৯৬, ৩৪৮৬, ৩৪৮৭; মুসলিম ৮৫৫) ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (দুনিয়ায় আবির্ভাবের দিক দিয়ে) আমরা মুসলিমরা শেষ (জাতি), কিন্তু কিয়ামাত দিবসে আমরাই হব প্রথম। জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে আমরাই হব অগ্রবর্তী ... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (মুসলিম ৮৫৫)

এগুলিই ছিল ঐ সব হাদীস যেগুলিকে আমরা এখানে বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। উম্মাতের উচিত, এখানে এ আয়াতের মধ্যে যতগুলি গুণাগুণ রয়েছে সেগুলির উপর যেন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান, মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান এবং আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনয়ন। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় হাজ্জে এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ ‘যদি তোমরা এ আয়াতের প্রশংসার মধ্যে আসতে চাও তাহলে এ সমুদয় গুণও নিজেদের ভিতর

সৃষ্টি কর।' (তাবারী ৭/১০২) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, 'গ্রন্থ প্রাপ্তগণ ঐ সব কাজ পরিত্যাগ করেছিল বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় কালামে তাদেরকে নিন্দা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ

তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে অপরকে নিষেধ করতনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৯) যেহেতু উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাই পরে গ্রন্থধারীদের নিন্দা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ এ লোকগুলোও যদি আমার শেষ নাবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তারাও এ মর্যাদা লাভ করত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অবিশ্বাস, দুষ্কার্য ও অবাধ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের মধ্যে কতক লোক ঈমানদারও রয়েছে।

মুসলিমদের জন্য সুখবর যে, তারা আহলে কিতাবদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ

তোমরা হতবুদ্ধি ও চিন্তিত হয়ে পড়না, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা খাইবারের যুদ্ধে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন এবং এর পূর্বে মাদীনার বানূ কাইনুকা, বানূ নাযীর এবং বানূ কুরাইযাকেও লাঞ্ছিত ও পরাভূত করেছিলেন। অনুরূপভাবে সিরিয়ার খৃষ্টানরা সাহাবীগণের (রাঃ) সময়ে পরাজিত হয়েছিল এবং সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং চিরদিনের জন্য মুসলিমদের অধিকারে এসে পড়ে। সেখানে এক সত্যপন্থী দল ঈসার (আঃ) আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ঈসা (আঃ) এসে ইসলাম ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত অনুযায়ী নির্দেশ দান করবেন এবং ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া কর গ্রহণ করবেননা এবং শুধুমাত্র ইসলামই কবূল করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও

হীনতা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কোন জায়গায়ই তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নেই, তবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় দানের দ্বারা নিরাপত্তা পেতে পারে।' অর্থাৎ যদি তারা জিযিয়া প্রদান করে ও মুসলিম শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে নিরাপত্তা পেতে পারে। কিংবা মুসলিমদের আশ্রয়দানের দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তি হয় অথবা কোন মুসলিম যদি তাদেরকে আশ্রয় দান করে তাহলেও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। যদি সে নিরাপত্তা কোন মহিলা অথবা কোন ক্রীতদাসও দেয় তবুও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আলেমদের একটি উক্তি এও রয়েছে।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে حَبْل শব্দের অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার। তারা আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার লাভ করবে এবং মুসলিমরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। (তাবারী ৭/১১২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আ'তা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৮০, ৪৮১) তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে পতিত হয়েছে এবং দারিদ্রে আক্রান্ত হয়েছে। এটাও তাদের কুফ্র, নাবীদেরকে হত্যা, অহংকার, হিংসা এবং অবাধ্যতারই প্রতিফল। এ কারণেই তাদের উপর চিরদিনের জন্য লাঞ্ছনা, হীনতা এবং দৈন্য নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের অবাধ্যতা এবং সত্যের সীমা অতিক্রমেরই প্রতিদান। এ ধরনের আচরণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি, কারণ তিনিই খারাবী থেকে বেঁচে থাকা এবং সাহায্য করার একমাত্র মালিক।

১১৩। তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে থাকে।	١١٣. لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
১১৪। তারা আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে এবং	١١٤. يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং সৎ কাজসমূহে তৎপর থাকে, আর তারাই সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।	ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১১৫। আর তারা যে সৎ কাজ করবে তা কখনও অবজ্ঞা করা হবেনা; এবং আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে অবগত আছেন।	١١٥. وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ
১১৬। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র কাজে আসবেনা; এবং তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।	١١٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
১১৭। তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ। যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে -	١١٧. مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ

فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	**ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে।**

আহলে কিতাবের যারা মুসলিম হয়েছেন তাদের মর্যাদা

আল আউফী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের ঐ সমস্ত ধর্ম যাজকদের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), আসাদ ইব্ন উবায়েদ (রাঃ) শালাবা ইব্ন শু'বা (রহঃ), উসাইদ ইব্ন শু'বা (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে কিতাব এবং নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণ সমান নয়। এসব লোক ঐসব আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নন পূর্বে যাদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হয়েছে এবং এ ঈমানদার লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, মুহাম্মাদের শারীয়াতের তারা অনুসারী, তাদের মধ্যে ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে। এ নির্মল নিষ্কলুষ লোকগুলি রাতে তাহাজ্জুদের সালাতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম পাঠ করে থাকে এবং জনগণকেও তারা এসব কাজেরই নির্দেশ দেয় এবং এর বিপরীত কাজ করা হতে তারা বিরত রাখে। ভাল কাজে তারা সদা অগ্রগামী থাকে।' এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেন যে, তারা ভাল লোক। এ সূরার শেষেও বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি

অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) এখানেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সৎকার্যাবলী বিনষ্ট হবেনা এবং তাদেরকে তাদের সমুদয় কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। সমস্ত আল্লাহ-ভীরু মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দৃষ্টিতেই রয়েছে। তিনি কারও সৎকাজ বিনষ্ট করেননা।

কাফিরদের দান-সাদাকাহর আলোচনা

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِـــذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ *তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ।* ধর্মদ্রোহী লোকদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন উপকারে আসবেনা। তারা জাহান্নামের অধিবাসী। صِرٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা যা শস্যসমূহ ধ্বংস করে ফেলে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরা صِرٌّ এর অর্থ করেছেন 'হিমেল হাওয়া' বা ভীষণ ঠান্ডা বাতাস (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৪, ৪৯৫) 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা এবং তুষার। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে আগুন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৫) শেষোক্ত বর্ণনাটির সাথে প্রথমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোন বৈপরীত্য নেই, এ কথা বলা যেতে পারে। কারণ যখন তুষার পাতের সাথে প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে তখন গাছপালা এবং অন্যান্য বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, যা আগুন লাগার ফলেও ধ্বংস হয়ে থাকে।

মোট কথা, যেমন শস্য ক্ষেত্রে বরফ জমে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়, এ কাফিরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এরা যা কিছু খরচ করে তার সাওয়াব লাভ তো দূরের কথা, বরং তাদের আরও শাস্তি হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং এটা তাদের মন্দ কার্যাবলীরই শাস্তি।

১১৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতিরেকে	١١٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَـٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ	অন্য কেহকে মিত্র রূপে গ্রহণ করনা, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সংকুচিত হবেনা; এবং তোমরা যাতে বিপন্ন হও তারা তা'ই কামনা করে; বস্তুতঃ তাদের মুখ হতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয়, এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে তা আরও গুরুতর; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করছি, যেন তোমরা বুঝতে পার।
١١٩. هَـٰٓأَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَـٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ	১১৯। সাবধান হও - তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসেনা; এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর; আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ দংশন করে। তুমি বল ঃ তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও! নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন।

১২০। যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন তারা আনন্দিত হয়ে থাকে, এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তারা যা করে - নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।	١٢٠. إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٌ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٌ يَفۡرَحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٌ

কাফিরদেরকে বন্ধু/পরামর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন, 'এরা তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাদের বাহ্যিক মিষ্টি কথায় ভুলে যেওনা এবং তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়না। তাহলে তারা সুযোগ পেয়ে তোমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তাদের ভিতরের শত্রুতা তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমরা তাদের নিকট তোমাদের গুপ্ত কথা কখনও প্রকাশ করনা'। بِطَانَةً বলা হয় মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধুকে এবং مِنْ دُوْنِكُمْ দ্বারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলকে বুঝানো হয়েছে। সহীহ বুখারী, নাসাঈ ইত্যাদিতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা যে নাবীকেই প্রেরণ করেছেন এবং যে প্রতিনিধিকেই নিযুক্ত করেছেন, তাঁর জন্য তিনি দু'জন পরামর্শদাতা নির্ধারিত করেছেন। একজন তাঁকে ভাল কথা বুঝিয়ে থাকেন ও ভাল কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং অপরজন তাঁকে মন্দ কাজের পথ-প্রদর্শন করে ও সেই কাজে উত্তেজিত করে। সুতরাং আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষা পেতে পারে।' (ফাতহুল বারী ১৩/২০১, নাসাঈ ৭/১৫৮) উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) বলা হয় ঃ 'এখানে 'হীরার' (ইরাকী

খৃষ্টান) একজন লোক রয়েছে, খুব ভাল লিখতে পারে এবং তার স্মরণশক্তি খুব ভাল। সুতরাং আপনি তাকে আপনার লেখক নিযুক্ত করুন।' এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'তাহলে তো আমি একজন অমুসলিমকে আমার পরামর্শদাতা বানিয়ে নিলাম যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন'! (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫০০) এ ঘটনাটিও এ আয়াতটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, যিম্মী/কাফিরদেরকে এরূপ কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। কেননা হতে পারে যে, তারা শত্রুপক্ষকে মুসলিমদের গোপনীয় কথা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিবে। কারণ মুসলিমদের পতনই তাদের কাম্য। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ তাদের কথায়ও শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখেই শুভাশুভ নিরূপকগণ তাদের ভিতরের দুষ্টামির কথা জানতে পারে। তাদের অন্তরে যে ধ্বংসাত্মক মনোভাব রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম। সুতরাং জ্ঞানীরা কখনও তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়বেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ দেখ, এটা কত বড় দুর্বলতার কথা যে, তোমরা তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদের মঙ্গল চায়না। তোমরা সমস্ত গ্রন্থকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। তোমরা তাদের গ্রন্থে বিশ্বাস কর বটে, কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থে বিশ্বাস করেনা। অতএব উচিত তো ছিল যে, তোমরা তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে দেখবে। অথচ তারা কিন্তু তোমাদের প্রতি শত্রুতাই পোষণ করছে। (তাবারী ৭/১৪৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

তারা মুসলিমদের মুখোমুখি হলে নিজেদের ঈমানদারীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখনই তাদের হতে পৃথক হয় তখনই হিংসা ও ক্রোধে নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, তারা যেন মুনাফিকদের বাহ্যিক ভাব দেখেই তাদেরকে বন্ধু মনে না করে। মুনাফিকরা মুসলিমদের উন্নতি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরলেও আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিমদের উন্নতি সাধন করতেই থাকবেন। মুসলিমরা সর্বদিক দিয়ে বেড়েই চলবে, যদিও মুশরিক

ও মুনাফিকরা হিংসা ও ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অন্তরের কথা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রের উপর মাটি পড়ে যাবে এবং তারা তাদের জঘন্য কাজে কৃতকার্য হবেনা। তারা মুসলিমদের উন্নতি চায়না, তথাপি মুসলিমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করতেই থাকবে এবং পরকালেও তাদেরকে সুখময় জান্নাতে দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে এ মুশরিক ও মুনাফিকরা ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তারা জাহান্নামের জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হবে। তারা যে তোমাদের চরম শত্রু তার বড় প্রমাণ এই যে, যখন তোমাদের কোন মঙ্গল সাধিত হয় তখন তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় তখন তারা তাতে আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তখন ঐ মুনাফিকরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যখন মু'মিনগণ পরাজয় বরণ করে তখন তারা কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এখন মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা তাদের দুষ্টামি হতে মুক্তি পেতে চাও তাহলে ধৈর্যধারণ কর, সংযমী হও এবং আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমাদের শত্রুদেরকে ঘিরে নিব। কোন মঙ্গল লাভ করা এবং কোন অমঙ্গল হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা। তোমরা যদি আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর তাহলে তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সম্পর্কেই এখন উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যার মধ্যে মুসলিমদের ধৈর্য ও সহনশীলতার বর্ণনা রয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষার পূর্ণচিত্র ও যদ্দ্বারা মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পেয়েছে।

১২১। (স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন ও জানেন।	١٢١. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَـٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১২২। যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল এবং আল্লাহ সেই দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং মু'মিনগণই আল্লাহর উপর নির্ভর করে থাকে।	١٢٢. إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ
১২৩। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।	١٢٣. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

উহুদের যুদ্ধ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, ইহা উহুদ যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১০) তবে কোন কোন মুফাস্সির এটাকে পরিখার ঘটনাও বলেছেন। কিন্তু এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা হওয়াই সঠিক কথা। উহুদের যুদ্ধ হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে রোজ শনিবার সংঘটিত হয়। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়। আল্লাহই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখেন।

উহুদ যুদ্ধের কারণ

বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। তাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক সেই যুদ্ধে মারা যায়। তখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঐ ব্যবসায়ের সম্পদ যা বদরের যুদ্ধের সময় অন্য পথে রক্ষা পেয়েছিল ঐ সবগুলিই তারা এ যুদ্ধের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। চতুর্দিক থেকে লোক সংগ্রহ করে তারা তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ণ আসবাবপত্রসহ মাদীনার কাছে উহুদ প্রান্তরে এসে সমবেত হয়। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর

সালাত শেষে মালিক ইব্ন আমরের (রাঃ) জানাযার সালাত আদায় করেন, তিনি ছিলেন বানী নাজ্জার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি জনগণকে পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশে বলেন ঃ 'এ আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বোত্তম পন্থা তোমাদের নিকট কি আছে?' তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই (সর্বোচ্চ মুনাফিক) বলে ঃ 'আমাদের মাদীনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়, যদি তারা এসে বাইরে অবস্থান করে তাহলে যেন জেলখানার মধ্যে পড়ে যাবে, আর যদি মাদীনার ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে একদিকে রয়েছে আমাদের বীর পুরুষদের তরবারীসমূহ এবং অপর দিকে রয়েছে আমাদের তীরন্দাজদের লক্ষ্যভ্রষ্টহীন তীরগুলি। আর যদি তারা এমনি ফিরে যায় তাহলে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই ফিরে যাবে।' কিন্তু তার মতের বিপরীত মত পেশ করেছিলেন ঐ সাহাবীবৃন্দ যাঁরা বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাঁরা খুব জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মাদীনার বাইরে গিয়ে প্রাণ খুলে কাফির শত্রুদের মুকাবিলা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ী গমন করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তখন ঐ সাহাবীগণের ধারণা হয় যে, না জানি তাঁরা হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার বিপরীত মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁরা বলেন ঃ 'হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি এখানে থেকেই যুদ্ধ করা ভাল মনে করেন তাহলে তাই করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন হঠকারিতা নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'নাবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পর তা খুলে ফেলবেন। এখন আমি আর ফিরে যেতে পারিনা। যে পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান তা'ই সংঘটিত না হয়।' (ফাতহুল বারী) অতএব তিনি এক হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মাদীনার বাইরে বেরিয়ে পড়েন। 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছার পর ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তার তিনশ' লোক নিয়ে ফিরে আসে এই অজুহাত দেখিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন উপদেশই শুনছেননা বলে সে অখুশি। সে এবং তার সহযোগীরা বলল ঃ আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আজই যুদ্ধ শুরু করবেন তাহলে আপনার সাথে থাকতাম, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আজ যুদ্ধ করবেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গ্রাহ্য না করে অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে নিয়েই উহুদ পর্বত অভিমুখে রওয়ানা হন। পর্বতকে পিছনে করে পর্বত উপত্যকায় তিনি সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেন এবং তাঁদের নির্দেশ দেন ঃ

'আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবেনা।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে ৭০০ জনের সেনা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। আমর ইব্ন আউফ গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের থেকে অশ্ব বাহিনীকে অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং খেয়াল রাখবে যে, অপর দিক থেকে তোমাদেরকে আক্রমণ করা হতে পারে। আমরা যদি বিজয়ী হই অথবা পরাজিত হই তথাপিও তোমরা তোমাদের স্থান পরিত্যাগ করবেনা। যদি তোমরা দেখতে পাও যে, পাখি আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তবুও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবেনা।

এসব সুব্যবস্থা করার পর স্বয়ং তিনিও প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করেন। মুসআব ইব্ন উমায়েরকে (রাঃ) তিনি পতাকা প্রদান করেন। এদিন কয়েকজন বালককেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। এ ক্ষুদে সৈনিকেরাও আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্যান্য বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে নেননি। পরিখার যুদ্ধে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিখার যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধের দু'বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল। কুরাইশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। তাদের সৈন্য সংখ্য ছিল তিন হাজার। তাদের সঙ্গে দু'শটি সুসজ্জিত অশ্ব যেগুলো সময়ে কাজে আসতে পারে বলে সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তাদের ডান অংশে ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এবং বাম অংশে ছিলেন ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহল (এরা দু'জন পরে মুসলিম হয়েছিলেন)। তাদের পতাকা বাহক ছিল বানূ আবদুদ্দার গোত্র। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলী ঐ সম্পর্কীয় আয়াতগুলির তাফসীরের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকবে। মোট কথা, এ আয়াতে ওরই বর্ণনা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা হতে বের হয়ে সৈন্যগণকে যুদ্ধের যথাস্থানে নিযুক্ত করতে থাকেন। সৈন্যশ্রেণীর ডান বাহু ও বাম বাহু নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথা শুনে থাকেন এবং তিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন।

বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, শুক্রবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্য মাদীনা হতে বের হন। কুরআন কারীম ঘোষণা করছে, 'হে নাবী! বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য তুমি প্রভাতেই পরিজন হতে বের হয়েছিলে।" তাহলে ভাবার্থ এই যে, শুক্রবার বের হয়ে তিনি শিবির

স্থাপন করেন এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম শুরু হয় শনিবার। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ বানূ হারিসা ও বানূ সালামাহ গোত্রদ্বয় সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা দু'টি দল কাপুরুষতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছিলে।' এতে আমাদের একটি দুর্বলতার বর্ণনা রয়েছে বটে, কিন্তু এ আয়াতটিকে আমাদের পক্ষে অতি উত্তম বলে মনে করি। কেননা এ আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ঐ দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৩, মুসলিম ৪/১৯৪৮)

মুসলিমদেরকে বদরের যুদ্ধে বিজয়ী করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ আমি তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধেও বিজয়ী করেছি, অথচ তোমরা অতি অল্পসংখ্যক ছিলে এবং তোমাদের আসবাবপত্রও ছিল অতি নগণ্য। বদরের যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ রামাযানুল মুবারাক রোজ শুক্রবার সংঘটিত হয়। ঐ দিনকেই 'ইয়াওমুল ফুরকান' বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় ও সম্মান লাভ হয় এবং শির্ক ধ্বংস হয়ে যায়, শির্কের স্থান বিধ্বস্ত হয়। অথচ সেই দিন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ' তেরজন। তাঁদের নিকট ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং অবশিষ্ট সবাই পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র এত অল্প ছিল যে, যেন ছিলইনা।

পক্ষান্তরে শত্রুর সংখ্যা ছিল সে দিন মুসলিমদের তিনগুণ, নয় শত থেকে এক হাজারের কিছু কম ছিল। তারা সবাই ছিল বর্ম পরিহিত। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘোড়া। তারা এত বড় বড় ধনী ছিল যে, তাদের নিকট স্বর্ণের অলংকার ছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান ও বিজয় দান করেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং শাইতান ও তার সঙ্গীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে ও জান্নাতী সৈন্যদেরকে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও বাহ্যিক আসবাবপত্রের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন, যেন তোমরা জানতে পার যে, বিজয় লাভ বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমকের উপর নির্ভর করেনা।' এ জন্যই দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,–হুনাইনের যুদ্ধে তোমরা বাহ্যিক

আসবাবপত্রের প্রতি লক্ষ্য করেছিলে এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে খুশি হয়েছিলে। কিন্তু ঐ সংখ্যাধিক্য ও আসবাবপত্রের বিদ্যমানতা তোমাদের কোন উপকারে আসেনি।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا

'এবং হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৫)

বদর ইব্‌ন নারীণ নামক এক লোক ছিল। তার নামেই একটি কূপের নামকরণ করা হয় এবং যে প্রান্তরে ঐ কূপটি ছিল ওটাও বদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বদরের যুদ্ধও ঐ নামেই খ্যাতি লাভ করে। মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে এ জায়গাটি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।

১২৪। যখন মু'মিনদেরকে বলেছিলেন ঃ এটা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রাব্ব তিন সহস্র মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন?	١٢٤. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ
১২৫। বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয় তাহলে তোমাদের রাব্ব পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট মালাইকা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।	١٢٥. بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

১২৬। আর আল্লাহ এই সাহায্য শুধু এ জন্যই করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তরে শান্তি আসে। আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	١٢٦. وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ
১২৭। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে - তিনি এরূপে তাদের একাংশকে কর্তিত করেন অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন, যাতে তারা অকৃতকার্য সহকারে ফিরে যায়।	١٢٧. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا۟ خَآئِبِينَ
১২৮। এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।	١٢٨. لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ
১২৯। আর নভোমন্ডলে যা রয়েছে ও ভূমন্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	١٢٩. وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মালাইকার সাহায্য করা

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ মহান আল্লাহ এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। হাসান বাসরী (রহঃ), আমর আশ শা’বী (রহঃ), রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমূখের এটাই উক্তি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১৯-৫২১) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুসলিমদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, কার্‌য ইব্ন যাবির মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে, কেননা সে মুশরিকদের নিকট এটা অঙ্গীকার করেছিল। এটা মুসলিমদের নিকট খুব কঠিন ঠেকে। তখন আল্লাহ তা‘আলা اَلَنْ يَّكْفِيَكُم হতে مُسَوِّمِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কার্‌য ইব্ন যাবির মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাদের সাহায্যার্থে আসেনি এবং আল্লাহ তা‘আলাও পাঁচ হাজার মালাইকা পাঠাননি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫২০) রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য প্রথমে এক হাজার মালাইকা পাঠিয়েছিলেন, পরে তা তিন হাজারে পৌঁছে যায় এবং শেষে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। (তাবারী ৭/১৭৮) এখানে এ আয়াতে তিন হাজার ও পাঁচ হাজার মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য দানের অঙ্গীকার রয়েছে এবং বদরের যুদ্ধের সময় এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করার অঙ্গীকার ছিল। তাহলে কিভাবে নিম্নের আয়াতের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে? সেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ

স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করে বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাক/*ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে। (সূরা* আনফাল, ৮ ঃ ৯)

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমতা এভাবেই হতে পারে, কেননা সেখানে مُرْدِفِيْنَ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে পাঠানো হয়েছিল এক হাজার, অতঃপর তাঁদের পরে আরও দু’হাজার পাঠিয়ে তাঁদের সংখ্যা তিন হাজার করা হয় এবং সবশেষে আরও দু’হাজার প্রেরণ করে তাঁদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে

পৌঁছে যায়। বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এ অঙ্গীকার ছিল বদরের যুদ্ধের জন্য, উহুদের যুদ্ধের জন্য নয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, এ অঙ্গীকার উহুদের যুদ্ধের জন্যই ছিল। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মূসা ইব্‌ন উকবা (রহঃ) প্রমূখের এটাই উক্তি। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, মুসলিমগণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরে পড়েছিলেন বলে মালাইকা অবতীর্ণ করা হয়নি। কেননা সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা اَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا অর্থাৎ 'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও' এ কথা বলেছেন। فَوْرٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে ঃ (১) নিমিষে, (২) ক্রোধ ও (৩) ভ্রমণ। مُسَوِّمِيْنَ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বিশিষ্ট। আলী (রাঃ) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল সাদা পশম। আর তাদের ঘোড়ার চিহ্ন ছিল মাথার শুভ্রতা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ মালাইকা অবতীর্ণ করা এবং তোমাদেরকে এর সুসংবাদ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও তোমাদের মনে শান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি মালাক অবতীর্ণ না করেও এবং যুদ্ধ ছাড়াও তোমাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। সাহায্য শুধু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসে থাকে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪-৬)

তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রত্যেক কাজে বড় বিজ্ঞানময়। এ জিহাদের নির্দেশও বিভিন্ন প্রকারের নিপুণতায় পরিপূর্ণ। এর ফলে কাফিরেরা ধ্বংস হবে বা লাঞ্ছিত হবে কিংবা তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে। এরপরে বলা হচ্ছে ঃ

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত কিছু আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। হে নাবী! কোন কাজের অধিকার তোমার নেই।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

হে নাবী! তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ সুতরাং হে নাবী! আমার বান্দাদের কাজের সাথে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার কাজ তো শুধু তোমাকে যে দা'ওয়াতের কথা বলা হয়েছে তা তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। (তাবারী ৭/১৯৫) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাতে যখন দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ' হতে মাথা উত্তোলন করতেন এবং سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন তখন তিনি কাফিরদের উপর বদ দু'আ করে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।' সে সম্বন্ধেই এ আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৭৩, নাসাঈ ৬/৩১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ)

বলেন যে, তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অমুক অমুককে ধ্বংস কর। হে আল্লাহ! হারিস ইব্ন হিসামকে ধ্বংস কর; হে আল্লাহ! সুহাইল ইব্ন আমরকে ধ্বংস কর, হে আল্লাহ! সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে ধ্বংস কর। তখন لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ *এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।* এ আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। ওর মধ্যেই রয়েছে যে, শেষে ঐ লোকগুলি হিদায়াত প্রাপ্ত হয় ও মুসলিম হয়ে যায়। (আহমাদ ২/৯৩)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও উপর বদ দু‘আ বা ভাল দু‘আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রুকুর পরে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পর দু‘আ করতেন। কখনও বলতেন ঃ ‘হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সালমা ইব্ন হিশাম, আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবী‘আ এবং দুর্বল মু’মিনদেরকে কাফিরদের হাত হতে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর ধর-পাকড় শাস্তি অবতীর্ণ করুন এবং তাদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফের (আঃ) যুগে ছিল।’ এ প্রার্থনা তিনি উচ্চৈঃস্বরে করতেন। আবার কোন সময় ফাজরের সালাতের কুনূতে এ কথাও বলতেন ঃ ‘হে আল্লাহ! অমুক অমুকের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন’ এবং আরাবের কতকগুলো গোত্রের নাম নিতেন। তখন আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/৯০, মুসলিম ১৭৯১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তিনি কপালে আঘাত প্রাপ্ত হন। ফলে তাঁর মুখ মন্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে যারা মহান মর্যাদাময় আল্লাহ তা‘আলার নাবীর সাথে এরূপ ব্যবহার করে, যিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দিচ্ছেন। তখন এ আয়াতটি (৩ ঃ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৫)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আকাশ ও পৃথিবীর

সমুদয় বস্তু তাঁরই। সবাই তাঁর দাস। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি যা চান তাই নির্দেশ দেন। কেহ তাঁর কাজের হিসাব নিতে পারেনা। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১৩০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করনা এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।	١٣٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
১৩১। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	١٣١. وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ
১৩২। আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর যেন তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও।	١٣٢. وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
১৩৩। তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে -	١٣٣. وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

১৩৪। যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও লোকদেরকে ক্ষমা করে; এবং আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালবাসেন।	١٣٤. ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
১৩৫। এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা -	١٣٥. وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
১৩৬। তাদের পুরস্কার হবে তাদের রবের নিকট হতে মার্জনা এবং এমন উদ্যানসমূহ যেগুলির তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এবং কর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান!	١٣٦. أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ

সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করনা এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।* এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সুদ আদান প্রদান করতে এবং ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করেছেন। অজ্ঞতা যুগের লোকেরা সুদের উপর ঋণ প্রদান করত। ঋণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হত। ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হত। এভাবে চক্রাকারে সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন থেকে কয়েক গুণ হয়ে যেত। মহান আল্লাহ স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে এরূপ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে ওর উপর মুক্তিদানের অঙ্গীকার করছেন। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ দান করে ওর উপর করুণা প্রদর্শনের ওয়াদা দিচ্ছেন। এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎ কাজের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন।

সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ হবে

এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎকার্যের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রশংসা করছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাদেরকে সৎ কাজ করা এবং অনুগত হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলছেন ঃ

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ *(তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে)* জান্নাতের প্রস্থ বর্ণনা করে দৈর্ঘ্যের অনুমানের ভার শ্রোতাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। যেমন তিনি জান্নাতী বিছানার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

ওতে রয়েছে নরম রেশমের আস্তর। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৪) ভাবার্থ এই যে, ওর ভিতরই যখন এরূপ তখন বাহির কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে এখানেও বলা হচ্ছে যে, জান্নাতের প্রস্থই যখন সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীনের সমান, তখন দৈর্ঘ্য কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা জান্নাত গম্বুজের মত আরশের নীচে রয়েছে এবং যে জিনিস গম্বুজ সদৃশ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস যাঞ্চা কর। এটাই সবচেয়ে উঁচু ও সর্বোত্তম জান্নাত। এ জান্নাতের মধ্য দিয়েই সমস্ত নদী প্রবাহিত হয় এবং ওর ছাদই হচ্ছে পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর আরশ।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪) একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহান্নাম কোথায় এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'যখন প্রত্যেক জিনিসের উপর রাত এসে যায় তখন দিন কোথায় যায়?' তখন সে বলে ঃ 'যেখানে আল্লাহ চান'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ রকমই জাহান্নামও সেখানেই যায়, যেখানে আল্লাহ চান'। (বায্যারা) এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একতো এই যে, রাতে যদিও আমরা দিনকে দেখতে পাইনা, তথাপি দিন কোন জায়গায় থাকা অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদিও জান্নাতের বিস্তার এত বেশি তথাপি জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেতে পারেনা। যেখানে আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন সেখানে ওটাও রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন দিন একদিকে সরে যায় তখন রাত অন্য দিকে থাকে। তদ্রূপ জান্নাত সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে এবং জাহান্নাম সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতবাসীদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং স্বচ্ছলতায় ও অভাবে, মোট কথা, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (*সূরা* বাকারাহ, ২ ঃ ২৭৪) কোন কিছু তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত রাখতে পারেনা। তারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সৃষ্টজীবের উপর অনুগ্রহ করে থাকে। এমন কি তারা তাদের ক্রোধ পর্যন্তও প্রকাশ করেনা। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কেহকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে, বরং প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করতে পারে।' (আহমাদ ২/২৩৬, ফাতহুল বারী ১০/৫৩৫, মুসলিম ৪/২০১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ নিজের সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়?' জনগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেহই নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আমি তো দেখেছি যে, তোমরা তোমাদের নিজস্ব সম্পদ অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদকেই বেশি পছন্দ করছ! কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব সম্পদতো ওটাই যা তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে থাক, যা তোমরা ছেড়ে যাও তা তো তোমাদের সম্পদ নয়, বরং তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে খরচ কম করা এবং জমা বেশি রাখা ওরই প্রমাণ যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারীদের সম্পদকেই বেশি ভালবাস।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'তোমরা কোন্ লোককে বীর পুরুষ মনে কর?' জনগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ ব্যক্তিকে (আমরা বীর পুরুষ মনে করি) যাকে কেহ মল্লযুদ্ধে নীচে ফেলতে পারেনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, বরং প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে সামলে নিতে পারে।' তারপর তিনি বলেন ঃ 'তোমরা নিঃসন্তান কাকে বল?' জনগণ বলেন ঃ 'যাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।' তিনি বলেন ঃ 'না, বরং নিঃসন্তান ঐ ব্যক্তি যার সামনে তার কোন সন্তান মারা যায়নি'। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে থাকেন। হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখ যে, জান্নাতের কাজ খুব কঠিন

এবং জাহান্নামের কাজ সহজ। সৎ ঐ ব্যক্তি যে গণ্ডগোল হতে বেঁচে যায়। কোন মাত্রাকে পান করে নেয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে ততো পছন্দনীয় নয় যত পছন্দনীয় ক্রোধের মাত্রাকে পান করে নেয়া। এরূপ ব্যক্তির অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে বসে যায়।' (আহমাদ ১/৩২৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নেই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন মুয়াজ ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা কর্তৃক নিজকে সংযত করার চেয়ে ভাল আর কোন উদাহরণ নেই। তাকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকের সামনে ডেকে অধিকার প্রদান করবেন যে, সে যে কোন হুরকে ইচ্ছা মত পছন্দ করতে পারে'। (আহমাদ ৩/৪৩৮, ৪৪০; আবূ দাঊদ ৫/১৩৭, তিরমিযী ৬/১৩৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন।

ইবন মারদুয়াই (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা কর্তৃক নিজকে সংযত রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। যে বান্দা তা করতে পারবে সে আল্লাহর চেহারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। (আহমাদ ২/২১৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০১)

এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, তাদের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পায়না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন অন্যায় করা হয়না। বরং তারা উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে। আর তারা আল্লাহকে ভয় করে সাওয়াবের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করে। তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করেনা। একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরূপ অনুগ্রহশীল বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ করছি ঃ (১) সাদাকাহ দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায়না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।' (আহমাদ ৪/২৩১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা পাপ কাজ করার পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে হাযির হয়ে বলে ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমার দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বান্দা যদিও পাপ কাজ করেছে, কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে যে, তার রাব্ব তাকে পাপের কারণে ধরতেও পারেন, আবার ক্ষমা করতেও পারেন, আমি আমার ঐ বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম।' সে আবার পাপ করে ও তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলা এবারেও ক্ষমা করেন। সে তৃতীয়বার পাপ করে ও তাওবাহ করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তৃতীয়বারও ক্ষমা করেন। সে চতুর্থবার পাপ করে ও তাওবাহ করে তখন আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে বলেন ঃ 'আমার বান্দা এখন যা ইচ্ছা আমল করুক'। (আহমাদ ২/২৯৬, ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৪)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, ইহাই সেই কল্যাণময় আয়াত (৩ ঃ ১৩৫) যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইবলীস কাঁদতে শুরু করেছিল। (আবদুর রায্যাক ১/১৩৩) ইবলীস পাপের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করতে চায় এবং তার নিজের ধ্বংস রয়েছে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* পাঠে ও ক্ষমা প্রার্থনায়। হঠকারিতা না করার ভাবার্থ এই যে, তাওবাহ না করেই সে পাপ কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকেনা। কয়েকবার পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা জানে।' অর্থাৎ তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওবাহ কবূলকারী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যে তাওবাহ করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদের ঐ সব সৎকাজের পুরস্কার হবে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমা, আর এমন উদ্যানসমূহ যেগুলির তলদেশ দিয়ে

স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং সৎ কর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান।’

১৩৭। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে বহু জীবনাচরণ অতিক্রান্ত হয়েছে, পৃথিবীতে বিচরণ কর, এবং লক্ষ্য কর যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।	١٣٧. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ
১৩৮। এটা মানবমন্ডলীর জন্য বিবরণ এবং আল্লাহভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শন ও উপদেশ।	١٣٨. هَـٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
১৩৯। আর তোমরা নিরাশ হয়োনা ও বিষন্ন হয়োনা এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।	١٣٩. وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
১৪০। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়েরও তদ্রূপ আঘাত লেগেছে, এবং এই দিনসমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে	١٤٠. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

আল্লাহ এই রূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা।	ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ
১৪১। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে নিপাত করেন।	١٤١. وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَـٰفِرِينَ
১৪২। তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে কখনও পরীক্ষা করেননি?	١٤٢. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ
১৪৩। এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই ওর সাক্ষাৎ কামনা করছিলে, অনন্তর নিশ্চয়ই তোমরা এখন তা প্রত্যক্ষ করছ তোমাদের নিজেদের চোখে।	١٤٣. وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পিছনে কল্যাণ রয়েছে

যেহেতু উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বলছেন ঃ

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ‘তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্মভীরু লোকদেরকেও জান ও সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ তাদেরই হয়েছে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই তোমাদের কাছে এ রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। এ পবিত্র কুরআনে তোমাদের শিক্ষার জন্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের বর্ণনাও রয়েছে। মুসলিমদেরকে ঐ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বেশি সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলছেন ঃ

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ তোমরা এ যুদ্ধের ফলাফল দেখে মন খারাপ করনা এবং চিন্তিত হয়ে বসে পড়না। إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ এ যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে থাক এবং তোমাদের লোক শহীদ হয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে; কেননা এর পূর্বে তো তোমাদের শত্রুরাও আহত ও নিহত হয়েছিল। وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ এরূপ উত্থান-পতন তো পৃথিবীতে চলেই আসছে। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত কৃতকার্য ওরাই যারা পরিণামে বিজয়ী হয়, আর আমি তো তোমাদের জন্য এ বিজয় নির্দিষ্ট করেই রেখেছি। তোমাদের কোন কোন সময় পরাজয় এবং বিশেষ করে এ উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ ছিল তোমাদের মধ্যকার ধৈর্যশীল ও অধৈর্যশীলদেরকে পরীক্ষা করা। আর যারা বহুদিন হতে শাহাদাত লাভের আকাংখী ছিল তাদের আকাংখা পূর্ণ করাও ছিল একটি কারণ। তারা যেন স্বীয় জান ও মাল আমার পথে ব্যয় করার সুযোগ পায়। আল্লাহ তা‘আলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা। এর আরও কারণ এই যে, ঈমানদারদের পাপ থাকলে তা মোচন হয়ে যাবে, আর পাপ না থাকলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং এর দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করারও উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা তারা বিজয়ী হয়ে গর্বিত হবে এবং তাদের অবাধ্যতা ও অহংকার আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষে তারা সমূলে বিধ্বস্ত হবে। তিনি আরও বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ *(তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ*

কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি?) কঠিন বিপদাপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেহ জান্নাত লাভ করতে পারেনা। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?' সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২) এখানেও ঐ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়, অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে পরীক্ষিত না হয় সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা এর পূর্বে তো এরূপ সুযোগেরই আকাংখা করছিলে যে, নিজেদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং তাঁর পথে শাহাদাত বরণ করবে। অতএব এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ সুযোগ প্রদান করলাম, তোমরা এখন তোমাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর।' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আকাংখা করনা, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা কর এবং যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন অটল ও স্থির থাক এবং জেনে রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৬/১৮১, মুসলিম ৩/১৩৬২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ তোমরা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছ যে, তরবারী ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ করছে, বর্শা তীব্র বেগে বের হচ্ছে, তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং এদিকে-ওদিকে মৃতদেহ ঢলে পড়তে রয়েছে।

১৪৪। এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই	١٤٤. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ	তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।
١٤٥. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَـٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْـَٔاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّـٰكِرِينَ	১৪৫। আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়না; এবং যে কেহ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা দুনিয়ায় প্রদান করে থাকি; পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করে আমি তাকে তা প্রদান করব এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করব।
١٤٦. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا	১৪৬। আর এমন অনেক নাবী ছিল যারা সঙ্গীসহযোগে অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছিল; পরন্ত আল্লাহর পথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি ও শক্তিহীন

হয়নি এবং বিচলিত হয়নি। এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।	ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ
১৪৭। আর এতদ্ব্যতীত তাদের কথা ছিলনা যে, তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজের বাড়াবাড়ি হেতু কৃত অন্যায়সমূহ ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।	١٤٧. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ
১৪৮। অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করলেন এবং পরলোকের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর; এবং আল্লাহ সৎ কর্মশীলগণকে ভালবাসেন।	١٤٨. فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْأَخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন বলে কাফিরেরা প্রচারণা চালায়

উহুদ প্রান্তরে মুসলিমগণ পরাজিতও হয়েছিলেন এবং তাদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদও হয়েছিলেন। সেদিন শাইতান এও প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও শহীদ হয়েছেন। আর এদিকে ইব্ন কামিআ’ নামক এক কাফির মুশরিকদের মধ্যে প্রচার করে,‘আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে এসেছি।’ প্রকৃতপক্ষে শাইতানের কথা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং ঐ উক্তিও মিথ্যা ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে শুধুমাত্র তাঁর মুখমন্ডল কিছুটা আহত হয়েছিল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। এ মিথ্যা সংবাদে মুসলিমদের মন ভেঙ্গে যায়, তাদের পা টলে যায় এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নে উদ্যত হন।

তখন وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرُّسُلُ *এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে।* এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, পূর্বের নাবীগণের মত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন নাবী। হতে পারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দীন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবেনা। একটি বর্ণনায় রয়েছে, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে উহুদের যুদ্ধে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তিনি উক্ত আনসারীকে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহলে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই আপনাদের ধর্মের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন।' ঐ সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/২৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

রাসূলুল্লাহর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ধর্ম হতে পশ্চাদ পদে ফিরে যাবে এবং যে এভাবে ফিরে যাবে সে মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তে কালের সংবাদ শুনে আবূ বাকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মাসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে আয়িশার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করেন। ওখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিবরার চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুমু দেন এবং কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন ঃ 'আমার পিতা-মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলার শপথ! তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দু'বার মৃত্যু দিতে পারেননা। যে মৃত্যু তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাঁর উপর

এসে গেছে।' এরপর তিনি পুনরায় মাসজিদে আগমন করেন এবং দেখেন যে, উমার (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'নীরবতা অবলম্বন করুন।' তাঁকে নীরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপাসনা করত সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করত সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জীবিত আছেন। মৃত্যু তাঁর উপর আপতিত হয়না।' অতঃপর তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ *এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।* এ আয়াতটি পাঠ করেন। জনগণের অনুভূতি এই হয় যে, আয়াতটি যেন তখনই অবতীর্ণ হল। তখন তো প্রত্যেকের মুখেই আয়াতটি উচ্চারিত হল এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর এ জগতে নেই। আবূ বাকরের (রাঃ) মুখে এ আয়াতটির পাঠ শ্রবণ করে উমারের (রাঃ) পা দু'টি যেন ভেঙ্গে পড়ল এবং তিনি মাটিতে বসে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৭/৭৫১) তাঁরও পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার উপর নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১১) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ

অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২) উপরোক্ত আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, বীরত্ব প্রকাশের কারণে বয়স হ্রাস পায়না, আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরে থাকার ফলে বয়স বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়না। মৃত্যু তো নির্ধারিত সময়ে আসবে, মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদে যোগদান করুক বা ভীরুতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরেই থাকুক। হুজর ইব্ন আদী (রাঃ) ধর্মীয় শত্রুদের সম্মুখীন হতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সে সময় তিনি وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً *(আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ন।)* এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেহই মারা যায়না। এসো, এ টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিক্ষেপ কর।' এ কথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিক্ষেপ করেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শত্রুদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ এরা তো পাগল, এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করেনা। কাজেই চল আমরা পলায়ন করি। অতএব তারা সবাই পালিয়ে যায়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৮৪) এর পরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَا যার কাজ শুধু মাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশেই সাধিত হয়ে থাকে সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ পেয়ে যায় বটে, কিন্তু পরকালে সে একেবারে শূন্য হস্ত হয়ে যায়। আর যার উদ্দেশ্য থাকে পরকাল লাভ সে পরকাল তো পায়ই, এমনকি দুনিয়ায়ও সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২০) অন্যত্র রয়েছে ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومًا مَّدۡحُورًا. وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَأُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তারাই প্রশংসনীয় হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮-১৯) এ জন্যই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। এরপর আল্লাহ তা'আলা উহুদ যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ইতোপূর্বেও বহু নাবী তাঁদের দলবল নিয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তাঁরা দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞই রয়েছিলেন। তাঁরা অলস ও দুর্বল হননি এবং ঐ ধৈর্যের বিনিময়ে তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ভালবাসা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।'

رِبِّيُّوْنَ শব্দটির বহু অর্থ এসেছে। যেমন জ্ঞানবান, সৎ, ধর্মভীরু, সাধক, নির্দেশ পালনকারী ইত্যাদি। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে একটি বৃহৎ দল-গোষ্ঠি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫৮৭, ৫৮৮) কুরআন কারীম সেই বিপদের সময় তাদের প্রার্থনা বর্ণনা করেছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে তাদের জন্য পারলৌকিক পুরস্কারও বিদ্যমান রয়েছে, আর পরকালের পুরস্কার দুনিয়ার পুরস্কার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। এ সৎ কর্মশীল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা।

১৪৯। হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে, যদি তোমরা তাদের আজ্ঞাবহ হও তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদে ফিরিয়ে নিবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	١٤٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ
১৫০। বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতর সাহায্যকারী।	١٥٠. بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ
১৫১। যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সেই বিষয়ে অংশী স্থাপন করেছে যদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং জাহান্নাম তাদের অবস্থান স্থল এবং ওটা অত্যাচারীদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান!	١٥١. سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا ۖ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّٰلِمِينَ
১৫২। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দেয়া তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তোমাদের শত্রুদের বিনাশ করছিলে তোমরা সাহসহারা	١٥٢. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى

ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ	হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করছিলে ও অবাধ্য হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং কিছু লোক পরকাল পছন্দ করে। অতঃপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শত্রুদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।
١٥٣. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ ۗ	১৫৩। আর যখন তোমরা আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও দেখছিলেনা এবং রাসূল তোমাদেরকে পশ্চাদ হতে আহ্বান করছিল; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করলেন। কিন্তু যা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তোমাদের উপর যা উপনীত হয়নি, তোমরা তজ্জন্য দুঃখ করনা; এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ

অবিশ্বাসী কাফিরদের অনুগত হওয়া যাবেনা এবং উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করতে নিষেধ করছেন এবং বলছেন ঃ

إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ যদি তোমরা তাদের কথামত চল তাহলে তোমরা ইহকালে ও পরকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। তাদের চাহিদা তো এই যে, তারা তোমাদেরকে দীন ইসলাম হতে ফিরিয়ে দেয়’। অতঃপর তিনি বলেন ঃ بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ আল্লাহই তোমাদের রক্ষক, তোমাদের সাহায্যকারী। তাঁর সাথেই ভালবাসা স্থাপন কর, তাঁর উপরেই নির্ভর কর। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ঐ বিধর্মী কাফিরদের দুষ্টামির কারণে আমি তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিব। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নাবীকে (আঃ) দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য ভূমিকে মাসজিদ ও উযূর জন্য পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমার নাবুওয়াতকে সারা জগতের জন্য সাধারণ করা হয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এরপরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ অঙ্গীকার ছিল উহুদের যুদ্ধে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ তাঁর আদেশে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। প্রথম দিনেই আল্লাহ তা‘আলা

তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেন। কিন্তু তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করলে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয়ে গেলে ও তাঁর নির্দেশিত স্থান হতে সরে পড়লে, আর পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করলে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস প্রদর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরা স্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছিলে। গানীমাতের মাল তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করেছিল।

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ *অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং কিছু লোক পরকাল পছন্দ করে।* কাফিরদের পরাজয় দেখে নাবীর নির্দেশ ভুলে গিয়ে তোমাদের কেহ কেহ দুনিয়া লাভের উদ্দেশে গানীমাতের সম্পদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি জানেন যে, স্পষ্টতঃই তোমরা সংখ্যা ও আসবাবপত্রে খুবই নগণ্য ছিলে।' ভুল ক্ষমা হওয়াও عَفَا عَنْكُمْ এর অন্তর্ভুক্ত। আর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এভাবে কিছু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শাহাদাত দানের পর তিনি স্বীয় পরীক্ষা উঠিয়ে নেন এবং অবশিষ্টকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসী লোকদের প্রতিই অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করে থাকেন।

সহীহ বুখারীতে বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'মুশরিকদের সাথে আমাদের উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজদের একটি দলকে একটি পৃথক স্থানে নিযুক্ত করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়েরকে (রাঃ) তাদের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। তাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন ঃ 'যদি তোমরা আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত দেখতে পাও তবুও এখান হতে সরে যেওনা। আর তারা আমাদের উপর বিজয়ী হলেও তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করনা।' যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহর ফযলে মুশরিকদের চরণগুলো পিছনে সরে পড়ে। এমনকি নারীরাও তাদের কাপড় গিঁড়া ও নলার উপর উঠিয়ে পর্বতের উপর এদিক ওদিক দৌড়াতে আরম্ভ করে। তখন তীরন্দাজ দলটি 'গানীমাত' 'গানীমাত' বলতে বলতে নীচে নেমে আসে। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেননা। এ সুযোগে মুশরিকরা মুসলিমদেরকে পিছন দিক

থেকে আক্রমণ করে। ফলে সত্তরজন মুসলিম শহীদ হন। আবূ সুফিয়ান একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছে কি? আবূ বাকর কি বিদ্যমান আছে? উমার জীবিত আছে কি'? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে সবাই নীরব থাকেন। তখন তিনি আত্মহারা হয়ে বলতে থাকেন ঃ 'এরা সবাই আমাদের তরবারীর ঘাটে অবতরণ করেছে। এরা জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত।' তখন উমার (রাঃ) অধৈর্য হয়ে বলে উঠেন ঃ 'হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহর ফযলে আমরা সবাই বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমাকে ধ্বংসকারী আল্লাহ আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন।' আবূ সুফিয়ান বলল ঃ হে হুবল, তুমি মহান! ইহা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে তার প্রতিউত্তর দিতে বললেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল, আল্লাহই মহান এবং তিনিই সবার উপরে। আবূ সুফিয়ান বলল ঃ আমাদের উজ্জা রয়েছে এবং তোমাদের উজ্জা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন ঃ আমরা জবাবে কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল, আল্লাহই আমাদের রক্ষাকারী, তোমাদের কোন রক্ষক নেই। আবূ সুফিয়ান বলল ঃ বদরের যুদ্ধের বদলা আজ আমরা নিয়ে নিলাম, এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের পর্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদেরকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাবে; যদিও আমি আমার লোকদেরকে এটা করতে বলিনি, কিন্তু আমি তাদের এ কাজে অনুতপ্তও নই। (ফাতহুল বারী ৭/৪০৫)

সীরাতে ইব্‌ন ইসহাকে রয়েছে, যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি স্বয়ং দেখেছি যে, মুশরিকরা মুসলিমদের প্রথম আক্রমণেই পালাতে আরম্ভ করে, এমনকি তাদের নারীরা যেমন হিন্দা প্রভৃতি কাপড় উঁচু করে দ্রুত দৌড়াতে থাকে। কিন্তু এরপরে যখন তীরন্দাজগণ কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করে এবং কাফিরেরা একত্রিত হয়ে পিছন দিক হতে আমাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে ও একজন সশব্দে ঘোষণা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। নচেৎ আমরা তাদের পতাকা বাহক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং তার হাত হতে পতাকা নীচে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমরা' বিনতে আলকামা হারেসিয়্যা' নাম্নী এক মহিলা ওটা উঠিয়ে নিয়েছিল এবং কুরাইশরা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল।

আনাস ইব্‌ন মালিকের চাচা আনাস ইব্‌ন নায্‌র (রাঃ) এ পরিস্থিতি দেখে উমার (রাঃ), তালহা (রাঃ) প্রমূখের নিকট আগমন করে বলেন ঃ 'আপনারা সাহস হারিয়েছেন কেন?' তাঁরা বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ তো শহীদ হয়েছেন।' আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'তাহলে আপনারা জীবিত থেকে কি করবেন?' এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন। ইনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাই অঙ্গীকার করে বলেছিলেন ঃ 'আগামী কোন দিন সুযোগ এলে দেখা যাবে।' এ যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন মুসলিমদের মধ্যে পলায়নপরতা প্রকাশ পায় তখন তিনি বলেন ঃ

'হে আল্লাহ! আমি মুসলিমদের এ কাজের জন্য দায়ী নই এবং আমি মুশরিকদের এ কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।' অতঃপর তিনি তরবারী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। পথে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সা'দ (রাঃ) তাকে বলেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি তো উহুদ পাহাড় হতে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' এ কথা বলেই মুশরিকদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর আশিটিরও বেশি যখম ছিল। তাকে চেনার কোন উপায় ছিলনা। অঙ্গুলির গ্রন্থি দেখে চেনা গিয়েছিল।' (ফাতহুল বারী ৭/৪১১, মুসলিম ৩/১৫১২)

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে

এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

যখন তোমরা শত্রুদর হতে পলায়ন করে পর্বতের উপর আরোহণ করছিলে এবং ভয়ের কারণে কারও দিকে ফিরেও দেখছিলেনা, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে পশ্চাৎ হতে আহ্বান করছিলেন এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছিলেন, তোমরা পলায়ন করনা, বরং ফিরে এসো। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকদের এ আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুসলিমদের পদসমূহ টলটলায়মান হয়ে যায়। তারা মাদীনার পথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেহ কেহ পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পিছন হতে ডাক দিয়ে বলছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর বান্দাগণ!

তোমরা আমার দিকে এসো।' এ ঘটনারই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৭/৩০৩)

আনসার ও মুহাজিরগণ রাসূলকে (সাঃ) রক্ষার জন্য বুহ্য সৃষ্টি করেছিলেন

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, কায়েস ইব্‌ন আবী হাযিম (রাঃ) বলেন ঃ আমি দেখতে পেলাম যে, 'তালহা (রাঃ) তার যে হাতখানা ভালরূপে ব্যবহার করছিলেন তাও অচল হয়ে গিয়েছিল।' ঐ হাত দিয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আড়াল করে রাখছিলেন। আবূ উসমান ইব্‌ন নাহদী (রহঃ) বলেন, উহুদের যে যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করছিলেন তখন তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) এবং সা'দ (রাঃ) তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। (বুখারী ৪০৬০, মুসলিম ২৪১৪)

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন ঃ 'উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় তূণ হতে সমস্ত তীর আমার নিকট ছড়িয়ে দেন এবং বলেন ঃ 'তোমার উপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোন। নাও, নিক্ষেপ করতে থাক।' তিনি আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করে করে মুশরিকদেরকে মেরে চলছিলাম। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে-বামে এমন দু'জন লোককে দেখেছিলাম যাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন এবং যাঁদেরকে আমি ওর পূর্বেও কখনও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।' এ দু'জন ছিলেন জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ)। (বুখারী ৪০৫৪, ৪০৫৫; মুসলিম ২৩০৬) মাক্কায় উবাই ইব্‌ন খালফ শপথ করে বলেছিল, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, 'সে তো নয় বরং ইনশাআল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করব।' উহুদের যুদ্ধে সেই দুরাচার আপাদমস্তক লৌহ বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হয় এবং বলতে বলতে আসে ঃ 'যদি মুহাম্মাদ বেঁচে যান তাহলে আমি নিজেকেই ধ্বংস করে দিব'। এদিকে মুসআব ইব্‌ন উমায়ের (রাঃ) ঐ দুরাচারের দিকে অগ্রসর হন। তার সারা দেহ লৌহবর্মে আবৃত ছিল। শুধুমাত্র কপালের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল। তিনি ঐ স্থান লক্ষ্য করে স্বীয় বর্শা দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। তা ঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগে যায়। এর ফলে সে

কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। আঘাত প্রাপ্ত স্থান হতে রক্তও বের হয়নি, অথচ তার অবস্থা এই ছিল যে, সে আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তার লোকেরা তাকে উঠিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট নিয়ে যায় এবং সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, বেশি আঘাত তো লাগেনি, তুমি এত কাপুরুষতা প্রদর্শন করছ কেন? অবশেষে সে তাদের বিদ্রূপে বাধ্য হয়ে বলে, 'আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি উবাইকে হত্যা করব।' তোমরা এটা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, আমি অবশ্যই বাঁচবনা। এটা তোমরা মনে করনা যে, এ সামান্য আঁচড়ে কি হতে পারে? যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি সারা আরাববাসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ হাতের এ সামান্য আঘাত লাগত তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।' এরকম অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে সেই পাপিষ্ঠের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে জাহান্নামে চলে যায়।

فَسُحۡقًا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১১) এ হাদীসটি মূসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে এবং তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডল আহত হয়, সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং মস্তকের শিরস্ত্রাণ পড়ে যায়। ফাতিমা (রাঃ) রক্ত ধৌত করছিলেন এবং আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করছিলেন। যখন দেখেন যে, রক্ত কোন কোনক্রমেই বন্ধ হচ্ছেনা তখন ফাতিমা (রাঃ) মাদুর পুড়িয়ে ওর ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ প্রদান করলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক দুঃখ তো পরাজয়ের দুঃখ, যখন এটা প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ না করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে বিজয়ী বেশে মুশরিকদের পর্বতের উপর আরোহণ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন ঃ 'তাদের জন্য এ উচ্চতা বাঞ্ছনীয় ছিলনা।' আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বলেন ঃ 'প্রথম দুঃখ হচ্ছে পরাজয়ের দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহীদ হওয়ার সংবাদ। এ দুঃখ প্রথম দুঃখ অপেক্ষা অধিক ছিল।' অনুরূপভাবে এক

দুঃখ গানীমাত হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ পরাজয়ের দুঃখ। এরূপভাবে এক দুঃখ স্বীয় ভাইদের শহীদ হওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জঘন্য সংবাদের দুঃখ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ যে গানীমাত ও বিজয় তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল তার জন্য দুঃখ করনা। প্রবল প্রতাপান্বিত ও মহা সম্মানিত আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত আছেন। তোমাদের প্রতি যা আপতিত হয়েছে সেই জন্যও দুঃখ করনা' এমনটি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ভাবার্থ করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম)

١٥٤. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ

১৫৪। অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর একদল নিজেদের জীবনের জন্য চিন্তা করছিল; তারা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলেছিল ঃ এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নেই? তুমি বল ঃ সকল বিষয়ে আল্লাহর অধিকার। তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা তোমার নিকট প্রকাশ করেনা; তারা বলে ঃ যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার

থাকত তাহলে এখানে আমরা নিহত হতামনা। তুমি বল ঃ যদি তোমরা তোমাদের গৃহের মধ্যেও থাকতে তবুও যাদের প্রতি মৃত্যু বিধিবদ্ধ হয়েছে তারা নিশ্চয়ই স্বীয় মৃত্যু স্থানে এসে উপস্থিত হত; তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, আল্লাহ তা পরীক্ষা করে থাকেন; এবং আল্লাহ মনের অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন।	شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
১৫৫। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদবর্তী হয়েছিল তার কারণ শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করেছিল তাদেরই কোনো পাপের কারণে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।	١٥٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

মু'মিনদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং কাফিরদের উপর ভীতির প্রভাব

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ ও চিন্তার সময় যে অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে তন্দ্রাভিভূত করেছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র হাতে রয়েছে এবং শত্রু সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু

অন্তরে এত শান্তি রয়েছে যে, চক্ষু তন্দ্রায় ঢলে পড়েছে যা শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষণ। যেমন সূরা আনফালের মধ্যে বদরের ঘটনায় রয়েছে ঃ

إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১১) আবূ তালহা (রাঃ) বলেন ঃ 'উহুদের যুদ্ধের দিন আমার চোখে এত বেশি তন্দ্রা এসেছিল যে, আমার হাত হতে তরবারী বারবার পড়ে যাচ্ছিল এবং তুলে নিচ্ছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৭/২২) ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ছাড়াই তার গ্রন্থের 'যুদ্ধ বিষয়ক বর্ণনায়' এই হাদীসটি স্থান দিয়েছেন এবং তার তাফসীরে বর্ণনাক্রমসহ এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ((ফাতহুল বারী ৮/৭৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং আল হাকিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি চোখ তুলে দেখি যে, প্রায় সবারই ঐরূপ অবস্থাই ছিল। (তিরমিযী ৮/৩৫৮, নাসাঈ ৬/৩৪৯, হাকিম ২/২৯৭) তবে অবশ্যই একটি দল এরূপও ছিল যাদের অন্তর ছিল কপটতায় পরিপূর্ণ এবং তারা ছিল সদা ভীত–সন্ত্রস্ত। তাদের কু-ধারণা শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং সত্যপন্থী লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। কিন্তু কপট সন্দেহ পোষণকারী এবং টলমলে ঈমানের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের প্রাণ শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা সদা হায় হায় করছিল এবং তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের কু-মন্ত্রণা ঢুকে পড়েছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা মরতে চলেছে। মুনাফিকদের অন্তরে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনগণ আর দুনিয়ায় থাকবেননা। অতএব বাঁচার কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا

না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবেনা। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১২) প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা এই হয় যে, যেখানেই তারা সামান্য নিম্নভূমি দেখে, তাদের নৈরাশ্যের ঘনঘটা তাদেরকে ঘিরে নেয়। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ মন্দ হতে মন্দতম অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভাল ধারণাই রাখেন। মুনাফিকদের মনের ধারণা ছিল এই যে, যদি তাদের কোন অধিকার থাকত

তাহলে তারা সেদিনের মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যেত এবং তারা গোপনে ওটা বলতও বটে।

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ 'ঐ কঠিন ভয়ের সময়েও আমাদেরকে এত ঘুম পেয়ে বসে যে, আমাদের চিবুকগুলি বক্ষের সাথে লেগে যায়। আমি আমার সে অবস্থায়ই মু'আত্তিব ইব্ন কুশাইরের নিম্নের উক্তি শুনতে পাই ঃ

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا আমাদের যদি সামান্য কিছু সুযোগ থাকত তাহলে এখানে নিহত হতামনা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬২০) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বলছেন ঃ

قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

'মৃত্যু তো আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। মৃত্যুর সময় পরিবর্তিত হতে পারেনা। তোমরা যদি বাড়ীতেও অবস্থান করতে, তথাপি এখানে যার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা রয়েছে সে অবশ্যই বাড়ী ছেড়ে এখানে চলে আসত। ফলে আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিখন পূর্ণ হয়ে যেত। وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ এ সময়টি এ জন্যই ছিল যে, যেন আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করে দেন। এ পরীক্ষা দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ হয়ে গেল। যে আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন কথা অবগত আছেন তিনি এ সামান্য ঘটনা দ্বারা মুনাফিকদেরকে প্রকাশ করে দিলেন এবং মুসলিমদেরও স্পষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল।

কিছু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন

এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খাঁটি মুসলিমদের পদস্খলনের বর্ণনা দিচ্ছেন যা মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ শাইতানই তাদের এ পদস্খলন ঘটিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের কর্মেরই ফল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যও হতনা এবং তাদের পা'গুলো টলমলও করতনা। وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার কাজই হচ্ছে ক্ষমা করা। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, উসমান (রাঃ) প্রমুখের ঐ অপরাধকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা (রাঃ) একদা আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফকে (রাঃ) বলেন ঃ 'শেষ পর্যন্ত আপনি আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের (রাঃ) উপর এত চটে রয়েছেন কেন?' তিনি তাকে বললেন ঃ 'উসমানকে (রাঃ) তুমি বল, আপনি কি উহুদের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেননি? বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেননি এবং উমারের (রাঃ) পন্থা পরিত্যাগ করেননি?'

ওয়ালীদ (রাঃ) গিয়ে উসমানের (রাঃ) নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন উসমান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ (উহুদ যুদ্ধের অপরাধের জন্য) আল্লাহ যাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সে জন্য আর দোষারোপ কেন? বদরের যুদ্ধের সময় আমার সহধর্মিণী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়াহ রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাকে দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত থাকি। সে ঐ রোগেই মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে গানীমাতের মালের পূর্ণ অংশ দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, একমাত্র সে ব্যক্তিই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে থাকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে আমার উপস্থিত থাকাই সাব্যস্ত হয়েছে। এখন বাকী থাকল উমারের (রাঃ) পন্থা, ওটার ক্ষমতা আমারও নেই এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফেরও (রাঃ) নেই। যাও তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দাও। (আহমাদ ১/৬৮)

১৫৬। হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; এবং যখন তাদের ভাইয়েরা পৃথিবীতে কোন অভিযানে বের হয় অথবা যুদ্ধে নিহত হয় তখন তারা বলে ঃ যদি ওরা আমাদের নিকট থাকত তাহলে মৃত্যুমুখে পতিত হতনা অথবা নিহত হতনা; আল্লাহ এরূপে তাদের অন্তরে দুঃখ ও অনুতাপ সঞ্চার করেন,	١٥٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى

قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন এবং তোমরা যা করছ তৎপ্রতি আল্লাহ লক্ষ্যকারী।
١٥٧. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ	১৫৭। আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তাহলে আল্লাহর নিকট হতেই ক্ষমা রয়েছে এবং তারা যা সঞ্চয় করেছে তদপেক্ষা তাঁর করুণা শ্রেষ্ঠতর।
١٥٨. وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ	১৫৮। আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকে একত্রিত করা হবে।

কাফিরদের অনুসরণে অনুমান ও মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সাবধান থাকা

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের ন্যায় অসৎ ও জঘন্য বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করছেন। কাফিরেরা মনে করত যে, তাদের বন্ধু-বান্ধব যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ না করত বা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হত তাহলে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতনা। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـــي وَيُمِيتُ এ বাজে ও ভিত্তিহীন ধারণা তাদের দুঃখ ও অনুশোচনা আরও বৃদ্ধি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই মানুষ মারা যায় এবং তাঁর চাহিদা হিসাবেই তারা জীবন লাভ করে। তবে তাঁর ইচ্ছাক্রমে সমস্ত কাজ চালু করা তাঁরই অধিকার। তিনি ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন তা টলাবার নয়। তাঁর জ্ঞান হতে ও দৃষ্টি হতে কোন কিছু বাইরে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রত্যেক কাজ

তিনি খুব ভাল করেই জানেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, 'আল্লাহর পথে নিহত হওয়া বা শহীদ হওয়া তাঁর ক্ষমা ও করুণা লাভেরই মাধ্যম এবং এটা নিশ্চিতরূপে দুনিয়া ও ওর সমুদয় জিনিস হতে উত্তম। কেননা এটা ক্ষণস্থায়ী এবং ওটা চিরস্থায়ী। এরপরে বলা হচ্ছে যে, মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদই হোক, যেভাবেই ইহজগত হতে বিদায় গ্রহণ করুক না কেন আল্লাহর নিকটই সকলে একত্রিত হবে। অতঃপর তারা সেখানে তাদের কৃতকর্মের ফল স্বচক্ষে দর্শন করবে—কাজ ভালই হোক আর মন্দই হোক।

১৫৯। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প কর তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন।	١٥٩. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ
১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবেনা; এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে যে	١٦٠. إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ

তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে থাকে।	وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ
১৬১। আর কোন নাবীর পক্ষে কোন বিষয় গোপন করা শোভনীয় নয়; এবং যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তা উত্থান দিনে আনয়ন করা হবে; অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা নির্যাতিত হবেনা।	١٦١. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
১৬২। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সে কি তার মত হতে পারে, যে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছে? এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।	١٦٢. أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
১৬৩। আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী।	١٦٣. هُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ
১৬৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল	١٦٤. لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

আমাদের নাবীর অন্যান্য গুণের সাথে ছিল দয়া ও ক্ষমা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও মুসলিমদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নাবীর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর অনুকম্পা না হলে তাঁর নাবীর হৃদয় এত কোমল হতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র যার উপর তিনি প্রেরিত হয়েছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উমামা বাহেলীর (রাঃ) হাত ধরে বলেন, 'হে আবূ উমামা! কতক মু'মিন এমন আছে যাদের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়'। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ তুমি যদি কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় বিশিষ্ট হতে তাহলে মানুষ তোমার চতুস্পার্শ্ব হতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং তোমাকে পরিত্যাগ করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা

তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছেন। আর এজন্য তাদের দিক হতে তোমাকেও প্রেম এবং নম্রতা দান করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী দেখেছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয়, বাজারে গোলমালকারী এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণকারী ছিলেননা। বরং তিনি ছিলেন ক্ষমাকারী। (ফাতহুল বারী ৮/৪৪৯)

সকলের সাথে পরামর্শ করা এবং তা মেনে চলা উচিত

উপরোক্ত আয়াতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকল কাজে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর। এ কারণেই সাহাবীগণকে তৃপ্তি দানের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল কাজে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ওটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি তাঁদের নিকট পরামর্শ নেন। তখনি তাঁর সহচরবৃন্দ বলেছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ারও নির্দেশ প্রদান করেন তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই কুণ্ঠিত হবনা। আর যদি আপনি আমাদেরকে 'বারকুল গামাদ' পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন তাহলেও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে গমন করব। আমরা মূসার (আঃ) সহচরদের ন্যায় 'তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকছি' এরূপ কথা কখনও মুখে আনবনা। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করব। এরূপভাবে অবতরণস্থল কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ গ্রহণ করেন। মুনযির ইব্ন আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের মুকাবিলা করতে হবে।

অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ নেন যে, মাদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, নাকি বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে? অধিকাংশ লোক মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মত প্রকাশ করেন। অতএব তিনি তাই করেন। পরিখার যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মাদীনার উৎপাদিত ফলের এক

তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গীকারে বিরুদ্ধ দলের সাথে সন্ধি করা হবে কি? সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইব্ন মুআজ (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং তিনিও এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সন্ধি করা থেকে বিরত থাকেন। অনুরূপভাবে হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরামর্শ নেন যে, মুশরিকদেরকে আক্রমণ করা হবে কি? তখন আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। উমরাহ পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য'। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও স্বীকার করে নেন। এ রকমই যখন মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন ঃ

'হে মুসলিম ভাইসব! যেসব লোক আমার স্ত্রীর দুর্নাম করছে তাদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তো আমার স্ত্রীর কোন দোষ নেই। আর যে লোকটির সাথে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর শপথ! সেও তো আমার মতে ভাল লোকই বটে।' আয়িশাকে (রাঃ) পৃথক করণের ব্যাপারে তিনি আলী ও উসামার (রাঃ) পরামর্শ গ্রহণ করেন। মোট কথা, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাজে এবং অন্যান্য কাজেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সুনান ইব্ন মাজাহয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের ঘোষণাও বর্ণিত আছে ঃ

'যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায় সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' (আবূ দাঊদ ৫/৩৪৫, তিরমিযী ৮/১০৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করার পর বলেছেন যে, এটি হাসান।

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰه যখন তোমরা কোন কাজের পরামর্শ গ্রহণের পর ওটা সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেল তখন মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর, আল্লাহ তা'আলা নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।' অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা ঠিক এ রূপই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২৬) তারপরে বলা হচ্ছে যে, মু'মিনদের শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা উচিত।

গাণীমাতের মালের অনুপযুক্ত ব্যবহার নাবীর পক্ষে সম্ভব নয়

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ আত্মসাৎ করা নাবীর জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধে যে গানীমাতের মাল পাওয়া গিয়েছিল, তন্মধ্য হতে একটি লাল রংয়ের চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করে যে, সম্ভবতঃ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই নিয়েছেন। তখনই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৪৮, আবূ দাঊদ ৪/২৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৯) তারা হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রাসূলগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোন প্রকারের বিশ্বাসঘাকতা ও আত্মসাৎ করণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সেটা মাল বন্টনই হোক অথবা আমানাত আদায় করার ব্যাপারেই হোক। 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব এরূপ নয় যে, তাঁর নিকটতম সহচরগণ তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।'

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর যমীন অথবা বাড়ী অন্যায়ভাবে দখল করে নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়। যদি এক হাত মাটিও অন্যায়ভাবে নিজের দখলে নিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সাতটি যমীনের স্তর তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।' (আহমাদ ৪/১৪০) মুসনাদ আহমাদে অন্যত্র রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয্দ গোত্রের একজন লোককে শাসনকর্তা করে পাঠান। লোকটিকে ইব্ন লাতবিয়্যাহ বলা হত। সে যাকাত আদায় করে এসে বলে, 'এগুলো আপনাদের এবং এটা আমার যা তারা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

'ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, যখন আমি তাদেরকে কোন কাজে প্রেরণ করি তখন এসে বলে ঃ 'এটা আপনাদের এবং এটা আমার উপঢৌকন?' তারা কেন তাদের মা-বাবার বাড়ীতে বসে থাকছেনা এবং দেখুক যে, তাদেরকে কেহ

উপঢৌকন পাঠায় কি না। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ ওর মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামাতের দিন সে ওটা স্কন্ধে বহন করে আগমন করবে। উট হলে চীৎকার করবে, গরু হলে হাম্বা রব করবে এবং ছাগল হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করবে।' অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত দ্বয় এত উঁচু করেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ চোখে পড়ে যায় এবং তিনবার বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?' হিসাম ইব্ন উরওয়াহ (রহঃ) এর সাথে আরও যোগ করেন যে, আবূ হুমাইদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার নিজ চোখে তাকে দেখেছি, আমি আমার নিজ কানে তাকে বলতে শুনেছি এবং যায়িদ ইব্ন সাবিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছি। (আহমাদ ৫/৪২৩, বুখারী ২৫৯৭, ৭১৭৪; মুসলিম ১৮৩২)

জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, মুআয্ ইব্ন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন। আমি সেখানে গমন করার প্রস্তুতি নিলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি আমাকে বলেন ঃ

'আমি শুধুমাত্র এ কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আমার অনুমতি ছাড়া যেটা গ্রহণ করবে তা আত্মসাৎ এবং প্রত্যেক আত্মসাৎকারী তার আত্মসাৎকৃত জিনিস নিয়ে কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে। এ টুকুই আমার বলার ছিল। যাও, নিজ কাজে নিয়োজিত হও।' (তিরমিযী ৪/৫৬৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবীগণের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাৎ করণের বর্ণনা দেন এবং ওর বড় বড় পাপ ও শাস্তির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি ইহা চাইনা যে, তোমাদের কেহ কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হবে যে, সে তার কাঁধে উট বহন করে উঠবে যে, বিকট শব্দ করতে থাকবে আর ঐ লোক বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের কেহকে এমন অবস্থায় কিয়ামাত দিবসে উত্থিত হতে দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ে ঘোড়া বহন করে উত্থিত হবে এবং ঐ ঘোড়াটি হ্রেষা রব করতে থাকবে এবং ঐ লোকটি বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ

তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, কিয়ামাত দিবসে তোমাদের কেহ এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার কাপড় বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকবে, আর ঐ লোক বলবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, তোমাদের কেহ কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হোক যে, তার ঘাড়ে সোনা এবং রূপা বহন করবে। ঐ লোকটি বলবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম। (আহমাদ ২/৪২৬, ফাতহুল বারী ৬/২১৪, মুসলিম ৩/১৪১৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ খাইবারের যুদ্ধের দিন কয়েকজন সাহাবী এসে বলেন ঃ অমুক শহীদ হয়েছেন, অমুক শহীদ হয়েছেন। একটি লোক সম্বন্ধে এ কথা বলা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'কখনই নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। কেননা সে গানীমাতের মাল হতে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিল।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে উমার ইব্ন খাত্তাব! আপনি যান এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দিন যে, শুধুমাত্র ঈমানদারগণই জান্নাতে যাবে।' উমার (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি গিয়ে এটা ঘোষণা করে দেই।' (আহমাদ ১/৩০, মুসলিম ১১৪, তিরমিযী ১৫৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ঈমান এবং বেঈমান সমান নয়

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ যারা আল্লাহর শারীয়াতের উপর চলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁরা সাওয়াবের অধিকারী হয় এবং তাঁরা শাস্তি হতে পরিত্রাণ পায়। আর যারা তাঁর ক্রোধে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় এ দু'দল কি কখনও সমান হতে পারে? কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গা রয়েছে ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৯) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬১) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ *(আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে)* হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে উত্তম অথবা খারাপ উভয় আমলকারীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬৪৬, তাবারী ৭/৩৬৭) আবূ উবাইদাহ (রাঃ) এবং আল কিসাই (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যেমন বিভিন্ন মর্যাদার আবাসস্থল রয়েছে তেমনি জাহান্নামীদের জন্যও রয়েছে শাস্তির বিভিন্ন মাত্রা ও আবাস। যেমন অন্য জায়গায় রয়ছে ঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ

আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ 'আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩২) তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা কার্যাবলী দেখছেন এবং অতি সত্বরই তিনি সকলকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন; না সাওয়াব নষ্ট হবে, আর না পাপ বৃদ্ধি পাবে বরং আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে আমাদেরকে বিরাট অনুগ্রহ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ মু'মিনদের উপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন নাবী পাঠিয়েছেন যেন তারা তাঁর সাথে

কথাবার্তা বলতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তাঁর সাথে উঠতে বসতে পারে এবং পূর্ণভাবে উপকার গ্রহণ করতে পারে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ

বল ঃ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই রাসূল আসেনি? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৩০) মোট কথা, এটা পূর্ণ অনুগ্রহ যে, সৃষ্টজীবের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠানো হয়েছে যেন তারা তাঁদের সঙ্গে উঠা বসা করে বার বার প্রশ্নোত্তর করে ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্য হতে শির্ক ও অজ্ঞতার অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে নির্মল ও পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে প্রকাশ্য অন্যায় ও পূর্ণ অজ্ঞতা বিরাজমান ছিল।

১৬৫। হ্যাঁ, যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হল,	١٦٥. أَوَلَمَّآ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ

বস্তুতঃ তোমরাও তাদের প্রতি তদনুরূপ দু'বার বিপদ উপস্থিত করেছিলে, তোমরা বলেছিলে ঃ এটা কোথা হতে হল? তুমি বল ঃ ওটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।	قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
১৬৬। এই দুই দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে; এবং তদ্দারা আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করেন।	١٦٦. وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১৬৭। আর তদ্দারা তিনি মুনাফিকদেরকে পরিচিত করেন; এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ এসো, আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর অথবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর; তারা বলেছিল ঃ যদি আমরা জানতাম যে, লড়াই হবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম। তারা সেদিন বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল; তাদের অন্তরে যা নেই তা'ই তারা মুখে বলে থাকে; তারা যে বিষয় গোপন করে আল্লাহ	١٦٧. وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا يَكْتُمُونَ	তা পরিজ্ঞাত আছেন।
١٦٨. ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ	১৬৮। ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় নিহত ভাইদের সম্বন্ধে বলে ঃ যদি তারা আমাদের কথা মান্য করত তাহলে নিহত হতনা; তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের নিগুড়তা

এখানে যে বিপদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের বিপদ। এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। কিন্তু মুসলিমগণ এর দ্বিগুণ বিপদ কাফিরদেরকে পৌঁছিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হয়েছিল এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল। মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করেন যে, এ বিপদ কি করে এলো? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন, هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ এ বিপদ তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতেই এসেছে। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ মুক্তিপণ নিয়ে যেসব কাফিরকে মুক্তি দিয়েছিলেন তারই শাস্তি স্বরূপ উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করা হয়, তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর মাথার শিরোস্ত্রান ভেঙ্গে মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়। উক্ত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহর অবাধ্য হয়েছিলে বলেই তোমাদেরকে এ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজগণকে তাদের স্থান হতে সরে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ঐ নিষেধ সত্ত্বেও তারা উক্ত স্থান হতে সরে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর সক্ষম। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা করেন তা'ই নির্দেশ দেন। কেহ তাঁর নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। দু'টি দলের

মুখোমুখী হওয়ার দিন (হে মু'মিনগণ!) তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, যেমন তোমরা শত্রুদের মোকাবিলা করতে গিয়ে পলায়ন করেছিলে, তোমাদের কতক লোক শহীদ হয়েছিল এবং কিছু আহতও হয়েছিল, এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে অটল ও দৃঢ় ঈমানের লোক এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করা হয়। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল এবং তার সঙ্গীরা যারা রাস্তা হতে ফিরে এসেছিল। কিছু মুসলিম তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা কমপক্ষে ঐ আক্রমণকারীদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান ইব্ন সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে দু'আ করার মাধ্যমে সাহায্য কর। যা হোক, তারা কৌশল অবলম্বন করে বলে, 'আমরা যুদ্ধবিদ্যায় মোটেই পারদর্শী নই। আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' ওরা যদি কমপক্ষে মুসলিমদের সঙ্গেও থাকত তাহলেও কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যেত। কেননা এর ফলে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি দেখানো হত বা তারা দু'আ করত, কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ করত। তাদের উপরের কথার ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'আমরা যদি জানতে পারতাম যে, সত্যি সত্যিই তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হবেইনা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ সেই দিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের বেশি নিকটবর্তী ছিল। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সে কুফরীর নিকটবর্তী হয় এবং কখনও ঈমানের নিকটবর্তী। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখে বলে থাকে। যেমন তারা বলে ঃ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ আমরা যদি যুদ্ধ হওয়ার কথা জানতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম। অথচ তারা নিশ্চিতরূপে জানত যে, মুশরিকরা মুসলিমদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কেননা ইতোপূর্বে বদরের যুদ্ধে তাদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল। কাজেই তারা এখন দুর্বল মু'মিনদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাবে। সুতরাং এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ তাদের অন্তরের গোপনীয় কথা আমি খুব ভালভাবেই জানি। الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا এ লোকগুলো ওরাই যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, যদি এরা আমাদের পরামর্শ মত কাজ করত এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত তাহলে কখনও নিহত হতনা। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমাদের এ কথা সঠিক হয় যে, মানুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত না হলে মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যাবে তাহলে তো তোমাদের না মরাই উচিত, কেননা তোমরা তো বাড়ীতেই বসে রয়েছ। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, একদিন তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে, যদিও সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাদেরকে তখনই সত্যবাদী মনে করতে পারি যখন তোমরা নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারবে।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৮৩)

১৬৯। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রাব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত।	١٦٩. وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
১৭০। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা	١٧٠. فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

দুঃখিত হবেনা।	يَحۡزَنُونَ
১৭১। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নি'আমাত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়; আর এ জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেননা।	١٧١. يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
১৭২। যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।	١٧٢. ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ مِنۡهُمۡ وَٱتَّقَوۡاْ أَجۡرٌ عَظِيمٌ
১৭৩। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল ঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক।	١٧٣. ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ
১৭৪। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তীত	١٧٤. فَٱنقَلَبُواْ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ

وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ	হয়েছিল, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল; আর আল্লাহর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক।
١٧٥. إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	১৭৫। নিশ্চয়ই শাইতান শুধুমাত্র তার অলী হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তাদেরকে ভয় করনা; এবং আমাকেই ভয় কর।

শহীদগণের মর্যাদা

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও তাদের আত্মা জীবিত থাকে এবং আহার্য প্রাপ্ত হয়। সহীহ মুসলিমে রয়েছে, মাসরূক (রহঃ) বলেন, ‘আমরা আবদুল্লাহকে (রাঃ) এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

‘তাদের আত্মাসমূহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্য আরশে লটকান প্রদীপসমূহ রয়েছে। সারা জান্নাতের মধ্যে তারা যে কোন জায়গায় বিচরণ করে এবং ঐ প্রদীপসমূহে আরাম লাভ করে থাকে। তাদের রাব্ব তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ ‘তোমরা কিছু চাও কি?’ তারা বলে ঃ ‘হে আল্লাহ! আমরা আর কি চাব? জান্নাতের সর্বত্র আমরা ইচ্ছা মত চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। এরপরে আমরা আর কি চাইতে পারি?’ আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন এবং তারা ঐ এক উত্তরই দেয়। তৃতীয় বার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ একই প্রশ্ন করেন। তারা যখন বুঝতে পারেন

যে, আল্লাহ প্রশ্ন করতেই থাকবেন। তাই তারা বলে, 'হে আমাদের রাব্ব! আমরা চাই যে, আমাদের আত্মাগুলি আপনি আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন। আমরা আবার দুনিয়ায় গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করব এবং শহীদ হব'। তখন জানা হয়ে যায় যে, তাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। তখন এ প্রশ্ন করা হতে আল্লাহ তা'আলা বিরত থাকেন। (মুসলিম ৩/১৫০২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যারা মারা যায় এবং আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে তারা কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ করেনা। কিন্তু শহীদগণ এ আকাংখা করে যে, তাদেরকে যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা আবার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারে। কেননা তারা স্বচক্ষে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে'। (আহমাদ ৩/১২৬, মুসলিম ১৮৭৭)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের ভাইদেরকে যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাগুলিকে সবুজ পাখিসমূহের দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল আহার করে, জান্নাতী নদীর পানি পান করে এবং আরশের ছায়ার নীচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ করে। যখন পানাহারের এরূপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয় তখন বলতে থাকে, 'আমাদের জগতবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের সংবাদ পেত তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতনা এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা নিশ্চিত থাক। আমি জগতবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছে দিব।' তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/২৬৫) কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়া শহীদগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ৭/৩৮৯, ৩৯০)

আবূ বাকর ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে বলেন ঃ 'হে যাবির! তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে চিন্তিত দেখছি?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর উপর অনেক ঋণের বোঝা রয়েছে। তা ছাড়া আমার বহু ছোট ভাই-বোনও রয়েছে। তিনি বললেন ঃ

‘জেনে রেখ, আল্লাহ তা‘আলা যার সঙ্গে কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকেই বলেছেন। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি মুখোমুখী হয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বলেছেন ঃ ‘তুমি আমার নিকট চাও। যা চাইবে তা’ই আমি তোমাকে দিব।’ তোমার বাবা বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে আসতে পারি।’ মহা সম্মানিত আল্লাহ তখন বলেছেন, ‘এ কথা তো আমি পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে রেখেছি যে, কেহই এখান হতে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাবেনা।’ তখন তোমার পিতা বলেন, ‘হে আমার প্রভু! আমার পরবর্তীদেরকে তাহলে আপনি এ মর্যাদার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (বাইহাকী ৩/২৯৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘শহীদগণ জান্নাতের দরজার কাছে নদীর ধারে সবুজ তাবুর মধ্যে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের নিকট জান্নাতী খাবার পৌঁছে যায়।’ (আহমাদ ১/২৬৬, তাবারী ৭/৩৮৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম। হাদীসটির বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শহীদদের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। তাদের কেহ জান্নাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন এবং কেহ কেহ জান্নাতের দরজার কাছে প্রবাহিত নদীর কাছে অবস্থান করবেন। আবার এও হতে পারে যে, সমস্ত শহীদগণের আত্মা বা রূহ জান্নাতের ঐ নদীর কাছে একত্রিত করা হয় এবং রাত্রি-দিন তাদেরকে খাদ্য প্রদান করা হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ‘মু’মিনদের জন্য সুখবর’ অধ্যায়ে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে এবং জান্নাতের ফল থেকে আহার করবে। জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করবে এবং আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য জান্নাতে যে, নি‘আমাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন তা দেখে আনন্দিত ও উৎফুল্লিত হবে। এ হাদীসটি সর্বজন স্বীকৃত এবং চার ইমামগণের তিন ইমাম একে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফীঈ (রহঃ) থেকে, তিনি মালিক ইব্ন আনাস আল আশবুহি (রহঃ) থেকে, তিনি যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইব্ন কা‘ব ইব্ন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু’মিন বান্দাদের আত্মাসমূহকে পাখি করে জান্নাতে গাছের শাখায় খাদ্য প্রদান করা হয়, যতদিন না কিয়ামাত দিবসে ফাইসালা করার জন্য তাদের রূহসমূহকে তাদের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৪৫৫)

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, মু'মিন বান্দাদের আত্মা পাখির আকারে জান্নাতে অবস্থান করছে। আর শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির আকারে জান্নাতে রয়েছে, যাদেরকে অন্য আত্মার সাথে তুলনা করা যেতে পারে উজ্জ্বল তারকার সাথে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ এ শহীদগণ যেসব সুখ ও শান্তির মধ্যে রয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং তাদের নিকট এটাও খুশির বিষয় যে, তাদের বন্ধু যারা তাদের পরে আল্লাহর পথে শহীদ হবে ও তাদের নিকট আগমন করবে, আগামীর জন্য তাদের কোন ভয় থাকবেনা এবং তারা যা দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছে তজ্জন্যে তাদের কোন দুঃখ হবেনা।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকেও জান্নাত দান করুন! সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বীরে মাউ'নার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন সত্তর জন সাহাবী। তারা সবাই একই দিন সকালে কাফিরদের তরবারীর আঘাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাদের হত্যাকারীদের জন্য এক মাস পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতে 'কুনুতে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ দু'আ করেন এবং তাদেরকে অভিশাপ দেন। আনাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের ব্যাপারেই কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, 'আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' (ফাতহুল বারী ৭/৪৪৫, মুসলিম ১/৪৬৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ তারা আল্লাহর নি'আমাত ও অনুগ্রহ লাভ করার দরুন আনন্দিত হয়, আর এ জন্যও আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেননা।' আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি (৩ ঃ ১৭১) সমস্ত মু'মিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য, শহীদ হোক আর নাই হোক। এরূপ খুব কম স্থানই রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীগণের মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পর মু'মিনদের প্রতিদানের বর্ণনা না করেন।

হামরাউল আসাদ বা বী'রে আবূ উআইনার যুদ্ধ

অতঃপর ঐ খাঁটি মু'মিনদের প্রশংসামূলক বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা 'হামরা-ই আসাদের' যুদ্ধে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বিপদাপন্ন করেছিল, অতঃপর তারা বাড়ীর দিকে প্রস্থান করেছিল। কিন্তু পরে তাদের ধারণা হয় যে, সুযোগ খুব ভাল ছিল। মুসলিমরা পরাজিত হয়েছিল এবং আহতও হয়েছিল, আর তাদের বড় বড় বীর পুরুষেরা শহীদও হয়েছিল। কাজেই তাদের মতে তারা একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করলেই ফাইসালা হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে বলেন ঃ 'তোমরা আমার সাথে চল। আমরা মুশরিকদের পিছনে ধাওয়া করব যেন তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন জেনে নেয় যে, মুসলিমরাও শক্তিহীন হয়নি। তিনি শুধু তাদেরকেই সাথে নিয়েছিলেন যারা উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া তিনি শুধু যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়েছিলেন। ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন।

ইকরিমাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন মুশরিকরা উহুদ হতে প্রত্যাবর্তন করে তখন পথে তারা চিন্তা করে পরস্পর বলাবলি করে, 'না তোমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করলে, না মুসলিমদের স্ত্রীদেরকে বন্দী করলে। দুঃখের বিষয় তোমরা কিছুই করনি। চল, ফিরে যাই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তারা সব প্রস্তুত হয়ে যান এবং মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অবশেষে তারা হামরাউল আসাদ বা 'বী'রে আবি উয়াইনা' পর্যন্ত পৌঁছেন। মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং 'আচ্ছা, আগামী বছর দেখা যাবে' এ কথা বলে তারা মাক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মাদীনায় ফিরে আসেন। এটাকেও একটি পৃথক যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ *যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও*

রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান। এ পবিত্র আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে। (নাসাঈ ১১০৮৩)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) উরওয়াহকে (রহঃ) বলেন, 'হে ভাগ্নে! তোমার পিতাগণ ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭২) অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যুবায়ের (রাঃ) ও সিদ্দীক (রাঃ)। উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুশরিকরা সামনে অগ্রসর হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণা হয় যে, না জানি এরা পুনরায় ফিরে আসে। তাই তিনি বলেন ঃ 'তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?' এ কথা শোনা মাত্রই সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবূ বাকর (রাঃ) এবং একজন ছিলেন যুবায়ের (রাঃ)। এ বর্ণনাটি একমাত্র ইমাম বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪০৭৭)

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর শত্রুরা মুসলিমদেরকে হতোদ্যম করার জন্য শত্রুদের সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তারা ধৈর্যের পর্বতরূপে সাব্যস্ত হয়েছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তাদের আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَ اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কালেমাটি ঐ সময় পাঠ করেছিলেন যখন মানুষ তাঁকে ভীরু ও কাপুরুষ কাফির সৈন্যদের হতে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। (ফাতহুল বারী ৮/৭৭)

আবূ বাকর ইবন মিরদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির সৈন্যদের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'ঐ নির্ভরশীলদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক। যারা অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করত তাদেরকে

আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন। মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই স্বীয় শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কাফিরেরা স্বীয় ষড়যন্ত্রে অকৃতকার্য হয়। মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা তারা সন্তুষ্টির কাজই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বড়ই গৌরবময়। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে নি'আমাত ছিল এই যে, তারা নিরাপদে ছিল এবং ফযল ছিল যে, তখন ছিল হাজ্জের মৌসুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণিকদের এক যাত্রীদলের নিকট হতে মাল ক্রয় করেন যাতে বহু লাভ হয় এবং ঐ লভ্যাংশ তিনি স্বীয় সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/৩১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ সে ছিল শাইতান যে তার বন্ধুদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুমকি দিয়েছিল, তাদেরকে ভয় না করাই তোমাদের কর্তব্য। বরং একমাত্র আমার ভয়ই অন্তরে জাগিয়ে রাখ। কেননা ঈমানদারীর শর্ত এই যে, যখন কেহ ভয় প্রদর্শন করবে বা ধমক দিবে এবং ধর্মীয় কাজে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করবে তখন মুসলিম আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করবে, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই সাহায্যকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬) শেষে বলেন ঃ

قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

বল ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৮) অন্যস্থান রয়েছে ঃ

فَقَٰتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

সুতরাং তোমরা শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শাইতানের কৌশল দুর্বল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

তারা শাইতানেরই দল। সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) আর এক স্থানে বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ. يَوۡمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعۡذِرَتُهُمۡۖ وَلَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২)

১৭৬। আর যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তুমি তাদের জন্য বিষন্ন হয়োনা; বস্তুতঃ তারা আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা; আল্লাহ তাদের জন্য আখিরাতে কোন কল্যাণ ইচ্ছা করেননা এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।	١٧٦. وَلَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِۚ إِنَّهُمۡ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيۡـٔٗاۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجۡعَلَ لَهُمۡ حَظّٗا فِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ

১৭৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবেনা এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।	١٧٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَـٰنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْـًٔا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১৭৮। অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।	١٧٨. وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
১৭৯। সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গায়িবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা, তবে তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস কর। এবং যদি বিশ্বাস কর ও ভাল 'আমল কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে	١٧٩. مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ

وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ	**মহা পুরস্কার।**
١٨٠. وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	**১৮০। আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন তদ্বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে উত্থান দিবসে ওটাই তাদের কণ্ঠ-নিগড় হবে; এবং আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং যা তোমরা করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।**

রাসূলকে (সাঃ) শান্তনা প্রদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন বলে কাফিরদের পথভ্রষ্টতা তাঁর নিকট খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। যেমন তারা কুফরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁকে এটা হতে বিরত রাখছেন এবং বলছেন, ‘এরই মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিপুণতা রয়েছে।

وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ হে নাবী! তাদের কুফরী তোমার বা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এসব লোক তাদের পরকালের অংশ ধ্বংস করছে এবং নিজেদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের

বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। সুতরাং তুমি তাদের জন্য দুঃখ করনা।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার নিকট এও নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে তারাও আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনা বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে কাফিরদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছেন এ জন্য তাদের অহংকারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (٥٦) نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরী অবস্থায়ই বের হয়ে যায়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৮৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ এটা মীমাংসিত ব্যাপার যে, কতগুলি পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর

বন্ধু ও শত্রুকে যাচাই-বাছাই ও প্রকাশ করে দিতে চান যাতে ধৈর্যশীল মু'মিন ও পাপী মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জেনে নিচ্ছেন যে, তাদেরকে যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ঈমানের ব্যাপারে কে দৃঢ়, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও স্থির প্রতিজ্ঞ। তিনি আরও জেনে নিতে চান যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কে কতখানি বাধ্য। এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের প্রতি মুনাফিকদের অবজ্ঞা, জিহাদ হতে পশ্চাতপসারণ এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাই বলেন ঃ আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি পবিত্রতা হতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্যন্ত তারা যার উপর আছে, তদবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে পরিত্যাগ করবেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিক ও মুসলিমদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। (তাবারী ৭/৪২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, জিহাদ ও হিজরাতের মাধ্যমে আল্লাহ ইহা প্রকাশ করে দিয়েছেন। (তাবারী ৭/৪২৪)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ তোমরা আল্লাহর অদৃশ্যকে জানতে পারনা। তবে তিনি এমন কারণ সৃষ্টি করে থাকেন যার ফলে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাঁকে চান এ জন্য মনোনীত করে থাকেন। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ২৬-২৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ তোমরা আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অর্থাৎ তাঁদের আনুগত্য স্বীকার কর, শারীয়াতের অনুসারী হও এবং জেনে রেখ যে, ঈমান ও আল্লাহভীরুতার ব্যাপারে তোমাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।

কৃপণতার ব্যাপারে নাসীহাত

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ কৃপণ ব্যক্তি যেন তার ধন-সম্পদকে তার জন্য মঙ্গল মনে না করে, বরং ওটা তার জন্য চরম ক্ষতিকর। ধর্মের ব্যাপারে তো ক্ষতিকর বটেই, এমন কি কোন কোন সময় দুনিয়ায়ও ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ এর পরিণাম এই যে, ঐ কৃপণের সম্পদ কিয়ামাতের দিন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে যদি ঐ সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামাতের দিন টেকো মাথা বিশিষ্ট এবং চোখের উপর দু'টি কালো চিহ্নযুক্ত বিষাক্ত পুরুষ সাপ হয়ে গলাবন্ধের ন্যায় তার গলায় জড়িয়ে যাবে। অতঃপর তার গালে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, 'আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভাণ্ডার।' এরপর তিনি এ আয়াতটি (৩ ঃ ১৮০) পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাকারীদের ক্রমিক ধারার মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৫/১০৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার সম্পদের উপর প্রদেয় যাকাত সঠিকভাবে আদায় করেনা (কিয়ামাত দিবসে) ঐ সম্পদ টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত পুরুষ সাপে পরিণত হয়ে তার পিছু ধাওয়া করবে। ঐ লোকটি ঐ সাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দৌড়াতে থাকবে, সাপটিও তার পিছু ধাওয়া করবে এবং বলতে থাকবে ঃ আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) পাঠ করেন, তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করছে কিয়ামাত দিবসে ওটাই হবে তাদের কণ্ঠ নিগড়। (আহমাদ ১/৩৭৭, তিরমিযী ৮/৩৯৩, নাসাঈ ৬/৩১৭, ইব্ন মাজাহ ২/৫৬৮)। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ আল্লাহই হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী। তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা হতে তাঁর নামে কিছু খরচ কর। সমস্ত কিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমরা দান করতে থাক, যেন কিয়ামাতের দিন তা কাজে লাগে এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের কথা এবং সমস্ত কাজের আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ খবর রাখেন।'

১৮১। অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও তারা ধনবান; তারা যা বলছে এবং তাদের অন্যায়ভাবে নাবীগণকে হত্যা করা আমি লিপিবদ্ধ করব; এবং তাদেরকে বলব ঃ তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।	١٨١. لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
১৮২। এটা তা'ই যা তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী নন তাদের প্রতি, যারা তাঁকে সেবা করে।	١٨٢. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
১৮৩। যারা বলে থাকে, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন - অগ্নি যা গ্রাস করে, আমাদের জন্য এমন কুরবানী আনয়ন না করা পর্যন্ত আমরা যেন কোন নাবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি; তুমি বল ঃ নিশ্চয়ই আমার পূর্বে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী	١٨٣. ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن

এবং তোমরা যা বল তৎসহ রাসূলগণ আগমন করেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে?	قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
১৮৪। অতঃপর যদি তারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল, যারা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন করেছিল।	١٨٤. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ

মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর সতর্ক বাণী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিতে পারে এমন কে আছে? এবং তিনি তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ করে প্রদান করবেন' এ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন ইয়াহুদীরা বলতে আরম্ভ করে, 'হে নাবী! আপনার প্রভু কি দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং এ জন্যই কি তিনি স্বীয় বান্দাদের নিকট কর্জ যাঞ্চা করছেন?' তখন لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء *(অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও তারা ধনবান)* এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা ইয়াহুদীদের বিদ্যালয়ে গমন করেন। ফানহাস নামে সেখানে একজন বড় শিক্ষক ছিল এবং তার অধীনে আশী' নামক একজন বড় আলেম ছিল। সেখানে জন-সমাবেশ ছিল। তিনি তাদের ধর্মীয় আলোচনা শুনছিলেন। তিনি ফানহাসকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে ফানহাস! আল্লাহকে ভয় করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

কর। তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট হতে সত্য এনেছেন। তাঁর গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত আছে যা তোমাদের হাতেই বিদ্যমান রয়েছে।’ ফানহাস তখন উত্তরে বলে, ‘হে আবূ বাকর (রাঃ) শুনুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী নই। আমরা তাঁর নিকট ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিনা যেমন তিনি আমাদের নিকট কাকুতি মিনতি করেন। আমরা তাঁর নিকট মোটেই মুখাপেক্ষী নই। কারণ আমরা ধনবান। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেননা, যেমন আপনাদের নাবী বলছেন। আল্লাহতো আমাদেরকে সুদ হতে বিরত রাখতে চাচ্ছেন, অথচ নিজেই সুদ দিতে চাচ্ছেন। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে আমাদেরকে সুদ দিতে চাবেন কেন?’ এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফানহাসের মুখে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, ‘যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমাদের ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের চুক্তি না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমার মত আল্লাহদ্রোহীর মাথা কেটে নিতাম।’ ফানহাস সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে আবূ বাকরের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। তিনি আবূ বাকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তাকে মেরেছেন কেন?’ আবূ বাকর (রাঃ) তখন ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ফানহাস চালাকি করে বলে, ‘আমি তো এরূপ কথা মোটেই বলিনি।’ সে সম্বন্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবের ঐ ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন যে, তারা বলত ঃ

الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ যেসব আসমানী কিতাব আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলিতে তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করি যে পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে এ অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন না করবেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন কিছু কুরবানী করবে, তার সেই কুরবানী খেয়ে নেয়ার জন্য আকাশ হতে আল্লাহ-প্রেরিত আগুন এসে তা খেয়ে নিবে। তাদের এই কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তোমাদের চাহিদা মত অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী নাবীগণ

নিদর্শন ও প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তথাপি তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে কেন? তাঁদেরকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ মু'জিযাও দিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহীত কুরবানীকে আসমানী আগুন এসে খেয়ে নিত। কিন্তু তোমরা তাদেরকেও তো সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নাওনি। তোমরা তাঁদেরও বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করেছিলে, এমনকি তাদের কেহ কেহকে হত্যাও করেছিলে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের কথারও কোন মর্যাদা দাওনা। তোমরা সত্যের সাথীও নও এবং নাবীকে সত্য বলে স্বীকার করতেও সম্মত নও। নিশ্চয়ই তোমরা চরম মিথ্যাবাদী'। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ হে নাবী! তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে বলে তোমার মন ছোট করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী দৃঢ়চিত্ত নাবীগণের ঘটনাবলীকে সান্ত্বনাদায়ক হিসাবে গ্রহণ কর। তারাও স্পষ্ট দলীলসমূহ এনেছিল এবং ভালভাবে নিজেদের সত্যতা প্রকাশ করেছিল। তথাপি জনগণ তাদেরকে অবিশ্বাস করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি।

১৮৫। সমস্ত জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিনে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।	١٨٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ

١٨٦. لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ	**১৮৬। অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও তাহলে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত।**

প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে

সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টজীবকে জানানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক জীবই মরণশীল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬-২৭) সুতরাং একমাত্র সেই এক আল্লাহই চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী। তিনি কখনও ধ্বংস হবেননা। দানব ও মানব প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে মালাইকা ও আরশ বহনকারীগণও মরণশীল। শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহই চিরকাল বাকী থাকবেন। তাঁর কোন লয় ও ক্ষয় নেই। প্রথমেও তিনিই এবং শেষেও তিনিই থাকবেন। যখন আদমের (আঃ) পৃষ্ঠ হতে যত সন্তান হবার ছিল হয়ে যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সময় শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর সকলেই মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করবে এবং সমস্ত সৃষ্টজীব ধ্বংস হয়ে যাবে, সেই সময় আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কিয়ামাত সংঘটিত হবে। وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ সেদিন তিনি সকলকেই তাদের ছোট বড়

সমস্ত কাজের প্রতিদান দিবেন। কারও উপর অণু পরিমাণও অত্যাচার করা হবেনা। এ কথাই পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

কে সর্বোত্তম বিজয়ী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ *(অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম)* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতের মধ্যে একটি চাবুক বরাবর জায়গা পেয়ে যাওয়া দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। তোমাদের ইচ্ছা হলে (৩ ঃ ১৮৫) এ আয়াতটি পাঠ কর। এ আয়াতের পরবর্তী অংশটুকু ছাড়া এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১০০) আর বেশীটুকুসহ মুসনাদ আবী হাতিম, ইব্‌ন হিব্বান এবং মুসতাদরাক আল হাকিমেও রয়েছে। (হাদীস নং ৯/২৫২ ও ২/২৯৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাওয়ার ও জান্নাতে প্রবেশ করার যার ইচ্ছা রয়েছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস রাখে এবং জনগণের সাথে সেই ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'

وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ এরপর দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, দুনিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

'তোমরা ইহলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১৬ -১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

'তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনের উপকারের বস্তু ও সৌন্দর্য; উত্তম ও স্থায়ী তো ওটাই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬০) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে অঙ্গুলী ডুবালে তার

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানির যে তুলনা পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রূপ'। (মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৪)

وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ *আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'দুনিয়া প্রতারণার একটা বেড়াজাল ছাড়া আর কি, যাকে ছেড়ে তোমাদেরকে বিদায় হতে হবে? যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! এ তো অতিসত্বরই তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যাবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে তৎপর হয়ে যাও এবং সাধ্যনুসারে সাওয়াব অর্জন কর। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কাজ সাধিত হয়না।'

আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন

বলা হয়েছে ঃ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ *(অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে)* এখানে মানুষকে পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ

এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের দ্বারা পরীক্ষা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫৫) ভাবার্থ এই যে, মু'মিনের পরীক্ষা অবশ্যই হয়ে থাকে। কখনও জীবনের উপর, কখনও অর্থের উপর, কখনও পরিবারের উপর এবং কখনও অন্য কিছুর উপর, মুত্তাকীর স্তরের তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে খুব বেশি ধর্মভীরু তার পরীক্ষা বেশি কঠিন হয়। আর যার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে তার পরীক্ষা হালকা হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণকে (রাঃ) সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক কথা শুনতে হবে।' তারপর তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ সে সময় তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়া খুব কঠিন কাজই

বটে’। উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গাধার উপর আরোহণ করে উসামাকে (রাঃ) পিছনে বসিয়ে বানু হারিস আল খাযরাজ গোত্রের রোগাক্রান্ত সা’দ ইব্ন উবাদাহকে (রাঃ) দেখার জন্য গমন করেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথে একটি জনসমাবেশ দেখা যায়, যেখানে মুসলিম, ইয়াহুদী ও মুশরিক সবাই উপস্থিত ছিল। ওর মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলও ছিল। তখন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে কুফরীর রঙ্গেই রঞ্জিত ছিল। মুসলিমদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাওয়ারী হতে ধূলোবালি উড়তে থাকলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলে ঃ ‘ধূলা উড়াবেননা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদেরকে তিনি কুরআনুল হাকীমের কয়েকটি আয়াতও পাঠ করে শোনান। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলল ঃ জনাব! আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম বাক্য আর হতে পারেনা। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাদের এ জনসমাবেশে বিরক্ত করবেননা। আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান এবং সেখানে যে যাবে তাকে আপনি আপনার গল্প শোনাবেন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করবেন। আপনার কথা শোনার তো আমাদের চাহিদা আছেই।’ মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীদের মধ্যে তখন হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। একে অপরকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবারও উপক্রম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝানোর ফলে অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনি স্বীয় সোয়ারীর উপর আরোহণ করে সা’দের (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে সা’দকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে সা’দ! আবূ হুব্বাব তো (আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই) আজ এরূপ এরূপ করেছে।’ সা’দ (রাঃ) বলেন, ‘এরূপ হতে দিন! ক্ষমা করুন! যে আল্লাহ আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনার সঙ্গে তো তার চরম শত্রুতা রয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা এখানকার মানুষ তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছিল এবং তার জন্য নেতৃত্বের পাগড়ী তৈরীরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে স্বীয় নাবী করে পাঠিয়ে দেন। জনগণ আপনাকে নাবী বলে স্বীকার করে নেয়। সুতরাং তার নেতৃত্ব চলে যায়। ফলে সে চরম দুঃখিত হয়। এ জন্যই সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যা সে বলেছে বলেছেই। আপনি তার কথার উপর

গুরুত্ব দিবেননা।' অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসই ছিল। তার সাহাবীগণও ইয়াহুদী ও মুশরিকদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের উপর আমল করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে (৩ ঃ ১৮৬) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ

কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়ার পর তিনি সকলের জন্য দু'আ/প্রার্থনা করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রথম বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে কাফিরদের নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের এই অগ্রগতি দেখে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ ও নিজেদেরকে বাহ্যতঃ মুসলিমরূপে পরিচিত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকেনা। (বুখারী ৪৫৬৬, মুসলিম ১৭৯৮) সুতরাং এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক হক পন্থী, যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে তাদের উপর অবশ্যই বিপদ-আপদ এসে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে এসব বিপদাপদ সহ্য করা, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা মু'মিনদের একান্ত কর্তব্য।

১৮৭। আর যখন আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন,	١٨٧. وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ

তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর।	لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
১৮৮। যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং তারা যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসা প্রার্থী এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	١٨٨. لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১৮৯। আল্লাহরই জন্য নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।	١٨٩. وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও সত্য গোপন করার জন্য আহলে কিতাবীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার

এখানে আল্লাহ তা‘আলা গ্রন্থধারীদেরকে তিরস্কার করছেন যে, নাবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে তাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল তা হচ্ছে তারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর বর্ণনা

ও আগমন সংবাদ জনগণের মধ্যে প্রচার করবে, তাদেরকে তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে। অতঃপর যখন তিনি আগমন করবেন তখন তারা খাঁটি অন্তরের সাথে তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা ঐ অঙ্গীকারকে গোপন করছে এবং এটা প্রকাশ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে মঙ্গলের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছিল ওর পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্য পুঁজির মোহে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের এ ক্রয়-বিক্রয় জঘন্য হতে জঘন্যতর। এতে আলেমদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ওদের মত না হন এবং সত্য বিষয় গোপন না করেন। নচেৎ তাদেরকেও ঐ শাস্তি ভোগ করতে হবে যে শাস্তি ঐ কিতাবীদেরকে ভোগ করতে হয়েছিল এবং তাঁদেরকেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়তে হবে যেমন ঐ কিতাবীদেরকে পড়তে হয়েছিল। সুতরাং উলামায়ে কিরামের উপর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যে উপকারী ধর্মীয় শিক্ষা তাদের মধ্যে রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তা যেন তারা ছড়িয়ে দেন এবং কোন কথা গোপন না করেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তিকে কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' (তাবারানী ৮/৪০১)

যে যা করেনি সেই জন্য প্রশংসা পেতে চাওয়া লোকদেরকে ভৎর্সনা করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ *(যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং তারা যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসা প্রার্থী এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত)* এ আয়াতে রিয়াকারদেরকে নিন্দা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করে অধিক যাঞ্চা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও কমিয়ে দিবেন। (বুখারী ৬১০৫, মুসলিম ১/১০৪) সহীহ মুসলিমের অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যা করেনি তা করার কৃতিত্ব দাবীকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মিথ্যা দাবী করে আদায় করা দু'প্রস্থ কাপড় পরিধান করল। (মুসলিম ২১২৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একদা মারওয়ান স্বীয় দারোয়ান রাফি'কে বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যাও এবং তাঁকে বল, 'স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কাজের উপর প্রশংসা প্রার্থীকে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাস্তি প্রদান করেন তাহলে আমাদের মধ্যে কেহ মুক্তি পেতে পারেনা।' আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ওর উত্তরে বলেন, 'এ আয়াতের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? এটা তো কিতাবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' অতঃপর তিনি وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ হতে এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন তারা ওর ভুল উত্তর দিয়েছিল এবং বাইরে এসে আনন্দ প্রকাশ করে যে, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। আর সাথে সাথে তাদের এ বাসনাও হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রশংসা করবেন এবং তারা যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন রেখেছিল এতেও তারা সন্তুষ্ট ছিল। উল্লিখিত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (আহমাদ ১/২৯৮, ফাতহুল বারী ৮/৮১, মুসলিম ৪/২১৪৩, তিরমিযী ৮/৬৬, নাসাঈ ৬/৩১৮)

সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে এও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকত, সঙ্গে যেতনা। অতঃপর তারা যুদ্ধ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করত। তারপর যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসতেন তখন তারা সত্য-মিথ্যা ওযর পেশ করত এবং শপথ করে করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের ওযরের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইত। আর তারা এ বাসনা রাখত যে, তারা যে কাজ করেনি তার জন্যও যেন তাদের প্রশংসা করা হয়। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বুখারী ৪৫৬৭, মুসলিম ২৭৭৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ (হে নাবী!) তাদেরকে তুমি শাস্তি হতে বিমুক্ত মনে করনা। তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে এবং সে শাস্তিও হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপরে ইরশাদ হচ্ছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই অধিপতি এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করনা। তাঁর ক্রোধ হতে

নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা কর। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কেহই নেই এবং তাঁর চেয়ে বেশি ক্ষমতাও কারও নেই।

১৯০। নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।	١٩٠. إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ
১৯১। যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষনা করে এবং বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন!	١٩١. ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
১৯২। হে আমাদের রাব্ব! আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করান, ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং অত্যাচারীদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নেই।	١٩٢. رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

১৯৩। হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; হে আমাদের রাব্ব! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন।	١٩٣. رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلۡإِيمَـٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ
১৯৪। হে আমাদের রাব্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেননা। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননা।	١٩٤. رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ

আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসীদের পরিচয়

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ। *নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।* আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত সৃষ্টবস্তু, ভূমণ্ডলের মত নিম্ন, শক্ত ও লম্বা চওড়া সৃষ্টবস্তু, তারপরে আকাশের বড় বড় নিদর্শনাবলী, যেমন গতিশীল ও একই জায়গায় স্থিতিশীল তারকারাজি, ভূপৃষ্ঠের বড় বড় সৃষ্টি যেমন পাহাড়, জঙ্গল,

বৃক্ষ-ঘাস, ক্ষেত, ফল এবং বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু, খনিজ দ্রব্য, পৃথক পৃথক স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফলসমূহ ইত্যাদি মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার এসব নিদর্শন কি বিবেক সম্পন্ন মানুষকে তাঁর পরিচয় প্রদান করে তাঁর পথে চালিত করতে পারেনা? আরও নিদর্শন অবলোকন করার প্রয়োজন বাকী থাকবে কি? অতঃপর দিন-রাতের গমনাগমন এবং ঐ গুলির হ্রাস-বৃদ্ধি, তারপর আবার সমান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এসব কিছু সেই মহান পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ জন্যই এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'এগুলির মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে, যাদের আত্মা পবিত্র এবং যারা প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত। তারা নিরেট লোকদের মত অন্ধ ও বধির নয়'। যেমন অন্য জায়গায় ঐ মূর্খ/নিরেটদের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫-১০৬) এখন ঐ জ্ঞানবানদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ তারা উঠতে, বসতে, শোয়া অবস্থায় সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমরান ইব্ন হুসাইনকে (রাঃ) বলেন ঃ 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। ক্ষমতা না হলে বসে আদায় কর। এতেও অক্ষম হলে শুইয়ে আদায় কর।' (ফাতহুল বারী ২/৬৮৪) অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন থেকনা। অন্তরে ও মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। এ লোকগুলো আকাশ ও যমীনের উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং ঐগুলোর নিপুণতার বিষয়ে চিন্ত া করে, যেগুলো সেই এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা, নিপুণতা ও করুণার পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর নিদর্শন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও দয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদেরকে ভৎর্সনা করেন যারা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনা,

যাতে রয়েছে তাঁর একাত্মবাদের পরিচয়, তাঁর মহানত্মতা, শাসনকার্যের একক ক্ষমতা এবং অন্যান্য নিদর্শন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫-১০৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা সৃষ্ট ও বিশ্বজগত হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে এবং তিনি ঐ লোকদেরকে নিন্দা করছেন যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করেনা। মু'মিনদের প্রশংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা উঠতে-বসতে এবং শুইতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে বলে, হে আমাদের রাব্ব! আপনি এগুলিকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং সৎ আমলকারীদেরকে তাদের সাওয়াবের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনা করে বলে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ হে আল্লাহ! কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি হতে আপনি পবিত্র। হে সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং হে সারা বিশ্বের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী! হে দোষত্রুটি হতে মুক্ত সত্তা! আমাদেরকে স্বীয় ক্ষমতা বলে এমন কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন যার ফলে আমরা আপনার কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারি এবং আমাদেরকে এমন দানে ভূষিত করুন যার ফলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা আরও বলে ঃ

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ হে আমাদের প্রভু! যাকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তাকে তো আপনি ধ্বংস করে দিবেন, সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাদেরকে না কেহ ছাড়িয়ে নিতে পারবে, না কেহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, আর না আপনার ইচ্ছাকে টলাতে পারবে। হে আমাদের প্রভু! আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে ডেকেছেন।' এ আহ্বানকারী

দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি মানবমণ্ডলীকে বলেন ঃ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁর কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং অনুগত হয়েছি।

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ সুতরাং আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্যের কারণে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত করে আমাদেরকে সৎ আমলকারীদের সাথে মৃত্যু দান করুন। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন।’

হাদীসসমূহ দ্বারা এও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য গাত্রোত্থান করতেন তখন তিনি সূরা আলে ইমরানের এ শেষ দশটি আয়াত পাঠ করতেন। যেমন সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘আমি একদা আমার খালা মাইমুনার (রাঃ) ঘরে রাত্রি যাপন করি। মাইমুনা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে এসে কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলেন। অতঃপর তিনি ঘুমুতে চলে যান। শেষ এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি উঠে পড়েন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে انَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَوَتِ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করে উযূ করেন এবং এগারো রাক‘আত সালাত আদায় করেন। বিলালের (রাঃ) ফাজরের আযান শুনে ফাজরের দু’ রাক‘আত সুন্নাত আদায় করেন। অতঃপর মাসজিদে গমন করে জনগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, মুসলিম ১/৫৩০)

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ের নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যেতে পারে: ‘আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট ‘আতা (রহঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) এবং উবায়েদ ইব্ন উমায়ের (রহঃ) আগমন করেন। তাঁর ও তাঁদের মাঝে পর্দা ছিল। আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ‘উবায়েদ! তুমি আসনা কেন?’ উবায়েদ (রহঃ) উত্তরে বলেন, শুধুমাত্র কোন একজন কবির কবিতার জন্য যাতে বলা হয়েছে ঃ ‘সাক্ষাৎ কম কর, তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে’ এ উক্তির কারণে। ইব্ন উমার (রাঃ)

বলেন, 'এসব কথা ছেড়ে দিন। আপনার নিকট আমাদের আগমনের কারণ এই যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজটি আপনার নিকট বেশি বিস্ময়কর মনে হত?' আয়িশা (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'তাঁর সমস্ত কাজই বিস্ময়াবিভূত ছিল। আচ্ছা, একটি ঘটনা শোন। একদা রাতে আমার পালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ 'হে আয়িশা! আমার রবের ইবাদাত করার জন্য আমাকে যেতে দাও।' আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য কামনা করি এবং এও কামনা করি যে, আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদাত করেন।' তিনি উঠে পড়েন এবং একটি মশক হতে পানি নিয়ে হালকা উযূ করেন। এরপর সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তারপরে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং এত কাঁদেন যে, তাঁর শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সাজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি ভিজে যায়। তার পরে তিনি কাত হয়ে শুইয়ে পড়েন এবং কাঁদতেই থাকেন। অবশেষে বিলাল (রাঃ) এসে সালাতের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁর নয়নে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কাঁদছেন কেন?' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।' তিনি বলেন ঃ 'হে বিলাল! আমি কাঁদবো না কেন? আজ রাতে আমার উপর اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'ঐ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে এটা পাঠ করে অথচ ঐ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করেনা।'

১৯৫। অতঃপর তাদের রাব্ব তাদের জন্য ওটা স্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীর কৃতকর্ম ব্যর্থ করবনা, তোমরা পরস্পর এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ করেছে অথবা স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে ও	١٩٥. فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَـٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَـٰجَرُوا۟

وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَـٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ	**আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত হয়েছে - নিশ্চয়ই তাদের জন্য আমি তাদের অমঙ্গলসমূহ অপসারণ করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী নদীসমূহ প্রবাহিত; এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রতিদান এবং আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রতিদান রয়েছে।**

আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তির প্রার্থনা কবূল করেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ সুতরাং তাদের রাব্ব তাদের প্রার্থনা কবূল করলেন। সাঈদ ইব্ন মানসুর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামাহর (রাঃ) পরিবারের এক ব্যক্তি বলেন ঃ উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের হিজরাত করার ব্যাপারে আল্লাহ কি কোন আয়াত নাযিল করেননি? তখন আল্লাহ এই আয়াতটি (৩ ঃ ১৯৫) নাযিল করেন।

উম্মে সালামাহ (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কুরআন কারীমে কোথাও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের হিজরাতের কথা বলেননি এর কারণ কি? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আনসারগণ বলেন, 'সর্বপ্রথম যে মহিলাটি হাওদায় চড়ে আমাদের নিকট হিজরাত করে এসেছিলেন তিনি উম্মে সালামাই (রাঃ) ছিলেন। আনসারগণ বলেন যে, উম্মে সালামা (রাঃ) হলেন ঐ মহিলা যিনি প্রথম হিজরাত করেছেন। (সাঈদ ইব্ন মানসুর ৩/১১৩৬) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি তার মুসতাদরাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ, কিন্তু তারা (ইমাম বুখারী ও মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম

২/৩০০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, 'আমি কোন কর্মীর কৃতকর্ম বিনষ্ট করিনা। বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে পুরুষই হোক বা মহিলাই হোক। সাওয়াব ও কাজের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে, কাফিরদের দেশ হতে হিজরাত করে, আল্লাহর নামে ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা; তারা জনগণের কোন ক্ষতি করেনি, যার ফলে তারা তাদেরকে ধমকাচ্ছে। বরং তাদের দোষ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেয়া হয়েছে'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ

(তারা) রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা জিহাদও করেছে এবং শহীদও হয়েছে। এটা অতি উচ্চ পদমর্যাদা যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে, সোয়ারী কর্তিত হচ্ছে এবং মুখমণ্ডল মাটি ও রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি ধৈর্যের সাথে, সৎ নিয়াতে বীরত্বের সাথে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করি তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা আমার পাপ ক্ষমা করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি বলেছিলে আবার বলত? লোকটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু ঋণ ক্ষমা করা হবেনা। এ কথাটি আমাকে জিবরাঈল (আঃ) এখনই বলে গেলেন।' (মুসলিম ৩/১৫০১) তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন ঃ

لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ

আমি উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব যার চতুর্দিকে স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। সেগুলির কোনটিতে দুধ, কোনটিতে মধু, কোনটিতে সুরা এবং কোনটিতে নির্মল পানি রয়েছে। তাছাড়া ঐ সব নি'আমাতও রয়েছে যা কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, কোন চক্ষু দর্শন করেনি এবং কোন হৃদয় কল্পনাও করেনি। এগুলিই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে প্রতিদান। এটা স্পষ্ট কথা যে, সমস্ত সম্রাটের যিনি সম্রাট তাঁর নিকট হতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতইনা অমূল্য অসীম হবে!

১৯৬। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।	١٩٦. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَـٰدِ
১৯৭। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অতঃপর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।	١٩٧. مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ
১৯৮। কিন্তু যারা স্বীয় রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তম্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎ লোকদের জন্য বহুগুণে উত্তম।	١٩٨. لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ

দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের প্রতি হুশিয়ারী এবং উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ হে নাবী! তুমি কাফিরদের উদ্দামতা, আনন্দ-বিহ্বলতা, সুখ সম্ভোগ এবং জাঁক-জমকের প্রতি দৃষ্টিপাত করনা। অতিসত্বরই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু তাদের দুষ্কার্যসমূহ শাস্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ সব সুখের সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য। এ বিষয়েরই বহু আয়াত কুরআনুল হাকীমে রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

مَا يُجَـٰدِلُ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ

শুধু কাফিরেরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

বল ঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) আর এক স্থানে রয়েছে ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا.

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সে যা পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে কিয়ামাত দিবসে অপরাধী রূপে হাযির করা হবে? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬১) যেহেতু কাফিরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হল, কাজেই সাথে সাথে মু'মিনদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ এ মুত্তাকী দলটি কিয়ামাতের দিন এমন জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে যার পার্শ্ব দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক, অথবা মন্দই হোক। وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ যদি সে সৎ হয় তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম। আর যদি সে অসৎ হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও তার পাপরাশি যা তার ইহলৌকিক জীবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই বৃদ্ধি এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ দারদা (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ প্রতিটি মু'মিনের জন্যই মৃত্যু উত্তম, আর প্রতিটি কাফিরের জন্যও মৃত্যু উত্তম। তোমরা যদি আমার কথা অবিশ্বাস কর তাহলে আল্লাহর নাযিলকৃত وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ এ আয়াতটি (৩ ঃ ১৯৮) পাঠ কর। (তাবারী ৭/৪৯৬) প্রথমটির দলীল হচ্ছে مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট যা রয়েছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম।' দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) আবূ দারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

১৯৯। এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।	١٩٩. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ
২০০। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।	٢٠٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

আহলে কিতাবদের কিছু লোকের বর্ণনা এবং তাদের পুরস্কার

এখানে আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবের ঐ দলের প্রশংসা করছেন যারা পূরাপুরি ঈমান এনেছিল। তারা কুরআনুল হাকীমে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস রাখে। তারা অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার ভয় রেখে তাঁর আদেশ পালনে সদা লিপ্ত থাকে। প্রভুর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে ক্রন্দন করে।

لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّه ثَمَنًا قَلِيلاً *তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা।* তাদের কিতাবে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন করেনা। বরং সকলকেই তা অবগত করে তাঁকে স্বীকার করে নিতে উৎসাহিত করে। এরূপ দল আল্লাহ তা‘আলার নিকট সাওয়াব প্রাপ্ত হবে, তারা ইয়াহুদীই হোক বা খৃষ্টানই হোক। সূরা কাসাসে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤۡمِنُونَ. وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبۡلِهِۦ مُسۡلِمِينَ. أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু’বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল। (*সূরা* কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (*সূরা* বাকারাহ, ২ ঃ ১২১) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِن قَوۡمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهۡدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

আহলে কিতাবের সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয়, তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৯) ইয়াহুদীদের মধ্যে এরূপ গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) এবং তার মত আরও কয়েকজন ঈমানদার ইয়াহুদী আলেম। খৃষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিল এবং সত্যের অনুগত হয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰ

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে। এটা

এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮২) এখান হতে

فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا

ফলতঃ তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৫) এ পর্যন্ত। এখন বলা হচ্ছে ঃ

أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ এসব লোক তাদের রবের কাছে বিরাট প্রতিদানের অধিকারী। হাদীসে এও রয়েছে যে, যখন জাফর ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তার সভাসদবর্গের সামনে সূরা মারইয়াম পাঠ করেন তখন তার কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহসহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। (ইব্‌ন হিশাম ১/৩৫৭) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে বলেন ঃ

'তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তার জানাযার সালাত আদায় কর।' অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৭/২৩০, মুসলিম ২/৬৫৭) ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ এ আয়াতটি ঐ সমস্ত আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। (তাবারী ৭/৪৯৯) আব্বাদ ইব্‌ন মানসুর (রহঃ) বলেন যে, তিনি وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّه এ আয়াতাংশের ব্যাপারে হাসান বাসরীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ঐ আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে ছিল, তারা ইসলামকে বুঝত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হওয়ারও তারা সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কাজেই প্রতিদানও তাদেরকে দ্বিগুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেকার ঈমানের এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনার প্রতিদান। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আহলে কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নাবীর উপর ঈমান এনেছে এবং আমার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছে।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৬৯, মুসলিম ১/১৩৪)

এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা। অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা গোপন করেনা, যেমন তাদের মধ্যকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের ঐ অভ্যাস ছিল। বরং ঐলোকগুলো তো ঐ শিক্ষাকে বেশি করে প্রচার করতেন। তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে, إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ সত্বর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আদেশ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ আমার পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কঠিন অবস্থায়, সহজ অবস্থায়, বিপদের সময়, শান্তির সময় মোট কথা, কোন অবস্থায়ই ওটা পরিত্যাগ করনা। এমনকি প্রাণবায়ু নির্গত হলে যেন ওরই উপর নির্গত হয় এবং ঐ শত্রুদের হতেও ধৈর্য ধারণ কর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর যারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করে থাকে। (তাবারী ৭/৫০২) ইবাদাতের স্থানকে স্থায়ী করা এবং সেখানে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাকে مُرَابِطَة বলা হয়। আবার এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করাকেও مُرَابِطَة বলে। এটাই আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাহল ইব্ন হানীফ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘বের (রহঃ) উক্তি। সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘এসো, আমি তোমাদেরকে এমন কাজ শিখিয়ে দিই যার ফলে আল্লাহ তা‘আলা পাপ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (১) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে উযূ করা, (২) মাসজিদের দিকে গমন করা, (৩) এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। ওটাই হচ্ছে رِبَاطٌ ওটাই হচ্ছে مُرَابِطَة এবং ওটাই হচ্ছে আল্লাহর পথের প্রস্তুতি গ্রহণ’। (মুসলিম ১/২১৯, নাসাঈ ১/৮৯)

এও বলা হয়েছে যে, رَابِطُوْ শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শত্রুদেরকে ইসলামী শহরে প্রবেশ করতে না দেয়া। এর উৎসাহ দানের ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে এবং সেই জন্য বড় বড় সাওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে সাহল ইব্‌ন সা'দ আস সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর উদ্দেশে এক দিনের এ প্রস্তুতি সারা দুনিয়া ও ওর সমুদয় বস্তু হতে উত্তম।' (বুখারী ২৮৯২) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক দিন ও এক রাতের জিহাদের প্রস্তুতি এক মাসের পূর্ণ সিয়াম এবং এক মাসের সারা রাতের জাগরণ হতে উত্তম। ঐ প্রস্তুতি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলে সে যত ভাল ভাল কাজ করত সব কিছুরই সে সাওয়াব পেতে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তাকে আহার্য প্রদান করা হবে এবং কাবরের সাওয়াল জওয়াব হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।' (মুসলিম ১৯১৩)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রস্তুতির কাজে রয়েছে এবং ঐ অবস্থায়ই মারা গেছে তার আমল কিয়ামাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও তাকে কাবরের শাস্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে।' (আহমাদ ৬/২০, আবূ দাঊদ ৩/২০, তিরমিযী ৫/২৪৯, ইবন হিব্বান ৭/৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ চোখের উপর জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং ঐ চোখের উপরেও জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর পথে রাত্রি জাগে।' (তিরমিযী ১৬৩৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দিরহাম ও দিনারের দাস এবং বস্ত্রের দাস ধ্বংস হয়েছে। যদি তাকে ইহা দেয়া হয় তাহলে সে খুশি হয় এবং না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়, সে ধ্বংস হয়েছে এবং বিনষ্ট হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিরা ধ্বংস হোক এবং অপমানিত হোক, তারা যদি কাটাবিদ্ধ হয় তাহলে তাদেরকে যেন কেহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে না আসে। জান্নাত তো ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সব সময় তার ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, যে কারণে তার চুল থাকে এলোমেলো এবং পা থাকে ধূলি ধূসরিত। যদি তাকে অগ্রবর্তী দলের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিতই সে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। আর যদি পশ্চাতবর্তী দলের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহলে

সুষ্ঠুভাবেই সে তার দায়িত্ব পালন করবে; সে যদি অনুমতি চায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়না, সে যদি সুপারিশ করে তা গৃহীত হয়না। (বুখারী ২৮৮৬)

আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা যে, এ আয়াত সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ হাদীসসমূহ বর্ণিত হল। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের উপর আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে আমরা ক্ষান্ত হতে পারিনা। তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে যে, আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে আমীরুল মু'মিনীন, খালীফাতুল মুসলিমীন উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) একটি পত্র লিখেন এবং সেই পত্রে রোমক সৈন্যদের আধিক্য, তাদের যুদ্ধাস্ত্রের অবস্থা এবং তাদের প্রস্তুতির অবস্থা বর্ণনা করেন এবং লিখেন যে, ভীষণ বিপদের আশংকা রয়েছে। উমার (রাঃ) উত্তর পত্র প্রেরণ করেন যাতে আল্লাহর প্রশংসার পরে লিখিত ছিল ঃ 'মাঝে মাঝে মু'মিন বান্দাদের উপরেও কঠিন বিপদ-আপদ নেমে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই কঠিন বিপদের পর তাদের পথ সহজ করে দেন। জেনে রেখ যে, দু'টি সরলতার উপর একটি কাঠিন্য জয়যুক্ত হতে পারেনা। লক্ষ্য কর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।* (তাবারী ৭/৫০৩)

হাফিয ইব্ন আসাকীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের (রহঃ) জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবী সাকিনা (রহঃ) বলেছেন ঃ 'তারসুস' নামক স্থানে যখন আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে (রহঃ) বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে দিয়ে এই কবিতাটি লিখিয়ে নেন এবং আমাকে তা ফুযাইল ইব্ন আয়াশের (রহঃ) নিকট হস্তান্তর করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন ছিল ১৭০ হিজরী সাল। তাতে লিখা ছিল ঃ 'হে মাক্কা ও মাদীনায় অবস্থান করা ইবাদাতকারী! আপনি যদি আমাদের মুজাহিদগণকে দেখতেন তাহলে আপনি অবশ্যই জানতে পারতেন যে, আপনি ইবাদাতে খেল-তামাশা করছেন মাত্র। এক ঐ ব্যক্তি যার নয়নাশ্রু তার গণ্ডদেশ সিক্ত করে এবং এক আমরা যারা স্বীয় স্কন্ধ আল্লাহর পথে কাটিয়ে দিয়ে নিজেদের রক্তে নিজেরাই গোসল করে থাকি। এক ঐ ব্যক্তি যার ঘোড়া মিথ্যা ও

বাজে কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের ঘোড়া আক্রমণ ও যুদ্ধের দিনেই শুধু ক্লান্ত হয়। আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে আপনাদের জন্য, আর আমাদের জন্য সুগন্ধি হচ্ছে ঘোড়ার খুরের মাটি ও পবিত্র ধূলাবালি। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, আমাদের নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি পৌঁছেছে যা সম্পূর্ণ সত্য, মিথ্যা হতে পারেনা, তা এই যে, যার নাসিকায় সেই আল্লাহর সৈন্যের ধূলাবালিও পৌঁছেছে তার নাসিকায় অগ্নিশিখা যুক্ত জাহান্নামের আগুনের ধুঁয়াও প্রবেশ করবেনা। নিন, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলছে ও সত্য বলছে যে, শহীদ মৃত নয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম বলেন, যখন আমি মাসজিদে হারামে পৌঁছে ফুযাইল ইব্ন আয়াসকে (রহঃ) এ কবিতাগুলো প্রদর্শন করি তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন, 'আবূ আবদুর রাহমানের উপর আল্লাহ দয়া করুন! তিনি সত্য কথাই বলেছেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ও আমার খুবই মঙ্গল কামনা করছেন।' অতঃপর আমাকে বলেন, 'তুমি কি হাদীস লিখে থাক?' আমি বললাম ঃ জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আবূ আবদুর রাহমান (রহঃ) আমার কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন তদ্পরিবর্তে উপহার স্বরূপ এ হাদীসটি তাকে দিবে। অতঃপর তিনি লিখতে বলেন ঃ মানসুর ইবনুল মুতামির (রহঃ) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সালিহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন একটি ভাল কাজ শিক্ষা দিন যা আমল করলে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সমান সাওয়ার প্রাপ্ত হব। তিনি তখন তাকে বলেন ঃ

'তোমার মধ্যে কি এ শক্তি আছে যে, তুমি সালাত আদায় করতেই থাকবে, কখনও ক্লান্ত হবেনা এবং সিয়াম পালন করতেই থাকবে এবং কখনও সিয়ামমুক্ত থাকবেনা?' লোকটি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর শক্তি কোথায়? আমি তো এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোকটিকে বললেন ঃ

'যদি তোমার মধ্যে এরূপ শক্তি থাকত এবং তুমি এরূপ করতেও থাকতে তথাপি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারতেনা। তুমি তো এটা জান যে, যদি মুজাহিদের ঘোড়ার দড়ি লম্বা হয়ে যায় এবং সে এদিক ওদিক চড়ে খায় তাহলে তজ্জন্যেও মুজাহিদের সাওয়াব লিখা হয়।' (আহমাদ ৫/২৩৬) এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব সময়, সব কাজে থাকতে হবে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ’য ইব্ন জাবালকে (রাঃ) যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে বলেন ঃ

‘হে মুয়ায! যেখানেই থাক না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ কোন সাওয়াবের কাজ করবে, যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।’ (তিরমিযী ৬/১২৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেন সুপথ প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে হবে যেন পরকালে যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে তখন সফলকাম হতে পার। (তাবারী ৭/৫১০)

সূরা আলে ইমরানের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪ ঃ নিসা মাদানী

(আয়াত ঃ ১৭৬, রুকূ ঃ ২৪)

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ١٧٦. رُكُوْعَاتُهَا : ٢٤)

সূরা নিসার গুরুত্ব

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রাঃ) যায়িদ ইব্‌ন সাবিতও (রাঃ) এটাই বলেন। মুসতাদরিক হাকিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'সূরা নিসার মধ্যে পাঁচটি এমন আয়াত আছে যে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেয়ে যেতাম তথাপি আমি তত খুশি হতাম না যত খুশি এ আয়াতগুলিতে হয়েছি। একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে ঃ

إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩১) তৃতীয় আয়াত হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮) চতুর্থ আয়াত হচ্ছে ঃ

'ঐ লোকগুলো যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আসতো এবং নিজেও স্বীয় পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেত।'

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ

যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৪) পঞ্চম আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) (হাকিম ২/৩০৫)

ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আপনারা আমাকে সূরা নিসা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। কারণ আমি যখন মাত্র যুবক তখনই কুরআন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছি। ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, যদিও তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩০১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে যাঞ্চা কর, এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী।	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

তাকওয়া অবলম্বন এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে এবং অন্তরে যেন তাঁরই ভয় রাখে। অতঃপর তিনি স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ

الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ আল্লাহ তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এবং ঐ ব্যক্তি হতেই তিনি হাওয়াকেও (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। আদম (আঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাম পাঁজরের পিছন দিক হতে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। তিনি জাগ্রত হয়ে তাঁকে দেখতে পান এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রতিও হাওয়ার (আঃ) ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে ঃ ‘মহিলাকে পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে উঁচু পাঁজর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বক্র। সুতরাং তুমি যদি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করার ইচ্ছা কর তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা ঐভাবে থাকতে দাও তাহলে অবশ্যই উপকার লাভ করতে পারবে।’ (ফাতহুল বারী ৬/৪১৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء দু’জন হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করে দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের প্রকারে, গুণে, রংয়ে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। তিনি যেমন তাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন, ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নিবেন এবং একটি মাঠে জমা করবেন।

وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করতে থাক, তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত করতে থাক। তোমরা সেই আল্লাহরই মাধ্যম দিয়ে, তাঁরই নামের দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক।’ যেমন কেহ বলে, ‘আমি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং আত্মীয়তাকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাকে এ কথা বলছি।’ (তাবারী ৭/৫১৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা তাঁরই নামে শপথ করে

থাক এবং অঙ্গীকার দৃঢ় করে থাক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করে আত্মীয়তার রক্ষণাবেক্ষণ কর, ওর বন্ধন ছিন্ন করনা, বরং যুক্ত রাখ। একে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার কর ও সম্মান কর। (তাবারী ৭/৫২১-৫২৩) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত অবস্থা ও কার্যাবলীর সংবাদ রাখেন এবং তিনি খুব ভালভাবে তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী রয়েছেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৬) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, অথবা তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।' (ফাতহুল বারী ১/১৪০) ভাবার্থ এই যে, তোমরা তাঁর প্রতি মনোযোগ দাও যিনি তোমাদের উঠা, বসা, ও চলা-ফেরায় তোমাদের রক্ষক হিসাবে রয়েছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! একই বাপ-মায়ের মাধ্যমে তো তোমাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং তোমরা পরস্পরে একে অপরের প্রতি প্রেম-প্রীতি বজায় রেখ, দুর্বলদের সহায়তা কর এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে রয়েছে যে, 'মুযা'র গোত্রের লোকেরা যখন নিজেদেরকে চাদরে আবৃত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে, কেননা তাদের শরীরে কাপড় পর্যন্ত ছিলনা, তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাতের পর দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন, যাতে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ১৮) অতঃপর তিনি জনগণকে দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি তার দীনার থেকে, তার দিরহাম থেকে, তার গম থেকে, তার খেজুর থেকে সাদাকাহ প্রদান করলেন এবং অন্যান্যরা যে যা পারলেন ঐ লোকগুলোকে দান করলেন। স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, খেজুর, গম ইত্যাদি সব কিছুই দিলেন ...। (মুসলিম ২/৭০৫, আহমাদ ৪/৩৫৮, নাসাঈ ৫/৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/৭৪)

২। আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন সম্পত্তি বুঝিয়ে দাও এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করনা ও তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।	٢. وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡ‌ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ‌ۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ‌ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
৩। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুটি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে করে নাও; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাদের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে পারবেনা তাহলে মাত্র একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); এটা আরও উত্তম; এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।	٣. وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِى ٱلۡيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ‌ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡ‌ۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ
৪। আর নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর, কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে সঠিক বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।	٤. وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةً‌ۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

ইয়াতীমদের সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা পিতৃহীনদের অভিভাবকগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন, وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করনা।* পিতৃহীনেরা যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে ও বিবেকসম্পন্ন হয় তখন তাদেরকে তাদের সম্পদ পূরাপুরি প্রদান করবে। কিছুমাত্র কম করবেনা বা আত্মসাৎও করবেনা। তাদের সম্পদকে তোমাদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করার বাসনা অন্তরে পোষণ করনা। তোমাদের হালাল সম্পদ ছেড়ে দিয়ে অপরের সম্পদ যা তোমাদের জন্য হারাম তা কখনও গ্রহণ করনা। নিজেদের দুর্বল ও শীর্ণ পশুগুলো দিয়ে অপরের মোটা-তাজাগুলো হস্তগত করনা। মন্দ দিয়ে ভাল নেয়ার চেষ্টা করনা। পূর্বে লোকেরা এরূপ করত যে, তারা পিতৃহীনদের ছাগলের পাল হতে বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে নিজেদের দুর্বল ছাগলগুলো দিত এবং এভাবে গণনা ঠিক রাখত। মন্দ দিরহামগুলো তাদের সম্পদের সাথে রেখে দিয়ে তাদের ভালগুলি নিয়ে নিত। (তাবারী ৭/৫২৬) তারা পিতৃহীনদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের মধ্যে মিশ্রিত করে এ কৌশল করত যে, এখন আর স্বাতন্ত্র্য কি আছে? তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'তাদের সম্পদের সাথে তোমাদের সম্পদ মিশ্রিত করনা, কেননা এটা বড় পাপ।' মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন শীরীন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আবূ সিনানও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৭/৫২৮)

মোহর ছাড়া ইয়াতীমাকে বিয়ে করা নিষেধ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ কোন পিতৃহীনা বালিকার লালন পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তোমরা তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা কর, কিন্তু যেহেতু তার অন্য কেহ নেই, কাজেই তোমরা এরূপ করনা যে, তাকে মোহর কম দিয়ে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করবে, বরং আরও বহু মহিলা রয়েছে তাদের মধ্যে তোমাদের পছন্দমত দু'টি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে কর।

আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল। তার ধন-সম্পদও ছিল এবং বাগানও ছিল। যে লোকটি তাকে লালন পালন করছিল সে শুধুমাত্র তার ধন-সম্পদের লালসায় পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে করে এবং ঐ ইয়াতীম মেয়েটির সম্পদ সে তার সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে এবং তার অংশ থেকে (খরচ বাবদ) নিজের অংশে নিয়ে নেয়। তখন وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৮৭)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, উরওয়া ইবন যুবাইর (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীনা বালিকার বর্ণনা, যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার সম্পদে তার অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার সম্পদ ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্য জায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেত ততটা সে দেয়না। সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে, সে যেন ঐ বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য মহিলাদেরকে পছন্দ মত বিয়ে করে নেয়।' অতঃপর জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ ব্যাপারেই প্রশ্ন করে এবং এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء (৪ ঃ ১২৭) এখানে বলা হয়েছে যে, যখন পিতৃহীনা মেয়ের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম থাকে তখন তো অভিভাবক তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনা, সুতরাং এটা সঙ্গত নয় যে, তার সম্পদও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পূর্ণ হক আদায় না করেই তাকে বিয়ে করবে। তবে হ্যাঁ, ন্যায়ের সাথে যদি পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ করে বিয়ে করে তাহলে কোন দোষ নেই। (ফাতহুল বারী ৮/৮৭)

চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ

দুনিয়ায় স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই। তাদের মধ্য হতে যেন পছন্দ মত কেহকে বিয়ে করে। ইচ্ছা করলে দু'টি, তিনটি অথবা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। অন্য জায়গায়ও এ শব্দগুলি এ অর্থেই এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

جَاعِلِ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ

যিনি বাণীবাহক করেন মালাইকাকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখা বিশিষ্ট। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১) মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে এর চেয়ে বেশি ডানা বিশিষ্ট মালাকও রয়েছেন। কেননা এটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু

পুরুষের জন্য এক সাথে চারটির বেশি স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ, যেমন এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অধিকাংশ বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুতরাং চারটির বেশীর উপর সমর্থন থাকলেও অবশ্যই তা বলতেন।

গাইলান ইব্‌ন সালমাহ সাকাফী (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'তোমার ইচ্ছা মত চারটি স্ত্রী রেখে অন্যদের পরিত্যাগ কর।' তিনি তাই করেন। উমারের (রাঃ) খিলাফতের যুগে তিনি তার ঐ স্ত্রীদেরকেও তালাক দেন এবং স্বীয় ধন-সম্পদ স্বীয় ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। উমার (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে বলেন ঃ 'সম্ভবতঃ শাইতান তোমার মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে, তুমি সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এ জন্যই তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছ যেন তারা তোমার সম্পত্তির অংশ না পায়। আর এ কারণেই তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নাও এবং তোমার ছেলেদের নিকট হতে সম্পদ ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি এ কাজ না কর তাহলে তোমার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিব এবং তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকেও তোমার উত্তরাধিকারিণী বানিয়ে দিব। কেননা তুমি তাদেরকে এ ভয়েই তালাক দিয়েছ। আর মনে হচ্ছে যে, তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমার কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার জন্য জনগণকে নির্দেশ প্রদান করব, যেমন আবূ রিগালের কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।' (ছামূদ গোত্রের আবূ রিগাল ঐ সময় পবিত্র স্থানে ছিল বলে তখন তার উপর আযাব পতিত হয়নি, কিন্তু সে ঐ জায়গা ত্যাগ করার পর তার উপরও আযাব নেমে আসে) (আহমাদ ২/১৪, আল উম্ম ৫/৪৯, তিরমিযী ১১২৮, ইব্‌ন মাজাহ ১৯৫৩, দারাকুতনী ৩/২৭১, বাইহাকী ৭/১৮২) মারফূ' হাদীস পর্যন্ত তো এসব কিতাবেই রয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হল যে, একই সময়ে যদি চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা বৈধ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাইলানকে (রাঃ) দশজন স্ত্রীর মধ্যে যে কোন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট ছয়জনকে তালাক দিতে বলতেননা, কেননা তাঁরা সবাই ঈমান এনেছিলেন। এখানে এটাও স্মরণ রাখার কথা যে, গায়লানের (রাঃ) নিকট তো দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেনই, তথাপি তিনি ছয়জনকে পৃথক করিয়ে দিলেন, তাহলে নতুনভাবে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

একটি বিয়েই উত্তম যদি স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করা সম্ভব না হয়

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে না পারার ভয় থাকে তাহলে একটিকেই যথেষ্ট মনে কর বা দাসীদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

তোমরা কখনও স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা কামনা কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৯) এখানে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, দাসীদের মধ্যে পালা করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব বটে। যে করে সে ভালই করে এবং যে না করে তারও কোন দোষ নেই। এর পরবর্তী বাক্য ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ এর ভাবার্থে কেহ কেহ বলেছেন, 'এটা তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অতি নিকটবর্তী।'

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, এর মারফূ' হওয়া ভুল কথা, তবে এটা আয়িশার (রাঃ) উক্তি বটে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরামা, (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আবূ রাযীন (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ) প্রমুখ হতে এর অর্থ করা হয়েছে (ন্যায় থেকে) সরে আসা। (তাবারী ৭/৫৪৯-৫৫১)

স্ত্রীকে মোহর দিতেই হবে

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً *এ আয়াতে 'নিহলাহ'* অর্থ হচ্ছে দেন-মোহর। (তাবারী ৭/৫৫৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) উরওয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, *'নিহলাহ'* অর্থ হচ্ছে অবশ্য করণীয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইযও (রহঃ) একই কথা বলেছেন। ইব্ন যুরাইয (রহঃ) অতিরিক্ত যোগ করে

বলেন ‘নির্দিষ্ট পরিমাণ’। (তাবারী ৭/৫৫৩) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আরাবী *‘নিহলাহ’* শব্দের অর্থ হচ্ছে যা খুবই দরকার। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার আদেশ হল, ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য দিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করনা’। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই যে, সে দেন-মোহর ছাড়া কোন মহিলাকে বিয়ে করবে অথবা মোহরের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করবে। (তাবারী ৭/৫৫৩) সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট চিত্তে, যেমন খুশি মনে কেহকে দান করা হয়, অনুরূপভাবে যথাযথ মর্যাদার দিকে খেয়াল রেখে বিয়ের সময় দেন-মোহর ধার্য করে স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। বিয়ের পরে স্ত্রী যদি তার প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণই ফেরত দেয় তখন তার স্বামী তা ফেরত নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করায় আইনতঃ কোন বাধা নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا কিন্তু তারা যদি সন্তুষ্টি চিত্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে বিবেচনা মত তা তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।

৫। আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারণ করেছেন তা অবোধদেরকে প্রদান করনা; বরং তা হতে তাদেরকে ভক্ষণ করাতে থাক, পরিধান করাতে থাক এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।	٥. وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
৬। আর ইয়াতীমরা বিয়ের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় তাহলে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর;	٦. وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ

ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অপব্যয় করনা অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা সত্বরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং দেখাশোনাকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অতঃপর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।	وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

নির্বোধ/মূর্খদের সম্পদ প্রদান না করা

মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নির্বোধদেরকে তাদের সম্পদ প্রদান না করে। ধন-সম্পদ, ব্যবসা ইত্যাদিতে খাটিয়ে আল্লাহ তা'আলা ওর দ্বারা মানুষের জীবন যাপনের উপায় করে দিয়েছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অবোধদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করা হতে বিরত রাখা উচিত। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, পাগল, নির্বোধ এবং বেদীন অন্যায়ভাবে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে ব্যয় করে ফেলছে, তাদের এভাবে সম্পদ খরচ করা হতে বাধা দিতে হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির স্কন্ধে বহু ঋণের ভার চেপে গেছে, যে ঋণ সে তার সমস্ত সম্পদ দিয়েও পরিশোধ করতে পারেনা, যদি মহাজন সে সময়ের শাসনকর্তার নিকট আবেদন করে তাহলে শাসনকর্তা তার সমস্ত সম্পদ হস্তগত করবেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে দিবেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে سُفَهَآءَ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণ। (তাবারী ৭/৫৬২) ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), হাকাম ইব্‌ন উয়াইনা (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

এবং যাহহাক (রহঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, سُفَهَآءَ শব্দের ভাবার্থ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েই বটে। (তাবারী ৭/৫৬২) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পিতৃহীনেরা। (তাবারী ৭/৫৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মহিলাগণ। (তাবারী ৭/৫৬৪)

সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করা উচিত

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ তাদেরকেও খাওয়াও, পরাও। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমার যে সম্পদকে তোমার জীবন ধারণের উপায় করে দিয়েছেন তা তুমি তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে প্রদান করে তাদের হাতের দিকে চেয়ে থেকনা। বরং তোমার সম্পদ তুমি তোমার দখলেই রেখে ওকে ঠিক রাখ এবং তুমি স্বহস্তে তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর। (তাবারী ৭/৫৭০)

এরপরে বলা হচ্ছে, وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا তাদের সাথে ভাল কথা বল। অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম ও নম্র ব্যবহার কর। এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত, যার নিজ হাতে খরচ করার অধিকার নেই তার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা ও খবরাখবর লওয়া এবং নম্র ব্যবহার করা উচিত।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইয়াতীমদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ তোমরা পিতৃহীনদের দেখাশুনা কর যে পর্যন্ত না তারা যৌবনে পদার্পণ করে। এখানে نِكَاح শব্দ দ্বারা প্রাপ্ত বয়স বুঝানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত বয়সের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্ন দেখা যায় এবং এক বিশেষ প্রকারের পানি তীব্র বেগে বহির্গত হয়। আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটি ভালভাবেই স্মরণ আছে ঃ

'স্বপ্নদোষের পর পিতৃহীনতাও নেই এবং সারা দিনরাত নীরব থাকাও নেই।' (আবূ দাঊদ ৩/২৯৩) অন্য হাদীসে আয়িশা (রাঃ) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তিন প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (১) শিশু, যে পর্যন্ত না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না সে জেগে উঠে। (৩) পাগল ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে।' (আবূ দাঊদ ৪/৫৫৮-৫৬০) সুতরাং প্রাপ্ত বয়সের নিদর্শন একতো হচ্ছে এই। দ্বিতীয় নিদর্শন কারও কারও মতে এই যে, যখন তার বয়স পনের বছর হবে। এর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি, যাতে তিনি বলেন ঃ 'উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সঙ্গে নেননি। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করা হলে তিনি সম্মত হন। সে সময় আমার বয়স ছিল পনেরো বছর।' উমার ইব্ন আবদুল আযীযের (রহঃ) নিকট এ হাদীসটি পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ 'প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমা এটাই।' (বুখারী ২৬৬৪, মুসলিম ১৮৬৮)

প্রাপ্ত বয়সের তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে নাভীর নীচে চুল গজান। সঠিক কথা এই যে, সকলের পক্ষেই এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন। কেননা প্রথমতঃ এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। এর দলীল হচ্ছে মুসনাদ আহমাদের হাদীসটি, যাতে আতিয়া কারাযীর (রাঃ) বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন ঃ 'বানূ কুরাইযার যুদ্ধের পর আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হয়। তিনি নির্দেশ দেন ঃ 'এক ব্যক্তি দেখুক যে, বন্দীদের মধ্যে যাদের এ চুল বের হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং যাদের বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।' সে সময় আমার এ চুল বের হয়নি বলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।' (আহমাদ ৪/৩১০, আবূ দাঊদ ৪/৫৬১, তিরমিযী ৫/২০৭, নাসাঈ ৫/১৮৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা দেখ যে, তাদের ধর্ম পালনের সামর্থ্য এবং সম্পদ রক্ষার যোগ্যতা হয়েছে তখন তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য হবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইমামগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৭/৫৭৬) ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, শিশু যখন ধর্মীয় বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে এবং টাকা পয়সার হিসাব নিতে সক্ষম হয় তখন তার পক্ষ থেকে যে হিসাব নিকাশ করত তার উচিৎ হবে সেই বয়ঃপ্রাপ্ত ইয়াতীমের সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়া।

গরীব লালন-পালনকারী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে যুক্তিসঙ্গত খরচ করতে পারবে

ইয়াতীমরা বড় হওয়া মাত্রই তাদের সম্পদ তারা নিয়ে নিবে, শুধুমাত্র এই ভয়ে এর পূর্বেই, প্রয়োজন ছাড়াই তাদের সম্পদ শেষ করে দিবেনা। খবরদার! এ কাজ করনা। وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ যে লালন-পালনকারী ধনী, সে নিজের সম্পদ থেকেই খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে, তার কর্তব্য হবে ইয়াতীমের সম্পদ হতে কিছুই গ্রহণ না করা। মৃত জন্তু এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ সম্পদ তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ তবে হ্যাঁ, যদি অভিভাবক দরিদ্র হয় তাহলে অবশ্যই তাকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক হিসাবে সময়ের প্রয়োজনে ও দেশ/প্রথা অনুযায়ী তার সম্পদ হতে যুক্তি সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক এবং তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (তাবারী ৭/৫৯৩, ফাতহুল বারী ৮/৮৯) সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে। যদি প্রয়োজন পরিশ্রম অপেক্ষা কম হয় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। আর যদি পরিশ্রম প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তাহলে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে।

মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার নিকট কোন সম্পদ নেই। একজন পিতৃহীনকে আমি লালন-পালন করছি। আমি তার আহার্যের মধ্য হতে কিছু খেতে পারি কি?’ তিনি বললেন ঃ অতিরিক্ত কিংবা অপচয় অথবা নিজের সম্পদের সাথে না মিশিয়ে (আত্মসাতের উদ্দেশে) তোমরা ইয়াতীমের সম্পদ থেকে খেতে পার। কিন্তু নিজের অর্থ বাঁচানোর জন্য তা করনা। (আহমাদ ৩/১৮৬) এরপর অভিভাবকদেরকে বলা হচ্ছে ঃ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ যখন তারা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে এবং তোমরা তাদের মধ্যে বিবেচনা জ্ঞান লক্ষ্য করবে তখন সাক্ষী রেখে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করবে, যেন অস্বীকার করার সুযোগই না আসে।

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا প্রকৃতপক্ষে সত্য সাক্ষী, পূর্ণ রক্ষক এবং সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই রয়েছেন, ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে অভিভাবকের নিয়াত কি ছিল তা তিনি খুব ভালই জানেন।

অভিভাবক নিজেই হয়তবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করেছে, ধ্বংস করেছে এবং মিথ্যা দলীল কিংবা মিথ্যা হিসাব লিখে রেখেছে, অথবা হয়ত সৎ নিয়াতের অধিকারী অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদ পূরাপুরি রক্ষা করেছে এবং সঠিক হিসাব রেখেছে, এসব সংবাদ সেই সবজান্তা এবং মহান রক্ষক আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আবূ যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখছি এবং আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্য তা পছন্দ করি। সাবধান! কখনই তুমি দু' ব্যক্তিরও নেতা বা আমীর নির্বাচিত হয়োনা এবং কখনও কোন ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়োনা।' (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

৭। পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ।	٧. لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
৮। বন্টনের সময়ে যখন স্বজনগণ, ইয়াতীমগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয় তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে	٨. وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ

সদ্ভাবে কথা বল।	فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلاً مَّعۡرُوفًا
৯। তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিৎ যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঙ্গত কথা বলে।	٩. وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلاً سَدِيدًا
১০। যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارًا ۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرًا

আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে উত্তরাধিকারীর কাছে সম্পদ বন্টন করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ *(পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে)* আরাবের মুশরিকদের প্রথা ছিল এই যে, কেহ মারা গেলে তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্ত ানেরা তার সমস্ত সম্পদ পেত। তার ছোট সন্তানেরা ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হত। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবারই জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মীয়তাই হোক বা বিবাহ বন্ধনের কারণেই হোক বা আযাদী সম্পর্কিত কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই পাবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উম্মে কুজ্জাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে দু'টি মেয়ে আছে। তাদের পিতা মারা গেছে এবং তাদের নিকট কিছুই নেই।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি (৪ ঃ ৭) নাযিল করেন। (আবূ দাউদ ৩/৩১৪) এ হাদীসটি অন্য শব্দে উত্তরাধিকারের অন্য দু'টি আয়াতের তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আসবে। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى ... অর্থাৎ যখন কোন মৃত ব্যক্তির মীরাস বন্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পড়ে যার কোন অংশ নেই এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরাও এসে যায় তাহলে তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর।'

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এ হুকুম এখনও বহাল আছে। (তাবারী ৮/৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের কোন সম্পদ রয়েছে এবং তাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে যতটুকু খুশি তা অন্যদের মাঝে বিতরণ করতে পারে। (তাবারী ৮/৮) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), আবূ মূসা (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ) প্রমুখ এ কথাই বলেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), 'আতা ইব্ন আবী রিবাহ্ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্ন মুআম্মার (রহঃ) বলেছেন যে, এটা বাধ্যতামূলক। এমনকি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ছাড়া এসব বিজ্ঞজন এ হুকুমকে ওয়াজিব বলেছেন।

কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি রহিতই হয়ে গেছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবও (রহঃ) এটাই বলেন যে, যদি ঐ লোকদের জন্য অসীয়াত থাকে তাহলে সেটা অন্য কথা নচেৎ এ আয়াতটি মানসুখই বটে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এখানে বন্টনের অর্থ হচ্ছে মীরাসের বন্টন। সুতরাং 'মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সময় যদি এসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ

বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দিওনা। তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ পছন্দ করেননা। সুতরাং আল্লাহর পথে সাদাকাহ হিসাবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর যেন তারা খুশি হয়ে যায়।'

ন্যায়ানুগ অসীয়াত করা উচিত

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ

... *তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিৎ যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে।* আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর সময় অসীয়াত করে যাচ্ছে এবং সেই অসীয়াতে তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি হচ্ছে এমতাবস্থায় যে তা শ্রবণ করছে তার আল্লাহকে ভয় করে ঐ অসীয়াতকারীকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করা উচিত এবং তার কর্তব্য এই যে, সে যেন ঐ অসীয়াতকারীর মঙ্গল কামনা করে যেমন সে নিজের উত্তরাধিকারীদের মঙ্গল কামনা করে, যখন তাদের ক্ষতির ও ধ্বংসের আশংকা থাকে। (তাবারী ৮/১৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাকে দেখতে যান। সে সময় সা'দ (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বহু সম্পদ রয়েছে এবং আমার একটি মাত্র কন্যা আছে। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দেই। আপনি আমাকে এর অনুমতি দিবেন কি'? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'আচ্ছা, অর্ধেকের অনুমতি আছে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'তাহলে এক তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি যদি তোমার পিছনে তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাও তাহলে এটা ওটা হতে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে দরিদ্র রূপে ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।' (ফাতহুল বারী ৫/৪২৭, মুসলিম ৪/১২৫৩)

যারা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তাদেরকে হুশিয়ারী

আয়াতের দ্বিতীয় ভাবার্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি এরূপই খেয়াল রাখ যেমন তুমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার ছোট সন্তানদের প্রতি অন্য লোকদের খেয়াল রাখার কামনা কর। তুমি যেমন চাওনা যে, তাদের সম্পদ অন্যেরা অন্যায়ভাবে খেয়ে নিক এবং তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দরিদ্র থেকে যাক, তদ্রূপ তুমিও অন্যদের সন্তানদের সম্পদ খেওনা। এ ভাবার্থও খুব উত্তম বটে। এ কারণেই এর পরেই পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের শাস্তির কথা বলা হয় ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।*

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘সাতটি এমন পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাক যা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।’ তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় ঃ পাপগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ (১) ‘আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন, (২) যাদু, (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) পিতৃহীনদের সম্পদ ভক্ষণ করা, (৬) জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মুসলিম নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।’ (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

১১। আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের তুল্য; আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তাহলে সে

١١. يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن

كَانَتۡ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ ۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে তাহলে মাতা-পিতার জন্য অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকেরই জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে, আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু মাতা-পিতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তাহলে তার মাতার জন্য রয়েছে এক তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা থাকে তাহলে সে যা নির্দেশ করে গেছে সেই নির্দেশ ও ঋণ প্রদান শেষে তার জননীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ; তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী তা তোমরা অবগত নও, এটাই আল্লাহর নির্দেশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

মিরাস বন্টনের নিয়ম-কানূন জানতে উৎসাহিত করা হয়েছে

এ আয়াতটি, এর পরবর্তী আয়াতটি এবং সূরার শেষের আয়াতটি ইল্‌মে ফারায়েযের আয়াত। পূর্ণ ইল্‌মের দলীলরূপে এ আয়াতগুলিকে এবং হাদীসগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, হাদীসগুলি যেন এ আয়াতগুলিরই তাফসীর ও ব্যাখ্যা। এখানে আমরা এ আয়াতটিরই তাফসীর

লিখছি। বাকী মীরাসের যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং ওতে যে দলীলসমূহের অনুধাবনে কিছু মতভেদ আছে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে আহকামের পুস্তকসমূহ–তাফসীর নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করুন! ফারায়েয বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, মিরাসের জ্ঞান (উত্তরাধিকারের বন্টন) অর্জন করা হল সমস্ত জ্ঞানের অর্ধেক অর্জন করা, কারণ এর ফলাফল সকলের সাথে জড়িত। এ আয়াতসমূহে যে নির্ধারিত অংশসমূহের বর্ণনা রয়েছে সেগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪ ঃ ১১ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি রুগ্ন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। বানূ সালামার মহল্লায় তাঁরা পদব্রজে আগমন করেন। আমি সে সময় অজ্ঞান ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি চেয়ে নিয়ে উযূ করেন। অতঃপর আমার উপর উযূর পানি ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তখন বলি ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বন্টন করব? সেই সময় يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ এ পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৯১, মুসলিম ৩/১২৩৫, নাসাঈ ৬/৩২০) ছয়টি হাদীস গ্রন্থের অন্যান্য হাদীসেও এটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/১১৮, মুসলিম ৩/১২৩৪, আবূ দাঊদ ৩/৩০৮, তিরমিযী ৮/৩৬৮, নাসাঈ ১/৭৭ ইব্ন মাজাহ ২/৯১১)

৪ ঃ ১১ আয়াতটি সম্পর্কে যাবিরের (রাঃ) উক্তি

আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সা'দ ইব্ন রাবী'র (রাঃ) সহধর্মিণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ দু'টি সা'দের (রাঃ) কন্যা, এদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক ছিলেন। ঐ যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেয়। এদের জন্য কিছুই রাখেনি। এটা স্পষ্ট কথা যে, সম্পদ ছাড়া এদের বিয়ে হতে পারেনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'এর ফাইসালা স্বয়ং আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই করবেন।’ সে সময় উত্তরাধিকারের আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের চাচার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেন ঃ

‘দুই তৃতীয়াংশ (তোমার ভাইয়ের সম্পত্তির) এ মেয়েদেরকে দিয়ে দাও, এক অষ্টমাংশ এদের মাকে প্রদান কর এবং বাকি তোমার অংশ।’ (আহমাদ ৩/৩৫২, আবূ দাঊদ ৩/৩১৪, তিরমিযী ৬/২৬৭, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৮) বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, যাবিরের (রাঃ) প্রশ্নের উপর এ সূরাটির শেষ আয়াত (৪ ঃ ১৭৬) অবতীর্ণ হয়ে থাকবে অর্থাৎ এ আয়াতটি (৪ ঃ ১১) নয়। অতিসত্বরই ইনশাআল্লাহ এ বর্ণনা আসছে। কেননা তার উত্তরাধিকারিণী তো শুধুমাত্র তার বোনেরা ছিল। তাঁর মেয়ে তো ছিলইনা। তিনি তো *‘কালালাহ’*[১] ছিলেন। আর এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অর্থাৎ সাদ ইব্ন রাবীর (রাঃ) উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এর বর্ণনাকারীও হচ্ছেন স্বয়ং যাবির (রাঃ)। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকেও এ আয়াতের তাফসীরেই এনেছেন। এ জন্য আমরাও তার অনুসরণ করেছি।

পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে

উপরোক্ত আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা তাদের সমস্ত সম্পদ শুধু ছেলেদেরই প্রদান করত এবং মেয়েদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করত। তাই আল্লাহ তা‘আলা মেয়েদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেন। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন। কেননা যতগুলি কর্তব্য পালন পুরুষদের দায়িত্বে রয়েছে ততটা স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই। যেমন পরিবারের খাওয়া পরার জন্য আয় ব্যয়ের দায়িত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে হয়। এ জন্যই তাদের প্রয়োজন অনুপাতে তাদেরকে মহিলাদের দ্বিগুণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা হতেও বহু গুণে দয়ালু ও স্নেহশীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। মা তার শিশুর খোঁজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে

[১] যে ব্যক্তির পিতা ও পুত্র থাকেনা তাকে ‘কালালাহ’ বলে।

শিশুকেই পায় তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ

'আচ্ছা বলত, ইচ্ছাকৃতভাবে কি এ মহিলাটি তার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কখনই না!' তিনি তখন বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও বেশি দয়ালু।' (মুসলিম ৪/২১০৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে অংশীদার ও হকদার শুধু পুত্রই ছিল। পিতা-মাতা অসীয়াত হিসাবে কিছু পেত মাত্র। আল্লাহ তা'আলা এটা রহিত করে দেন এবং পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ, পিতা-মাতাকে এক ষষ্ঠাংশ ও এক তৃতীয়াংশও বটে, স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ, স্বামীকে এক চতুর্থাংশ ও অর্ধেক দেয়ার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৯৩)

শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান থাকলে তার উত্তরাধিকারের অংশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ *(আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে)* فَوْقٌ শব্দটিকে কেহ কেহ অতিরিক্ত বলে থাকেন। যেমন فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১২) এর মধ্যে فَوْقٌ শব্দটি অতিরিক্ত। কিন্তু আমরা এটাকে স্বীকার করিনা। এ আয়াতেওনা, ঐ আয়াতেওনা। কেননা কুরআনুল হাকীমে এমন কোন অতিরিক্ত জিনিস নেই যা বিনা উপকারে আনা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালামে এরূপ হওয়া অসম্ভব। আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি এরূপই হত তাহলে ওর পরে فَلَهُنَّ আসতনা, বরং فَلَهُمَا আসত। তবে হ্যাঁ, এটা দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, যদি মেয়ে দু'য়ের অধিক না হয়, অর্থাৎ শুধু দু'টিই হয় তাহলেও এটাই হুকুম অর্থাৎ তারাও দুই তৃতীয়াংশই পাবে। কেননা দ্বিতীয় আয়াতে দু' বোনকে দুই তৃতীয়াংশ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যদি দু' বোন দুই তৃতীয়াংশ পায় তাহলে দু' মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ পাবে না কেন? তাদের জন্য তো দুই তৃতীয়াংশ হওয়া আরও বাঞ্ছনীয়।

অন্য হাদীসে এসেছে যে, দু'টি কিংবা তদোর্ধ মেয়েকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ দিয়েছেন।

যেমন এ আয়াতের শান-ই নযূলের বর্ণনায় সা'দের কন্যাদের ব্যাপারে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে এটাও এর দলীল যে, যদি পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা থাকে তাহলে সে অর্ধেক অংশ পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ *আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তাহলে সে অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে।* সুতরাং যদি দু'টি কন্যা থাকা অবস্থায়ও অর্ধেক অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া উদ্দেশে হত তাহলে এখানে তা বর্ণনা করা হত। এককে যখন পৃথক করা হয়েছে তখন জানা যাচ্ছে যে, দুইয়ের বেশি থাকা অবস্থায় যে হুকুম দু'জন থাকা অবস্থায়ও সেই হুকুম।

উত্তরাধিকারে মা-বাবার প্রাপ্য অংশ

অতঃপর বাবা-মায়ের অংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাবা-মায়ের অবস্থা বিভিন্ন রূপ।

(১) প্রথম অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক সন্তান থাকে এবং পিতা-মাতাও থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়েই এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ পাবে পিতা এবং এক ষষ্ঠাংশ পাবে মাতা। আর যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র কন্যা থাকে তাহলে অর্ধেক সম্পদ মেয়েটি পাবে এবং এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে ও এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে, আরও যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকছে ওটাও বাপ 'আসাবা' হিসাবে পেয়ে যাবে। তাহলে এখানে পিতা তার নির্ধারিত এক ষষ্ঠাংশ পেয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে 'আসাবা' হিসাবেও অবশিষ্ট অংশ পেয়ে যাচ্ছে।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা। এ অবস্থায় মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ পিতা 'আসাবা' হিসাবে পেয়ে যাবে। তাহলে পিতা দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ মায়ের তুলনায় বাপ দ্বিগুণ পাবে। এখন যদি মৃতা স্ত্রীর স্বামীও বিদ্যমান থাকে কিংবা মৃত স্বামীর স্ত্রী থাকে, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নেই, বরং আছে শুধু পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রী, তাহলে এ ব্যাপারে তো আলেমগণ একমত যে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে অর্ধেক এবং স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ। স্বামী বা স্ত্রীর (অংশ) নেয়ার পর যা বাকী থাকবে মা তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। হয় স্ত্রী স্বামী ছেড়ে যাক বা স্বামী স্ত্রী ছেড়ে যাক। কেননা অবশিষ্ট সম্পদ তাদের ব্যাপারে যেন পূরা সম্পদ। আর মায়ের অংশ

হচ্ছে বাপের অর্ধেক। সুতরাং অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মা নিয়ে নিবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বাপ প্রাপ্ত হবে।

(৩) বাপ-মায়ের তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনদের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হয়, তারা সহোদর ভাইই হোক অথবা বৈপিত্রেয় ভাইই হোক। এ অবস্থায় বাপের বিদ্যমানতায় ভাইয়েরা কিছুই পাবেনা, তবে তারা মাকে এক তৃতীয়াংশ হতে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে দিবে। আর যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারীই না থাকে এবং মায়ের সাথে শুধু বাপ থাকে তাহলে বাকী সম্পদ সমস্তই বাপ পেয়ে যাবে। জমহুরের এটাই উক্তি। সাঈদ ইব্‌ন কাতাদাহ (রহঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। তবে হ্যাঁ, যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র ভাই থাকে তাহলে সে মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরাতে পারবেনা। উলামা-ই কিরামের ঘোষণা মতে এতে নিপুণতা রয়েছে এই যে, ভাইদের বিয়ে, খাওয়া, পরা ইত্যাদির খরচ বহন পিতারই দায়িত্বে রয়েছে, মাতার দায়িত্বে নেই। সুতরাং পিতাকে অধিক দেয়ার মধ্যেই হিকমাত নিহিত রয়েছে। এটা উত্তম উক্তি। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ভাইয়েরা মায়ের যে এক ষষ্ঠাংশ কমিয়ে দিল তা পিতা পাবেনা, বরং ওরাই পাবে। ঐ উক্তি খুবই বিরল। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ উক্তি সমস্ত উম্মাতের বিপরীত।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, كَلاَلَةٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পিতা না থাকে।

প্রথমে দেনা, পরে অসীয়াত এবং সবশেষে উত্তরাধিকারের বন্টন হতে হবে

এরপরে বলা হচ্ছে ঃ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ অসীয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর মীরাস বন্টিত হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মনীষী এতে একমত যে, ঋণ অসীয়াতের অগ্রবর্তী। আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি গভীর চিন্তা সহকারে লক্ষ্য করলে এটাই পরিলক্ষিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি পিতা ও পুত্রগণকে প্রকৃত মীরাসে নিজ নিজ নির্ধারিত অংশ গ্রহণকারী করেছি এবং অজ্ঞতা যুগের প্রথা দূর করেছি। বরং ইসলামেও প্রথমে সম্পদ শুধুমাত্র সন্তানদেরকে দেয়ার নির্দেশ ছিল এবং বাপ মা শুধু অসীয়াত হিসাবে কিছু লাভ করত, যেমন ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেটাকেও রহিত করে দিয়েছেন।

এখন এ হুকুম হচ্ছে যে, পিতার দ্বারা তোমাদের বেশি উপকার সাধিত হবে কি পুত্রের দ্বারা হবে তা তোমাদের জানা নেই। উভয় হতেই উপকারের আশা রয়েছে। এদের একের অপর হতে বেশি উপকার লাভের নিশ্চয়তা নেই। পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশি উপকার লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে, আবার পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারাও বেশি উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।'

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঐ নির্ধারিত অংশ ও উত্তরাধিকারের এ আহকাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফার্‌য করা হয়েছে। কোন আশায় বা ভয়ে এতে কম-বেশি করার কোন স্থান নেই। না কেহকে বঞ্চিত করা যাবে, না কেহকে বেশি দেয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞ। যে যার হকদার তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের স্থান তিনি খুব ভালই জানেন। তোমাদের লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর কোন কাজ ও কোন নির্দেশ নিপুণতা শূন্য নয়। সুতরাং তাঁর নির্দেশাবলী তোমাদের মেনে চলা উচিত।

১২। আর তোমাদের পত্নীগণের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তারা যা পরিত্যাগ করে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য উহার অর্ধাংশ; কিন্তু যদি তাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে তারা যা অসীয়াত করেছে সেই অসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ; এবং যদি তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তোমরা যা পরিত্যাগ করে যাবে, তাদের জন্য তার এক চতুর্থাংশ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি	١٢. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ	থাকে তাহলে তোমরা যা অসীয়াত করবে সেই অসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তাদের জন্য এক অষ্টমাংশ; যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায় এবং তার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে তাহলে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহলে কৃত অসীয়াত পূরণ করার পর অথবা ঋণ শোধের পর, কারও অনিষ্ট না করে তারা উহার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে; এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহিষ্ণু।

উত্তরাধিকারে স্বামী/স্ত্রীর প্রাপ্য

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন যে, স্ত্রী যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার স্বামী স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অর্ধেক পাবে, আর সে (স্ত্রী) যদি সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে তার সম্পদ থেকে পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে বাকি সম্পদ থেকে তার স্বামী চার ভাগের এক ভাগ প্রাপ্ত হবে।

শৃংখলা বিধান হচ্ছে এই যে, পূর্বে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তারপরে তাদের অসীয়াত পূরণ করতে হবে এবং পরে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ

বন্টিত হবে। এটা এমন একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় যার উপর উম্মাতের সমস্ত আলেমের ইজমা রয়েছে। এ মাসআলায় পুত্রের হুকুমে পৌত্র রয়েছে। এমনকি তাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানও এ হুকুমেরই আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তাদের বিদ্যমানতায়ও স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের অংশের কথা বলছেন ঃ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ তারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে বা এক অষ্টমাংশ পাবে। স্বামীর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ পাবে এবং সন্তান থাকলে এক অষ্টমাংশ পাবে। এই এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশের মধ্যে মৃত স্বামীর সমস্ত স্ত্রীই জড়িত থাকবে। চারজন, তিনজন বা দু'জন হলে তাদের মধ্যে এই অংশ সমানভাবে বন্টিত হবে। আর যদি একজনই হয় তাহলে সম্পূর্ণ অংশ সে একাই পাবে।

'কালালাহ' শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً *(যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায় ...)* كَلاَلَةٌ শব্দটিকে اِكْلِيْلٌ শব্দ হতে বের করা হয়েছে। اِكْلِيْلٌ ঐ মুকুট ইত্যাদিকে বলা হয় যা মস্তককে চতুর্দিক হতে ঘিরে নেয়। এখানে এর ভাবার্থ এই যে, তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে চার পাশের লোক। তার আসল ও ফরা' অর্থাৎ মূল ও শাখা নেই।

আবূ বাকরকে (রাঃ) كَلاَلَةٌ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'আমি আমার মতানুসারে উত্তর দিচ্ছি। যদি সেটা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হবে। আর যদি ভুল হয় তাহলে শাইতানের পক্ষ থেকে হবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হবেন। كَلاَلَةٌ তাকেই বলে যার পিতা ও পুত্র থাকেনা।' উমার ফারূক (রাঃ) খলীফা হলে তিনিও তাঁর অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন এবং বলেন আবূ বাকরের (রাঃ) মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমি লজ্জাবোধ করি।' (তাবারী ৮/৫৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমিই শেষ ব্যক্তি যে উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সাথে কথা

বলেছে। তিনি আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যা বলেছ তা সঠিক মতামত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ বিষয়ে আমি কি বলেছি? তিনি বললেন ঃ সঠিক কথা এই যে, كَلاَلَةٌ তাকেই বলা হয় যার মা-বাবা ও সন্তান নেই'। (তাবারী ৮/৫৯) আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ), আসাবী (রাঃ), নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং হাকামও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ৮/৫৫-৫৭) মাদীনাবাসী, কুফাবাসী এবং বসরাবাসীরও এটাই উক্তি। সাতজন ধর্মশাস্ত্রবিদ, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বিজ্ঞ উলামাগণও এটাই বলেন।

মায়ের পূর্ব-স্বামীর সন্তানদের প্রাপ্য অংশ

অতঃপর বলা হচ্ছে, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ তার ভাই অথবা বোন থাকে, অর্থাৎ মা পক্ষীয় ভাই বা বোন যেমন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষীর কিরআত রয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) প্রভৃতি (মহামানব) হতেও এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ *(তাহলে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহলে এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে)* মাতাজাত ভ্রাতাগণ কয়েকটি কারণে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ হতে পৃথক। প্রথমতঃ তারা উত্তরাধিকার হিসাবে মায়ের সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে। যেমন মা। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী অর্থাৎ ভাই ও বোন সমান সমান মীরাস পাবে। তৃতীয় এই যে, তারা শুধুমাত্র ঐ সময়েই উত্তরাধিকারী হবে যখন মৃত ব্যক্তি পিতা ও পুত্রহীন হবে। সুতরাং তারা পিতা ও পিতামহ এবং পুত্র ও পৌত্রের বিদ্যমানতায় উত্তরাধিকারী হবেনা। চতুর্থ এই যে, তারা এক তৃতীয়াংশের বেশি কোন অবস্থায়ই পায়না, তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন এবং পুরুষই হোক অথবা মহিলাই হোক।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'এই মীরাস বন্টন অসীয়াত কিংবা দেনা শোধ করার পরে হতে হবে। অসীয়াত এমন হবে যে, যেন কোন অবিচার করা না হয়, কারও কোন ক্ষতি না হয়, কেহ অত্যাচারিত না হয়, কোন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার

যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিংবা আল্লাহ যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তার চেয়ে যেন কোন কম বেশি না হয়। এর বিপরীত অসীয়াতকারী এবং এরূপ শারীয়াত বিরোধী অসীয়াতের ব্যাপারে চেষ্টাকারী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর শারীয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ যাদের জন্য প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের জন্য কোন অসীয়াত নেই। (আবূ দাঊদ ২৮৭০, তিরমিযী ২১২১, নাসাঈ ৩৬৭৩, ইব্‌ন মাজাহ ২৭১২, ২৭১৩)

১৩। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ; এবং যে কেহ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং এটাই বড় সফলতা।	١٣. تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
১৪। আর যে কেহ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	١٤. وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ

উত্তরাধিকারী আইনের সীমা লংঘন করার ব্যাপারে হুশিয়ারী

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয় ও তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। এরূপ লোকদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। অর্থাৎ এসব অবশ্য করণীয় কাজ এবং এর পরিমাণ যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে তাদের আত্মীয়তার নৈকট্য এবং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যার জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করেছেন এগুলি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা, তোমরা ঐগুলি ভেঙ্গে দিওনা অথবা অতিক্রম করনা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশাবলী মেনে নেয়, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কোন উত্তরাধিকারীকে কম বেশি দেয়ার চেষ্টা করেনা, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ পূরাপুরি পালন করে, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন ঃ

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারাই সফলকাম হবে এবং তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে।

وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পরিবর্তন করে, কোন ওয়ারিসের মীরাস কম/বেশি করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেনা, বরং তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ করে বা তাঁর বন্টনকে ভাল চোখে দেখেনা কিংবা তাঁর আদেশকে ন্যায় মনে করেনা, তারা চিরস্থায়ী অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'একটি লোক সত্তর বছর পর্যন্ত সাওয়াবের কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসীয়াতের সময় অন্যায় ও অবিচার করে, ফলে তার পরিণতি খারাপ কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।' অপরপক্ষে আর একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত অসৎ কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে স্বীয় অসীয়াতে ন্যায় পন্থা অবলম্বন করে, ফলে

তার পরিণতি ভাল কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে। অতঃপর এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা تِلْكَ حُدُوْدُ اللّهِ হতে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ কর।' (আহমাদ ২/২৭৮)

সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'একজন পুরুষ অথবা মহিলা ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কাজে লেগে থাকে, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় অসীয়াতের ব্যাপারে কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ করে, তখন তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়'। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ হতে শেষ পর্যন্ত (৪ ঃ ১২) পাঠ করেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৮৮, তিরমিযী ৬/৩০৪, ইব্ন মাজাহ ২/৯০২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

১৫। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জ কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর; অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।	١٥. وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
১৬। আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দুইজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান	١٦. وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا

কর; কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে এবং সদাচারী হয় তাহলে এতদুভয় হতে প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, করুণাময়।	وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

ব্যভিচারিনীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখার শাস্তি পরে রহিত হয়ে যায়

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সত্য সাক্ষ্য দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশ্লীলতা প্রমাণিত হলে তাকে যেন বাড়ীর বাইরে যেতে দেয়া না হয়, বরং মৃত্যু পর্যন্ত বাড়ীতেই যেন আটক রাখা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তবে হ্যাঁ, এটা অন্য কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন পূর্বের ঐ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের জন্য এ নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশ চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হয়। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), 'আতা খুরাসানী (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), এবং যাহ্হাকেরও (রহঃ) এটাই উক্তি যে, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে সবাই একমত।

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন তা তাঁর উপর খুবই ক্রিয়াশীল হত এবং তিনি কষ্ট অনুভব করতেন ও তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত। একদা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ করেন। অহীর সময়কালীন অবস্থা দূর হলে তিনি বলেন ঃ

'তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পথ নির্দেশ করেছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করে তাহলে তাদেরকে

একশ চাবুক মারতে হবে, অতঃপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে এবং এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। (আহমাদ ৫/৩১৭, মুসলিম ৩/১৩১৬, আবূ দাঊদ ৪/৫৭০, তিরমিযী ৪/৭০৫, নাসাঈ ৪/২৭০, ইব্ন মাজাহ ২/৮৫২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا যদি দু'জন পুরুষ পরস্পর এ নির্লজ্জতার কাজ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এই শাস্তি হল তাদেরকে তিরস্কার কর, অপদস্থ কর, জুতা পেটা কর ইত্যাদি। (তাবারী ৮/৮৫) চাবুক মারা ও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আইনের মাধ্যমে এ নির্দেশও রহিত হয়ে যায়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি দুই পুরুষের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ তিনি লূতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারটি বলতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কেহকে তোমরা লুতের (আঃ) কাওমের কাজ করতে দেখলে তাকে এবং যার উপরে সে সেই কাজ করেছে তাকেও হত্যা কর।' (আবূ দাঊদ ৪/৬০৭, তিরমিযী ৫/২১, নাসাঈ ৪/৩২২, ইব্ন মাজাহ ২/৮৫৬) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا যদি তারা উভয়ে এ কাজ হতে বিরত থাকে এবং সংশোধিত হয় তাহলে তোমরা তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করনা। কেননা পাপ হতে প্রত্যাবর্তনকারী নিস্পাপ ব্যক্তির মতই।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا আল্লাহ তাওবাহ কবূলকারী, করুণাময়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যভিচার করে তখন যেন সে তাকে চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদান করে এবং তার উপর আর যেন কোন শাসন গর্জন না করে।' (ফাতহুল বারী ৪/৪৯, মুসলিম ৩/১৩৩৮)

١٧. إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا	**১৭। তাওবাহ কবূল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর রয়েছে তা তো শুধু তাদেরই জন্য যারা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে থাকে, অতঃপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে; সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।**
١٨. وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمۡ كُفَّارٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا	**১৮। আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও ক্ষমা নয় যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে; তাদেরই জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।**

মৃত্যু পর্যন্ত তাওবাহ কবূল হওয়ার সময়

মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন যারা অজ্ঞানতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর তাওবাহ করে, যদিও এ তাওবাহ মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখার পূর্বে ঘড়ঘড় শব্দ হওয়ার পূর্বেই হয়।

মুজাহিদ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন, ইচ্ছা পূর্বকই হোক আর ভুল বশতঃই হোক যে কেহই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয় সেই অজ্ঞ, যে পর্যন্ত না সে তা হতে বিরত হয়।' (তাবারী ৮/৮৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আবুল আলিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) বলতেন, আল্লাহর বান্দা যে পাপ করে তা তারা না জানার কারণে অজ্ঞতা বশতঃই করে থাকে। (তাবারী ৮/৮৯) আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মা'মার (রহঃ) বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, সাহাবীগণ বলতেন ঃ 'বান্দা যে পাপ করে তা ইচ্ছা করেই করুক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক, অজ্ঞতা বশতঃই করে। (আবদুর রায্যাক ১/১৫১)

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ এ আয়াতে অবিলম্বে তাওবাহ করে নেয়ার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মরণের মালাক/ফেরেশতাকে দেখে নেয়ার পূর্বে মৃত্যু যন্ত্রণার সময়কে 'অবিলম্বে' বলা হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তৎক্ষণাত তাওবাহ করার অর্থ হচ্ছে তার শেষ নিঃশ্বাস যখন কণ্ঠ নালীর কাছে এসে উপস্থিত হয়। (তাবারী ৮/৯৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালীতে না পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করেন। (আহমাদ ২/১৩২, তিরমিযী ৯/৫২১, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন। ইব্ন মাজাহ (রহঃ) একে ভুলবশতঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে রিওয়ায়াতকারী বলেছেন। আসলে তিনি হবেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)।

فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً তবে হ্যাঁ, যখন সে জীবন হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে, মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে পাবে এবং আত্মা দেহ হতে বেরিয়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাবে এবং গড়গড়া শুরু হয়ে যাবে তখন তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা। এ জন্যও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'জীবন ভর যে পাপ কাজে লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু অবলোকন করে বলে, 'এখন আমি তাওবাহ করছি' এরূপ লোকের তাওবাহ গৃহীত হয়না।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَـٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَـٰنِهَا خَيْرًا

যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন নেক কাজ করেনি তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৮) ভাবার্থ এই যে, যখন মানুষ সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখবে তখন যে কেহ ঈমান আনবে অথবা সৎ কাজ সম্পাদন করবে তার সে সৎকাজ বা ঈমান কোন উপকারে আসবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ যারা কুফ্‌র ও শির্‌কের উপর মৃত্যু বরণ করে তাদেরও তাওবাহয় কোন উপকার হবেনা, তাদের নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ বা বিনিময়ও নেয়া হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত পর্দা পড়ে না যায়'। তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'পর্দা পড়ে যাওয়ার অর্থ কি?' তিনি বলেন ঃ 'শির্‌কের অবস্থায় প্রাণ বহির্গত হওয়া। (আহমাদ ৫/১৭৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَـٰـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا এরূপ লোকদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।

১৯। হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত	١٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ

كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا	তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ উহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে বাধ্য করনা এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে সম মর্যাদায় অবস্থান কর; কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন।
٢٠. وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا	২০। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক তাহলে তোমরা তন্মধ্য হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করনা; তাহলে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করে সেটা গ্রহণ করবে?
٢١. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ	২১। এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট গমন করেছিলে এবং তারা

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا	তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।
٢٢. وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا	২২। তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা, কিন্তু যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

'উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত মহিলা' কী

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হত। সে ইচ্ছা করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিত, ইচ্ছা করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিত, আবার ইচ্ছা করলে তাকে আর বিয়েই দিতনা। ঐ মহিলাটির আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশি হকদার মনে করা হত। অজ্ঞতা যুগের এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে বলা হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও। (ফাতহুল বারী ৮/৯৩)

স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়া যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ স্ত্রীদের বাসস্থানকে সংকীর্ণ করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করনা যে, তারা যেন সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় বা তাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন হক পরিত্যাগ করে। কেননা তাদেরকে শাসন গর্জন করে এই কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ কিন্তু যদি তাদের দ্বারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।' ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরীন (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাশানী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ কিলাবা আল সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন আবী হিলাল (রহঃ) বলেছেন যে, প্রকাশ্য অশ্লীলতার অর্থ হচ্ছে ব্যভিচার। অর্থাৎ সে সময় স্ত্রীদের নিকট হতে মোহর ফিরিয়ে নেয়া বৈধ। সে সময় তাদের জীবনকে সঙ্কটময় করে তোলা উচিত, যেন তারা খোলা করে নিতে বাধ্য হয়।' (তাবারী ৮/১১৫-১১৭) যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ

আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়িয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থির রাখতে পারবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখের মতে, এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা, তার অবাধ্য হওয়া, তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা, তার হক পূরাপুরি আদায় না করা ইত্যাদি। (তাবারী ৮/১১৭)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ, এর মধ্যে ব্যভিচারও রয়েছে এবং এ আচরণও রয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর জীবন সংকটপূর্ণ করে তোলা বৈধ, যেন সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় ও পরে তাকে পৃথক করে দেয়। ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) এ কথা খুবই যুক্তিযুক্ত।

স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনকভাবে সদ্ভাবে বসবাস করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। সাধ্যানুযায়ী নিজের অবস্থাও ভাল রাখ। তোমরা যেমন চাও যে, তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে

সুসজ্জিতা থাকুক, তদ্রূপ তোমরাও তাদের মনস্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে সুন্দর সাজে সজ্জিত রাখ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারকারী হয়। তোমাদের মধ্যে আমিই আমার পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী।’ (ফাতহুল বারী ১০/৩৯৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করতেন, তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তাদেরকে সদা খুশি রাখতেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতেন, তাদের অন্তর তিনি স্বীয় মুষ্টির মধ্যে রাখতেন, তাঁদের জন্য উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন, প্রশান্ত মনে তাদের উপর খরচ করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলতেন যে, তারা হেসে উঠতেন। এমনও ঘটেছে যে, তিনি উম্মুল মু’মিনীন আয়িশার (রাঃ) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। সে দৌড়ে আয়িশা (রাঃ) আগে বেড়ে যান। কিছু দিন পর আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলে আয়িশা (রাঃ) পিছনে পড়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘শোধ বোধ হয়ে গেল।’ (আবূ দাউদ ৩/৬৬) এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য ছিল আয়িশাকে (রাঃ) সন্তুষ্ট রাখা।

যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রি যাপনের পালা পড়তো সেখানে তাঁর সমস্ত সহধর্মিণীগণ একত্রিত হতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন, আলাপ আলোচনা হত এবং মাঝে মাঝে এমনও হত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন। অতঃপর তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন এবং তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন। স্বীয় সহধর্মিণীর সাথে একই চাদরে শয়ন করতেন, জামা খুলে ফেলতেন, শুধু লুঙ্গি পরে থাকতেন। ইশার সালাতের পর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ এ কথা সেকথা বলতেন যেন সহধর্মিণীদের মন খুশি হয়। মোট কথা, তিনি স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন। সুতরাং মুসলিমদেরও স্ত্রীদের সাথে প্রেম-প্রীতি বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ২১) এর বিস্তারিত আহকাম বর্ণনার জায়গা তাফসীর নয়, বরং ওর জন্য ঐ বিষয়েরই গ্রন্থরাজি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

মন না চাইলেও স্ত্রীদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করার মধ্যেই এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ওর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বড় রকমের মঙ্গল দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, হয়তো তাদের গর্ভে সৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কোন 'মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আধটি কথায় অসন্তুষ্টও হয় তাহলে তার স্ত্রী অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা অবশ্যই তাকে সন্তুষ্টও করবে।' (মুসলিম ১/১০৯১)

মোহর ফিরিয়ে নেয়ায় নিষেধাজ্ঞা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

তোমাদের কেহ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে এবং তার স্থানে অন্যকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর হতে কিছুই ফিরিয়ে না নেয়, যদিও তাকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করে থাকে। সূরা আলে ইমরানে *'কিনতারা'* শব্দের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রচুর সম্পদ প্রদান করাও বৈধ। উমার (রাঃ) প্রথমে প্রচুর মোহর দিতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তার সে কথা ফিরিয়ে নেন।

যেমন মুসনাদ আহমাদে আবুল আইফা আস সুলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উমারকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা। যদি এটা পার্থিব ব্যাপারে কোন ভাল জিনিস হত বা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুত্তাকী পরিচয়ের কাজ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্ব প্রথম ওর উপর আমল করতেন। তিনি তো তাঁর

কোন স্ত্রীর বা কন্যার মোহর বারো আউকিয়ার (প্রায় ৪০০ দিরহাম) বেশি নির্ধারণ করেননি। মানুষ অতিরিক্ত মোহর বেঁধে বিপদে পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী তার উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে যায় এবং তার অন্তরে তার প্রতি শত্রুতার সৃষ্টি হয়।'

এ হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনা ক্রমের মাধ্যমে এ হাদীসটি তার সুনান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ১/৪০)

হাফিয আবূ ইয়ালা (রহঃ) মাসরূক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) একদা মাসজিদে নাবভীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচরবর্গ তো চারশ দিরহামের বেশি মোহর প্রদান করেননি। এটা (অধিক মোহর প্রদান করা) যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া এবং দানশীলতার কাজ বলে বিবেচনা কর তাহলে তোমরা তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারনা। সাবধান! আজ হতে আমি যেন শুনতে না পাই যে, কেহ চারশ' দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করেছ।' এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসেন। তখন একজন কুরাইশ রমণী সম্মুখে এসে তাঁকে বলেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জনগণকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন?' তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন মহিলাটি বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে কালাম অবতীর্ণ করেছেন তা কি আপনি শুনেননি?' তিনি বলেন, 'ঐ কালাম কি?' মহিলাটি বলেন, 'শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا

এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২০) উমার (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমার হতে তো প্রত্যেকেই বেশি জানে।' অতঃপর তিনি ফিরে যান এবং তৎক্ষণাৎ মিম্বরের উপর উঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি যে, যে কোন লোক তার সম্পদ হতে ইচ্ছা মত মোহর নির্ধারণ করতে পারে।' (আবূ দাঊদ ২/৫৮২, তিরমিযী ৪/২৫৫, নাসাঈ ৬/১১৭, ইব্ন মাজাহ ১/৬০১) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ তোমাদের স্ত্রীদেরকে প্রদত্ত মোহর তোমরা কিরূপে ফিরিয়ে নিবে? অথচ তোমরা তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছ, প্রয়োজন মিটিয়েছ, তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঐ হাদীসে রয়েছে যাতে একটি লোকের তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ পেশ করার কথা বর্ণিত আছে। তাদের উভয়ের শপথ গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তোমাদের মধ্যে কেহ এখনও তাওবাহ করেছ কি?' তিনি এ কথা তিনবার বলেন। তখন পুরুষ লোকটি বলে, 'তার মোহর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'ওর বিনিময়েই তো সে তোমার জন্য বৈধ হয়েছিল। এখন যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে তো এটা আরও বহু দূরের কথা।' (ফাতহুল বারী ৯/৩৬৬, মুসলিম ২/১১৩১)

মোট কথা, আয়াতের ভাবার্থ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়েই গেছে। সুতরাং এখন মোহর ফিরিয়ে নেয়ার কোন অর্থ থাকেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا বিবাহ বন্ধন হচ্ছে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যার মধ্যে তোমরা আবদ্ধ হয়েছ। তোমরা মহান আল্লাহর এ নির্দেশ শুনেছ ঃ 'তোমরা তাদেরকে বন্ধনে রাখলে ভালভাবে রাখ, আর পরিত্যাগ করলে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ কর।

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদয় থাকবে, কারণ তোমরা তাদের সাথে আল্লাহর নামে চুক্তিবদ্ধ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে সহবাস করার অধিকার লাভ করেছ। (মুসলিম ২/৮৮৯)

পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা নিষেধ

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) *তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা।* এরপর আল্লাহ

তা'আলা বিমাতাকে বিয়ে করার অবৈধতা বর্ণনা করে তার সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করেছেন। এমন কি বাপ হয়তো শুধু বিয়েই করেছে, এখনও মা পিত্রালয় হতে বিদায় হয়েও আসেনি। এমতাবস্থায় তার তালাক হয়ে গেল বা পিতা মারা গেল তথাপিও ঐ স্ত্রী তার ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে। এর উপর ঐক্যমত রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে আত্মীয়কে (বিয়ে করা) আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন তাদেরকে অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও হারাম বলে জানত। শুধুমাত্র বিমাতা ও দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করাকে তারা হালাল মনে করত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমে এদেরকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। 'আতা (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ৮/১৩২-১৩৪)

যা হোক, এ ব্যাপারটি এ উম্মাতের উপর সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা। অন্যত্র ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫১)

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩২) এখানে ওর চেয়েও বেশি বলেছেন যে, এটা অরুচিকরও বটে। অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। এর ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এটা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করে সে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি শত্রুতাই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীগণকে মু'মিনদের মা রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং উম্মাতের উপর মায়েদের মতই তাঁদেরকেও হারাম করা হয়েছে। কেননা তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী, আর তিনি স্বীয় উম্মাতের পিতার মতই। এমনকি ইজমা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁর হক বাপ দাদার হকের চেয়েও বেশী। বরং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে জীবনের প্রতি ভালবাসার উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে।

এও বলা হয়েছে যে, এ কাজ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ এবং অতি নিকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং যে এ কাজ করে সে ধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য। কাজেই তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সম্পদ 'ফাই' হিসাবে বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেন, বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বলেছেন যে, তার চাচাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রেরণ করেন যে তার সৎ মাকে বিয়ে করেছিল। (আহমাদ ৪/২৯০, আবূ দাঊদ ৪/৬০৯, তিরমিযী ৪/৫৯৮, নাসাঈ ৪/২৯৬, ইব্ন মাজাহ ২/৮৬৯)

٢٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ
وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ
ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

২৩। তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ; এবং যা অতীত হয়ে গেছে, তদ্ব্যতীত দুই

عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا	**ভগ্নিকে একত্রে বিয়ে করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।**

যাদেরকে কখনো বিয়ে করা যাবেনা

বংশজাত, দুগ্ধ পান সম্বন্ধীয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেসব মহিলাকে যে সমস্ত পুরুষ কখনই বিয়ে করার অধিকারী হবেনা অর্থাৎ হারাম করা হয়েছে এ আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাত প্রকারের নারী রক্ত সম্পর্কের কারণে এবং সাত প্রকারের নারী বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ৮/১৪২) ভগ্নি কন্যাগণ পর্যন্ত তো হচ্ছে বংশজাত আত্মীয়। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ *তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ* তোমাদের জন্য হারাম।' ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং মুসলিম (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'জন্ম যাকে হারাম করে, স্তন্যপানও তাকে হারাম করে।' সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'বংশের কারণে যে হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও সে হারাম।' (ফাতহুল বারী ৯/৪৩, মুসলিম ২/১০৬৮)

বুকের দুধ পানকারীদের একের সাথে অন্যের বিয়ে হবেনা

আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দশবার দুধ পানের উপর অবৈধতার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। পরে ওটা রহিত হয়ে পাঁচবারের উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত ওটা পঠিত হতে থাকে। (মুসলিম ২/১০৭৫) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সালহা বিনতে সাহীলের (রাঃ) বর্ণনাটি। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আবূ হুযাইফার (রাঃ) গোলাম সালিমকে (রাঃ) পাঁচবার দুধপান করিয়ে দেন। (আবূ দাঊদ ২/৫৫০)

তবে এটা স্মরণীয় বিষয় যে, বিজ্ঞজনদের মতে এ দুধপান শিশুর দুধ ছেড়ে দেয়ার পূর্বে অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যেই হতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারাহর (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩) এর তাফসীরের মধ্যে দেয়া হয়েছে।

শাশুড়ীকে এবং স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে বিয়ে করা নিষেধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'শাশুড়ী হারাম।' যে মেয়ের সাথে বিয়ে হবে, এ বিবাহ বন্ধনের সাথে সাথেই তার মা হারাম হয়ে যাবে, মেয়ের স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক। তবে হ্যাঁ, যে নারীকে বিয়ে করছে তার সাথে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা রয়েছে। এখন যদি বিয়ের পর ঐ মহিলাটির স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে থাকে তাহলে তার মেয়েটি তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে।

আর যদি সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার কন্যা তার স্বামীর জন্য হারাম হবেনা। এজন্যই এ আয়াতে এ শর্ত লাগানো হয়েছে। কোন কোন লোক هُنَّ সর্বনামটিকে শাশুড়ী ও প্রতিপালিতা মেয়ে উভয়ের দিকেই ফিরিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, শাশুড়ীও ঐ সময় হারাম হয় যখন তার মেয়ের সঙ্গে তার জামাতার নির্জনবাস হয়, নচেৎ হারাম হয়না। শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রীর মাতাও হারাম হয়না এবং স্ত্রীর মেয়েও হারাম হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই।*

স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে লালন-পালন না করলেও বিয়ে করা যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم তোমাদের প্রতিপালিতা ঐ মেয়েরা তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের ক্রোড়ে (অভিভাবকত্বে) অবস্থিতা, যদি তাদের মাতাদের সঙ্গে তোমাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে। বিজ্ঞজনদের ঘোষণা এই যে, তারা ক্রোড়ে (অভিভাবকত্বে) লালিতা পালিতা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থায়ই হারাম হবে। যেহেতু এরূপ মেয়েরা সাধারণতঃ তাদের মায়েদের সাথেই থাকে এবং স্বীয় বৈপিত্রের (সৎ বাপের) নিকট প্রতিপালিতা হয় সেহেতু এ কথা বলা হয়েছে। এটা কোন শর্ত নয়। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৩৩) এখানেও 'যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে' এ শর্তটি ঘটনার প্রাধান্য হিসাবে করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমার বোন আবূ সুফইয়ানের মেয়ে ইয্যাহ্কে বিয়ে করুন।' তিনি বলেন ঃ 'তুমি এটা পছন্দ কর?' উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন 'হ্যাঁ, আমি আপনাকে শূন্য রাখতে পারিনা। তাছাড়া এ সৎ কাজে আমি আমার বোনকেও জড়িয়ে দিবনা কেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, এটা আমার জন্য বৈধ নয়।' উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আমি তো শুনেছি যে, আপনি নাকি আবূ সালমাহর (রাঃ) মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'উম্মে সালমাহর (রাঃ) গর্ভের মেয়েটির কথা বলছ?' তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'জেনে রেখ, প্রথমতঃ সে আমার জন্য এ কারণে হারাম যে, সে আমার প্রতিপালিতা, সে আমারই ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ যদি এরূপ না হত তবুও সে আমার উপর হারামই হত। কেননা সে

আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা, আমার ভ্রাতুস্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবূ সালমাহকে (রাঃ) সাওয়াইবাহ দুধ পান করিয়েছিলেন। সাবধান! তোমাদের কন্যা ও বোনদেরকে আমার উপর পেশ করনা।' (ফাতহুল বারী ৯/৬৪, মুসলিম ২/১০৭৩)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে ঃ 'উম্মে সালমাহর (রাঃ) সাথে আমার বিয়ে যদি নাও হত তথাপিও সে আমার জন্য হালাল হতনা।' (ফাতহুল বারী ৯/৬২) সুতরাং অবৈধতার মূল তিনি বিয়েকেই সাব্যস্ত করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, دَخَلْتُمْ بِهِنَّ এর ভাবার্থ হচ্ছে 'নারীদেরকে বিয়ে করা।' 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তাদের কাপড় সরিয়ে দেয়া, স্পর্শ করা এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে বসে পড়া।' ইব্ন যুরাইজ জিজ্ঞেস করেন, 'যদি এ কাজ স্ত্রীর বাড়ীতেই হয়?' 'আতা (রহঃ) উত্তরে বলেন, 'এখানকার ওখানকার দু'টোর হুকুম একই। এরূপ যদি হয়ে যায় তাহলে তার মেয়ে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে।'

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, শুধু নির্জনবাসের দ্বারাই তার মেয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয়না। যদি সঙ্গম করা, স্পর্শ করা এবং কামপ্রবৃত্তির সাথে তার কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীর মেয়ে তার উপর হারাম হবেনা।

পুত্রবধুরা তাদের শ্বশুড়দের জন্য হারাম

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ তোমাদের পুত্রবধুগণও তোমাদের উপর হারাম, যারা তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের পত্নী। অর্থাৎ পালক পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ

অতঃপর যায়িদ যখন তার (যায়নাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৭)

'আতা (রহঃ) বলেন, 'আমরা শুনতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদের (রাঃ) স্ত্রী যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন মাক্কার কুরাইশরা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দেয়। তখন নিম্নের

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ

এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪) এ আয়াতটি এবং

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪০) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/১৪৯)

হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতগুলি অস্পষ্ট, যেমন তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ, তোমাদের শাশুড়ীগণ। তাউস (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং মাকহুল (রহঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। আমি বলি অস্পষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সবাই এর মধ্যে জড়িত। শুধু বিয়ে করার পরেই অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, সঙ্গম হোক আর নাই হোক। এ মাসআলার উপর সবাই একমত যে, কেহ যদি প্রশ্ন করে, 'আয়াতে তো শুধু ঔরসজাত পুত্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহলে দুধ পুত্রের স্ত্রী অবৈধ হওয়া কিরূপে সাব্যস্ত হবে।' তাহলে এর উত্তর হবে এই যে, ওর অবৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ 'স্তন্যপান দ্বারা ওটাই হারাম হয় যা হারাম হয় বংশের দ্বারা।' (মুসলিম ২/১০৭২) জমহুরের মাযহাব এটাই যে, দুধ পুত্রের স্ত্রীও হারাম, যদিও তাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই।

দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ বিবাহে দু' বোনকে একত্রিত করাও তোমাদের জন্য হারাম। অধীনস্থ দাসীদের উপরও এ হুকুম প্রযোজ্য যে, একই সময় দু' বোনের সাথে সঙ্গম করা হারাম। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে যা হয়ে গেছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম।' সুতরাং জানা গেল যে, আগামীতে কোন সময় এ কাজ কারও জন্য বৈধ নয়।

সাহাবা, তাবেঈন, ঈমামগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের ইজমা আছে যে, একই সাথে দু' বোনকে বিয়ে করা হারাম। যে ব্যক্তি মুসলিম হবে এবং তার বিয়েতে দু'বোন থাকবে, তাকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, সে যে কোন একজনকে রাখবে অপরজনকে তালাক দিবে। আর এটা তাকে করতেই হবে। যাহহাক ইব্ন ফাইরুয (রাঃ) বলেন, তার পিতা বলেছেন ঃ 'আমি যখন মুসলিম হই তখন আমার দু' স্ত্রী ছিল যারা পরস্পর বোন ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাদের একজনকে তালাক দেই'। (আহমাদ ৪/২৩২)

চতুর্থ পারা সমাপ্ত।

২৪। এবং নারীদের মধ্যে বিবাহিতাগণ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারী - আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে অন্যান্য নারীদের; তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান কর; অনন্তর তাদের দ্বারা যে ফল ভোগ করবে তজ্জন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবেনা যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	٢٤. وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا	

যুদ্ধে অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া বিবাহিতা মহিলা বিয়ে করা হারাম

আল্লাহ বলেন ঃ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ যেসব নারীর স্বামী রয়েছে তারাও তোমাদের জন্য হারাম। তবে হ্যাঁ, কাফিরদের যেসব স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা তোমাদের জন্য বৈধ হবে। মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আওতাসের যুদ্ধে কিছু বিবাহিতা মহিলা বন্দিনী হয়ে আসে। আমরা তাদের সাথে এ জন্য সহবাস করা পছন্দ করিনি যে, তাদেরতো স্বামী রয়েছে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়'। (আহমাদ ৩/৭২, তিরমিযী ৪/২৮২, নাসাঈ ৩/৩০৮, তাবারী ৮/১৫৩, মুসলিম ২/১০৮০) তাবরানীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এটা খাইবারের যুদ্ধের ঘটনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লিখে দিয়েছেন, অর্থাৎ চারটি বিয়ের হুকুম। সুতরাং এটাই তোমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়, তোমরা ওর সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। তোমরা তাঁর শারীয়াত ও ফার্যগুলি মেনে চল।

বর্ণিত মহিলাগণ ছাড়া অন্যদের বিয়ে করা যাবে

এরপরে বলা হচ্ছে ঃ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ যে সব নারীর হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করা হল, তারা ছাড়া সমস্ত নারী তোমাদের জন্য হালাল। এটাই 'আতা (রহঃ) এবং অন্যান্যদের উক্তি। (তাবারী ৮/১৭২) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ তোমরা এ হালাল নারীদেরকে স্বীয় সম্পদ দ্বারা গ্রহণ কর। আযাদ নারীদেরকে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে এবং দাসীদেরকে সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই বিয়ে করতে

পারবে, তবে শারীয়াতের পন্থায় হতে হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবদ্ধ করার জন্য। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً যেসব স্ত্রী হতে তোমরা ফল ভোগ কর, সে ফল ভোগের বিনিময়ে তাদেরকে মোহর প্রদান কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট গমন করেছিলে। (*সূরা* নিসা, ৪ ঃ ২১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً

আর সন্তুষ্ট চিত্তে নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا

আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়িয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৯) এ আয়াত দ্বারা 'মুত্আ' বিয়ের উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

মু'তা বিয়ে বৈধ নয়

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً '*মু'তা*' বিয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'মু'তা' শারীয়াতেরই বিধান ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়। মু'তা বিয়ে হল ঐ বিয়ে যা অস্থায়ী বা সাময়িক, পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই আপনা আপনি ভেঙ্গে যায়। কোন বস্তুর বিনিময়ে কোনরূপ ফল ভোগ করলে তাকে 'মুত্আ' বলে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এর উত্তম মীমাংসা করেছে যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধে মু'তা' বিয়ে এবং পালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৯/৫৯০, মুসলিম ২/১০২৭) এ হাদীসের শব্দগুলি আহকামের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সহীহ মুসলিমে সুবরা' ইব্ন মা'বাদ জুহ্নী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে মুতআ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম। জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত পর্যন্ত ওটাকে হারাম করে দিয়েছেন। যার নিকট এ প্রকারের স্ত্রী রয়েছে সে যেন তাকে পরিত্যাগ করে এবং তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছ তা হতে কিছুই গ্রহণ করনা।' (মুসলিম ২/১০২৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ মোহর নির্ধারণের পর যদি তোমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে কিছু মীমাংসা করে নাও তাহলে কোন অপরাধ হবেনা'। বলা হয়েছে ঃ

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً মোহর সহজভাবে ও খুশি মনে দিয়ে দাও। (৪ ঃ ৪) তবে মোহর নির্ধারিত হবার পর যদি স্ত্রী তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয় তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর কারও কোন পাপ নেই।' হাযরামী (রহঃ) বলেন, 'মানুষ মোহর নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর তার দরিদ্র হয়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা বৈধ।' ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ উক্তিকেই পছন্দ করেছেন। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়'। এর বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে নিপুণতা ও যুক্তিযুক্ততা রয়েছে তা তিনিই খুব ভাল জানেন।

২৫। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম রমণীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী - সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে	٢٥. وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ

ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ
وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم
مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ
مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ
أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ
أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ
ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

কর। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্ভূত। অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবেনা। অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা দুস্কার্যকে ভয় করে। এবং যদি বিরত থাক তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম দাসীকে বিয়ে করা উচিত

যারা স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেনা এখানে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। রাবীআ' (রহঃ) বলেন যে, **طُوْلٌ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আর্থিক সচ্ছলতা। **فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات** *তাহলে তোমাদের ডান হাত অধিকারী সেই বিশ্বাসিনীকে বিয়ে কর।* অর্থাৎ দাসীকে বিয়ে করবে যখন তার আর্থিক সচ্ছলতা থাকবেনা।

وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ সমস্ত কাজের যথার্থতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটে প্রকাশমান। মানুষ তো শুধু বাহ্যিকটাই দেখে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্বাধীন ও দাস সবাই ঈমানী সম্পর্কের দিক দিয়ে একই। দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর'। জানা যাচ্ছে যে, দাসীদের অভিভাবক হচ্ছে তাদের মনিবগণ। তাদের অনুমতি ছাড়া দাসীদের বিবাহ সাধিত হয়না। অনুরূপভাবে দাসেরাও তাদের মনিবদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করতে পারেনা। হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে সে ব্যভিচারী।' (আবূ দাউদ ২/৫৬৩) তবে যদি কোন দাসীর অধিকারিণী কোন মহিলা হয় তাহলে তার অনুমতিক্রমে ঐ দাসীর বিয়ে ঐ ব্যক্তি দিয়ে দিবে যে স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারে। কেননা হাদীসে রয়েছে ঃ 'কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর বিয়ে না দেয়, কোন নারী যেন নিজের বিয়ে নিজে না দেয়, ঐ নারীরা ব্যভিচারিণী যারা নিজেরা নিজেদের বিয়ে দেয়।' (ইব্ন মাজাহ ১/৬০৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف স্ত্রীদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। তারা দাসী বলে তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্ধারিত মোহর হতে কিছুই কম করনা। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ তোমরা লক্ষ্য রেখ যে, নারীরা যেন নির্লজ্জতার কাজে আসক্তা না হয়, না তারা এমন হয় যে, কেহ যদি তাদের প্রতি আসক্ত হয় তাহলে তারাও তাদের প্রতি আসক্তা হয়ে পড়ে, না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হয়, না গোপনে পুরুষ বন্ধু খুঁজে বেড়ায়।' যাদের মধ্যে এরূপ জঘন্য আচরণ রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করতে আল্লাহ তা'আলা চরমভাবে নিষেধ করেছেন। বলা

হয়েছে 'গাইরা মুসাফিহাত' হল ঐ ঘৃণিত মহিলা যাদেরকে ব্যভিচারের জন্য ডাকা হলে তা থেকে তারা বিরত থাকেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'গাইরা মুসাফিহাত' হল ঐ সমস্ত মেয়েলোক যাদেরকে ডাকা হলে যে কোন লোকের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে আপত্তি করেনা। আর وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ হল ঐ সমস্ত মহিলা যাদের পুরুষ বন্ধু রয়েছে। (তাবারী ৮/১৯৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বি (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৮/১৯৪)

দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তি হল স্বাধীনা অবিবাহিতা মহিলার অর্ধেক

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক। ইহা দাসীদের বিয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যেমনটি নীচের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হবে ঃ

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের ডান হাত যার অধিকারী, সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে কর।

বলা হচ্ছে, উপরোক্ত শর্তগুলির বিদ্যমানতায় দাসীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হল ঐ লোকদেরকে যাদের ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় রয়েছে এবং স্ত্রী মিলনের উপর ধৈর্যধারণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য অবশ্যই পবিত্র দাসীদের সাথে বিয়ে বৈধ।' সেই সময়েও কিন্তু ধৈর্যধারণ করে দাসীদেরকে বিয়ে না করাই উত্তম। কেননা তাদের গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তারা তাদের মনিবের দাসী বা দাস হবে। তবে হ্যাঁ, যদি তাদের স্বামী দরিদ্র হয় তাহলে ইমাম শাফিঈর (রহঃ) প্রাচীন উক্তি অনুযায়ী এ সন্তানগুলির অধিকারী তাদের মনিব হবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্য সবকিছু পরিস্কার বর্ণনা করতে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	٢٦. يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
২৭। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও।	٢٧. وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا
২৮। আল্লাহ তোমাদের বোঝা লঘু করতে চান যেহেতু মানুষ দুর্বল (রূপে) সৃষ্ট হয়েছে।	٢٨. يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا

কুরআন ঘোষণা করছে, 'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হালাল ও হারাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান, যেমন এ সূরায় এবং অন্যান্য সূরাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের

প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তাঁর শারীয়াতের উপর আমল করতে থাক যে কাজ তাঁর নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তোমাদের তাওবাহ কবূল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায় কাজ হতে তোমরা তাওবাহ করে থাক সে তাওবাহ তিনি সত্বর কবূল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়। স্বীয় শারীয়াতে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কাজে ও স্বীয় ঘোষণায় তিনি সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণ নিপুণতার অধিকারী।

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا প্রবৃত্তি পূজারীরা অর্থাৎ শাইতানের দাস ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা এবং অসৎ লোকেরা তোমাদের পদস্খলন ঘটিয়ে তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথে চালাতে চায়।

يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ আল্লাহ তা'আলা শারীয়াতের আহকাম নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের পথ সহজ করতে চান এবং এর উপর ভিত্তি করেই কতগুলি শর্ত আরোপ করে দাসীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন। মানুষ জন্মগতভাবেই দুর্বল বলে মহান আল্লাহ স্বীয় আহকামের মধ্যে কোন কাঠিন্য রাখেননি। وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল বলে তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি দুর্বল। তারা স্ত্রীদের ব্যাপারে দুর্বল। তারা এখানে এসে একেবারে বোকা বনে যায়।

২৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা; কেবল মাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।	٢٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا	
٣٠. وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا	৩০। আর যে কেহ সীমা অতিক্রম করে অথবা যুল্‌মের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব এবং আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ সাধ্য।
٣١. إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا	৩১। তোমরা যদি সেই মহাপাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব।

অবৈধ আয় করা থেকে বিরত থাকার আদেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ *হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা।* আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে নিষেধ করছেন। সেই উপার্জনের দ্বারাই হোক যা শারীয়াতে হারাম, যেমন সুদ খাওয়া, জুয়া খেলা অথবা এরকমই প্রত্যেক প্রকারের কৌশলের দ্বারাই হোক, যদিও এটাকে কেহ কেহ বৈধ মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন। ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় ঃ একটি লোক কাপড় ক্রয় করছে এবং বলছে, 'আমার যদি পছন্দ হয় তাহলে রেখে দিব, নচেৎ কাপড় এবং একটি দিরহাম ফিরিয়ে দিব' এর হুকুম কি? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি

পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২১৭) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা যখন এ আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ নাযিল করেন তখন কিছু মুসলিম বলতে থাকেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে আমাদের মায়ের সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে আহার করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের খাদ্যই হল উত্তম সম্পদ। অতএব আমাদের করোরই অন্য কারও খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নাযিল করেন ঃ

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَـٰلَـٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম

করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৬১) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ।* তিজারাতান শব্দটিকে তিজারাতুনও পড়া হয়েছে। এটি اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ। যেমন বলা হচ্ছে, 'অবৈধযুক্ত কারণসমূহ দ্বারা সম্পদ জমা করনা।' কিন্তু শারীয়াতের পন্থায় ব্যবসা দ্বারা লাভ করা বৈধ, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় হোক অথবা দান হোক, সব কিছুর মধ্যেই এ হুকুম রয়েছে। (তাবারী ৮/২২১)

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পর রহিত করা যাবেনা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৪/৩৮৫, মুসলিম ৩/১১৬৩) ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ যখন দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে লেন-দেন করে (তা পরিবর্তন করার ব্যাপারে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা তা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। (ফাতহুল বারী ৪/৩৯০)

হত্যা করা এবং আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হারাম কাজগুলো করে এবং তাঁর অবাধ্য হয়ে, আর অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা। إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ দয়ায় পরিপূর্ণ।'

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইব্‌নুল আসকে (রাঃ) 'যাতুস্ সালাসিলের' যুদ্ধের বছর প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, একদা কঠিন শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়, এমনকি গোসল

করতে আমি আমার জীবনের উপর হুমকি মনে করি। সুতরাং আমি তায়াম্মুম করে আমার জামাআতকে ফাজরের সালাত আদায় করিয়ে দিই। অতঃপর ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই। তাঁর নিকট আমি আমার এ ঘটনাটি বর্ণনা করি। তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি তাহলে অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছ?' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কঠিন ঠাণ্ডা ছিল এবং আমার প্রাণের ভয় ছিল। অতঃপর আমার মনে পড়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন এবং আমাকে কিছুই বলেননি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরাই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করায় আমর ইব্নুল আস (রাঃ) এ ওযর পেশ করেছিলেন।

ইব্ন মারদুআই (রহঃ) এ আয়াতটির ব্যাপারে বলেন যে, আবূ হুরাইয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লৌহ শলাকা দ্বারা নিজকে হত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে ঐ লৌহ শলাকা হাতে নিয়ে তা দ্বারা নিজকে আঘাত করতেই থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে নিজকে হত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে ঐ বিষের পাত্র হাতে নিয়ে বিষ পান করতেই থাকবে। যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে ঝাপিয়ে পড়তেই থাকবে। (ফাতহুল বারী, মুসলিম)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'যে নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।' এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا যে কেহ অত্যাচার ও সীমা অতিক্রম করে এ কাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরত্বপণা দেখিয়ে ঐ কাজ করবে, সে জাহান্নামী হবে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এ কঠিন ভীতির ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ শুনে হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত।

বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট পাপ ক্ষমা হতে পারে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا তোমরা যদি বড় বড় পাপ হতে বেঁচে

থাক তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

মুসনাদ আহমাদে সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ জুমু'আর দিন কি, তা তুমি জান কি? আমি উত্তরে বললাম ঃ ওটা ঐ দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতা আদমের (আঃ) সৃষ্টি জমা করেন। তিনি বললেন ঃ আমি জানি জুমু'আর কি ফাযীলাত রয়েছে! যে ব্যক্তি এ দিন ভালভাবে পবিত্রতা লাভ করে জুমু'আর সালাতের জন্য আগমন করে এবং সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করে, তার সে কাজ পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত সমস্ত পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হত্যা হতে বেঁচে থাকে। ইমাম বুখারীও (রহঃ) সালমান ফারসীর (রাঃ) বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে নিম্নরূপ বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ধ্বংসকারী সাতটি পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাক।' জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐপাপগুলো কি?' তিনি বলেন ঃ '(১) আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা। (২) যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ তাকে হত্যা করা, তবে শারীয়াতের কোন কারণে যদি তার রক্ত হালাল হয় সেটা অন্য কথা। (৩) যাদু করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) পিতৃহীনের সম্পদ ভক্ষণ করা। (৬) কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা। (৭) সতীসাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে অপবাদ দেয়া।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন অথবা তাঁকে কেহ বড় পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তখন তিনি বলেন ঃ উহা হল ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে অংশী করা, আত্মহত্যা করা এবং মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন না করা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দিব? তা হল মিথ্যা বর্ণনা করা অথবা মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী শু'বাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমার মনে হয় খুব সম্ভব তিনি 'মিথ্যা সাক্ষী'র কথাই বলেছেন। (আহমাদ ৩/১৩১, ফাতহুল বারী ১০/৪১৯, মুসলিম ১/৯১))

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুর রাহমান ইব্ন আবী বাকরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বড় পাপের (কাবীরা গুনাহ) মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি তা বলে দিব? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন ঃ ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন না করা। অতঃপর তিনি হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে মিথ্যা কথন এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা তিনি বার বার বলছিলেন এবং আমরা মনে মনে বলছিলাম, তিনি যদি থামতেন! (ফাতহুল বারী ৫/৩০৯, মুসলিম ১/৯১)

সন্তানদের হত্যা না করার ব্যাপারে আর একটি হাদীস

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'তা এই যে, তুমি অন্য কেহকে আল্লাহর অংশীদার কর, অথচ একমাত্র তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার পরে কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ 'তার পরে এই যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তুমি তাকে হত্যা করে ফেল।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'তারপরে এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন।

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًا فَأُوْلَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮-৭০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে বড় পাপসমূহ হল আল্লাহর সাথে ইবাদাতে অন্যকে শরীক করা, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন না করা এবং আত্মহত্যা করা। শু’বাহ (রহঃ) বলেন যে, ‘এবং মিথ্যা শপথ করা’ বলেছিলেন কিনা তা আমি ঠিক মনে করতে পারছিনা। (বুখারী ৬৬৭৫, তিরমিযী ৩০২১, নাসাঈ ৮/৬৩)

মা-বাবাকে গালি দেয়া বড় পাপ

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মানুষের তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়াও কাবীরা পাপ।’ জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ তার পিতা-মাতাকে কিরূপে গালি দিবে?’ তিনি বললেন ঃ ‘এভাবে যে, সে অন্যের বাপকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার বাপকে গালি দেয়, সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার মাকে গালি দেয়।’ (মুসলিম ৯০)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মুসলিমকে গালি দেয়া মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করা হচ্ছে কুফরী।’ (বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৬৪)

৩২। এবং তোমরা ওর আকাংখা করনা যদ্বারা আল্লাহ একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং	٣٢. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا ۖ

وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا	**নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং তোমরা আল্লাহরই নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।**

অন্যের প্রাপ্য দেখে নিজের জন্য আফসোস না করা

উম্মে সালামাহ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পুরুষ লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে, আর আমরা নারীরা এ সাওয়াব হতে বঞ্চিত থাকি। অনুরূপভাবে মীরাসও আমরা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পেয়ে থাকি। সেই সময় وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৬/৩২২, তিরমিযী ৮/৩৭৫, ৩৭৭) এরপর বলা হয়েছে ঃ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ *পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে।* অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল কার্যের প্রতিদান ভাল এবং মন্দ কার্যের শাস্তি মন্দ হবে।

আল ওয়ালিবি (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যে অংশ পাবে তা পূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা কিভাবে উপকৃত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে অন্যদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দেয়া হয়েছে তা তোমরা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়োনা। কারণ এটাতো আল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে এবং তোমাদের আকাংখা তা পরিবর্তন করতে পারেনা। বরং তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং আমি তোমাদের তা প্রদান করব। কারণ আমিই মহানুভব এবং মহান দাতা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِه আমার নিকট আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা করতে থাক, পরস্পর একে অপরের ফাযীলাত চাওয়া অনর্থক হবে। তবে হ্যাঁ, আমার নিকট যদি আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা কর তাহলে আমি কৃপণ নই, বরং আমি দাতা, সুতরাং আমি দান করব এবং অনেক কিছুই দান করব।

৩৩। আমি সবাইকেই উত্তরাধিকারী করেছি যা তাদের মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে যায় এবং দক্ষিণ হস্ত যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।	٣٣. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ)। সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরা وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী। (তাবারী ৮/২৭০, ২৭১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'মাওয়ালী' অর্থ হচ্ছে আত্মীয় স্বজন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন যে, আরাবরা তাদের চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইদেরকে বলেন 'মাওলা'।

ইব্ন জারীর (রহঃ) مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, যা কিছু সে তার পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। অতএব এ আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য আত্মীয় স্বজন (যেমন সন্তান) নিযুক্ত করেছি, যারা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যেমনটি তোমরা তোমাদের মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকারী হয়েছ।

আর পরবর্তী বাক্যের (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মুহাজিরগণ যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন সেখানকার প্রথা অনুযায়ী তারা তাদের আনসার ভাইদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং আনসারগণের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের উত্তরাধিকারী হতেননা। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা উক্ত প্রথা রহিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য কর, তাদের উপকার কর এবং তাদের মঙ্গল কামনা কর। কিন্তু তারা তোমাদের মীরাস পাবেনা। তবে হ্যাঁ, তোমরা তাদের জন্য অসীয়াত করতে পার। (ফাতহুল বারী ৮/৯৬)

৩৪। পুরুষেরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণপোষণকারী, যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই হেতু যে, তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে; সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে। যদি নারীদের অবাধ্যতার আশংকা হয় তাহলে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর, তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর; অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করনা; নিশ্চয়ই

٣٤. ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

كَبِيرًا	আল্লাহ সমুন্নত, মহা মহীয়ান।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর সংরক্ষক ও প্রতিপালনকারী। সে স্ত্রীকে সোজা ও সঠিকভাবে পরিচালনাকারী। কেননা بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ *যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।* এ কারণেই নাবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শারীয়াতের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ সব লোক কখনও সাফল্য লাভ করতে পারেনা যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকত্রী বানিয়ে নেয়'। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের সম্পদ খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ

এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৮)

উত্তম স্ত্রীর বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ *(সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে)* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর সম্পদের হিফাযাত করা ইত্যাদি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'উত্তম ঐ নারী যখন তার স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন কোন নির্দেশ দেয় তখন তা পালন করে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে নিজেকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে নিরাপদে রাখে ও স্বীয় স্বামীর সম্পদের হিফাযাত করে।' অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২৯৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রামাযানের সিয়াম পালন করবে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হিফাযাত করবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, তাকে বলা হবে, যে কোন দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' (আহমাদ ১/১৯১)

অবাধ্য স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ যেসব নারীর দুষ্টামিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপর কু-প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয়না এবং তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে উপদেশ প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অন্তরে তাক্ওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেরকে বল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি কেহকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ করবে তাহলে নারীকে নির্দেশ দিতাম, সে যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে। কেননা তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই রয়েছে।' (তিরমিযী ৪/৩২৩)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে তখন সকাল পর্যন্ত মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৯/২০৫)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে রাতে কোন স্ত্রী রাগান্বিতা হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহর রাহমাতের মালাক/ফেরেশ্তা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।' (মুসলিম ৩/১০৫৯) তাই এখানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ এরূপ অবাধ্য নারীদেরকে প্রথমে বুঝাতে চেষ্টা কর অথবা বিছানা হতে পৃথক রাখ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'শয়ন তো বিছানার উপরেই করাবে, কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্তন করে থাকবে এবং সঙ্গম করবেনা। তার সাথে কথা বলাও বন্ধ রাখতে পার এবং স্ত্রীর জন্য এটাই হচ্ছে বড় শাস্তি।' (তাবারী ৮/৩০২) কোন কোন তাফসীরকারকের মতে তাকে পার্শ্বে শয়ন করতেও দিবেনা। সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আরও যোগ করেছেন 'তার সাথে কথা বলবেনা অথবা তার কথার উত্তরও দিবেনা।' (তাবারী ৮/৩০২-৩০৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'স্ত্রীর তার স্বামীর উপর কি হক রয়েছে?' তিনি বললেন ঃ

'যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে, তার মুখে আঘাত করনা, গালি দিওনা, ঘর হতে পৃথক করনা, ক্রোধের সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশে কথা বন্ধ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের করনা।' (আবূ দাউদ ২/৬০৬, নাসাঈ ৫/৩৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/৫৯৩, আহমাদ ৫/৩) অতঃপর বললেন ঃ 'তাতেও যদি ঠিক না হয় তাহলে তাকে শাসন-গর্জন করে এবং মৃদু প্রহার করে হলেও সরল পথে আন।' সহীহ মুসলিমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হাজ্জের ভাষণে রয়েছে ঃ

'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, যাদের যাতায়াতে তোমরা অসন্তুষ্ট তাদেরকে তারা আসতে দিবেনা। যদি তারা এরূপ না করে তাহলে তোমরা তাদেরকে উত্তমভাবে সতর্ক করতে পার। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তোমরা যুক্তি সঙ্গতভাবে তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে। (মুসলিম ৮/৮৮৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে হাল্কা প্রহার করা যাবে। (তাবারী ৮/৩১৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে কঠোর প্রহার করা যাবেনা। (তাবারী ৮/৩১৬)

স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হলে তাকে কোনভাবেই কষ্ট দেয়া যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً আল্লাহ তা'আলা স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য পালন করতে বলেছেন তা যথাযথ পালন করা হলে কোনভাবেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যায় আচরণ করা বৈধ নয়। অতএব এ

ক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করা অথবা বিছানা ত্যাগ করতে বলার স্বামীর কোন অধিকার নেই।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا আল্লাহ সমুন্নত ও মহীয়ান। অর্থাৎ যদি নারীদের পক্ষ হতে দোষত্রুটি প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই বা দোষত্রুটি করার পর সংশোধিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে শাসন-গর্জন কর তাহলে জেনে রেখ যে, তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৩৫। আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর তাহলে তোমাদের বংশ হতে একজন বিচারক এবং তোমাদের স্ত্রীদের বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর; যদি তারা মীমাংসার আকাংখা করে তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ।	٣٥. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগ

ইতোপূর্বে ঐ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অবাধ্যতা ও বক্রতা যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়। আর এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করে তাহলে কি করতে হবে? এ ব্যাপারে উলামা-ই কিরাম বলেন যে, এরূপ অবস্থায় শাসনকর্তা একজন নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিচারক নিযুক্ত করবেন, যিনি দেখবেন যে, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি কার পক্ষ হতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি অত্যাচারীকে অত্যাচার হতে বাধা দান করবেন। যদি এর দ্বারা কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় তাহলে শাসনকর্তা স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন ও পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক

নির্ধারণ করবেন এবং তাঁরা দু'জন মিলিতভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন। অতঃপর যাতে তারা মঙ্গল বিবেচনা করবেন সে মীমাংসাই করবেন। অর্থাৎ হয় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করবেন, না হয় মিলন ঘটিয়ে দিবেন। তবে আল্লাহ চান যে, তাদের মাঝে সমঝোতা হোক। তাই তিনি বলেন, إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا *যদি তারা মীমাংসার আকাংখা করে তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন।*

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন যে, স্ত্রী এবং স্বামী উভয়ের পক্ষ থেকে একজন করে ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হবে যারা খুঁজে বের করবেন যে, ঐ যুগলের মাঝে কে অন্যায় আচরণকারী। যদি স্বামী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে স্ত্রীর কাছে যেতে দেয়া হবেনা এবং এ জন্য তাকে কিছু অর্থ প্রদান করতে হবে। আর যদি স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে তার স্বামীর কাছেই থাকতে হবে, তবে তাকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবেনা। মীমাংসাকারীগণ যদি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অথবা অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্ত দেন তাহলে তা অনুমোদিত হবে। এমনকি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তো বলেন যে, সালিশদ্বয় যদি তাদেরকে একত্রীকরণের ফাইসালা করেন এবং সে ফাইসালা একজন মেনে নেয় ও অপরজন না মানে আর ঐ অবস্থায়ই একজনের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে যে সম্মত ছিল সে অসম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যে অসম্মত ছিল সে সম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবেনা। (তাবারী ৮/৩২৫)

ইমাম আবূ উমার ইব্ন বার্ (রহঃ) বলেন, এ কথার উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে যে, দু'জন সালিশের উক্তির মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে তখন বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে অপরের উক্তির উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হবেনা। তারা এ বিষয়ে একমত যে, যদি মীমাংসাকারীগণ কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তাহলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে তা মেনে নিতে বাধ্য; যদিও তারা মীমাংসাকারীগণকে তাদের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করেনি। এ কথার উপরও ইজমা হয়েছে যে, যদি সালিশদ্বয় সংযোগ স্থাপন করতে চান তাহলে তাদের ফাইসালা কার্যকর হবে। কিন্তু যদি তারা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করতে চান তাহলেও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে কিনা সেই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজনের মাযহাব এটাই যে, সে সময়েও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে যদিও তাদেরকে ওয়াকীল (উকিল) বানানো না হয়।

٣٦. وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا	**৩৬। এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা।**

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং মা-বাবার বাধ্য থাকতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদাতের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং স্বীয় একাত্মবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, নি'আমাত প্রদানকারী এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর সদা-সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দানের বৃষ্টি বর্ষণকারী একমাত্র তিনিই। অতএব তাঁর সৃষ্টিসমূহের কোন কিছুকে শরীক না করে এককভাবে ইবাদাত পাবার যোগ্যতা রাখেন একমাত্র তিনিই।

একবার মু'আযকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ 'বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কী তা জান কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তা হচ্ছে এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করবেনা।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'বান্দা যখন এটা করবে তখন আল্লাহর জিম্মায় তাদের হক কী রয়েছে তা জান কি? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেননা।'(ফাতহুল বারী ১৩/৩৫৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের রাব্ব আদেশ করছেন যে, তোমরা তাঁকে (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং তোমরা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন, 'তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও ভাল ব্যবহার কর।' যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

'মিসকীনদের উপর সাদাকাহ শুধু সাদাকাই হয় এবং আত্মীয়দের উপর সাদাকাহ সাদাকাও হয় এবং সাথে সাথে আত্মীয়তার সংযোগ স্থাপনও হয়।' (তিরমিযী ৩/৩২৪)

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে, 'তোমরা পিতৃহীনদের সাথেও উত্তম ব্যবহার কর। কেননা তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের মাথায় স্নেহের হস্তচালনাকারী, তাদেরকে সোহাগকারী এবং স্নেহ ও আদরের সাথে তাদেরকে পানাহারকারী দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে।'

এরপর মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা তারা অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'তোমরা মিসকীনদের অভাব দূর কর এবং তাদের কাজকর্ম করে দাও।' ফকীর ও মিসকীনের পূর্ণ বর্ণনা সূরা বারাআতে (সূরা তাওবাহ) ইনশাআল্লাহ আসবে।

প্রতিবেশীর হক

এবারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, তারা সম্পর্কীয় প্রতিবেশীই হোক, অথবা সম্পর্কবিহীনই হোক। ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) وَالْجَارِ الْجُنُبِ এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা প্রতিবেশী ও অনাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ৮/৩৩৫, ৩৩৬) প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হচ্ছে ঃ

(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এত বেশি উপদেশ দেন যে, আমার ধারণা হয় তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।’ (আহমাদ ২/৮৫, ফাতহুল বারী ১০/৪৫৫, মুসলিম ৪/২০২৫)

(২) মুসনাদ আহমাদেই রয়েছে, আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট উত্তম সঙ্গী ঐ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে।’ (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

(৩) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা স্বীয় সাহাবীবর্গকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘ব্যভিচার সম্বন্ধে তোমরা কি বল?” সাহাবীগণ বলেন, ওটা অবৈধ। আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত ওটা অবৈধই থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কম পাপী যে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে।’ পুনরায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমরা

চুরি সম্বন্ধে কি বল? তাঁরা উত্তরে বলেন, 'ওটাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করেছেন এবং ওটাও কিয়ামাত পর্যন্ত হারামই থাকবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'জেনে রেখ যে, যে চোর দশ বাড়ীতে চুরি করেছে তার পাপ ঐ চোরের পাপ হতে হালকা, যে তার প্রতিবেশীর ঘর হতে কিছু চুরি করে।' (আহমাদ ৬/৮)

(৪) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি?' তিনি বলেন ঃ 'তা এই যে, তুমি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করছ যে, সে তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। আমি আবার বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ 'তারপরে এই যে, তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও।' ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

(৫) মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমার দুই প্রতিবেশী রয়েছে। আমি একজনের কাছে উপঢৌকন পাঠাতে চাই, তাহলে কার কাছে পাঠাব?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যার দরজা নিকটে হবে।' (আহমাদ ৬/১৭৫, বুখারী ৬০২০)

ভৃত্য ও অধীনস্তদের প্রতি সদয় হতে হবে

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সঙ্গেও সৎ ব্যবহার কর। কেননা ঐ গরীবেরা তো তোমাদের হাতে রয়েছে। তাদের উপর তো তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো স্বীয় মৃত্যুশয্যাও তাঁর উম্মাতকে এর জন্য অসীয়াত করে গেছেন। তিনি বলেন ঃ 'হে লোকসকল! সালাত ও দাসদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।' (নাসাঈ ৪/২৫৮) বার বার তিনি এ কথা বলতেই থাকেন, অবশেষে তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তুমি নিজে যা খাও ওটা সাদাকাহ, যা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও

ওটাও সাদাকাহ, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ এবং যা তোমার পরিচারককে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ।' (আহমাদ ৪/১৩১, নাসাঈ ৫/৩৭৬) এ হাদীসটির বর্ণনায় ধারাবাহিকতা রয়েছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) স্বীয় দেখাশুনাকারীকে বলেন, 'গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছ কি?' তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত দেইনি।' তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ যাও, দিয়ে এসো। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষের জন্য এ পাপই যথেষ্ট যে, সে যে আহার্যের মালিক তা সে আটকে রাখে।' (মুসলিম ২/৬৯২)

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অধীনস্ত গোলামের হক এই যে, তাকে খাওয়ানো, পান করানো ও পরানো হবে এবং তার দ্বারা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া হবেনা।' (মুসলিম ৩/১২৮৪)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কারও পরিচারক তার খাদ্য নিয়ে আসে তখন তোমাদের উচিত যে, যদি পার্শ্বে বসিয়ে খাওয়াতে না পার তাহলে কমপক্ষে তাকে দু' এক গ্রাস দিয়ে দিবে। তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে, রান্না করার গরম ও কষ্ট তাকেই ভোগ করতে হয়েছে।' ফাতহুল বারী ৫/২১৪, মুসলিম ৩/১২৮৪)

আল্লাহ অবাধ্যকারীকে পছন্দ করেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা। তারা নিজেদেরকে ভাল মনে করলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তারা আদৌ ভাল নয়। তারা নিজেদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা মূল্যহীন। জনগণের দৃষ্টিতেও তারা হেয় ও তুচ্ছ। তারা কত বড় অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ যে, কারও উপর কিছু অনুগ্রহ করলে তাকে সেই অনুগ্রহের খোঁটা দেয়, কিন্তু তাদের প্রভুর যে নিআমাত তাদের উপর রয়েছে তার জন্য তারা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। মানুষের মধ্যে বসে তারা গর্ব করে বলে আমি এত বড় লোক, আমার এটা আছে, ওটা আছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াকিদ আবূ রাজা হারভী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অহংকারী ও আত্মম্ভরী হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা হয়ে থাকে।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا

আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধ্যত ও হতভাগ্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩২)

বানূ হাজীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন ঃ 'কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে (লটকিয়ে) পরিধান করনা। কেননা এটা হচ্ছে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দ করেননা।' (আহমাদ ৫/৬৪)

৩৭। যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুতঃ আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	٣٧. ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
৩৮। এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আর যাদের সহচর শাইতান	٣٨. وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ

ٱلشَّيۡطَـٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا	- সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে।
٣٩. وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا	৩৯। আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত - যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করত? এবং আল্লাহ তাদের বিষয়ে যথার্থই অবগত।

আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করার জন্য রয়েছে শাস্তি

ইরশাদ হচ্ছে ঃ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ খরচ করতে কার্পণ্য করে, যেমন বাপ-মাকে প্রদান করতে এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীকে অভাবের সময় আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার কাজে কার্পণ্য করে, শুধু তাই নয় বরং লোকদেরকেও কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ না করার পরামর্শ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ আর কি হতে পারে?' (আদাব আল মুফরাদ ৮৩) তিনি আরও বলেছেন ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কার্পণ্য হতে বেঁচে থাক। এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণেই তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতা, অন্যায় ও দুষ্কার্য প্রকাশ পেয়েছিল।' (আবূ দাঊদ ২/৩২৪) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِه তারা এ দু'টি দুষ্কার্যের সাথে সাথে আরও একটি দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়। তা এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ গোপন করে, ঐগুলি প্রকাশ করেনা। ঐগুলি না তাদের খাওয়া পরায় প্রকাশ পায়, না আদান-প্রদানে প্রকাশিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ

মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী। (সূরা 'আদিয়াত, ১০০ ঃ ৬-৭) তার পরে বলেন ঃ

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন। (সূরা 'আদিয়াত, ১০০ ঃ ৮) এখানেও বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন করছে। এরপর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। 'কুফ্‌র' শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন করা এবং ঢেকে দেয়া। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতকে গোপন করে, ওর উপরে পর্দা নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ ঐ নি'আমাতসমূহ অস্বীকার করে। হাদীসে রয়েছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে স্বীয় নি'আমাত দান করেন তখন চান যে, ওর চিহ্ন যেন তার উপরে প্রকাশ পায়।' (তাবারানী কাবীর ১৮/১৩৫)

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের ঐ কার্পণ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে কার্পণ্য তারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী গোপন করার ব্যাপারে করত। এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের কার্পণ্যের ব্যাপারে হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পষ্টতঃ এখানে সম্পদের কৃপণতার কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে, যদিও ইলমের কৃপণতা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা ভুললে চলবে না যে, এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন ও দুর্বলদেরকে সম্পদ প্রদানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে লোকদেরকে দেখানোর জন্য সম্পদ প্রদানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ঐ কৃপণদের কথা যারা টাকা পয়সাকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখে। তার পরে বর্ণনা করা হয়েছে ঐ লোকদের যারা সম্পদ খরচ তো করে বটে, কিন্ত অসৎ উদ্দেশে ও দুনিয়ায় নাম-যশ কেনার জন্য। وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـاءَ النَّاسِ *এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে।*

হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে তিন প্রকারের লোকের জন্য জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে, তারা হল রিয়াকার আলেম, রিয়াকার গাযী এবং রিয়াকার ব্যয়কারী (দাতা)। ঐ দাতা বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেক রাস্তায় স্বীয় সম্পদ খরচ করেছিলাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার

ইচ্ছা তো শুধু এই ছিল যে, তুমি বড় দাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ কর। সুতরাং তা বলা হয়ে গেছে।' অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ। তা আমি তোমাকে দুনিয়ায়ই দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তুমি তোমার উদ্দেশ্য লাভ করেছ। (নাসাঈ ৬/২৪) এ জন্য আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قَرِينًا

এবং তারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা। শাইতান তাদেরকে খারাপ কাজ করতে নানাভাবে প্রলুদ্ধ করে, যদিও তাদের উচিত উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করা। অভিশপ্ত শাইতান খারাপ কাজকে শোভনীয় করে তাদেরকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে তোলে। এ জন্যই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ ও কিয়ামাতের উপর তাদের বিশ্বাস নেই, নতুবা তারা শাইতানের ফাঁদে পড়তনা এবং খারাপকে ভাল মনে করতনা। তারা শাইতানের সঙ্গী। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ

তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে, সঠিক পথে চলতে, রিয়া পরিত্যাগ করতে এবং ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তাতে (ঈমান আনায়) তাদের কি ক্ষতি হচ্ছে? বরং সরাসরি উপকারই রয়েছে। কারণ এর ফলে তাদের পরিণাম ভাল হবে। তারা আল্লাহর পথে খরচ করতে সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করছে কেন? তারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে না কেন? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তাদের ভাল ও মন্দ নিয়াতের জ্ঞান তাঁর পূরাপুরিই রয়েছে। ভাল কাজের তাওফীক লাভ করার যোগ্য ও অযোগ্য সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান। ভাল লোকদেরকে তিনি ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করে স্বীয় সন্তুষ্টির কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিয়ে তাদেরকে তাঁর নৈকট্য দান করে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকদেরকে তিনি স্বীয় মহা মর্যাদা সম্পন্ন দরবার হতে দূরে সরিয়ে দেন, যার ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যায়।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ওটা হতে আশ্রয় দান করুন!

৪০। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ	٤٠. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمًا	কাজ করে থাকে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন।
٤١. فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا	৪১। অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব?
٤٢. يَوۡمَئِذٖ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضُ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا	৪২। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে - যেন ভূমন্ডলের সাথে তারা মিশে যায় এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা।

আল্লাহ কারও প্রতি অণু পরিমানও অন্যায় করেননা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তিনি কারও উপর অত্যাচার করেননা, কারও সাওয়াব নষ্ট করেননা, বরং তা আরও বৃদ্ধি করে তার সাওয়াব ও প্রতিদান কিয়ামাতের দিন দান করবেন।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ

আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন যে, লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন ঃ

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَـٰلَهُمْ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ.

সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৬-৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফ'আতযুক্ত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে ঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফিরে এসো এবং যার অন্তরে সরিষার দানার সমান ঈমান দেখ তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আবার ফিরে যাও এবং যার অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান ছিল তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে এসো। তখন অনেক লোককে ওখান থেকে বের করে আনা হবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআন কারীমের إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ *নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা।* এ আয়াতটি পাঠ করে নাও।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৩, মুসলিম ১/১৬৭)

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি কি কমিয়ে দেয়া হবে?

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا এ উক্তির কারণে মুশরিকেরও শাস্তি কম করা হবে। তবে হ্যাঁ, জাহান্নাম হতে তাদের তো বের করা হবেইনা। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার চাচা আবূ তালিব আপনার আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি আপনাকে লোকদের কষ্ট দেয়া হতে রক্ষা করতেন এবং

আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন তাহলে তার কোন লাভ হবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তিনি খুব অল্প আগুনের মধ্যে রয়েছেন। যদি আমার এ সম্পর্ক না থাকত তাহলে তিনি জাহান্নামের একেবারে নিম্ন তলায় থাকতেন।' (বুখারী ৩৮৮৩, ৬২০৮; মুসলিম ২০৯)

কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এ উপকার শুধুমাত্র আবূ তালিবের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্যান্য কাফির এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মুসনাদ-ই তায়ালেসীর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ মু'মিনের কোন সাওয়াবের উপর অত্যাচার করেননা। দুনিয়ায় খাওয়া-পরা ইত্যাদির আকারে প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আকারে ওর প্রতিদান পাবে। তবে হ্যাঁ, কাফির তো তার সাওয়াব দুনিয়ায়ই খেয়ে নেয়। সুতরাং কিয়ামাতের দিন তার নিকটে কোন সাওয়াবই থাকবেনা। (মুসলিম ২৮০৮, তায়ালিসী ৪৭)

'বিরাট পুরস্কার' কী?

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে জান্নাত। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের প্রার্থনা করছি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ উসমান আন নাহদি (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি সংবাদ পাই যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাকে একটি সাওয়াবের বিনিময়ে এক লক্ষ সাওয়াব দান করে থাকেন।' আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয় এবং আমি বলি, আমি তো তোমাদের সবার চেয়ে অধিক সময় আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) কাছে থেকেছি। আমি তো কখনও তাঁর নিকট এ হাদীসটি শুনিনি। তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, আমি নিজেই গিয়ে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এটা জিজ্ঞেস করব।

অতএব আমি সফরের আসবাবপত্র ঠিক করে নিয়ে এ বর্ণনাটির সত্যতা নিরূপণের জন্য যাত্রা শুরু করি। আমি জানতে পারি যে, তিনি হাজ্জে গিয়েছেন। আমিও হাজ্জের নিয়াত করে সেখানে পৌঁছি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! আমি শুনেছি যে, আপনি এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা কি সত্য? তিনি তখন বলেন, 'তুমি কি এতে বিস্ময় বোধ করছ? তুমি কি কুরআন কারীমে পাঠ করনি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে

ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।' অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৮) (আহমাদ ৭৯৩২)

কিয়ামাত দিবসে আমাদের নাবী (সাঃ) তাঁর উম্মাতের পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং কাফিরেরা চাবে তাদের আবার মৃত্যু হোক

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا** *অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব?* সেদিন নাবীগণকে সাক্ষী রূপে পেশ করা হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 'আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে।' এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) অন্য এক জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ

সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদকে (রাঃ) বলেন, 'আমাকে কিছু কুরআন কারীম পাঠ করে শোনাও।' আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) তখন বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে কুরআন কারীম পাঠ করে কি শোনাব? কুরআন কারীম তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে।' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি অন্যের নিকট হতে শুনতে চাই।' আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ)

বলেন, 'আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করতে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন আমি فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪১) এ আয়াতটি পাঠ করি তখন তিনি বলেন ঃ 'যথেষ্ট হয়েছে।' আমি দেখি যে, তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।' (ফাতহুল বারী ৮/৭১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ

সেদিন কাফিরেরা এবং রাসূলের অবাধ্যাচরণকারীরা আকাংখা করবে যে, যদি যমীন ফেটে যেত এবং মাটি ওদের ঢেকে ফেলত এবং পরে মাটি সমতল হয়ে যেত তাহলে কতইনা ভাল হত! কেননা তারা সেই দিন অসহ্য ত্রাস, অপমান এবং শাসন-গর্জনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَـٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَٰبًا.

সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে ঃ হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৪০)

অতঃপর বলা হচ্ছে, وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا তারা সেদিন এ সমস্ত কাজের কথা স্বীকার করে নিবে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল এবং একটি কথাও তারা গোপন করতে পারবেনা।

মুসনাদ আবদুর রাযযাকে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি এসে ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন, 'কুরআনুল হাকীমের কিছু বিষয় আমার নিকট বৈসাদৃশ্য ঠেকছে।' তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরআনুল হাকীমের কোন্ বিষয়ে তোমরা সন্দেহ রয়েছে?' লোকটি বলেন, 'সন্দেহ তো নেই। কিন্তু আমার জ্ঞানে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেখানে যেখানে তুমি বৈসাদৃশ্য মনে করছ সেইগুলি উল্লেখ কর।' তখন লোকটি উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে বলেন, একটি দ্বারা গোপন করা প্রমাণিত হচ্ছে এবং অপরটি দ্বারা গোপন না করা প্রমাণিত হচ্ছে। তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ উত্তর প্রদান করে দু'টি আয়াতের মর্ম বুঝিয়ে দেন ঃ কিয়ামাত দিবসে তারা যখন দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা একমাত্র শিরক্কারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তা যত বড়ই হোক না কেন, তখন মুশরিকরা মিথ্যা কথা বলবে। কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তখন তারা বলবে ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা মুশরিক ছিল। يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا সে সময় তারা কামনা করবে, যেন ভূমণ্ডলের সাথে তারাও সমতল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন কথাই তারা গোপন করতে পারবেনা। (আবদুর রায্যাক ১/১৬০)

٤٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ

৪৩। হে মু’মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দাড়ায়মান হয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী,

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا	ক্ষমাশীল।

মদ্যপ অথবা অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষেধ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন। কেননা সে সময় সালাত আদায়কারী নিজেই বুঝতে পারেনা যে, সে কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে তাকে সালাতের স্থানে অর্থাৎ মাসজিদে আসতেও নিষেধ করা হয়েছে এবং অবগাহনের পূর্বে অপবিত্র লোককেও মাসজিদে আসতে নিষধ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এরূপ ব্যক্তি কোন কাজ বশতঃ যদি মাসজিদের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে আসে এবং সেখানে অবস্থান না করে তাহলে এ যাতায়াত বৈধ।

নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। যেমন ঃ সূরা বাকারাহর يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (২ ঃ ২১৯) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি উমারের (রাঃ) সামনে পাঠ করেন তখন উমার (রাঃ) প্রার্থনা করেন–‘হে আল্লাহ! মদ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কারভাবে আয়াত অবতীর্ণ করুন।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী না হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরে লোকেরা সালাতের সময় মদ পান পরিত্যাগ করে। এটা শুনে উমার (রাঃ) পুনরায় এ প্রার্থনাই করেন। তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে মদ হতে দূরে থাকার পরিষ্কার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০-৯১) এটা শুনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমরা বিরত থাকলাম।' (আহমাদ ১/৫৩) এ বর্ণনার একটি সনদে রয়েছে যে, যখন সূরা নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয় তখন প্রথা ছিল, যখন সালাত আরম্ভ করা হত তখন একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত, 'মাতাল ব্যক্তি যেন সালাতের নিকটবর্তী না হয়। (আবূ দাউদ ৪/৮০)

৪ ঃ ৪৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করেছেন। সাদ (রাঃ) বলেন, 'আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একজন আনসারী খাদ্য রান্না করে বহু লোককে দা'ওয়াত দেন। আমরা ভোজনে পরিতৃপ্ত হই। অতঃপর আমরা মদ পান করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। এরপর আমরা পরস্পরের গৌরব প্রকাশ করতে থাকি। একটি লোক উটের চোয়ালের অস্থি উঠিয়ে সাদের (রাঃ) নাকে আঘাত করে এবং ওর চিহ্ন থেকে যায়।' সে সময় পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। অতঃপর يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।' (আবূ দাউদ ২৮, ১৭৭৩; মুসলিম ৪/১৮৭৮, তিরমিযী ৮/৪৪৬, নাসাঈ ৬/৩৪৮) এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ' ইব্ন মাজাহ ছাড়া অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আর একটি কারণ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) বলেছেন ঃ আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) কিছু খাবার তৈরী করে আমাদের দা'ওয়াত দেন এবং তখন আমাদেরকে মদও পান করতে দেয়া হয়। যখন আমরা মাতাল পর্যায়ে পৌঁছলাম এবং সালাতেরও সময় হয়ে যায় তখন আমাদের

কোন একজনকে সালাতের ইমামতি করতে বলা হয়। সে পাঠ করছিল, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ* مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ* وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ* (বল হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাত করিনা, কিন্তু আমরা তার ইবাদাত করি যার ইবাদাত তোমরা করছ) সেই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়। (তাবারী ৮/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৩৮০) এ হাদীসটি জামিউত্ তিরমিযীতেও রয়েছে এবং এটা হাসান সহীহ। যখন কোন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় থাকে তখন অবশ্যই সে কুরআন পাঠে ভুল করে এবং সালাত আদায়ের সময় সে বিনয়ী হতে পারেনা।

এও বলা হয়েছে যে, যদিও শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তোমরা মাতাল অবস্থায় সালাত আদায় করনা, কিন্তু ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা নেশার জিনিস পানাহারও করনা।' কেননা এটা কিরূপে সম্ভব যে, একজন মদ পানকারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক সময়ে আদায় করতে পারে অথচ সে বরাবর মদ পান করতেই থাকে? মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'সালাত আদায় করা অবস্থায় তোমাদের কারও তন্দ্রা এলে সে যেন ফিরে আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে সে কি বলছে।' (আহমাদ ৩/১৪২, ফাতহুল বারী ১/৩৭৭, নাসাঈ ১/২১৫) হাদীসের কতক শব্দ এও রয়েছে ঃ

'সে চায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিন্তু হয়তো তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা বেরিয়ে যাবে।' (ফাতহুল বারী ১/৩৭৫)

এবারে বলা হচ্ছে ঃ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ অপবিত্র ব্যক্তিও যেন গোসল করার পূর্বে সালাতের নিকটবর্তী না হয়। তবে হ্যাঁ, অতিক্রম করা হিসাবে মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা জায়িয। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরূপ অপবিত্র অবস্থায় মাসজিদের ভিতরে যাওয়া জায়িয নয়, তবে মাসজিদের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। মাসজিদে বসতে পারবেনা। (তাবারী ৮/৩৮২)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আনাস (রাঃ), আবূ উবাইদা (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) আবূ আদদুহা (রহঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আমর ইব্ন দিনার (রহঃ), হাকাম

ইব্ন উতাইবাহ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী (রহঃ), ইব্ন শিহাব (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৮/৩৮১-৩৮৪)

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (রহঃ) বলেন যে, কিছু আনসার যারা মাসজিদের চতুর্দিকে বাস করতেন, তারা অপবিত্র হলে বাড়ীতে হয়তো পানি থাকতনা, আর তাদের ঘরের দরজা মাসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকত, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা ঐ অবস্থায়ই মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করতে পারেন। (তাবারী ৮/৩৮৪)

সহীহ বুখারীতে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, লোকদের ঘরের দরজা মাসজিদেই ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মৃত্যু শয্যার সময় বলেন ঃ শুধুমাত্র আবূ বাকরের (রাঃ) দরজাটি বাদে ‘মাসজিদে যেসব লোকের দরজা রয়েছে সবগুলি বন্ধ করে দাও। (ফাতহুল বারী ১/৬৬৫) এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তি কালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত আবূ বাকরই (রাঃ) হবেন এবং তাঁর প্রায় সব সময় মাসজিদে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে যেন তিনি মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করতে পারেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত দরজা বন্ধ করে আবূ বাকরের (রাঃ) দরজা খুলে রাখতে নির্দেশ দেন। সুনানের কোন কোন হাদীসে আবূ বাকরের (রাঃ) পরিবর্তে আলীর (রাঃ) নাম রয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক ওটাই যা সহীহ্তে রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশাকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘মাসজিদ হতে মাদুরটি এনে দাও।’ তিনি তখন বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি হায়েয অবস্থায় আছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘হায়েয তো তোমার হাতে নেই।’ (মুসলিম ১/২৪৫)

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঋতুবতী নারী মাসজিদে যাতায়াত করতে পারে। নিফাস বিশিষ্টা নারীরও এ হুকুম। এরা রাস্তায় চলা হিসাবে যাতায়াত করতে পারে।

তায়াম্মুম করার বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا *(হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দাভায়মান হয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল)*

এখন কোন্ কোন্ সময় তায়াম্মুম করা জায়িয তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যে রোগের কারণে তায়াম্মুম জায়িয হয় ওটা হচ্ছে ঐ রোগ যা পানি ব্যবহার করলে কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার বা রোগ নিরাময়ের সময় বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোন কোন আলেম প্রত্যক রোগের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতির ফাতওয়া দিয়েছেন। কেননা আয়াত সাধারণ।

তায়াম্মুমের বৈধতার দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে সফর। সে সফর দীর্ঘ হোক বা ক্ষুদ্রই হোক। **غَائِطٌ** বলা হয় নরম ভূমিকে। এখানে ওর দ্বারা ছোট অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে। *'লা-মাসতুম'* শব্দের দ্বিতীয় পঠন হচ্ছে *'লামাসতুম'*। এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৭) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই।

(*সূরা* আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৯) এখানেও مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ هُنَّ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। (তাবারী ৮/৩৯২) আলী (রাঃ), উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাঊস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), উবায়েদ ইব্‌ন উমায়ের (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।(তাবারী ৮/৩৯২, ৩৯৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।' এর দ্বারা অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে পানি অনুসন্ধানের পর।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে দেখেন যে, সে লোকদের সাথে সালাত আদায় না করে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'জনগণের সাথে তুমি সালাত আদায় করলে না কেন? তুমি কি মুসলিম নও?' লোকটি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি মুসলিম তো বটে, কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'ঐ অবস্থায় তোমার জন্য মাটি যথেষ্ট ছিল। (ফাতহুল বারী ১/৫৪৫, মুসলিম ১/৪৭৪) تَيَمُّم শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা।

আরাবরা বলে تَيَمَّكَ اللَّهُ بِحِفْظِه আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হিফাযাতের সঙ্গে তোমাকে রাখুন।' صَعِيْد শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিস যা ভূপৃষ্ঠের উপর রয়েছে। সুতরাং মাটি, বালু, গাছ প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমাদেরকে সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে মর্যাদা দেয়া হয়েছে (১) আমাদের সারিগুলি মালাইকা/ফেরেশতাদের সারির মত করা হয়েছে (২) আমাদের জন্য সমস্ত ভূমিকে মাসজিদ করা হয়েছে এবং (৩) ভূপৃষ্ঠের মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে যখন পানি পাওয়া না যায়।' (মুসলিম ১/৩৭১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধূলাবালি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া যদি অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যেত তাহলে তিনি তা অবশ্যই আমাদের জন্য বর্ণনা করতেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনান গ্রন্থের লেখকগণের মধ্যে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘পরিস্কার মাটি হচ্ছে মুসলিমদের উযূর জন্য পবিত্র, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন সে তা ব্যবহার করবে, কারণ ওটাই তার জন্য উত্তম।’ (আহমাদ ৫/১৮০, আবূ দাঊদ ১/২৩৫, তিরমিযী ১/৩৮৮, নাসাঈ ১/১৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ঐ মাটি দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। তায়াম্মুম হচ্ছে উযূর স্থলবর্তী। এটা শুধুমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্য সমস্ত শরীরে মোছার জন্য নয়। সুতরাং শুধু মুখ ও হাত (হাতের কব্জি) মুছলেই যথেষ্ট হবে। শুধু একটি বার অর্থাৎ শুধু একবার হস্তদ্বয় মাটির উপর মুছে নেয়াই যথেষ্ট। ধূলিযুক্ত হাতকে মুখের উপর এবং হস্তদ্বয়ের কব্জি পর্যন্ত ফিরিয়ে নিবে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইবন আবযা নামের এক লোক আমীরুল মু’মিনীন উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট আগমন করে বলে, ‘আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি। আমাকে কি করতে হবে?’ তিনি বলেন, ‘সালাত আদায় করতে হবেনা।’ সেখানে আম্মারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলেন, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক সেনাদলে ছিলাম। আমি ও আপনি দু’জন অপবিত্র হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট পানি ছিলনা। আপনি তো সালাত আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করেছিলাম। ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই এবং আমি তাঁর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি হেসে উঠেন ও বলেন ঃ ‘তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হত।’ অতঃপর তিনি মাটিতে হাত মারেন এবং ফুঁ দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জিদ্বয় মুছে নেন। (আহমাদ ৪/২৬৫)

তায়াম্মুম করার সুযোগ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম উম্মাহকে এক বিশেষ নি‘আমাত প্রদান করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত

প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য সমস্ত ভূমিকে মাসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমার উম্মাতের যে কোন জায়গায় সালাতের সময় এসে যাবে সেখাইে সালাত আদায় করে নিবে। তার মাসজিদও তার উযূ সেখানেই তার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নাবীকে (আঃ) শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হত। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার নিকট প্রেরিত হয়েছি।' (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০)

সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সমস্ত লোকের উপর আমাদেরকে তিনটি ফাযীলাত দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের সারিগুলি ফেরেশ্তাদের সারির মত বানানো হয়েছে। (২) আমাদের জন্য সারা ভূমিকে মাসজিদ বানানো হয়েছে। (৩) পানি পাওয়া না গেলে ওর মাটিকে উযূ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।' (মুসলিম ১/৩৭১) উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا পানি না পাওয়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের উপর মাসাহ্ কর, তিনি মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। তাঁর মার্জনা ও ক্ষমার অবস্থা এই যে, পানি না পাওয়ার সময় তায়াম্মুমকে শারীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করে ঐভাবে সালাত আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এ অনুমতি না দিলে তোমরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে। কেননা এ পবিত্র আয়াতে সালাতকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নেশার অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় কিংবা বে-উযূ অবস্থায় সালাত আদায় করাকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যে পর্যন্ত সে নিজের কথা নিজেই বুঝতে না পারবে, নিয়মিতভাবে গোসল না করবে এবং শারীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী উযূ না করবে। কিন্তু রোগের অবস্থায় ও পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমকে উযূ ও গোসলের স্থলভুক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যই।

তায়াম্মুমের আদেশ নাযিল হওয়ার কারণ

আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। যখন আমরা 'বাইদা' অথবা 'যাতুল জায়েশ' নামক স্থানে ছিলাম তখন আমার হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। হারটি খোঁজার

জন্য যাত্রীদলসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে থেমে যান। তখন না আমাদের নিকট পানি ছিল, না ঐ প্রান্তরের কোন জায়গায় পানি ছিল। জনগণ আমার পিতা আবূ বাকরের (রাঃ) নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন ঃ ‘দেখুন আমরা তাঁর কারণে কি বিপদেই না পড়েছি!’ অতএব আমার পিতা আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উরুর উপর স্বীয় মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসেই তিনি আমাকে বলেন, ‘তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও জনগণকে এখানে থামিয়ে দিয়েছ। এখন না তাদের নিকট পানি রয়েছে, না কোন জায়গায় পানি দেখা যাচ্ছে?’ মোট কথা, তিনি আমাকে খুব শাসন গর্জন করেন এবং আল্লাহ জানেন কত কি তিনি আমাকে বলেছেন। এমনকি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমার পার্শ্বদেশে প্রহার করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমি সামান্য নড়াচড়াও করিনি। সারা রাত্রি কেটে যায়। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন। কিন্তু পানি ছিলনা। সে সময় আল্লাহ তা‘আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন সমস্ত লোক তায়াম্মুম করেন। উসায়েদ ইব্ন হুজাইর (রাঃ) তখন বলেন ঃ ‘হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ! এ বারাকাত আপনাদের প্রথম নয়। তখন যে উটে আমি আরোহণ করেছিলাম ঐ উটটি উঠালে ওর নীচে আমার হার পেয়ে যাই।’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৪,৭/২৪, ১২/১৮০; মুসলিম ১/২৭৯)

৪৪। তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের এক অংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছা করে যে, তোমরাও সঠিক পথ হতে দূরে সরে যাও।	٤٤. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ
৪৫। এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে সম্যক অবগত আছেন; পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই	٤٥. وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا	যথেষ্ট।
٤٦. مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا	৪৬। ইয়াহুদীদের মধ্যে কেহ কেহ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও আগ্রহ্য করলাম; এবং বলে, শোন - না শোনার মত; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে ‘রায়না’; এবং যদি তারা বলতো ঃ ‘আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও’, তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা।

ভ্রান্ত পথ অবলম্বন, আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন এবং ইসলামকে বিদ্রুপ করায় ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন ঃ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ *তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছা করে যে, তোমরাও সঠিক পথ হতে দূরে সরে যাও।* ইয়াহুদীদের (কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক) একটি নিন্দনীয় স্বভাব এও রয়েছে যে, তারা সুপথের

বিনিময়ে ভ্রান্তপথকে গ্রহণ করেছে। শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং পূর্ববর্তী নাবীগণ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেটাও তারা শিষ্যদের নিকট হতে ভেট/নৈবেদ্য নেয়ার লোভে প্রকাশ করছেনা। বরং সাথে সাথে এটাও কামনা করছে যে, স্বয়ং মুসলিমরাও যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তা‘আলার গ্রন্থকে অস্বীকার করে এবং সুপথ ও সঠিক ইল্‌ম্‌কে পরিত্যাগ করে। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের শত্রুদের সংবাদ খুব ভালভাবেই রাখেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন তাদের প্রতারণার ফাঁদে না পড়। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার সাহায্যই যথেষ্ট। তোমরা বিশ্বাস রাখ যে, যারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তিনি তাদের অবশ্যই সহায়তা করে থাকেন এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। তারা আল্লাহ তা‘আলার কথার ভাবার্থ বদলিয়ে দেয় এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর এ কাজ তারা জেনে-শুনে ও বুঝে করে থাকে। এর ফলে তারা আল্লাহ তা‘আলার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের কথা নকল করে বলছেন যে, তারা বলে ঃ

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا হে মুহাম্মাদ! আপনি যা কিছু বলেন আমরা তা শুনি, কিন্তু মান্য করিনা।’ (তাবারী ৮/৪৩৩) তাদের কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা জেনে ও বুঝে স্পষ্টভাষায় কিভাবে নিজেদের অপবিত্র খেয়ালের কথা প্রকাশ করছে এবং বলছে ঃ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ ‘আমরা যা বলি তা আপনি শুনুন, আল্লাহ করেন আপনি যেন না শোনেন।’ (তাবারী ৮/৪৩৪) ইহাই হল ইয়াহুদীদের ঠাট্টা মশকরা করার পদ্ধতি, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। এ কথা তারা উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে বলত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। তারা رَاعِنَا বলত। এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যেত যে তারা বলছে, ‘আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দিন।’ কিন্তু তারা এ শব্দ দ্বারা রাসূলের প্রতি অভিসম্পাত করত। এর পূর্ণ ভাবার্থ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৪) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যা তারা বাইরে প্রকাশ করত, স্বীয় জিহ্বাকে বক্র করে বিদ্রূপ সূচক

ভঙ্গিতে অন্তরের মধ্যে তার উল্টো ভাব গোপন করে রাখত। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবী করত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً এবং যদি তারা বলত ঃ 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও', তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা।

ইয়াহুদীদের অন্তরকে মঙ্গল হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রকৃত ঈমান পূর্ণভাবে তাদের অন্তরে স্থানই পায়না। এ বাক্যের তাফসীরও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, উপকার দানকারী ঈমান তাদের মধ্যে নেই।

৪৭। হে গ্রন্থ প্রাপ্তরা! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ঐ সময় আসার পূর্বে, যখন আমি অনেক মুখমন্ডল বিকৃত করে দিব। অতঃপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দিব অথবা আসহাবে সাবতের প্রতি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করি; এবং আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।	٤٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً
৪৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করলে	٤٨. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ

بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا	**তাকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে কেহ আল্লাহর অংশী স্থির করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হলো।**

আহলে কিতাবীদেরকে ইসলাম কবূল করার আহ্বান এবং এর বিপরীত কিছু না করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'আমি আমার মহা মর্যাদাবান গ্রন্থ আমার উত্তম নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে স্বয়ং তোমাদের কিতাবের সত্যতা ও স্বীকৃত রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর উপর ঈমান আনয়ন কর এর পূর্বে যে, আমি তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেই। অর্থাৎ মুখ বিপরীত দিকে করে দেই এবং তোমাদের চক্ষু এ দিকের পরিবর্তে ঐ দিকে হয়ে যায়।' কিংবা ভাবার্থ এই যে, 'তোমাদের চেহারা নষ্ট করে দেই যাতে তোমাদের কান, নাক সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এ বিকৃত চেহারাও উল্টো হয়ে যায়।' এ শাস্তি তাদের কর্মেরই পূর্ণ ফল। এরা সত্য হতে সরে মিথ্যার দিকে এবং সুপথ হতে বিপথের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কাজেই আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন ঃ

مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَا আমিও এভাবেই তোমাদের মুখ উল্টিয়ে দিব যেন তোমাদেরকে পিছন পায়ে চলতে হয়। তোমাদের চক্ষুগুলি তোমাদের পিছনের দিকে করে দিব'। (তাবারী ৮/৪৪০, ৪৪১) আর এ রকমই কেহ কেহ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮) এ আয়াতের তাফসীরেও বর্ণনা করেছেন। মোট কথা, তাদের পথভ্রষ্টতা ও সুপথ হতে সরে পড়ার এ খারাপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইয়াহুদী আলেম কা'ব আল আহবারের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি (৪ ঃ ৪৭) শুনেই কা'ব ইব্‌ন আহবার (রহঃ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাফসীর ইব্‌ন জারীরে রয়েছে যে, ঈসা ইব্‌ন

মুগিরাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ আমরা ইবরাহীমের (রহঃ) সাথে যখন কা'বের (রহঃ) ইসলাম গ্রহণের আলোচনা করছিলাম তখন তিনি বলেন ঃ 'কা'ব (রহঃ) উমারের (রাঃ) যুগে মুসলিম হয়েছিলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে মাদীনায় আগমন করেন। উমার (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বলেন ঃ 'হে কা'ব! মুসলিম হয়ে যাও।' উত্তরে তিনি বলেন ঃ আপনারা তো কুরআন কারীমে পড়েছেন, 'যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তা উঠায়নি তাদের দৃষ্টান্ত গাধার ন্যায়, যে বোঝা বহন করে থাকে।'

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ ফাসিক/পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ ঃ ৫) আর আপনি এটাও জানেন যে, যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আমিও তাদের মধ্যে একজন। তখন উমার (রাঃ) তাকে ছেড়ে দেন। তিনি এখান হতে রওয়ানা হয়ে 'হিমস' পৌঁছেন। সেখানে তিনি শুনতে পান যে, তাঁরই বংশের একজন লোক এ আয়াতটি (৪ ঃ ৪৭) পাঠ করছেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে কা'ব (রহঃ) ভয় করেন যে, এ আয়াতে যাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান কিনা এবং না জানি তার আকারই বিকৃত হয়ে যায়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠেন ঃ يَا رَبِّ اَسْلَمْتُ হে আমার রাব্ব! আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।' অতঃপর তিনি হিম্স হতেই স্বীয় দেশ ইয়ামানে ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি স্বপরিবারে মুসলিম হয়ে যান। (তাবারী ৮/৪৪৬) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ *অথবা আসহাবে সাবতের (শনিবারীয়দের) প্রতি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করি।* অর্থাৎ যারা কৌশল করে শনিবার দিন মৎস শিকার করেছিল, অথচ সে দিন তাদেরকে মৎস শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যার প্রতিফল

স্বরূপ তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল। এর বিস্তারিত ঘটনা ইন্‌শাআল্লাহ সূরা আ'রাফে আসবে। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে। তিনি যখন কোন নির্দেশ দেন তখন এমন কেহ নেই যে, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বা তাকে বাধা প্রদান করে।

তাওবাহ করা ব্যতীত আল্লাহ শির্‌ক ক্ষমা করেননা

এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অংশীস্থাপনকারীর পাপ ক্ষমা করেননা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে মুশরিক, তার জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء এ পাপ ছাড়া অন্য পাপ যত বেশি হোক না কেন তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ পবিত্র আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে কিছু কিছু বর্ণনা করছি।

মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দা! তুমি যে পর্যন্ত আমার ইবাদাত করতে থাকবে এবং আমার নিকট হতে ভাল আশা পোষণ করবে, আমিও তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে থাকব। হে আমার বান্দা! তুমি যদি সারা পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আগমন কর, আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব এ শর্তে যে, তুমি আমার সাথে অংশীস্থাপন করনি।' (আহমাদ ৫/১৫৪)

মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলে এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।' এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন, 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে।' তিনবার একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদিও আবূ যারের নাক ধূলায় মলিন হয়।' সেখান থেকে আবূ যার (রাঃ) স্বীয় চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলতে বলতে যান ঃ 'যদিও আবূ যারের নাক ধূলায় মলিন হয়'। এরপরেও যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন এ বাক্যটি অবশ্যই বলতেন। (আহমাদ ৫/১৫২, ফাতহুল বারী ১০/২৯৪, মুসলিম ১/৯৫)

বায্যায্ (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হতে আমরা বিরত ছিলাম। অবশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত আয়াত শ্রবণ করি এবং তিনি এ কথাও বলেন ঃ ‘আমি আমার শাফাআতকে কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের কাবীরা পাপকারীদের জন্য পিছিয়ে রেখেছি।’ (কাশ্ফ আল আসতার ৪/৮৪) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَمَن يُشْرِكْ بِاللّه فَقَد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তা এই যে, তুমি আল্লাহর অংশ স্থির কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

৪৯। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।	٤٩. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً
৫০। লক্ষ্য কর ঃ তারা কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে? স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।	٥٠. ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا

৫১। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা মূর্তি ও শাইতানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।	٥١. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَـٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا
৫২। এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন; এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোনই সাহায্যকারী খুঁজে পাবেনা।	٥٢. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا

ইয়াহুদীদের নিজেদেরকে নিস্পাপ মনে করা এবং তাগুতকে মান্য করার জন্য তাদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার

হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন যে, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র। (তাবারী ৮/৪৫২) তারা আরও বলেছিল ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছাড়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেনা। (তাবারী ৮/৪৫৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে অন্য একটি লোকের প্রশংসা করতে

শুনে বলেন ঃ 'অফসোস! তুমি তোমার সঙ্গীর স্কন্ধ কেটে দিলে।' অতঃপর বলেন ঃ যদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই পড়ে তাহলে যেন সে বলে ঃ 'আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ এরূপ মনে করি।' কিন্তু 'সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার নিকট এরূপই পবিত্র' এ কথা যেন না বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء না, বরং তিনিই যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। অর্থাৎ হিদায়াত দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই। কারণ সকল কিছুরই ভাল-মন্দ জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তিনিই। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً তাদের প্রতি সামান্য (*ফাতিল*) পরিমাণও অন্যায় করা হবেনা। অর্থাৎ কেহকে প্রতিদান দেয়ার সময় কোন ধরনের অবিচার করা হবেনা। তা সেই প্রতিদানের পরিমাণ যত ছোটই হোক না কেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্যরা আরাবী শব্দ '*ফাতিল*' এর অর্থ করেছেন খেজুরের বিচির মাঝখানে যে সাদা লম্বা সূতার মত দেখা যায় ঐ অংশকে। (তাবারী ৮/৪৫৮, ৪৫৯) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ *লক্ষ্য কর ঃ তারা কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে!* যেমন তারা বলছে ঃ

لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ

ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১১) তারা আরও বলে ঃ

نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৮) অন্যত্র তাদের ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ

নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৪) আর যেমন তারা তাদের পূর্বপুরুষের সৎকাজের

উপর নির্ভর করে রয়েছে। অথচ একের কাজ অন্যকে কোন উপকার দেয়না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ

ওটি একটি দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا তাদের এসব কথা বলাই তাদের প্রকাশ্য অপরাধী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্ন ফায়িদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, جِبْت শব্দের অর্থ হচ্ছে *'যাদু'* এবং طَاغُوْت শব্দের অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ৮/৪৬২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) এ কথাই বলেন। طَاغُوْت শব্দের বিশ্লেষণ সূরা বাকারায় হয়ে গেছে, সুতরাং এখানে ওর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) طَاغُوْت সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'তারা হল যাদুকর এবং তাদের নিকট শাইতান আসে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/৯৯৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছে মানুষ রূপী শাইতান, তাদের নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে বিচারক মেনে থাকে। (তাবারী ৮/৪৬২) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যার ইবাদাত করা হয়।

অবিশ্বাসী কাফিরেরা কখনো মু'মিনদের চেয়ে উত্তম নয়

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً *এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।* তাদের মূর্খতা, ধর্মহীনতা এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌঁছে গেছে যে, তারা কাফিরদেরকে মুসলিমদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ)

ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং কা'ব ইব্‌ন আশরাফ নামে দুই ইয়াহুদী মাক্কাবাসীদের নিকট আগমন করে। মাক্কাবাসীরা তাদেরকে বলে ঃ 'তোমরা আহলে কিতাব ও পণ্ডিত লোক। আচ্ছা বলত আমরা ভাল, না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল? তখন তারা বলে ঃ 'তোমাদের পরিচয় দাও এবং মুহাম্মাদের বর্ণনা দাও।' মাক্কাবাসীরা বলে ঃ 'আমরা আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখি, উট যবাহ করে গরীবদেরকে আহার করাই, দুগ্ধ মিশ্রিত পানি পান করাই, দেনাদারকে মুক্ত করি, হাজীদেরকে পানি পান করাই। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, তাঁর কোন পুত্র-সন্তান নেই এবং গিফার গোত্রের চোর/হাজীরা তাঁর সঙ্গ লাভ করেছে। এখন বলত, আমরা ভাল, না সে ভাল? তখন ঐ দু'জন বলে ঃ 'তোমরাই ভাল। তোমরাই সোজা ও সঠিক পথে রয়েছ।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/৯৯৪) এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا *তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে?* এ ঘটনাটি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং সালাফগণেরও অনেকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের তিরস্কার করেন

এ আয়াতটিতে (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫২) ইয়াহুদীদের তিরস্কৃত করা হয়েছে। তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ায় এবং আখিরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। কারণ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা মূর্তি/দেবতাদের কাছে সাহায্য কামনা করছে। তারা শুধু কাফিরদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্যই তাদের জ্ঞানের বিপরীত এ তোষামোদমূলক কথাগুলো উচ্চারণ করছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা কৃতকার্য হতে পারবেনা। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। তারা সমস্ত আরাবকে দলভুক্ত করে এক সম্মিলিত বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে মাদীনার উপর আক্রমণ চালায় (আহযাবের যুদ্ধ)। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে বাধ্য হন। অবশেষে বিশ্ব জগত দেখে নেয় যে, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহ তা'আলাই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং স্বীয় প্রতাপ ও ক্ষমতার বলে কাফিরদেরকে উল্টো মুখে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ২৫)

৫৩। তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা।	٥٣. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا
৫৪। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি।	٥٤. أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا
৫৫। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট।	٥٥. فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

ইয়াহুদীদের হিংসা ও অশোভন আচরণ

এখানে অস্বীকৃতি সূচক ভাষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রশ্ন করছেন ঃ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ তারা কি রাজত্বের কোন অংশের মালিক? অর্থাৎ তারা মালিক নয়। অতঃপর তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا যদি এরূপ হত তাহলে তারা কারও কোন উপকার করতনা। বিশেষ করে তারা আল্লাহ তা‘আলার শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতটুকুও দিত না যতটুকু খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলে পর্দা থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ

বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও ‘ব্যয় হয়ে যাবে’ এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০০) এটা স্পষ্ট কথা যে, এতে সম্পদ কমে যেতে পারেনা, তথাপি কৃপণতা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا মানুষ বড়ই কৃপণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৯) তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের হিংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِه *তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন?* আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বড় নাবুওয়াত দান করেছেন এবং তিনি যেহেতু আরাবের অন্তর্ভুক্ত, বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নন, সেহেতু তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে এবং জনগণকে তাঁর সত্যতা স্বীকার করা হতে বিরত রাখছে।

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘এখানে أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ এর ভাবার্থ হচ্ছে তারা মনে করে, ‘আমরাই একমাত্র উত্তম জাতি, অন্য কেহ নয়।’ (তাবারানী ১১/১৪৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا আমি ইবরাহীমের বংশধরকে নাবুওয়াত দিয়েছিলাম যারা ছিল বানী ইসরাঈল গোত্র এবং ইবরাহীমের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছি এবং রাজত্বও দান করেছি। তথাপি তাদের মধ্যে অনেক মু'মিন থাকলেও অনেক কাফিরও ছিল। তারা নাবী ও কিতাবকে মেনে নেয়নি। নিজেরা তো স্বীকার করেইনি, এমনকি অন্যদেরকেও বিরত রেখেছিল। অথচ ঐ সব নাবী (আঃ) বানী ইসরাঈল ছিল। কাজেই তারা যখন নিজেদের নাবীদেরকেই অস্বীকার করেছে তখন হে মুহাম্মাদ! তারা তোমাকে যে অস্বীকার করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কারণ তুমি তো তাদের (বানী ইসরাঈলের) মধ্য হতে নও।

অতএব হে মুহাম্মাদ! তাদের কুফরীর কারণ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে আরও মারাত্মক অপরাধ। ফলে যে সত্যসহ তোমার আগমন ঘটেছে তা থেকে তারা আরও দূরে সরে গেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا জাহান্নামের আগুনই তাদের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর তাদেরকে তাদের শাস্তির কথা শোনানো হচ্ছে যে, জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, মিথ্যা প্রতিপাদন ও বিরোধিতার এ শাস্তিই যথেষ্ট।

৫৬। নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎ পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব - যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, হিকমতের অধিকারী।	٥٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব - যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; সেখানে তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে ছায়া শীতল স্থানে প্রবিষ্ট করাব।	٥٧. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

যারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলকে অস্বীকার করে তাদের শাস্তি

যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে, এখানে তাদেরই শাস্তি ও মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ *(যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎ পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে* তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং সেই আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং তাদের শরীরের সূক্ষ্ম লোম পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে। শুধু এটাই নয়, বরং এ শাস্তি হবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী। আল আমাশ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন, যখন তাদের দেহের চামড়া পুড়ে যাবে তখন আবার চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের চামড়া হবে কাগজের মত সাদা। (তাবারী ৮/৪৮৪) এ হাদীসটি ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ তাদের চামড়া আগুনে ছ্যাঁকা দেয়া হবে, যা প্রতিদিন সত্তর হাজার বার হবে। হুসাইন (রহঃ) ফুদাইল (রহঃ) হতে আরও বর্ণনা করে যে, হিশাম (রহঃ) বলেন,

হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেছেন যে, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ অর্থাৎ যখন তাদের দেহ সম্পূর্ণ পুড়ে যাবে এবং দেহের মাংস নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন বলা হবে 'আবার পূর্বের আকার ধারণ কর'। ফলে আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। (তাবারী ৮/৪৮৫)

সৎ আমলকারীদের পুরস্কার হল জান্নাত

এরপর সৎ লোকদের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا তারা আদন জান্নাতে অবস্থান করবে যার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের ইচ্ছা মত নদীগুলি প্রবাহিত হবে। স্বীয় অট্টালিকায়, বাগানে, পথে-ঘাটে মোট কথা, যেখানেই তার মন চাইবে সেখানেই নদীগুলি বইতে থাকবে। সবচেয়ে বড় মজার কথা এই যে, এসব নি'আমাত হবে চিরস্থায়ী। এগুলি না নষ্ট হবে, না কিছু হ্রাস পাবে, না ধ্বংস হবে, না শেষ হবে এবং না ফিরিয়ে নেয়া হবে। لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ আরও থাকবে তাদের জন্য সুন্দরী হুরগণ, যারা হবে হায়েয, নিফাস, ময়লা, দুর্গন্ধ এবং অন্যান্য খারাবী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা হবে সমস্ত দোষ থেকে ত্রুটিমুক্ত এবং বাজে কাজ থেকে মুক্ত। (তাবারী ১/৩৯৫) 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়িয়াহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা প্রস্রাব, পায়খানা, ঋতুস্রাব, থুথু, কফ এবং গর্ভধারণ থেকে পবিত্র। وَنُدْخِلُهُمْ ظِـلاًّ ظَلِيلاً আর তাদের জন্য থাকবে সুদূর প্রসারিত গাছের ছায়া, যা হবে অত্যন্ত আরামদায়ক ও মনোমুগ্ধকর। তাফসীর ইব্ন জারীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ থাকবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও তার ছায়া শেষ হবেনা। ওটা হচ্ছে *'শাজারাতুল খুলদ'* (চিরস্থায়ী বৃক্ষ)।' (তাবারী ৮/৪৮৯)

৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।	٥٨. إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

অধিকারীকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। ছামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘যে তোমাদের সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তুমি তার গচ্ছিত রাখা দ্রব্য তাকে ফেরত দাও এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনা’। (আহমাদ ৩/৪১৪, আবূ দাঊদ ৩/৮০৫, তিরমিযী ৪/৪৭৯) আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ। আল্লাহ তা‘আলার সমস্ত হক আদায় করণও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সিয়াম, সালাত, কাফ্ফারা, নযর ইত্যাদি। আর বান্দাদের পরস্পরের সমস্ত হক এর অন্তর্গত। যেমন গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি যে হক আদায় করবেনা তার জন্য কিয়ামাতের দিন তার থেকে তা আদায় করে নেয়া হবে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়া হবে। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে।’ (মুসলিম ৪/১০৯৭)

এ আয়াতের শান-ই নুযূলে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা জয় করেন এবং শান্তভাবে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করেন

তখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক উসমান ইব্ন তালহাকে (রাঃ) আহ্বান করেন এবং তার নিকট চাবি চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, **إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا** নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, গচ্ছিত বিষয় তার উপর অর্পণ কর যে উহার যোগ্য। অতঃপর তিনি উসমান ইব্ন তালহাকে (রাঃ) ডেকে তার হাতে চাবিটি প্রত্যর্পণ করেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘর থেকে বের হয়ে এ আয়াতাংশটি পাঠ করেন। আমার মা-বাবা তার জন্য উৎসর্গ হউন। এর পূর্বে আমি কখনও তাঁকে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনিনি। (তাবারী ৮/৪৯২) এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টিই বেশির ভাগ লোক বর্ণনা করেছেন। তবে এ আয়াতের ব্যাপকতা সার্বজনীন। এ জন্যই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়া (রহঃ) বলেন যে, আয়াতটি মু'মিন ও মুশরিক উভয়ের জন্য। অর্থাৎ আয়াতে বর্ণিত আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

ন্যায়ানুগ বিচার করতে হবে

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ **وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ** 'ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর।' বিচারকদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় বিচারপতি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ হচ্ছে, 'কোন অবস্থায়ই তোমরা ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করনা।' মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং শাহর ইব্ন হাওশাব (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছে যাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। অর্থাৎ যারা জনগণের মাঝে বিচার মীমাংসা করে থাকেন। (তাবারী ৮/৪৯০)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যে পর্যন্ত না সে অত্যাচার করে। যখন সে অত্যাচার করে তখন তা তারই দিকে সমর্পণ করেন। (ইব্ন মাজাহ ২/৭৭৫) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'এক দিনের ন্যায় বিচার চল্লিশ বছরের ইবাদাতের সমান।' (আল কান্‌য ৬/১২)

অতঃপর বলা হচ্ছে, **إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ** গচ্ছিত জিনিস ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ এবং ন্যায় বিচার করার নির্দেশ ও অনুরূপ

শারীয়াতের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উত্তম ও ফলদায়ক, যেসব আদেশ ও নিষেধ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি জারী করে থাকেন।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا তিনি শ্রবণকারী, পরিদর্শক। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথাসমূহ শ্রবণকারী এবং তোমাদের কার্যাবলী পরিদর্শনকারী।

٥٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا	**৫৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা বিচারক তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।**

আল্লাহর আইন পালনে শাসকের অনুসরণ করতে হবে

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট নৌবাহিনীতে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাইফা ইব্ন কায়েসকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তার ব্যাপারে أَطِيعُواْ اللّٰهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০১, মুসলিম ৩/১৪৬৫, আবূ দাউদ ৩/৯২, তিরমিযী ৫/৩৬৪, নাসাঈ ৭/১৫৪) ইমাম তিরমিযী একে হাসান গারীব বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন

আনসারীকে তার নেতৃত্ব দান করেন। একদা তিনি সৈন্যদের উপর কি এক ব্যাপারে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি?' তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, 'তোমরা জ্বালানী কাষ্ঠ জমা কর।' অতঃপর তিনি আগুন আনার ব্যবস্থা করে কাষ্ঠগুলো জ্বালিয়ে দেন। তারপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। সেনাবাহিনীর লোকেরা আগুনে প্রায় ঝাপ দিচ্ছিল। তখন একজন নব্য যুবক সৈন্যদেরকে বলেন, 'আপনারা আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আপনারা তাড়াহুড়া করবেননা যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনিও যদি আপনাদেরকে আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন তাহলে ওতে প্রবেশ করবেন।' অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা যদি আগুনে ঝাপ দিতে তাহলে আর কখনও সে আগুন হতে বের হতে পারতেনা। জেনে রেখ, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজেই রয়েছে।' (আহমাদ ১/৮২, ফাতহুল বারী ৭/৬৫৫, মুসলিম ৩/১৪৬৯)

সুনান আবূ দাউদে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'শ্রবণ করা ও মান্য করা মুসলিমের উপর ফারয, তা তার নিকট প্রিয়ই হোক বা অপছন্দনীয়ই হোক, যে পর্যন্ত না (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে তখন শ্রবণও করতে হবেনা এবং মান্যও করতে হবেনা।' (আবূ দাউদ ২৬২৬, বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা শ্রবণ করা ও মান্য করার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করি, তাতে আমাদের সন্তুষ্টিই হোক অথবা অসন্তুষ্টিই হোক, আমরা কঠিন অবস্থায়ই থাকি বা সহজ অবস্থায়ই থাকি এবং যদিও আমাদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়া হয়, আর আমরা কাজের যোগ্য ব্যক্তি হতে যেন কাজ ছিনিয়ে না নেই। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিন্তু তোমরা যদি স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও যার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত কোন প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। (সে সময়

তোমাদেরকে শ্রবণও করতে হবেনা, মান্যও করতে হবেনা)। (ফাতহুল বারী ১৩/২০৪, মুসলিম ৩/৪৭০)

সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা শ্রবণ কর ও মান্য কর যদিও তোমাদের উপর একজন ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানিয়ে দেয়া হয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০) সহীহ মুসলিমে উম্মুল হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন ঃ 'যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে শাসক নির্বাচন করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে তাহলে তোমরা তার কথা শ্রবণ করবে ও মান্য করবে।' (মুসলিম ১৮৩৮) অন্য বর্ণনায় 'কর্তিত নাক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসও হয়' এ শব্দগুলি রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, اُوْلِى الاَمْرِ দ্বারা বোধশক্তি সম্পন্ন ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ। বাহ্যিক কথা তো এটাই মনে হচ্ছে, তবে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই রয়েছে। এ শব্দটি সাধারণ, এর ভাবার্থ 'আমীর' ও 'আলেম' উভয়ই হতে পারে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৩) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭, ১৬ ঃ ৪৩) সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার আনুগত্য স্বীকারকারী হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের অবাধ্য হয়েছে সে আমারই অবাধ্য হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১৩/১১৯, মুসলিম

৩/১৪৬৬) সুতরাং এ হল আলেম ও আমীরগণের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ। ইরশাদ হচ্ছে, أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর কিতাবের অনুসারী হও। 'আল্লাহ তা'আলার রাসূলের অনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের উপর আমল কর। وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ আর তোমাদের আদেশদাতাদের আনুগত্য স্বীকার কর। অর্থাৎ তাদের ঐ নির্দেশের প্রতি অনুগত হও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য রয়েছে। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীত কোন আদেশ করে তাহলে তাদের সে আদেশ মান্য করা মোটেই উচিত নয়। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আনুগত্য শুধু সৎ কাজের জন্য। (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০)

কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বিচার করার অপরিহার্যতা

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও।' অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দিকে ফিরে এসো, যেমন মুজাহিদের (রহঃ) তাফসীরে রয়েছে। (তাবারী ৮/৫০৪) সুতরাং এখানে স্পষ্ট ভাষায় মহা সম্মানিত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে যে, যে মাসআলায় মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, ঐ মাসআলা ধর্মনীতি সম্পর্কীয়ই হোক বা ধর্মের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কীয়ই হোক, এর মীমাংসার জন্য একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এ দু'টির মধ্যে যা রয়েছে তা'ই মেনে নিতে হবে। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতের রয়েছে ঃ

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১০) অতএব কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দিবে এবং যে মাসআলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই মিথ্যা। কুরআন কারীমে ঘোষণা হচ্ছে ঃ সত্যের পরে যা রয়েছে তা শুধু পথভ্রষ্টতাই বটে।' এ জন্যই এখানেও এ নির্দেশের সাথেই ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক।' অর্থাৎ যদি

তোমরা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই এবং যাতে মতভেদ রয়েছে, যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা এসবের মীমাংসা কর, এ দু'টির মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নাও।' অতএব সাব্যস্ত হল যে, মতভেদী জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যারা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসেনা তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস রাখেনা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً বিবাদসমূহে ও মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান লাভের কাজ।

৬০। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা নিজেদের মুকাদ্দমা তাগুতের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।	٦٠. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا
৬১। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে	٦١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ

এবং রাসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।	أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا
৬২। অনন্তর তখন কিরূপ হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি।	٦٢. فَكَيْفَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَـٰنًا وَتَوْفِيقًا
৬৩। তাদের অন্তরসমূহে যা আছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত হও এবং তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কথা বল।	٦٣. أُولَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا

কুরআন-হাদীস ছাড়া
অন্য কোন আইন দ্বারা বিচার করে কাফিরেরা

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর এবং এ কুরআনুল হাকীমের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু যখন

কোন বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তারা কুরআন মাজীদ ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেনা, বরং অন্য দিকে যায়। এ আয়াতটি ঐ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। একজন ছিল ইয়াহুদী এবং অপর জন ছিল আনসারী। ইয়াহুদী আনসারীকে বলছিল, চল আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে এর মীমাংসা করিয়ে নিব। আনসারী বলছিল, চল আমরা কা'ব ইব্ন আশরাফের (ইয়াহুদী পন্ডিত) নিকট যাই। এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করত বটে, কিন্তু অন্তরে অজ্ঞতা যুগের আহকামের দিকে আকৃষ্ট হতে চাচ্ছিল। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। আয়াতটি স্বীয় আদেশ ও শব্দসমূহ হিসাবে সাধারণ। এ সমুদয় ঘটনা এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দা করছে যে কুরআন ও সুন্নাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফাইসালা রজ্জু করে। এখানে এটাই হচ্ছে 'তাগুত' এর ভাবার্থ। صُدُوْد শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ

এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭০) মু'মিনদের এ উত্তর হতে পারেনা। বরং তাদের উত্তর অন্য আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

মু'মিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৫১)

মুনাফিকদের নিন্দা জানানো

এরপর মুনাফিকদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে ঃ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

(অনন্তর তখন কিরূপ হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি) অর্থাৎ হে নাবী! যখন তারা তাদের পাপের কারণে বিপদে পড়ে এবং তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন তারা দৌড়ে তোমার নিকট আগমন করে এবং ওযর পেশ করে শপথ করে করে বলে ঃ 'আমরা কল্যাণ ও সম্মিলন ব্যতীত কিছুই কামনা করিনি এবং আপনাকে ছেড়ে আমাদের মুকাদ্দামা অন্যের নিকট নিয়ে যাওয়ার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মন যোগানো ও তাদের সাথে বাহ্যিক মিল রাখা। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আস্থা মোটেই নেই।' যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ

এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অতঃপর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫২)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবূ বারযা আসলামী ছিল একজন যাদুকর। ইয়াহুদীরা তাদের মুকাদ্দামার মীমাংসা তার দ্বারা করিয়ে নিত। মুসলিমদের কিছু লোক তার কাছে মাসআলার জন্য গেলে এর পরিপ্রেক্ষিতে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ হতে إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (তাবারানী ১১/৩৭৩) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ এ প্রকারের লোকের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তাঁর

নিকট ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন জিনিসও গুপ্ত নয়। তিনি তাদের ভিতরের ও বাইরের সব খবরই রাখেন। সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত থাক এবং তাদেরকে তাদের অন্তরের খারাপ উদ্দেশের কারণে শাসন-গর্জন করনা। তারা যেন কপটতা দ্বারা অন্যদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি না করে তজ্জন্য তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাক এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কথা বল ও তাদের জন্য প্রার্থনাও কর।

৬৪। আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে, এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবূলকারী, করুণাময় দেখতে পেত।	٦٤. وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
৬৫। অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল না করে।	٦٥. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অপরিহার্যতা

আল্লাহ বলেন ঃ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ *(আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাদের আনুগত্য স্বীকার করবে)* ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক যুগের রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করা তাঁর উম্মাতের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফার্য হয়ে থাকে। রিসালাতের পদমর্যাদা এই যে, তাঁর সমস্ত আদেশকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মনে করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ بِإِذْنِ اللَّهِ এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এর ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে এবং তা তাঁর শক্তি ও ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। (তাবারী ৮/৫১৬) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছাড়া কেহ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে পারেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ 'যখন তুমি তাঁর হুকুমে তাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫২) এখানেও اِذْنٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য ও পাপীদের প্রতি ইরশাদ করছেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটও যেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন জানায়। তারা যখন এরূপ করবে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবূলকারী ও করুণাময় হিসাবে পেত।

কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষণ না সে বিচারের ভার রাসূলের (সাঃ) উপর অর্পণ করে এবং তাঁর ফাইসালায় রাযী-খুশি থাকে

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেন ঃ 'কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারেনা যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে

আল্লাহ তা'আলার শেষ নাবীকে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে না নিবে এবং প্রত্যেক নির্দেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতকে, প্রত্যেক (সহীহ) হাদীসকে গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র ঐ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুগত না করবে।' মোট কথা, যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে মু'মিন। অতএব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এবং স্বীয় অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ না করে। তারা যেন সমস্ত হাদীসকেই স্বীকার করে নেয়। তারা যেন হাদীসসমূহকে স্বীকার করা হতে বিরত না থাকে, না ঐগুলিকে সরিয়ে দেয়ার উপায় অনুসন্ধান করে, না ওর মত অন্য কোন জিনিসকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে, আর না ঐগুলি খণ্ডন করে এবং না ঐগুলি মেনে নেয়ার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।' যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ 'যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেহ মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ঐ বিষয়ের অনুগত করে যা আমি আনয়ন করেছি।'

সহীহ বুখারীতে উরওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নালা দিয়ে বাগানে পানি নেয়ার ব্যাপারে একটি লোকের সঙ্গে যুবাইরের (রাঃ) বিবাদ হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি নেয়ার পর তুমি আনসারীর বাগানে পানি যেতে দাও।' তাঁর এ কথা শুনে আনসারী বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আপনার ফুপাতো ভাই তো!' এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বলেন ঃ 'হে যুবাইর (রাঃ)! তুমি তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর তা বন্ধ রেখ যে পর্যন্ত না সে পানি বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর পানি তোমার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও।' প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পন্থা বের করেন যাতে যুবাইরের (রাঃ) কষ্ট না হয় এবং আনসারীরও প্রশস্ততা বেড়ে যায়। কিন্তু আনসারী যখন সেটা তার পক্ষে উত্তম মনে করলনা, তখন তিনি যুবাইরকে (রাঃ) তার পূর্ণ হক প্রদান করলেন। যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি ধারণা করি যে, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ এ আয়াতটি এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৩)

মুসনাদ আহমাদের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, এ আনসারী বদরী সাহাবী ছিলেন। অন্য বর্ণনা হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল এই যে, পানির নালা হতে প্রথমেই ছিল যুবাইরের (রাঃ) বাগান এবং তারপরে ঐ আনসারীর বাগান। আনসারী যুবাইরকে (রাঃ) বলতেন, 'পানি বন্ধ করবেননা। পানি আপনা আপনি এক সাথে দু' বাগানেই আসবে।'

হাফিয আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন দুহাইন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দামরাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ দু'ব্যক্তি তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি একটা মীমাংসা করে দেন। যে ব্যক্তির প্রতিকূলে বিচারের মীমাংসা চলে যায় সে বলল ঃ আমি ইহা মানিনা। তখন অপর ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ তাহলে তুমি কি চাও? সে বলল ঃ চল, আমরা আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাই। আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাওয়ার পর যে ব্যক্তির পক্ষে ফাইসালা দেয়া হয়েছিল সে বলল ঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য গিয়েছিলাম এবং তিনি যে ফাইসালা দিয়েছেন তা আমার পক্ষে যায়। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফাইসালা দিয়েছেন আমার তরফ থেকেও ঐ একই ফাইসালা।

যে ব্যক্তি মীমাংসায় হেরে যায় সে বলল ঃ চল, আমরা উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) কাছে যাই। তারা এখানে এলে যার অনুকূলে ফাইসালা হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনা উমারের (রাঃ) নিকট বর্ণনা করে। উমার (রাঃ) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, 'এটা সত্য কি?' সে স্বীকার করে নেয়। উমার (রাঃ) তখন তাদেরকে বলেন, 'এখানে তোমরা থাম, আমি এসে ফাইসালা করছি।' তিনি তরবারী নিয়ে এলেন এবং যে ব্যক্তি বলেছিল, 'আমাদেরকে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়ে দিন' তিনি তাকে হত্যা করেন। এর প্রেক্ষিতেই فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ এ আয়াতটি নাযিল হয়। (দুররুল মানসুর ২/৩২২)

৬৬। আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিস্ক্রান্ত হও তাহলে	٦٦. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا۟ مِن

তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতনা এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও।	دِيَـٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا
৬৭। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম।	٦٧. وَإِذًا لَّءَاتَيْنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا
৬৮। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম।	٦٨. وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا
৬৯। আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।	٦٩. وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا
৭০। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আল্লাহর	٧٠. ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ

জ্ঞানই যথেষ্ট।	وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا

যা আদেশ করা হয় তা অধিকাংশ লোকই অমান্য করে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, অধিকাংশ লোক এরূপ যে, তাদেরকে যদি ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করারও নির্দেশ দেয়া হত যা তারা এ সময়ে করতে রয়েছে তাহলে তারা ঐ কাজগুলোও করতনা। কেননা তাদের হীন প্রকৃতিকে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণের উপরই গঠন করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর ঐ জ্ঞানের সংবাদ দিচ্ছেন যা হয়নি। কিন্তু যদি হত তাহলে কিরূপ হত? আবূ ইসহাক সাবীঈ (রহঃ) বলেন যে, যখন وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন একজন মনীষী বলেছিলেন ঃ 'যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তা পালন করতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে এটা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শোনেন তখন তিনি বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে ঈমান এতই মযবুত যে, তা পর্বত অপেক্ষাও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' (ইব্ন আবী হাতিম) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّـــا أَجْراً عَظِيمًا

এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম। وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا এটাই হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় আমি তাদেরকে জান্নাত দান করতাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পথ প্রদর্শন করতাম।'

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশের উপর আমল করে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে তাকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানের ঘরে নিয়ে যাবেন এবং নাবীগণের বন্ধুরূপে পরিগণিত করবেন। তারপর সত্য সাধকদের বন্ধু করবেন, যাদের মর্যাদা নাবীগণের পরে। তারপর তাদেরকে তিনি শহীদের সঙ্গী করবেন। অতঃপর সমস্ত মু'মিনের সঙ্গী করবেন যাদের ভিতর ও বাহির সুসজ্জিত। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এঁরা কতই না পবিত্র ও উত্তম বন্ধু!

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় দুনিয়ায় অবস্থানের এবং আখিরাতের দিকে গমনের মধ্যে অধিকার দেয়া হয়।' যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত হন, যে রোগ হতে তিনি আর সেরে উঠতে পারেননি তখন তাঁর কণ্ঠস্বর বসে যায়। সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনি, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ তাদের সঙ্গে যাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন, যারা নাবী, সত্য সাধক, শহীদ ও সৎকর্মশীল। আমি তখন জানতে পারি যে, তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৩, মুসলিম ৪/১৮৯৩)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন ঃ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (মুসলিম ৪/১৮৯৪) অতঃপর তিনি এ নশ্বর জগত হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এ কথা তিনি তিনবার পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেন। পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত তাঁর উক্তির ভাবার্থ এটাই।

এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা আপনার কাছে উঠা-বসা করছি এবং আপনার মুখমণ্ডলও দর্শন করছি। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তো আপনি নাবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন তো আমরা আপনার নিকট পৌঁছতে পারবনা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেননা। সে সময় জিবরাঈল (আঃ) وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـــئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ এ আয়াতটি আনয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোক পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সুসংবাদ প্রদান করেন। (তারাবী ৮/৫৩৪) এ হাদীসটি মুরসাল সনদেও মাসরুক (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আমির আশ শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে সনদটি খুবই উত্তম।

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই-এ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে আমার প্রাণ হতে, পরিবার পরিজন হতে এবং সন্তান অপেক্ষাও বেশি ভালবাসি। আমি বাড়ীতে থাকি বটে, কিন্তু আপনাকে স্মরণ করা মাত্র আপনার নিকট আগমন ছাড়া আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা। অতঃপর এসে আপনাকে দর্শন করি। কিন্তু যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আপনি নাবীগণের সঙ্গে সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন, তখন আমার ভয় হয় যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ লাভ করলেও আপনাকে হয়তো দেখতে পাবনা।' তখন এ আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দানে বিরত থাকেন। এরপর উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ মাকদিসী (রহঃ) তার *'সিফাতুল জান্নাহ'* কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এর বর্ণনাক্রমে আমি কোন ভুল দেখতে পাচ্ছিনা। (তাবারানী সাগীর ৩৩০৮) এ বর্ণনাটির আরও ধারা রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাবিআ’ ইব্‌ন কা‘ব আসলামী (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করতাম এবং তাঁকে পানি ইত্যাদি এনে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বলেন ঃ ‘কিছু যাঞ্চা কর’। আমি বললাম ঃ জান্নাতে আপনার বন্ধুত্ব যাঞ্চা করছি। তিনি বললেন ঃ ‘এটা ছাড়া অন্য কিছু?’ আমি বললাম ঃ শুধু এই একটিই প্রার্থনা। তখন তিনি বললেন ঃ ‘তাহলে অধিক সাজদাহর মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনের উপর আমাকে সাহায্য কর।’ (মুসলিম ৪৮৯)

মুসনাদ আহমাদে আমর ইব্‌ন মুররাহ আল-জাহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা’বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, স্বীয় সম্পদের যাকাত প্রদান করি এবং রামাযানের সিয়াম পালন করি।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ ‘যে ব্যক্তি এর উপরই মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামাতের দিন এভাবে নাবীগণের সঙ্গে, সত্য সাধকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন পিতা-মাতার অবাধ্য না হয়।’ (জা’মি অল মাসানিদ ওয়াস সুন্নাহ ১০/৭৭)

সহীহ ও মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহে সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট দল হতে ক্রম পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি দল এমন এক গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখে যার যোগ্যতার তুলনায় তাদের কোন তুলনাই হতে পারেনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘মানুষ তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে সে ভালবাসত।’ (বুখারী ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪০)

আনাস (রাঃ) বলেন, ‘মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত খুশি হয়েছিল তত খুশি অন্য কোন জিনিসে হয়নি। অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমার ভালবাসা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমারের (রাঃ) সঙ্গে রয়েছে। তাই আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁদের সঙ্গেই উঠাবেন, যদিও আমার আমল তাঁদের মত নয়।’ (ফাতহুল বারী ৭/৫১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰه *এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ।* কারণ আল্লাহর দয়ার ফলেই তারা জান্নাতের সৌভাগ্যশালী হয়েছেন, তাদের আমলের প্রতিদান হিসাবে তারা ইহা কখনও লাভ করতে সক্ষম হতেননা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَفَى بِاللّٰه عَلِيمًا এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই অনুগ্রহ ও দান এবং তাঁর বিশেষ করুণা, যার কারণে তাঁর বান্দা এত মর্যাদা লাভ করেছে, এটা সে তার কাজের ফলে লাভ করেনি। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন। অর্থাৎ হিদায়াত ও তাওফীক লাভের হকদার যে কে তা তাঁর খুব ভালরূপেই জানা আছে।

৭১। হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার সরঞ্জাম তুলে নাও, অতঃপর পৃথকভাবে বহির্গত হও অথবা সম্মিলিতভাবে অভিযান কর।	٧١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا
৭২। আর তোমাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যে শৈথিল্য করে; অনন্তর যদি তোমাদের উপর বিপদ নিপতিত হয় তাহলে বলে ঃ আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাদের সাথে উপস্থিত ছিলামনা।	٧٢. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا
৭৩। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর সন্নিধান হতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ, সম্পদ অবতীর্ণ হয় তাহলে এরূপভাবে বলে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ ছিলনা - হায়!	٧٣. وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ يَـٰلَيْتَنِى

যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম তাহলে মহান ফলপ্রদ সুফল লাভ করতাম!	كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا
৭৪। অতএব যারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত ক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে; এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর নিহত অথবা বিজয়ী হয়, তাহলে আমি তাকে মহান প্রতিদান প্রদান করব।	٧٤. فَلْيُقَـٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রীম প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সর্বদা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সদা যেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে যাতে শত্রুরা অতি সহজে তাদের উপর জয়যুক্ত না হয়। তারা সব সময় যেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রস্তুত রাখে, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শক্তি দৃঢ় করে। নির্দেশ মাত্রই যেন তারা বীর বেশে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট সৈন্যদলে বিভক্ত হয়েই হোক অথবা সবাই সম্মিলিতভাবেই হোক সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা যেন যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে **فَانْفِرُا ثُبَات** এর অর্থ হচ্ছে তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বহির্গত হও।’ আর **اَوِانْفُرُوْا جَمِيْعًا** এর অর্থ হচ্ছে ‘তোমরা সম্মিলিতভাবে বেড়িয়ে পড়।’ (তাবারী ৮/৫৩৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ্ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং খুসাইফ আল জাযারীও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ৮/৫৩৮)

জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ

মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও কয়েকজন মনীষী বলেন যে, وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৩৮) মুনাফিকদের স্বভাব এই যে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং অপরকেও জিহাদে না যেতে উৎসাহিত করে। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত এবং অন্যদেরকেও অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করত, যেমনটি ইব্ন জুরাইয (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ঐ নির্বোধেরা বুঝেনা যে, ঐ মুজাহিদেরা জিহাদে অংশ গ্রহণের ফলে যে সাওয়াব লাভ করেছেন তা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছে। যদি তারাও জিহাদে অংশ নিত তাহলে মুসলিমদের মত তারাও গাযী হওয়ার মর্যাদা এবং ধৈর্য ধারণের সাওয়াব লাভ করত অথবা শহীদ হওয়ার গৌরব লাভ করত। পক্ষান্তরে যদি মুসলিম মুজাহিদগণ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শত্রুদের উপর জয়ী হয় এবং শত্রুরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়, আর এর ফলে মুসলিমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ও দাস-দাসী নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে ঐ মুনাফিকরা চরম দুঃখিত হয় এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এত হা-হুতাশ করে ও এমন এমন কথা মুখ দিয়ে বের করে যেন মুসলিমদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই ছিলনা। তাদের ধর্মই যেন অন্য। তারা তখন বলে, 'হায়! আমরাও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে আমরাও গানীমাতের সম্পদ পেতাম এবং তাদের মত আমরাও দাস-দাসী ও ধন-সম্পদের অধিকারী হতাম।'

জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ বলা হয়েছে, দুনিয়া লাভই কাফির মুনাফিকদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা ইহকালের বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ ঘোষণা করা উচিত। তারা কুফরী ও অবিশ্বাসের কারণে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্বংস করেছে। তাই মুনাফিকদের বলা হচ্ছে, হে মুনাফিকের দল! তোমরা জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহ তা'আলার পথের মুজাহিদ

তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনা। তাদের উভয় অবস্থায় পুরস্কার রয়েছে। নিহত হলেও তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং বিজয়ী বেশে ফিরে এলেও রয়েছে গানীমাতের মালের বিরাট অংশ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'আল্লাহর পথের মুজাহিদের যামিন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। হয় তিনি তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন, আর না হয় যেখান হতে সে বের হয়েছে সেখানেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।' (ফাতহুল বারী ৬/২৫৩, মুসলিম ৩/১৪৯৬)

৭৫। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছনা? অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে অত্যাচারী এই নগর হতে নিস্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।	٧٥. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
৭৬। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা শাইতানের পক্ষে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা	٧٦. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا	**শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শাইতানের কৌশল দুর্বল।**

নির্যাতিতদের সাহায্যার্থে জিহাদ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাঁর পথে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন, 'গুটি কয়েক দুর্বল ও অসহায় লোক মাক্কায় রয়ে গেছে যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। মাক্কায় অবস্থান তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাদের উপর কাফিরেরা নানা প্রকার উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে মুক্ত করে আন। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এ অত্যাচারীদের গ্রাম হতে অর্থাৎ মাক্কা হতে বহির্গত করুন।' মাক্কাকে নিম্নের আয়াতেও গ্রাম বলা হয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ

তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৩) ঐ দুর্বল লোকেরা মাক্কার কাফিরদের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করছে এবং সাথে সাথে স্বীয় প্রার্থনায় বলছে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ হতে আপনি আমাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নির্বাচন করুন।'

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি এবং আমার আম্মাও ঐ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৮/১০৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا মু'মিনগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে কাফিরেরা শাইতানের আনুগত্যের উদ্দেশে যুদ্ধ করে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার শত্রু ও শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, শাইতানের কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে বৃথায় পর্যবসিত হবে।

٧٧. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

৭৭। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত সমূহ সংযত রাখ এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফারয করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফারয করলেন? কেন আমাদেকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল ঃ পার্থিব ফায়দা সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুরের বীজের পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।

٧٨. أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ

৭৮। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর; এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর

يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا	নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা!
٧٩. مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا	৭৯। তোমার নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহর সন্নিধান হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হতে হয়ে থাকে, এবং আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি; এবং আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।

কেহ কেহ চাচ্ছিল যে, জিহাদ করার নির্দেশ বিলম্বে দেয়া হোক

ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলিমরা মাক্কায় অবস্থান করছিল তখন তারা ছিল দুর্বল। তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল। সেখানে কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলিমরা তাদেরই শহরে ছিল। কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল তাদের অধিক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেননি। বরং তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলির উপর যেন তারা আমল করে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, তারা যেন এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ করে। আর ওদিকে কাফিরেরা ভীষণ বীরত্বের সাথে মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারা ছোট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন হতে কঠিনতম শাস্তি দিতে থাকে। কাজেই মুসলিমগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিলেন।

যা হোক, তারা অতি আগ্রহের সাথে ঐ সময়ের অপেক্ষা করছিলেন যে, কখন তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। নানাবিধ কারণে ঐ সময় মুসলিমদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি ছিলনা। যেমন বহু সংখ্যক শত্রুদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। মাক্কা নগরী হল মুসলিমদের পবিত্রতম স্থান, তাই এ নগরীতে যুদ্ধ করার কোন আয়াত নাযিল হয়নি। মুসলিমরা যখন পরে মাদীনায় তাদের নিজদের শহর গড়ে তোলে এবং দিন দিন তাদের ক্ষমতা, শক্তি ও সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপরেও মুসলিমদের জিহাদে অংশ গ্রহণের মনোবাসনা পূর্ণ করার লক্ষ্যে আল্লাহর তরফ থেকে আয়াত নাযিল হলে তাদের কেহ কেহ কাফিরদের সাথে সম্মুখ সমরে অংশ নেয়ার ব্যাপারে ভীষণ ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে।

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই কতক লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জিহাদের কথা চিন্তা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং স্ত্রীদের বিধবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন হওয়ার দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيب ভয় পেয়ে তারা বলে উঠে, 'হে আমাদের রাব্ব! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন!' এ বিষয়কেই অন্য আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ

মু'মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে

তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২০) এর সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে, মু'মিনগণ বলে ঃ (যুদ্ধের) কোন সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন রুগ্ন অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার করে উঠে এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করে তোমার দিকে তাকায় এবং ঐ ব্যক্তির মত চক্ষু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য হয়ে থাকে। তাদের জন্য আফসোস!

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কায় আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কুফরী অবস্থায় আমরা সম্মানিত ছিলাম, আর আজ ইসলামের অবস্থায় আমাদের লাঞ্ছিত মনে করা হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ নির্দেশই রয়েছে যে, আমি যেন ক্ষমা করে দেই। সাবধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করনা।'

অতঃপর মাদীনায় হিজরাতের পর এখানে যখন জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন কিন্তু লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চায়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৪৯, নাসাঈ ৬/৩২৫, হাকিম ২/৩০৭)

অতঃপর যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয় তখন দুর্বল ঈমানের লোকেরা মানুষকে ঐরূপ ভয় করতে শুরু করে যেমন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত; বরং তার চেয়েও বেশি ভয় করতে থাকে এবং বলে, 'হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফার্য করলেন? স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে দিলেন না কেন?' তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى দুনিয়ার সুখ ভোগ খুবই অস্থায়ী এবং জান্নাতের তুলনায় খুবই নগণ্যও বটে। আর আখিরাত আল্লাহভীরুদের জন্য দুনিয়া হতে বহুগুণ উত্তম ও পবিত্র।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে উত্তরে বলা হয়, 'আল্লাহভীরুদের পরিণাম সূচনা হতে বহুগুণে উত্তম। তোমাদেরকে তোমাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের একটি সৎ আমলও বিনষ্ট হবেনা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কারও উপর এক চুল

পরিমাণও অত্যাচার হওয়া অসম্ভব। এ বাক্যে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ উৎপাদন করে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে জিহাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মৃত্যুকে কেহ এড়াতে পারবেনা, সে পেয়ে বসবেই

এরপর বলা হচ্ছে ঃ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।' কোন মধ্যস্থতা কেহকেও এটা হতে বাঁচাতে পারবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬) আর এক আয়াতে আছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী'। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৪) এগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জিহাদ করুক আর না'ই করুক, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্তা ছাড়া সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থানও নির্দিষ্ট রয়েছে।

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রাঃ) স্বীয় মরণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি। তোমরা এসে দেখ যে, আমার শরীরের এমন কোন অংশ নেই যেখানে বল্লম, বর্শা, তীর, তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের চিহ্ন দেখা যায়না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিলনা বলে আজ তোমরা দেখ যে, আমি গৃহ শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। সুতরাং কাপুরুষের দল আমার জীবন হতে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।'

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, মৃত্যুর থাবা হতে সুউচ্চ, সুদৃঢ় এবং সংরক্ষিত দুর্গ ও অট্টালিকাও রক্ষা করতে পারবেনা।

মুনাফিকরা নাবীর (সাঃ) আগমনে তাদের অশুভ পরিণতি টের পেয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যদি তারা খাদ্যশস্য, ফল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি লাভ করে তাহলে তারা বলে, ‘এটা আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এসেছে।’ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ আর যদি তাদের উপর কোন অমঙ্গল নিপতিত হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, সম্পদ ও সন্তানের স্বল্পতা এবং ক্ষেত ও বাগানের ক্ষতি ইত্যাদি পৌঁছে যায় তখন তারা বলে, ‘হে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আপনার কারণেই হয়েছে।’ অর্থাৎ এটা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং মুসলিম হওয়ার কারণেই হয়েছে। ফিরাঊনের অনুসারীরাও অমঙ্গলের বেলায় মূসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কু-লক্ষণ বলে অভিহিত করত। যেমন কুরআনুল হাকীমের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদাপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৩১) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٍ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১১) অতএব এখানেও এ মুনাফিকরা যারা বাহ্যিক মুসলিম, কিন্তু অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে তাদের নিকট যখন কোন অমঙ্গল পৌঁছে তখন তারা ঝট করে বলে ফেলে যে, এ ক্ষতি ইসলাম গ্রহণের কারণেই হয়েছে।

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এ অপবিত্র কথা ও জঘন্য বিশ্বাসের খণ্ডন করছেন যারা বলে ঃ 'সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তাঁর ফাইসালা ও ভাগ্যলিখন প্রত্যেক ভাল-মন্দ, ফাসিক, ফাজির, মু'মিন এবং কাফির সবার উপরেই জারী রয়েছে। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।' তিনি তাদের সে উক্তি খণ্ডন করছেন যা তারা শুধুমাত্র সন্দেহ, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং অত্যাচারের বশবর্তী হয়েই বলে থাকে। তিনি বলেন, তাদের কি হয়েছে যে, কোন কথা বুঝার যোগ্যতা তাদের মধ্য হতে লোপ পাচ্ছে?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন, অতঃপর যে সম্বোধন সাধারণ (General) হয়ে গেছে ঃ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ তোমাদের নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা। আর তোমাদের উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমাদের স্বীয় কর্মেরই প্রতিফল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَصَـٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩০) এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তোমাদের পাপের কারণে'। অর্থাৎ কাজেরই প্রতিফল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً হে নাবী! তোমার কাজ হচ্ছে শুধু শারীয়াতকে প্রচার করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কাজকে, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরই সাক্ষ্য এ ব্যাপারেও যথেষ্ট যে, তুমি প্রচার কাজ চালিয়েছ। তোমার ও তাদের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তিনি সব কিছুই দেখছেন। তারা তোমার সাথে যে অবাধ্যাচরণ ও অহংকার করছে তাও তিনি দেখতে রয়েছেন।

৮০। যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে,	٨٠. مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ

أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا	এবং যে ফিরে যায় আমি তার জন্য তোমাকে রক্ষক রূপে প্রেরণ করিনি।
٨١. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا	৮১। আর তারা বলে ঃ আমরা অনুগত। কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল, তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি নিস্পৃহ হও এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অর্থ হল আল্লাহকেই মান্য করা

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে, 'আমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের যে অনুগত প্রকারান্তরে সে আমারই অনুগত। তার যে অবাধ্য সে আমারই অবাধ্য। কেননা আমার নাবী নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেনা। আমার পক্ষ হতে তার উপর যে অহী করা হয় তাই সে বলে থাকে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে যে মেনে চলে সে আল্লাহকে মানে এবং যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে। আর যে আমীরের অনুগত হয় সে আমারই অনুগত হয় এবং যে আমীরের অবাধ্য হয় সে আমারই অবাধ্য হয়'। (আহমাদ ১/২৫২, ফাতহুল বারী ৬/১৩৫, মুসলিম ৩/১৪৬৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে নাবী তার পাপ তোমার উপর নেই। তোমার কাজ তো

শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়া। ভাগ্যবান ব্যক্তি মেনে নিবে এবং মুক্তি ও সাওয়াব লাভ করবে এবং তাদের ভাল কাজের সাওয়াব তুমিও লাভ করবে। কেননা তার পথপ্রদর্শক তো তুমিই এবং তার সৎ কাজের শিক্ষকও তুমিই। আর যে ব্যক্তি মানবেনা সে হতভাগা। সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে সে হিদায়াত লাভ করবে, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। (মুসলিম ২/৫৯৪)

মুনাফিকদের বোকামীর ধরণ

এরপর মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ **وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ** তারা বাহ্যিকভাবে তো আনুগত্য স্বীকার করছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করছে। কিন্তু যখনই দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে, এখান হতে চলে গিয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছে যায় তখন এমন হয় যে, তাদের রূপ যেন এরূপ ছিলইনা। এখানে যা কিছু বলেছিল, রাতে গোপনে গোপনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পরামর্শ করতে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ গোপন ষড়যন্ত্র সবই জানেন। তাঁর নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাদের এ কার্যাবলী এবং এসব কথা তাঁর নির্দেশক্রমে তাদের আমলনামায় লিখে নিচ্ছেন।

সুতরাং তাদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে যে, তাদের এ চাল-চলন কতই না জঘন্য। তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট তোমাদের ঐ সব কাজ গোপন নেই। তোমরা তোমাদের ভিতর ও বাহির যখন এক রাখতে পারছনা তখন তোমাদের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত সংবাদ যিনি রাখেন, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ নিকৃষ্ট কাজের জন্য কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا

তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৪৭)

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ **فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ** তুমি তাদের প্রতি বিমুখ হও; ধৈর্য

ধারণ কর, তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের অবস্থা তাদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে বলনা। তুমি তাদের হতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় থাক। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর। যে ব্যক্তি তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

৮২। তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।	٨٢. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًا كَثِيرًا
৮৩। আর যখন তাদের নিকট কোন শাস্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পন করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শাইতানের অনুসরণ করতে।	٨٣. وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

আল কুরআন সত্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন কারীমকে চিন্তা ও গবেষণা সহকারে পাঠ করে। উহা হতে যেন তারা বিমুখ না হয়, অবজ্ঞা না করে। ওর মযবুত রচনা, নৈপুণ্য পূর্ণ নির্দেশাবলী এবং বাকচাতুর্য

সম্বন্ধে যেন চিন্তা করে। সাথে সাথে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, এ পবিত্র গ্রন্থটি মতভেদ ও মতানৈক্য হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা ইহা মহাবিজ্ঞানময় ও পরম প্রশংসিত আল্লাহরই বাণী। তিনি নিজে সত্য এবং তদ্রূপ তাঁর কালামও সম্পূর্ণ সত্য। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করছেন ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا মুশরিক ও মুনাফিকদের ধারণা হিসাবে এ কুরআন যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত না হত এবং কারও মনগড়া কথা হত তাহলে অবশ্যই মানুষ ওর মধ্যে বহু মতভেদ লক্ষ্য করত।' সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থের এসব ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া এরই পরিষ্কার দলীল যে, এটা আল্লাহরই বাণী। যেমন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানে পরিপক্ক আলেমদের কথা বর্ণনা করেন যে, তারা বলে ঃ আমরা এগুলির উপর ঈমান এনেছি, এগুলি সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত। অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট আয়াত ও অস্পষ্ট আয়াত সবই সত্য। এ জন্যই তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলিকে স্পষ্ট আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে মুনাফিকীর বক্রতা রয়েছে তারা স্পষ্ট আয়াতগুলি অস্পষ্ট আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম প্রকারের লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের নিন্দা করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আমর ইব্ন শুয়াইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর দাদা বলেন ঃ আমি এবং আমার ভাই এমন এক সমাবেশে বসেছিলাম যা আমার নিকট এত প্রিয় ছিল যে, আমি একটি লাল বর্ণের উট পেলেও এ মাজলিসের তুলনায় ওটাকে নগণ্য মনে করতাম। আমরা গিয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজার উপর কয়েকজন মর্যাদাবান সাহাবী (রাঃ) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা ওখান থেকে চলে যাওয়া সমীচীন মনে না করে এক দিকে বসে পড়ি। সেখানে কুরআন মাজীদের কোন আয়াত নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। অবশেষে কথা বেড়ে যায় এবং তাঁরা পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা

শুনতে পেয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে আগমন করেন এবং তাঁর মুখমন্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। তাঁদের উপর মাটি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ

'তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নাবীগণের উপর মতানৈক্য আনয়ন করেছিল এবং আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত বলেছিল। জেনে রেখ যে, কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অপর আয়াতের বৈপরীত্য বহন করেনা, বরং সত্যতা প্রতিপাদন করে। তোমরা যেটা জান তার উপর আমল কর এবং যেটা জাননা সেটা যারা জানে তাদের উপর ছেড়ে দাও।' (আহমাদ ২/১৮১)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই। আমি বসে রয়েছি এমন সময় দু'টি লোকের মধ্যে একটি আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ধ্বংসের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহ তা'আলার কিতাবে তাদের মতভেদ সৃষ্টি করা'। (আহমাদ ২/১৯২, মুসলিম ৪/২০৫৩, নাসাঈ ৫/৩৩)

অসমর্থিত ও তদন্তবিহীন খবর বর্ণনা করায় নিষেধাজ্ঞা

এরপর ঐ তাড়াহুড়াকারীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে যারা কোন নিরাপত্তা বা ভয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সত্যাসত্য যাচাই না করেই এদিক হতে ওদিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। অথচ ওটা সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষকে মিথ্যাবাদী বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা'ই বর্ণনা করে।' (মুসলিম ১/১০, আবূ দাঊদ ৫/২২৬)

মুগীরা ইব্ন শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম *'বর্ণিত হয়েছে'* অথবা *'অমুক অমুককে বলেছেন'* এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ৫, আবূ দাঊদ ৪৯৯২) এ হাদীসে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন কিছুর বাস্তবতা এবং সত্যাসত্য যাচাই না করেই অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়। অর্থাৎ 'লোকেরা যেসব কথা বলে থাকে এরূপ বহু কথা সত্যাসত্য যাচাই ও চিন্তা ভাবনা না করেই বর্ণনা করে থাকে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন কথা বর্ণনা করে এবং সে জানে যে, ওটা যথার্থ নয় সেও দুই মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী।' (মুসলিম ১/৯) এখানে আমরা উমারের (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করছি যার বিশুদ্ধতার উপর মতৈক্য রয়েছে। যখন তিনি শোনেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় বাড়ী হতে বের হয়ে এসে মাসজিদে প্রবেশ করেন। এখানেও তিনি জনগণকে এ কথাই বলতে শোনেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন?' তিনি বললেন ঃ 'না।' তখন তিনি 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করেন। হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, অতঃপর তিনি মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেননি।' সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উমার (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রথমে তথ্য অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং এ আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে সঠিক তথ্যানুসন্ধান করার জন্য মূল উৎসের খোঁজ নেয়া। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ মু'মিন ব্যতীত তোমরা শাইতানের অনুসারী হয়ে যেতে।' (তাবারী ৮/৫৭৫)

৮৪। অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কারও ভার অর্পণ করা হয়নি এবং বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর; অচিরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন; এবং আল্লাহ সংগ্রামে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর।	٨٤. فَقَـٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأۡسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ

بَأۡسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً	
٨٥. مَّن يَشۡفَعۡ شَفَـٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنۡہَا ۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَـٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٌ مِّنۡہَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ مُّقِيتًا	৮৫। যে কেহ সৎ সুপারিশ করবে সে ওর অংশ পাবে এবং যে কেহ অসৎ সুপারিশ করবে সেও ওর অংশ প্রাপ্ত হবে; এবং আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।
٨٦. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡہَآ أَوۡ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ حَسِيبًا	৮৬। আর যখন তোমরা শুভাশীষে সম্ভাষিত হও তখন তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।
٨٧. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِ ۗ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا	৮৭। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নেই; নিশ্চয়ই এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন; এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়ণ?

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জিহাদ করার আদেশ করেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন নিজেই আল্লাহ তা‘আলার পথে যুদ্ধ করেন, যদিও কেহ তাঁর সাথে যোগ না দেয়। আবূ ইসহাক (রহঃ) বারা’ ইব্ন আযিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘যদি কোন মুসলিম একাই থাকে এবং শত্রুরা একশ’ জন হয় তাহলে কি মুসলিমটি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে?’ তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

তখন আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ কিন্তু কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত দ্বারা এর নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

এবং তোমরা স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুলাইমান ইব্ন দাঊদ (রহঃ) থেকে বলেন, আবূ বাকর ইব্ন আয়াশ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল বারা’কে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের রক্ষা বুহ্যে ঢুকে আক্রমণ চালায় তাহলে সে কি নিজকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন ঃ না, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমার নিজের ছাড়া অন্যের কোন দায়িত্ব তোমার উপর অর্পন করা হয়নি। (আহমাদ ৪/২৮১)

মু’মিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ মু’মিনদের মধ্যে সাহস জাগিয়ে তোল এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের ব্যূহ ঠিক করতে করতে বলেন ঃ

‘তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাও যার প্রস্থ হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান।’ (মুসলিম ৩/১৫১০) জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার বহু হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দেয় এবং রামাযানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহর উপর (তার) এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে আল্লাহর পথে হিজরাতই করুক বা স্বীয় জন্মভূমিতে বসেই থাকুক।' তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা লোকদেরকে কি এ শুভ সংবাদ শুনিয়ে দিবনা?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ

'জেনে রেখ! জান্নাতের একশটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যেগুলির মধ্যে এক একটি শ্রেণীর উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান। এ শ্রেণীগুলি আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। অতএব তোমরা জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস জান্নাত যাঞ্চা কর। ওটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওর উপরই রাহমানের আরশ রয়েছে এবং ওটা হতেই জান্নাতের নদীগুলি প্রবাহিত হয়।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪) উবাদাহ (রাঃ) (তিরমিযী ৭/২৩৭) মুয়ায (রাঃ) (ইব্ন মাজাহ ২/১৪৪৮) এবং আবূ দারদা (রাঃ) হতে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু রূপে, ইসলামকে ধর্ম রূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল ও নাবী রূপে মেনে নিতে সম্মত হয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।' এতে আবূ সাঈদ (রাঃ) বিস্মিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পুনরাবৃত্তি করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ওটি বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন ঃ 'আর একটি আমল রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার দরজা একশ' গুণ উঁচু করে দেন। এক দরজা হতে অন্য দরজার উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ আমলটি কি?' তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' (মুসলিম ৩/১৫০১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَسَى اللّٰهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ হে নাবী! যখন তুমি জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবে তখন মুসলিমরাও তোমার শিক্ষার কারণে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবে এবং আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সঙ্গেই থাকবে। সত্বরই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন, তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে। অতএব তারা তোমাদের মুকাবিলায় আসতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা সংগ্রামে সুদৃঢ় এবং তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানকারী। তিনি এরূপ সক্ষম যে,

দুনিয়ায়ও তাদেরকে পরাজিত করবেন ও শাস্তি দিবেন এবং অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাঁরই হাতে ক্ষমতা থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪)

উত্তম ও নিকৃষ্ট সুপারিশকারীদের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার

এরপর বলা হচ্ছে ঃ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا যে কেহ উত্তম সুপারিশ করবে সে ওটা হতে অংশ প্রাপ্ত হবে এবং যে কেহ নিকৃষ্ট সুপারিশ করবে সেও ওটা হতে অংশ পাবে’। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা চাবেন স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তা জারী করবেন।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৫১)

মুজাহিদ ইব্ন যাব্র (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতটিতে কিয়ামাত দিবসে লোকদের এক জনের পক্ষে অপর জনের সুপারিশ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ৮/৫৮১) আল্লাহ তা‘আলা এত দয়ালু যে, শুধু সুপারিশ করলেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। সে সুপারিশে কাজ হোক আর নাই হোক। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক জিনিসের রক্ষক এবং প্রতিটি জিনিসের উপর খেয়াল রাখেন। তিনি সকলের হিসাব গ্রহণকারী। তিনি সবার উপর ক্ষমতাবান। প্রতিটি প্রাণীর তিনি আহার দাতা এবং প্রত্যেক মানুষের কার্যাবলীর পরিমাপ গ্রহণকারী।

সালাম প্রদানকারীর জবাব দিতে হবে উত্তম শব্দ দ্বারা

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا হে মু’মিনগণ! যখন তোমাদেরকে কেহ সালাম করে তখন তোমরা তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্যে তার সালামের উত্তর দাও, অথবা তদ্রূপ শব্দই বলে দাও।’ সুতরাং তার অপেক্ষা উত্তম শব্দে উত্তর দেয়া উত্তম এবং তার অনুরূপ শব্দে উত্তর দেয়া ফার্‌য।

মুসনাদ আহমাদে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে *‘আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ’* বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়ে বললেন ঃ সে দশটি সাওয়াব পেল; দ্বিতীয় একজন এসে *'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ'* বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে বিশটি সাওয়াব পেল।' তৃতীয় একজন এসে বলে ঃ *'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'*। তিনি বললেন ঃ *'সে ত্রিশটি সাওয়াব লাভ করল।'* (আহমাদ ৪/৪৩৯, আবূ দাঊদ ৫/৩৭৯, তিরমিযী ৭/৪৬৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তার সালামের চেয়ে উত্তম উত্তর দিবে এবং যদি ঐ মুসলিম সালামের সমস্ত শব্দই বলে দেয় তাহলে উত্তরদাতাকে ওটাই ফিরিয়ে দিতে হবে।' যিম্মীদেরকে নিজে সালাম দেয়া ঠিক নয়। তবে সে যদি সালাম দেয় তাহলে তার শব্দেই উত্তর দিতে হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন ইয়াহুদী সালাম করে তখন খেয়াল রেখ, কেননা তাদের কেহ *'আসসামু আলাইকা'* বলে থাকে, তখন তোমরা *'ওয়া আলাইকা'* বলবে।' (ফাতহুল বারী ১২/২৯৩, মুসলিম ৪/১৭০৬)

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানকে তোমরা প্রথমে সালাম করনা। পথে যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতার দিকে যেতে বাধ্য কর।' (মুসলিম ৪/১৭০৭)

সুনান আবূ দাঊদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিবনা যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসা স্থাপিত হবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে।' (আবূ দাঊদ ৫/৩৭৮)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় তাওহীদের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ইবাদাতের যোগ্য যে তিনি একাই তা প্রকাশ করছেন। শপথও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি হচ্ছে, তিনি পূর্বের ও পরের সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং সকলকেই তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। আর কথায় আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? অর্থাৎ কেহই নেই। তাঁর সংবাদ, তাঁর অঙ্গীকার এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন সবই সত্য। ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া পালনকর্তা কেহ নেই।

৮৮। অনন্তর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হলে? এবং তারা যা অর্জন করেছে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কি তাকে পথ প্রদর্শন করতে চাও? এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা।	٨٨. فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا
৮৯। তারা ইচ্ছা করে যে, তারা যেরূপ কাফির তোমরাও যেন তদ্রুপ কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরাও তাদের সদৃশ হও। অতএব তাদের মধ্য হতে বন্ধু গ্রহণ করনা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে; অতঃপর যদি তারা প্রতিগমন করে তাহলে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও তাদেরকে হত্যা কর; এবং তাদের মধ্য হতে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ করনা।	٨٩. وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
৯০। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ	٩٠. إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا	সম্প্রদায়ের সাথে যারা সম্মিলিত হয়, অথবা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত চিত্ত হয়ে যারা তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের উপর তাদেরকে শক্তিশালী করতেন। তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের দিক হতে সন্ধি প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তাদের প্রতিকূলে তোমাদের জন্য কোন পন্থা রাখেননি।
٩١. سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ	৯১। অচিরেই তুমি এরূপও প্রাপ্ত হবে, যারা তোমাদের দিক হতে ও স্বীয় সম্প্রদায় হতে শান্তির সাথে থাকতে ইচ্ছা করে, যখন তাদের বিরোধের প্রতি প্রলুব্ধ করানো হয় তখন তাতেই নিপতিত হয়; অনন্তর যদি তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে এবং তাদের হস্তসমূহ সংযত না করে তাহলে তাদেরকে

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا	**পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও তাদেরকে সংহার কর; এদেরই জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণ দান করেছেন।**

উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত

মুনাফিকদের কোন ব্যাপারে যে মুসলিমদের দু' প্রকার মত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উহুদ প্রান্তরে গমন করেন তখন তাঁর সাথে মুনাফিকরাও ছিল। তারা যুদ্ধের পূর্বেই ফিরে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে কতক মুসলিম বলছিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করা উচিত। আবার অন্য কয়েকজন বলছিলেন যে, হত্যা করা হবেনা, কেননা তারাও মু'মিন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'এটি পবিত্র শহর, এটি নিজেই মালিন্য এমনভাবে দূর করে দিবে যেমনভাবে আগুনের চুল্লি লোহাকে পরিষ্কার করে'। (ফাতহুল বারী ৪/১১৫, মুসলিম ২/১০০৭)

আল আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মাক্কায় এমন কতগুলি লোক ছিল যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল। কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করত। তারা নিজেদের কোন বিশেষ প্রয়োজনে মাক্কা হতে বের হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাদেরকে কোন বাধা প্রদান করবেননা। কেননা প্রকাশ্যে তারা কালেমা পাঠ করেছিল।

মাদীনার মুসলিমগণ যখন এ সংবাদ জানতে পারেন তখন তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ঃ 'এ কাপুরুষদের সাথে প্রথমে জিহাদ করা হোক। কেননা এরা আমাদের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষক।' কিন্তু কতক লোক বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! যারা আমাদের মতই কালেমা পড়ে তোমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে? শুধু এ কারণে যে, তারা হিজরাত করেনি এবং নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়েনি? আমরা কিভাবে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল করতে পারি?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাদের এ মতানৈক্য হয়েছিল। তিনি নীরব ছিলেন। সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ তাদের অন্তরে যখন তোমাদের প্রতি এত শত্রুতা রয়েছে তখন তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত তারা হিজরাত না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে নিজের মনে করনা। তোমরা এটা মনে করনা যে, তারা তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। বরং তারা নিজেরাই এর যোগ্য যে, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে।

যুদ্ধ ও সন্ধি

অতঃপর ওদের মধ্য হতে ঐ লোকদেরকে পৃথক করা হচ্ছে যারা এমন কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে চলে যায় যাদের সঙ্গে মুসলিমদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে। তখন তাদের হুকুম সন্ধিযুক্ত সম্প্রদায়ের মতই হবে। ইমাম সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ৯/১৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে হুদাইবিয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, যারা কুরাইশদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চায় এবং আঁতাত গড়ে তুলতে চায় তাদেরকে সেই অনুমতি দেয়া হল। অন্যদিকে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে শান্তি স্থাপন করতে চায় এবং আঁতাত করতে চায় তাদেরকেও সেই অনুমতি দেয়া হল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮, আহমাদ ৪/৩২৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি পরবর্তী সময় নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫) (তাবারী ৯/১৮) এরপর অন্য একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় বটে, কিন্তু তারা সংকুচিত চিত্ত হয়ে হাযির হয়। তারা না তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, আর না তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা পছন্দ করে। বরং তারা তৃতীয় পক্ষীয় লোক। তাদেরকে না তোমাদের শত্রু বলা যেতে পারে, না বন্ধু বলা যেতে পারে। সুতরাং এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে

তোমাদের উপর শক্তিশালী করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতা দান করতেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্পৃহা তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতেন। সুতরাং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে তাহলে তোমাদের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি নেই।

বদরের যুদ্ধে বানূ হাশিম গোত্রের কতগুলো লোক মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছিল। যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্তরে অপছন্দ করেছিল, তারাই ছিল এ প্রকারের লোক। যেমন আব্বাস (রাঃ) ইত্যাদি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে থাকা আব্বাসকে (রাঃ) হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাকে জীবিত গ্রেফতার করতে বলেছিলেন।

অতঃপর আর একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা বাহ্যতঃ উপরোক্ত দলের মতই। কিন্তু তাদের নিয়াত খুবই কুঞ্চিত, তারা মুনাফিক। এ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম প্রকাশ করে স্বীয় জান-মাল মুসলিমের হাত হতে রক্ষা করত, আর ওদিকে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের বাতিল মা'বূদের ইবাদাত করত এবং তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করে তাদের সাথেই মিলেমিশে থাকত যেন তাদের নিকটেও নিরাপদে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল কাফির। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ

এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা তোমাদের সাথেই আছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪) এখানেও বলা হচ্ছে, যখন তারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন তাতেই নিপতিত হয়। এখানেও فتنة শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শির্ক। (তাবারী ৯/২৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলোও মাক্কাবাসী ছিল। এখানে এসে তারা রিয়াকারী রূপে ইসলাম গ্রহণ করত এবং মাক্কায় ফিরে গিয়ে মূর্তিপূজা করত। তাই তাদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি তারা তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে তাহলে তাদেরকে

নিরাপত্তা দান করনা, বরং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (তাবারী ৯/২৭) তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করেছেন।

٩٢. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

৯২। কোন মু'মিনের উচিত নয় যে, ভ্রম ব্যতীত কোন মু'মিনকে হত্যা করে; যে কেহ ভ্রম বশতঃ কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে সে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করে দিবে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে হত্যার বিনিময় সমর্পণ করবে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় এবং যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মু'মিন হয় তাহলে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্তি দান করবে; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তাহলে তার স্বজনদেরকে হত্যার বিনিময় অর্পণ করবে এবং জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করবে; কিন্তু যদি সে ওটায় অক্ষম হয় তাহলে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

৯৩। আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম, তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।	٩٣. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

ভুলক্রমে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে উহার প্রতিবিধান

ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'কোন মু'মিনের উচিত নয় যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেহ মা'বূদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে (হত্যা করা বৈধ)। (১) কেহকে হত্যা করলে, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলে।' (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২) এ তিনটির যে কোন একটি কাজ কারও দ্বারা সংঘটিত হলে নাগরিকদের মধ্যে কারও তাকে হত্যা করার অধিকার নেই, বরং এটা হচ্ছে মুসলিম ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির অধিকার। এরপরে إِلَّا خَطَأً রয়েছে এবং এটা হচ্ছে اِسْتِـــثْـــنَاء مُنْقَطِعٌ

এ আয়াতের শান-ই নুযূলে মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে একটি উক্তি এই বর্ণিত আছে যে, এটা আবূ জাহলের বৈপিত্রেয় ভাই আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার মায়ের নাম আসমা বিনতে মাখরামাহ। আইয়াশ (রাঃ) একটি লোককে হত্যা করেছিলেন। লোকটির নাম ছিল হার্‌স ইব্‌ন ইয়াযীদ আল আমিরী। আইয়াশ (রাঃ) এবং তার ভাই ইসলাম ধর্ম কবূল করেছিলেন বলে আবূ জাহলের সঙ্গে হার্‌স ইব্‌ন ইয়াযীদ যোগ দিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে শাস্তি প্রদান করেছিল। ফলে তিনি মনে সংকল্প করেন যে, সুযোগ পেলেই হার্‌স ইব্‌ন ইয়াযীদকে হত্যা করবেন। কিছু

দিন পর হার্সও মুসলিম হয়ে যায় এবং হিজরাতও করে। কিন্তু আইয়াশ (রাঃ) এ খবর জানতেননা। মাক্কা বিজয়ের দিন সে তার চোখে পড়ে যায় এবং এখনও সে কুফরীর উপরই রয়েছে এই মনে করে হঠাৎ তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/৩২)

অন্য উক্তি এই যে, আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইবন্ আসলাম (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি আবূ দারদার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, তিনি একজন কাফিরের উপর তরবারী উঠিয়েছেন এমন সময় সে ঈমানের কালেমা পাঠ করে। কিন্তু আবূ দারদা (রাঃ) তার উপর তরবারী বসিয়েই দেন এবং লোকটি নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, 'সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছিল।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?' (তাবারী ৯/৩৪) এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসেও রয়েছে, কিন্তু সেখানে অন্য সাহাবীর নাম রয়েছে।

অতঃপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কোন মুসলিম যদি অপর কোন মুসলিমকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করে তাহলে দু'টি জিনিস ওয়াজিব হবে। প্রথম হচ্ছে একটি দাসকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা-বিনিময় প্রদান করা। ঐ দাসের ব্যাপারে আবার শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মু'মিন। কাফির দাসকে মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবেনা এবং ছোট নাবালক দাসও যথেষ্ট হবেনা যে পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়নের মত বয়স প্রাপ্ত না হবে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) কৃষ্ণ বর্ণের একটি দাসী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি মুসলিম দাস বা দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। যদি এ দাসীটিকে আপনি মুসলিম মনে করেন তাহলে আমি তাকে মুক্ত করে দিব'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঐ দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই?' সে বলে ঃ 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন ঃ 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি'? সে বলে, 'হ্যাঁ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আনসারীকে বলেন ঃ 'তাকে আযাদ করে দাও।' (আহমাদ ৩/৪৫১) এ হাদীসের ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং ঐ সাহাবী কে ছিলেন তা গুপ্ত থাকা সনদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব যা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার হত্যার বিনিময়। এ রক্তপণ হচ্ছে পাঁচ প্রকারের একশ'টি উট, যথা (১) বয়স প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (২) এ বয়সেরই বিশটি উষ্ট্র। (৩) দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৪) তৃতীয় বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৫) চতুর্থ বছর পেরিয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। এটাই হচ্ছে ভ্রমে হত্যার বিনিময় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাইসালা করেছেন। (আবূ দাঊদ ৪৫৪৫, তিরমিযী ১৩৮৬, নাসাঈ ৪৭৯৯, ইব্ন মাজাহ ৩৬৩১, আহমাদ ১/৩৮৪)

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। এ রক্তপণ হত্যাকারীর 'আকেলার' উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার হত্যাকারীর বংশের প্রতিনিধিত্বকারীর উপর ওয়াজিব হবে, তার নিজের অর্থ থেকে নয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযাইল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে একটি পাথর মেরে দেয়। সে গর্ভবতী ছিল। সন্তানও নষ্ট হয়ে যায় এবং সেও মারা যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বর্ণিত হলে তিনি ফাইসালা দেন যে, এ শিশুর রক্তপণ হচ্ছে একটি প্রাণ, দাস বা দাসী এবং ঐ নিহত মহিলার রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারিণীর বংশের যে মুরুব্বী থাকবে তার উপর। (ফাতহুল বারী ১২/২৬৩, মুসলিম ৩/১৩০৯) এর দ্বারা এও জানা গেল যে, যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ভুল বশতঃ হয়ে যায়, রক্তপণ হিসাবে তার হুকুম শুধু ভুল বশতঃ হত্যার মতই। কিন্তু প্রথমক্ত অবস্থায় দিয়াত হবে তিন ধরণের। কেননা সেখানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে (রাঃ) একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খুযাইমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করল বটে, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ اَسْلَمْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম'-এ কথা বলার পরিবর্তে صَبَّانَا অর্থাৎ 'আমরা বেদীন হয়ে গেলাম' এ কথা বলল। খালিদ (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে

আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি খালিদের (রাঃ) এ কাজে আপনার নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করছি এবং নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৫৩)

অতঃপর তিনি আলীকে (রাঃ) খুযাইমা গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাদের নিহতদের রক্তপণ এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এমনকি তাদের কুকুরকে খাওয়ানো পাত্রটিরও ক্ষতিপূরণ দেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইমাম বা তার প্রতিনিধির ভুলের বোঝা বাইতুলমালকেই বহন করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'রক্তপণ ওয়াজিব বটে, কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা করার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা ওটা সাদাকাহ হিসাবে ক্ষমা করে দিতে পারে।' এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির হয় তাহলে হত্যাকারীর দায়িত্বে রক্তপণ নেই। ঐ অবস্থায় তাকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তির অলী ও উত্তরাধিকারী এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে, তাহলে রক্তপণ আদায় করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি কাফির হয় তাহলে কারও মতে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারও মতে অর্ধেক দিতে হবে এবং কারও মতে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আহকামের পুস্তক -গুলিতে দ্রষ্টব্য। হত্যাকারীকে একজন মু'মিন গোলামও আযাদ করতে হবে। দারিদ্রতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে ক্রমাগত দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। রোগ, হায়েয, নিফাস ইত্যাদির মত কোন শারীয়াত সম্মত ওযর ছাড়াই মধ্যে কোন একদিন যদি সিয়াম ছেড়ে দেয় তাহলে আবার নতুনভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে। সফরের ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটাও একটি শারীয়াত সমর্থিত ওযর। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এটা শারীয়াত সমর্থিত ওযর নয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হতে সাবধান

ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনার পর এখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর কঠিন ভীতিযুক্ত শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এটা এমন একটা পাপ যাকে শির্কের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮) অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছে ঃ

أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا

তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা হারামকৃত কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শির্ক ও হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম রক্তের ফাইসালা করা হবে।' (ফাতহুল বারী ১১/৪০২, মুসলিম ৩/১৩০৪)

সুনান আবূ দাঊদে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিন সাওয়াবে ও মঙ্গলে এগিয়ে চলে যে পর্যন্ত না সে অন্যায়ভাবে কেহকে হত্যা করে। যখন সে এটা করে তখন সে ধ্বংস হয়ে যায়।' (আবূ দাঊদ ৪২৭০) অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সারা জগতের পতন একজন মুসলিমের হত্যা অপেক্ষা হালকা। (তিরমিযী ৪/৬৫২)

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তাওবাহ কি কবূল হবে?

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি তো এই যে, যে ব্যক্তি মু'মিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার তাওবাহ কবূলই হয়না। কুফাবাসী এ মাসআলায় মতভেদ করলে ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি এ আয়াতটি (৪ ঃ ৯৩) পাঠ করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে এ আয়াতটিই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত এবং এটি অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়নি। (ফাতহুল বারী ৮/১০৬, মুসলিম ৪/২৩১৮, নাসাঈ ৬/৩২৬) বেশীর ভাগ আলেম এবং তাদের পরবর্তীগণ বলেন যে, হত্যাকারীর অনুশোচনা/তাওবাহ গ্রহণযোগ্য।

অতএব যখন কোন লোক ইসলামের অবস্থায় শারীয়াত সমর্থিত কারণ ছাড়াই কোন মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম এবং তার তাওবাহ গ্রহণীয় হবেনা।

অতএব একটি মতামত তো হল এই যে, জেনে-শুনে হত্যাকারীর তাওবাহ গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় অভিমত এই যে, তাওবাহ তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনের অভিমত এটাই যে, সে যদি তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, বিনয় প্রকাশ করে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ গ্রহণ করবেন এবং নিহত ব্যক্তিকে স্বীয় পক্ষ হতে বিনিময় প্রদান করে সন্তুষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮-৭০)

এখানে যে আয়াতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তা না মানসুখ বা বাতিল করা হয়েছে, আর না শুধু ঐ অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে (যারা পরে মুসলিম হয়েছে)। কারণ ইহা আয়াতের সাধারণ অর্থের প্রকাশ্য বিপরীত, যা সাব্যস্ত করতে দলীল প্রমাণের প্রয়োজন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩)

এ আয়াতটি সাধারণ। সুতরাং কুফরী, শির্ক, নিফাক, হত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার

দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاء (৪ ঃ ৪৮)

এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা শির্ক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পাপ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। এটা তাঁর একটি বড় অনুকম্পা যে, তিনি এ সূরার মধ্যেই এখন আমরা যে আয়াতের তাফসীর করছি এর পূর্বে একবার স্বীয় সাধারণ ক্ষমার আয়াত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের পরই অনুরূপভাবে স্বীয় সাধারণ ক্ষমার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন যেন আশা দৃঢ় হয়।

এখানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন লোক একশ'টি লোককে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার তাওবাহ গৃহীত হবে কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'তোমার মধ্যে ও তোমার তাওবাহর মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হবে?' অতঃপর তিনি তাকে পবিত্র শহরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে বলেন। অতএব সে ঐ শহরে হিজরাতের উদ্দেশে বের হয়। পথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং রাহমাতের মালাক/ফেরেশতা এসে তাকে নিয়ে যান। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮) এ হাদীসটিকে পূর্ণভাবে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। বানী ইসরাঈলের মধ্যেই যখন ক্ষমার এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমাদের মধ্যে তো সে ক্ষমার ব্যবস্থা বহু গুণ বেশি থাকা উচিত। কেননা বানী ইসরাঈল এমন বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে মুক্ত রেখেছেন। আর তিনি বিশ্ব শান্তির দূত ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে এমন ধর্ম আমাদেরকে দান করেছেন যা আকাশেও শান্তিদায়ক এবং পৃথিবীতেও শান্তিদায়ক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার ধর্ম। কাজেই এখানে হত্যাকারীর তাওবাহর দরজা বন্ধ হবে কেন?

তবে এখানে হত্যাকারীর যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই যে, তার শাস্তি হচ্ছে এই যদি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন। যেমন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দল এ কথাই বলেন।

শাস্তির ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও উত্তম পন্থা এটাই। সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আর হত্যাকারীর জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য যে, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবেনা। তার জাহান্নামী

হওয়া ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে তাওবাহ গৃহীত না হওয়ার কারণেই হোক অথবা বিজ্ঞজনের উক্তি অনুযায়ী ওর পিছনে কোন সৎকাজ না থাকার কারণেই হোক।

এখানে خُلُوْدٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বহুদিন অবস্থান, চিরদিন অবস্থান নয়। যেমন হাদীস-ই-মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। (বুখারী ৪৪, ৭৫০৯; তিরমিযী ২৫৯৮)

٩٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

৯৪। হে মু’মিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে বহির্গত হও তখন প্রত্যেক কাজ যাচাই করে নাও, এবং কেহ তোমাদেরকে ‘সালাম’ করলে তাকে বলনা যে, ‘তুমি মু’মিন নও’; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছ? তাহলে আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা স্থির করে নাও যে, তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামের অংশ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানূ সালীম গোত্রের একটি লোক ছাগল চরাতে চরাতে সাহাবায়ে কিরামের একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করে এবং তাদেরকে সালাম দেয়। তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন ঃ এ লোকটি মুসলিম তো নয়, শুধু জীবন রক্ষার উদ্দেশে সালাম করছে। অতএব তারা তাকে হত্যা করে ছাগলগুলো নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসেন। সে সময়ই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/২৭২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উসামাহ ইব্‌ন যায়িদও (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, এটি সহীহায়িনের শর্তে সঠিক, তবে তারা তাদের কিতাবে এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (তিরমিযী ৮/৩৮৬, হাকিম ২/২৩৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতটি সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'এক লোক মাঠে ভেড়া চরাচ্ছিলেন, কিছু মুসলিম তাকে আটক করলে ঐ লোকটি বলল ঃ 'আসসালামু আলাইকুম।' কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল এবং তার ভেড়াগুলি নিয়ে নিল। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাকা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী হাদরাদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবি হাদরাদ (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে *'ইদাম'* নামক স্থানে প্রেরণ করেন। আমরা বাহনে চড়ে মুসলিমদের একটি দল বেড়িয়ে পড়লাম, যাদের মধ্যে ছিলেন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হারিস ইব্‌ন রাবঈ (রাঃ) এবং মুহলিম ইব্‌ন জাসামা ইব্‌ন কায়েস। আমরা বাতনে ইয্‌মে পৌঁছলে আম্‌র ইব্‌ন আযবাত আশজাঈ উটে চড়ে সেখান দিয়ে গমন করেন। তাঁর সাথে বহু আসবাবপত্র ছিল। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় তিনি আমাদেরকে সালাম দেন। তখন আমরা তাঁকে হত্যা করা হতে বিরত থাকি। কিন্তু মুহলিম ইব্‌ন জাসামা তাঁকে পারস্পরিক বিবাদের ভিত্তিতে হত্যা করে এবং তার উট ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৬/১১)

সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে মুআল্লাক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদকে (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন একজন মু'মিন কাফির সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল, অতঃপর

সে তার ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মাক্কায় এরূপই তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে'।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সংক্ষিপ্ত হাদীসটি বর্ণনার ধারাবাহিকতা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ৬৮৬৬) তিনি অবশ্য অন্যত্র বর্ণনার পূর্ণ ধারাবাহিকতাসহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদের (রাঃ) নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর তারা দেখতে পান যে, সেখানকার লোকেরা এদিক ওদিক পালিয়ে গেছে। শুধু একটি লোক রয়ে যায় যার নিকট বহু সম্পদ ছিল। সে তাদেরকে দেখামাত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা'বূদ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিকদাদ (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন। তখন তার সঙ্গীদের এক ব্যক্তি তাকে বলেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' তাকে তুমি হত্যা করলে? আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করব।' অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তাকে মিকদাদ (রাঃ) হত্যা করেছেন'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমরা মিকদাদকে (রাঃ) আমার নিকট ডেকে আন।' (তিনি এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন) ঃ 'হে মিকদাদ! তুমি এমন এক লোককে হত্যা করলে যে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* পাঠ করেছিল? কিয়ামাতের দিন তুমি এ *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* এর সামনে কি করবে?' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি (৪ ঃ ৯৪) অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে মিকদাদ! সে ছিল একজন ঈমানদার ব্যক্তি যে কাফিরদের ভয়ে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল। তোমাদের দেখতে পেয়ে সে তার ঈমানকে প্রকাশ করেছে, অথচ তোমরা তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মাক্কায় অবস্থান করার সময় তোমাদের ঈমান প্রকাশ করা হতে বিরত থাকতে। (মাজমা আয যাওয়ায়িদ ৭/৯)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রচুর গানীমাত রয়েছে'। অর্থাৎ গানীমাতের লোভে তোমরা এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করছ এবং ইসলাম প্রকাশকারীকেও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করছ।

তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ গানীমাতও রয়েছে এবং তা তাঁর নিকট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেগুলি তিনি তোমাদেরকে হালাল উপায়ে প্রদান করবেন। ওটা তোমাদের জন্য এ সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। তোমরা তোমাদের ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরাও এরূপ ছিলে। তখন তোমরাও দুর্বলতার কারণে তোমাদের ঈমান প্রকাশ করার সাহস করনি। তোমরা তোমাদের কাওমের মধ্যে গোপনে চলাফিরা করতে। আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আজ তিনি তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন বলেই তোমরা খোলাখুলি ইসলাম প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছ। তবে আজও যারা শত্রুদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রয়েছে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করতে পারছেনা, তারা যদি তোমাদের সামনে তাদের ইসলাম প্রকাশ করে তাহলে তা মেনে নিতে হবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ

তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৬) মোট কথা, ইরশাদ হচ্ছে যে, যেমন এ লোকটি স্বীয় ঈমান গোপন রেখেছিল তদ্রূপ তোমরাও ইতোপূর্বে সংখ্যায় অল্প ছিলে, তোমাদের শক্তিও কম ছিল, কাজেই তোমরাও তখন মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে। (আবদুর রায্যাক ১/১৭০) অতঃপর ধমক দেয়া হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 'আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে উদাসীন মনে করনা। তোমরা যা কিছু করছ তার তিনি পূর্ণ খবর রাখছেন'।

৯৫। মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর	٩٥. لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ

ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا	উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধা - গণকে (মুজাহিদ) মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন।
٩٦. دَرَجَـٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	৯৬। স্বীয় সন্নিধান হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুনা (দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন) এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

যারা জিহাদে অংশ নেয় এবং যারা অংশ নেয়না তারা উভয়ে সমান নয়

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, বারা' (রাঃ) বলেন যে, যখন এ আয়াতের প্রাথমিক শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়, 'গৃহে উপবিষ্টগণ ও ধর্মযোদ্ধাগণ সমান নয়' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদকে (রাঃ) ডেকে তা লিখিয়ে নিচ্ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী উম্মে মাকতূম (রাঃ) উপস্থিত হন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো অন্ধ।' তখন غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ 'কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীত' এ অংশটুকু অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮) অর্থাৎ ঐ উপবিষ্টগণ সমান নয় যারা বিনা ওযরে গৃহে উপবিষ্ট থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যায়িদ (রাঃ) স্বীয় দোয়াত, কলম ও কালি নিয়ে এসেছিলেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) বলেছিলেন , 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমার ক্ষমতা থাকত

তাহলে আমি অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম।' তখন غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ এ শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উরু যায়িদের (রাঃ) উপর ছিল। যায়িদের (রাঃ) উরুর উপর এত চাপ পড়ছিল যে, তিনি মনে করছিলেন যেন তা ভেঙ্গেই যাবে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধে অনুপস্থিতদেরকে বুঝানো হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা দু'জন তো অন্ধ। আমাদের জন্য অবকাশ রয়েছে কি?' তখন তাদেরকে কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতের মাধ্যমে অবকাশ দেয়া হয়। (তিরমিযী ৮/৩৮৮) সুতরাং মুজাহিদগণকে যে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন ঐসব লোক যারা সুস্থ ও সবল। প্রথমে মুজাহিদগণকে সাধারণভাবে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। অতঃপর غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ এ শব্দগুলি অবতীর্ণ করে যাদের শারীয়াত সমর্থিত ওযর রয়েছে, তাদেরকে সাধারণ উপবিষ্টগণ হতে পৃথক করা হয়। যেমন অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন ইত্যাদি। এসব লোক মুজাহিদগণেরই শ্রেণীভুক্ত। অতঃপর মুজাহিদগণের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ওটাও ঐসব লোকের উপর, যারা বিনা কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনা। যেমন ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা হওয়াই উচিতও বটে। সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মাদীনায় অবস্থান করছে এমন কতক লোকও রয়েছে যে, তোমরা যে যুদ্ধের সফর কর এবং যে জঙ্গল অতিক্রম কর, তারা সাওয়াবে তোমাদের সমান। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, 'যদিও তারা মাদীনায়ই অবস্থান করেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হ্যাঁ, কেননা ওযর তাদেরকে বাধা দিয়ে রেখেছে।' (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُــلاًّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى সকলকেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, জিহাদ ফার্যে আইন (সকলের অংশ নেয়া) নয়, বরং ফরযে কিফায়া। তারপরে ইরশাদ হচ্ছে, 'বাড়ীতে উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদগণের বড়ই মর্যাদা রয়েছে।' অতঃপর আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উচ্চ পদ-মর্যাদা, তাদের পাপ ক্ষমা করণ এবং তাদের উপর যে করুণা ও অনুগ্রহ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর স্বীয় সাধারণ ক্ষমা ও সাধারণ দয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'জান্নাতের একশ'টি স্তর রয়েছে যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক স্তরের মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে।' (মুসলিম ৩/১৫০১)

৯৭। যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, মালাক/ ফেরেশতা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে ঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম; তারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা যে, তন্মধ্যে তোমরা হিজরাত করতে? অতএব ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট ঐ জায়গা!	٩٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمۡۖ قَالُواْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوٓاْ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاۚ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا
৯৮। কিন্তু পুরুষ, নারী এবং শিশুদের মধ্যে অসহায়তা বশতঃ যারা কোন উপায় করতে পারেনা অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয়না।	٩٨. إِلَّا ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهۡتَدُونَ سَبِيلًا

৯৯। ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।	٩٩. فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
১০০। আর যে কেহ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। এবং যে কেহ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করে, অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত রয়েছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٠٠. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হিজরাত করার সুযোগ থাকলে কাফিরদের সাথে বসবাস করা নিষিদ্ধ

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রাহমান আবূ আসওয়াদ (রহঃ) থেকে ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ মাদীনাবাসীদেরকে জোরপূর্বক যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল (মাক্কার খলিফা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের শাসনামলে সিরিয়ার লোকদের বিরুদ্ধে) তখন আমাকেও ঐ বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

আমি তখন ইকরিমাহর (রহঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে এ কথাটি তাকে বলি। তিনি আমাকে এতে অংশগ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'আমি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেসব মুসলিম মুশরিকদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল, মাঝে মাঝে এমনও হত যে, তাদের কেহ কেহ মুসলিমদেরই তীরের আঘাতে নিহত হত

বা তাদেরই তরবারী দ্বারা তাদেরকে হত্যা করা হত। তখন আল্লাহ তা‘আলা إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১১১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ লোক যারা তাদের মুনাফিকী গোপন রেখেছিল এবং বদরের যুদ্ধে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগ না দিয়ে মাক্কায় অবস্থান করছিল। কিন্তু তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের হাতে তাদের কয়েকজন লোক মারা যায়। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০৮)

ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হুকুম হচ্ছে সাধারণ। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যই এ হুকুম প্রযোজ্য যে হিজরাত করতে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে পড়ে থাকে এবং দীনের উপর দৃঢ় থাকেনা। সে আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যাচারী। এ আয়াতের মর্মার্থ হিসাবে এবং মুসলিমদের ইজমা হিসাবেও সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার দোষে দোষী। এ আয়াতে হিজরাত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমরা এখানে পড়ে রয়েছ কেন? কেন তোমরা হিজরাত করনি?’ তারা উত্তর দেয়,‘আমরা নিজেদের শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যেতে সক্ষম হইনি।” তাদের এ কথার উত্তরে মালাইকা বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা?’

মুসনাদ আবূ দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথেই বাস করে সে ওর মতই।’ (আবূ দাঊদ ৩/২২৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন আব্বাস (রাঃ), আকীল ও নাওফিলকে বন্দী করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘আপনি আপনার নিজের ও আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের মুক্তি পণ প্রদান করুন।’ তখন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি আপনার কিবলার দিকে সালাত আদায় করতামনা এবং আমরা কি কালেমা শাহাদাত পাঠ করতামনা’? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘হে আব্বাস! আপনারা তর্কতো উত্থাপন করেছেন, কিন্তু আপনারা পরাজিত হয়ে যাবেন। শুনুন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা? এরপর যে লোকদের হিজরাত পরিত্যাগের উপর ভর্ৎসনা নেই তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً যারা মুশরিকদের হাত হতে ছুটতে পারেনা বা ছুটতে পারলেও হয়তো পথ চেনা নেই, তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করবেন। (তাবারী ৯/১১১) عَسَى শব্দটি আল্লাহ তা'আলার কালামে নিশ্চয়তা বোধক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাতে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর সাজদায় যাওয়ার পূর্বে দু'আ করেছেন ঃ

'হে আল্লাহ! আইয়াশ ইব্ন রাবীআহকে, সালাম ইব্ন হিশামকে, ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে এবং সমস্ত অসহায় ও শক্তিহীন মুসলিমকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! 'মুযার' গোত্রের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করুন।' হে আল্লাহ! তাদের উপর আপনি বছরের পর বছর এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফের (আঃ) যামানায় এসেছিল।' (বুখারী ৮০৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমি এবং আমার মা ঐসব দুর্বল নারী ও শক্তিহীন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ওযর বিশিষ্টদের মধ্যে গণ্য করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/১১৩) হিজরাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং মুশরিকদের হতে পৃথক থাকার হিদায়াত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর পথে হিজরাতকারী যেন নিরাশ না হয়। তারা যেখানেই যাবে তিনি তাদের আশ্রয় লাভের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিবেন এবং তারা শান্তিতে সেখানে বসবাস করতে পারবে। مُرَاغِم শব্দের একটি অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়াও বটে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার বহু পন্থা পেয়ে যাবে। ওর বহু আসবাবপত্র সে লাভ করবে। সে শত্রুদের অত্যাচার হতেও রক্ষা পাবে এবং তার আহার্যেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভ্রান্তির পথের স্থলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং দারিদ্র ধনশীলতায় পরিবর্তিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ যে ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশে বাড়ী হতে বহির্গত হয়, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পূর্বেই পথে তার মৃত্যু এসে যায় সেও হিজরাতের পূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। সহীহায়িন, মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ কর্তৃক

বর্ণিত হয়েছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। সুতরাং যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে, তার হিজরাত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দের কারণ। আর যার হিজরাত হয় দুনিয়া লাভের উদ্দেশে বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, সে প্রকৃত হিজরাতের সাওয়াব প্রাপ্ত হবেনা। বরং হিজরাত ঐ দিকেই মনে করা হবে।' (ফাতহুল বারী ১/১৬৪, মুসলিম ৩/১৫১৫, আবূ দাঊদ ২/৬৫১, তিরমিযী ৫/২৮৩, নাসাঈ ৭/৭১৩, ইব্ন মাজাহ ২/১৪১৩, আহমাদ ১/২৫) এ হাদীসটি সাধারণ। হিজরাত ও অন্যান্য সমস্ত আমলই এর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করে। অতঃপর একজন আবেদকে হত্যা করে একশ' পূর্ণ করে দেয়। তারপর তার তাওবাহ গৃহীত হবে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম তাকে বলেন ঃ তোমার তাওবাহ ও তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তুমি তোমার গ্রাম হতে হিজরাত করে অমুক শহরে চলে যাও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আবেদগণ বাস করেন। অতএব সে হিজরাতের উদ্দেশে ঐ শহরের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। এখন করুণা ও শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। করুণার মালাইকা বলেন যে, এ ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল। পক্ষান্তরে শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলেন যে, সেখানেতো সে পৌঁছতে পারেনি। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় যে, এ দিকের এবং ঐ দিকের ভূমি মাপা হোক। যে গ্রাম থেকে সে হিজরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল সেই গ্রাম এবং হিজরাতের শহরের দূরত্বের মাঝখান হতে তার অবস্থান নির্ণয় করা হোক। সে যে এলাকার ভিতর থাকবে সেই এলাকার লোকদের সঙ্গেই তাকে মিলিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নির্দেশ দেন যে, ওটা যেন খারাপ গ্রাম হতে দূরবর্তী হয়ে যায় এবং ভাল গ্রামের নিকটবর্তী হয়। ভূমি মাপা হলে দেখা যায় যে, একাত্মবাদীদের গ্রামটি অর্ধহাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে। ফলে তাকে করুণার মালাইকা নিয়ে যান। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় সে সৎলোকদের গ্রামের দিকে বুকের ভরে এগিয়ে যাচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮)

১০১। আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমন কর তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; নিশ্চয়ই কাফিরেরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	١٠١. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

কসর সালাত

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর। অর্থাৎ শহরসমূহের সফরে বের হও। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ২০) তাহলে সে সময় সালাত সংক্ষেপ করায় তোমাদের কোন অপরাধ নেই। অর্থাৎ চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত, যেমন বিজ্ঞজনেরা এ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝেছেন, যদিও তাদের মধ্যে কতক মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, সালাত সংক্ষেপ করার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত। যেমন জিহাদের জন্য, হাজ্জ বা উমরার জন্য, জ্ঞানানুসন্ধান ইত্যাদির জন্য সফর করা। ইব্ন উমার (রাঃ), 'আতা (রহঃ) এবং ইয়াহ্ইয়ারও (রহঃ) উক্তি এটাই। কেননা এরপরে ঘোষণা রয়েছে ঃ 'যদি তোমরা আশংকা কর যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।' কারও কারও মতে এ শর্ত আরোপের কোনই প্রয়োজন নেই যে, এ সফর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে হতে হবে, বরং প্রত্যেক বৈধ

সফরেই সালাত সংক্ষেপ করা যায়। যেমন মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ

তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৩) তবে হ্যাঁ, শর্ত এই যে, সেটা যেন পাপ কাজের উদ্দেশে সফর না হয়।

কাফিরদের হতে ভয় করার যে শর্ত লাগানো হয়েছে তা অধিক প্রচলনের কারণেই লাগানো হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেহেতু অবস্থা প্রায় এরূপই ছিল সেহেতু আয়াতের মধ্যেও ওটা বর্ণনা করা হয়েছে। হিজরাতের পর মুসলিমদেরকে যেসব সফরে যেতে হয়েছিল তার সবগুলিই ছিল ত্রাসের সফর। প্রতি পদে পদে শত্রুর ভয় ছিল। এমনকি মুসলিমগণ জিহাদ ছাড়া এবং বিশেষ কোন সেনাবাহিনীর সঙ্গ ছাড়া সফরের জন্য বেরই হতে পারতেননা। আর নিয়ম আছে যে, অধিক হিসাবে যে কথা বলা হয় তার বোধগম্য ধর্তব্য হয়না। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে নির্লজ্জ কাজে বাধ্য করনা যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে।' অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করছ তাদের ঐ মেয়েগুলিও তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের নিকট প্রতিপালিতা হচ্ছে।' অতএব এ আয়াত দু'টিতে যেমন শর্তের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওর হওয়ার উপরই হুকুম নির্ভর করেনা, বরং এ শর্ত ছাড়াও ওটাই হুকুম। অর্থাৎ নির্লজ্জ কাজে দাসীদেরকে বাধ্য করা হারাম, তারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করুক আর না'ই করুক। অনুরূপভাবে ঐ স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কন্যাও তার স্বামীর পক্ষে হারাম যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে, তা সেই কন্যা তার স্বামীর নিকট প্রতিপালিতা হোক আর না'ই হোক। অথচ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দু'জায়গায় এ শর্ত রয়েছে। তবে এ দু' জায়গায় যেমন এসব শর্ত ছাড়াও এ হুকুম, তদ্রূপ এখানেও যদিও ভয় না থাকে তবুও শুধু সফরের কারণেই সালাতকে 'কসর' করা বৈধ।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'সালাত হালকা করার নির্দেশ তো ভয়ের অবস্থায়, আর এখন তো নিরাপত্তা রয়েছে (সুতরাং এখন নির্দেশ কি)?' তখন উমার (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ এ প্রশ্নই আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

'এটা আল্লাহ তা'আলার একটা সাদাকাহ যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর।' (আহমাদ১/২৫, মুসলিম ১/৪৭৮, আবূ দাঊদ ২/৭, তিরমিযী ৮/৩৯২, নাসাঈ ৬/৩২৭, ইব্ন মাজাহ ১/৩৩৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেছেন, উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়নি, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই অতি পরিচিত। আবূ বাকর ইব্ন আবী শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ হানজালা আল হাযা (রহঃ) বলেন, আমি উমারকে (রাঃ) কসর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন 'দু' রাকআত'। তিনি তখন বলেন, কুরআনে তো ভয়ের অবস্থায় দু' রাকআতের কথা রয়েছে। আর এখন তো পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করছে?' উমার (রাঃ) তখন বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এটাই সুন্নাত'। (ইব্ন আবী শাইবাহ ২/৪৪৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা মাদীনা থেকে মাক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হই। মাদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কসর সালাত আদায় করেছি। কতদিন তারা মাক্কায় অবস্থান করেছিলেন তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা মাক্কায় ১০ দিন অবস্থান করেছিলাম। (ফাতহুল বারী ২/৬৫৩, মুসলিম ১/৪৮১, আবূ দাঊদ ২/২৫, তিরমিযী ৩/১১০, নাসাঈ ৩/১২১, ইব্ন মাজাহ ১/৩৪২)

মুসনাদ আহমাদে হারিসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'মিনার মাঠে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুহর ও আসরের সালাত দু' রাকআত করে আদায় করেছি, অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক ছিলাম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম।' (আহমাদ ৪/৩০৬, ফাতহুল বারী ২/৬৫৫, মুসলিম ১/৪৮৪, আবূ দাঊদ ২/৪৯৩, তিরমিযী ৩/৬২১, নাসাঈ ৩/১১৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, আবূ বাকরের (রাঃ) সঙ্গে, উমারের (রাঃ) সঙ্গে এবং উসমানের (রাঃ) সঙ্গে (সফরে) দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি। কিন্তু এখন উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের শেষ যুগে পূর্ণ সালাত আদায় করতে আরম্ভ করেছেন।'

সহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট যখন উসমানের (রাঃ) চার রাকআত সালাত আদায় করার কথা

বর্ণিত হয় তখন তিনি ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করেন এবং বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিনায় দু’রাকআত সালাত আদায় করেছি। (ফাতহুল বারী ২/৬৫৫)

١٠٢. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن

১০২। এবং যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাক, অতঃপর সালাতে দন্ডায়মান হও তখন যেন তাদের একদল তোমার সাথে দন্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সাজদাহ্ সম্পন্ন করে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে সালাত আদায় করে এবং স্ব স্ব আত্মরক্ষিকা ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয়; এবং এতে তোমাদের অপরাধ নেই যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য

অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।	مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

ভয়ের সালাতের বর্ণনা

ভয়ের সালাত কয়েক প্রকার এবং এর কয়েকটি অবস্থা আছে। কখনও এমন হয় যে, শত্রুরা কিবলার দিকে রয়েছে। কখনও তারা অন্য দিকে থাকে। আবার সালাতও কখনও চার রাকআতের হয়। কখনও তিন রাকআতের হয়, যেমন মাগরিব। কখনও আবার দু'রাকআতের হয়, যেমন ফাজর ও সফরের সালাত। কখনও জামাআতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়, আবার কখনও শত্রুরা এত মুখোমুখী হয়ে থাকে যে, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা সম্ভবই হয়না। বরং পৃথক পৃথকভাবে কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্য দিকে মুখ করে, পায়ে হেঁটে হেঁটে বা সোয়ারীর উপরে, যেভাবেই সম্ভব হয় আদায় করে নেয়া হয়। বরং এমনও হয় এবং ওটা জায়িযও বটে যে, শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকা হয়, তাদেরকে প্রতিরোধও করা হয়, আবার সালাতও আদায় করে যাওয়া হয়। সম্মুখ যুদ্ধের সময় আলেমগণ শুধু এক রাকআত সালাত আদায় করারও ফাতওয়া দিয়েছেন। তাদের দলীল হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) হাদীসটি যাতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা যখন নিজ বাসস্থানে থাকবে তখন চার রাক'আত, যখন সফরে থাকবে তখন দুই রাক'আত এবং ভয়-ভীতির সময় এক রাক'আত সালাত আদায় করবে। (মুসলিম ৬৮৭, আবূ দাউদ ১২৪৭, নাসাঈ ৩/১৬৯, ইব্‌ন মাজাহ ১০৬৮) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'আতা (রহঃ), যাবির (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাকাম (রহঃ), কাতাদাহ্ (রহঃ), হাম্মাদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর আল মারওয়াযী (রহঃ) এবং ইব্‌ন হাযামেরও (রহঃ) এটাই ফাতওয়া। আবূ আসীম আল আবাদী (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর আল মারওয়াজী (রহঃ) বলেছেন যে, ভয়-ভীতির সময় ফাজরের সালাতও এক রাক'আত হবে। ইব্‌ন হাজমেরও (রহঃ) একই অভিমত।

ইসহাক ইব্‌ন রাহউয়াই (রহঃ) বলেন যে, চারিদিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে যাওয়া অবস্থায় এক রাকআতই যথেষ্ট। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে একটা সাজদাহ করবে। কারণ এটাও আল্লাহর যিক্‌র।

কসর সালাত আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

আবূ আইয়াশ (রাঃ) বলেন, 'আসফান' নামক স্থানে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রাঃ) সে সময় কুফরীর অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুশরিক সেনাবাহিনীর সেনাপতি। মুশরিকরা আমাদের সামনে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমরা যুহরের সালাত আদায় করি। মুশরিকরা তখন পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'আমরা তো সুযোগ ছেড়ে দিলাম। সময় এমন ছিল যে, তারা সালাতে লিপ্ত ছিল, এ অবস্থায় আমরা তাদেরকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতাম।' তখন তাদের কয়েক ব্যক্তি বলল, কোন অসুবিধা নেই। এরপরে আর একটা সালাতের সময় আসছে এবং সে সময় সালাত তাদের নিকট তাদের পুত্র ও স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।' অতঃপর যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জিবরাঈল (আঃ) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ এ আয়াতটি নিয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে আসরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অস্ত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আমরা তখন অস্ত্র গ্রহণ করে তাঁর পিছনে দু'টি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। অতঃপর তিনি রুকূ' করলে আমরা সবাই রুকূ' করি। তিনি মাথা তুললে আমরাও তাঁর সাথে মাথা তুলি। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর পিছনের প্রথম সারির লোকেরাও সাজদাহ করে এবং অন্য সারির লোকেরা তাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। তারপর যখন এ লোকগুলি সাজদাহ সমাপ্ত করে দাঁড়িয়ে যায় তখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা সাজদায় চলে যায়। যখন এ দু'টি সারির লোকেরই সাজদাহ করা হয়ে যায় তখন প্রথম সারির লোকগুলি দ্বিতীয় সারির লোকদের স্থানে চলে যায়, আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের স্থানে চলে আসে। এরপর কিয়াম, রুকূ' এবং কাওমা সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই আদায় করে। তারপর যখন তিনি সাজদায় যান তখন প্রথম সারির লোকেরা তাঁর সাথে সাজদাহ করে এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে।

যখন প্রথম সারির লোকেরা সাজদাহ সেরে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসে পড়ে তখন দ্বিতীয় সারির লোকগুলি সাজদায় যায় এবং আত্তাহিয়্যাতে সবাই এক সঙ্গে হয়ে যায় এবং সালামও সকলেই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক সাথেই ফিরায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘সালাতুল খাওফ’ (ভয়ের সালাত) একবার প্রথমে এই ‘আসফান’ নামক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং দ্বিতীয়বার বানূ সালিমের ভূমিতে আদায় করেন।’ (আহমাদ ৪/৫৯-৬০, আবূ দাঊদ ২/২৮, নাসাঈ ৩/১৭৬-১৭৭) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং এর সমর্থনও অনেক রয়েছে।

সহীহ বুখারীতেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে এবং তাতে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি তাকবীর বললে তারাও তাকবীর বলে। তিনি রুকু’ করলে লোকেরাও তাঁর সাথে রুকু’ করে। অতঃপর তিনি সাজদাহ করলে তারাও তাঁর সাথে সাজদাহ করে। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তাঁর সাথে তারাও দাঁড়িয়ে যান যারা তাঁর সাথে সাজদাহ করেছিল এবং তারপর তারা পিছনে সরে গিয়ে তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে থাকে এবং দ্বিতীয় দল সামনে চলে এসে তাঁর সাথে রুকু’ ও সাজদাহ করে। লোকেরা সবাই সালাতের মধ্যেই ছিল বটে, কিন্তু একে অপরকে পাহারাও দিচ্ছিল।’ (ফাতহুল বারী ২/৫০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাথে নিয়ে ভয়ের সালাত আদায় করেন। এক দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যান এবং আর এক দল তাঁর সামনে অবস্থান করেন। যে দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক‘আত ও দু’টি সাজদাহ করেন। অতঃপর তারা সামনে যে দল অবস্থান করছিল তাদের স্থানে চলে যান এবং সামনের দল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়েও এক রাক‘আত ও দু’টি সাজদাহ করেন এবং যথা নিয়মে সালাম ফিরান। এর ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু’রাক‘আত সালাত আদায় হয়ে যায় এবং সাহাবীগণ এক রাক‘আত সালাত আদায় করেন। (আহমাদ ৩/২৯৮, নাসাঈ ৩/১৭৪, মুসলিম ৮৪০) এ হাদীসটি সহীহহায়িন, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থের লেখকগণ যাবিরের (রাঃ) বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দলকে সাথে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন, তখন দ্বিতীয় দলটি শত্রুদের মোকাবিলা করছিল। অতঃপর প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলটির স্থানে চলে যায় এবং দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলটির স্থানে চলে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন, অতঃপর সালাম ফিরান। এর পর উভয় দল দাঁড়িয়ে আর এক রাক'আত সালাত আদায় করেন। (একদল সালাত আদায় করার সময় অন্য দল পাহারা দিচ্ছিল)। (দুররুল মানসুর ২/৩৭৫)

এ হাদীসটিরও বহু সনদ ও বহু শব্দ রয়েছে। হাফিয আবূ বাকর ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) এ সমস্তই সংগ্রহ করেছেন এবং ঐ রকমই ইব্ন জারীরও (রহঃ) জমা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা আমরা ইন্শাআল্লাহ কিতাবুল আহকামিল কাবীরে লিখব।

কারও কারও মতে ভয়ের সালাতে অস্ত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ বাধ্যতামূলক। কেননা আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলি দ্বারা এটাই বুঝা যায়। এ আয়াতেরই পরবর্তী বাক্য এ উক্তির অনুকূলে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ কর তাহলে এতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।' তারপর বলা হচ্ছে ঃ

وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর। অর্থাৎ এমন প্রস্তুত থাক যে, সময় এলেই যেন বিনা কষ্ট ও অসুবিধায়ই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হতে পার। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০৩। অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের উপর	١٠٣. فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا

আত্বমা'নানতুম ...	
ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوۡقُوتًا	**নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।**

ভয়ের সালাতের পর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (যিক্‌র) করা উচিত

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়ের সময়ের সালাতের পর তোমরা খুব বেশি করে আল্লাহ তা'আলা যিক্‌র করবে, যদিও তাঁর যিক্‌রের নির্দেশ এবং ওর গুরুত্ব অন্য সালাতের পরেও এমন কি সব সময়ের জন্যই রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে এ জন্যই বর্ণনা করেছেন যে, এখানে তিনি বান্দাকে খুব বড় অবকাশ দান করেছেন। তিনি সালাত হালকা করে দিয়েছেন। তাছাড়া সালাতের অবস্থায় এদিক ওদিকে সরে যাওয়া এবং যাতায়াত করা উপযোগীতা অনুযায়ী বৈধ করেছেন। যেমন তিনি মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলি সম্পর্কে বলেন ঃ

فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡ

অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) যদিও অন্যান্য মাসেও অত্যাচার নিষিদ্ধ, তথাপি এ পবিত্র মাসগুলির মধ্যে ওর থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সব সময়ই আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতে থাক এবং যখন শান্তি এসে যাবে, কোন ভয় ও ত্রাস থাকবেনা তখন নিয়মিতভাবে বিনয়ের সাথে সালাতের রুকনগুলি শারীয়াত মুতাবিক আদায় কর। এ সালাত তোমাদের উপর নির্ধারিত সময়েই ফরযে আইন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা। (তাবারী ৯/১৬৯) মুজাহিদ (রহঃ), সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আলী ইব্‌ন হুসাইন (রহঃ), মুহাম্মাদ

ইব্ন আলী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আতিয়া আল আউফীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ৬/১৬৭-১৬৮)

হাজ্জের সময় যেমন নির্ধারিত রয়েছে, তদ্রূপ সালাতের সময়ও নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম সময়ের পরে দ্বিতীয় সময় এবং দ্বিতীয় সময়ের পরে তৃতীয় সময়।

১০৪। এবং সেই সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করনা; যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তাহলে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট ভোগ করেছে; এবং তৎসহ আল্লাহ হতে তোমাদের যে ভরসা আছে তাদের সেই ভরসা নেই; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	١٠٤. وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَوۡمِۖ إِن تَكُونُواْ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرۡجُونَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

যুদ্ধাহত অবস্থায়ও শত্রুদলকে পিছু ধাওয়া করতে অনুপ্রেরণা

এরপর বলা হয়েছে যে, তোমরা শত্রুদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে ভীরুতা প্রদর্শন করনা। চাতুরীর সাথে গোপনীয় জায়গায় বসে থেকে তাদের খবরাখবর নিতে থাক। তোমরা যদি নিহত বা আহত হও অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাক তাহলে তোমাদের শত্রুরাও তো এরূপ হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকেই নিম্নের শব্দগুলি দ্বারাও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٌ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٌ مِّثۡلُهُۥ

যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়ের তদ্রূপ আঘাত লেগেছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪০) তাহলে বিপদ ও কষ্টে পতিত হওয়ার ব্যাপারে তোমরা ও কাফিরেরা সমান। তবে হ্যাঁ, তোমাদের এবং ওদের

মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা ঐসব আশা করে থাক যেসব আশা তারা করেনা। তোমরা এর সাওয়াব ও প্রতিদানও পাবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হবে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এর অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর অঙ্গীকার টলতে পারেনা। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের তুলনায় তোমাদের মধ্যেই তো বেশি কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যোগ থাকা উচিত। তোমাদের অন্তরেই খুব বেশি জিহাদের উদ্যম থাকা দরকার। পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত, ছড়িয়ে দেয়া এবং সুউচ্চ করার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সদা-সর্বদা শিহরণ ও উত্তেজনা জাগ্রত থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ভাগ্যে লিখে দেন, যা কিছু ফাইসালা করেন, যা কিছু চালু করেন, যে শারীয়াত তিনি নির্ধারণ করেন এবং যে কাজই করেন সব কিছুর ব্যাপারেই তিনি মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। সর্বাবস্থায়ই তিনি মহাপ্রশংসিত।

১০৫। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদেরকে আদেশ প্রদান কর, যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়োনা।	١٠٥. إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا
১০৬। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٠٦. وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
১০৭। এবং যারা স্বীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাদের পক্ষে বির্তক করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে	١٠٧. وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

তুহিব্বু মান কানা খাওয়ানান আছীমা — يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا	ভালবাসেননা।
١٠٨. يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا	১০৮। তারা মানব হতে গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করতে পারেনা; এবং তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যাতে তিনি সম্মত নন; এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।
١٠٩. هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا	১০৯। সাবধান! তোমরাই ঐ লোক যারা ওদের পক্ষ হতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে এবং কে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে?

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচারের জন্য অন্যকেও নাসীহাত করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ‘হে নাবী! আমি তোমার উপর যে কুরআন অবতীর্ণ করেছি তার আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সবই সত্য। ওর খবর সত্য এবং ওর নির্দেশ সত্য।’ তারপরে বলা হচ্ছে, ‘যেন তুমি জনগণের মধ্যে ঐ ন্যায় বিচার করতে পার যা আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন।’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাইনাব বিন্ত উম্মে সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেছেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার কাছে দুই বিবাদকারী তর্ক করছিল। তখন তিনি বাইরে এসে তাদেরকে বললেন ঃ

'জেনে রেখ যে, আমি একজন মানুষ। যা শুনি সে অনুযায়ী ফাইসালা করে থাকি। খুব সম্ভব যে, এক ব্যক্তি খুব যুক্তিবাদী এবং বাকপটু, আমি তার কথা সঠিক মনে করে হয়তো তার অনুকূলেই মীমাংসা করে দিব, কিন্তু যার অনুকূলে মীমাংসা করব সে হয়তো প্রকৃত হকদার নয়। সে যেন এটা বুঝে নেয় যে, ওটা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি খণ্ড। এখন তার অধিকার রয়েছে যে, হয় সে তা গ্রহণ করবে, না হয় ছেড়ে দিবে।' (ফাতহুল বারী ৫/১২৮, মুসলিম ৩/১৩৩৭)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন যে, দু'জন আনসারী একটা উত্তরাধিকারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মামলা নিয়ে উপস্থিত হন। তাদের কারও কোন প্রমাণ ছিলনা। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট উপরোক্ত হাদীসটিই বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ 'কেহ যেন আমার ফাইসালার উপর ভিত্তি করে তার ভাইয়ের সামান্য হকও গ্রহণ না করে। যদি এরূপ করে তাহলে কিয়ামাতের দিন সে স্বীয় স্কন্ধে জাহান্নামের আগুন ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে।' তখন ঐ দু'জন মনীষী ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বলেন ঃ 'আমার নিজের হকও আমি আমার ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা যখন এ কথাই বলছ তখন যাও এবং তোমাদের বিবেচনায় যতদূর সম্ভব হয় ঠিকভাবে অংশ ভাগ কর। তারপর নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় ভাইয়ের অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত হক ক্ষমা করে দাও।' (আহমাদ ৬/৩২০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকদের জ্ঞানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন, ঃ

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰه তারা তাদের মন্দ কার্যাবলী জনগণের নিকট গোপন করছে বটে, কিন্তু এতে লাভ কি? তারা সেটা আল্লাহ তা'আলা হতে গোপন করতে পারবেনা। অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ এভাবে তোমাদের কার্যকলাপ গোপন করে তোমরা পৃথিবীর বিচারকদের নিকট হতে বেঁচে গেলে, কেননা তারা বাহ্যিকের উপর ফাইসালা দিয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার সামনে কি উত্তর দিবে যিনি

প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই জানেন? সেখানে তোমরা তোমাদের মিথ্যা দাবীকে সত্যরূপে প্রমাণ করার জন্য কাকে উকিল করে পাঠাবে? মোট কথা, সে দিন তোমাদের কোন কৌশলই ফলদায়ক হবেনা।'

১১০। এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে।	١١٠. وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا
১১১। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, বস্তুতঃ সে স্বীয় আত্মার প্রতিই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	١١١. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
১১২। আর যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর ওটা নিরপরাধীর প্রতি আরোপ করে, তাহলে সে নিজেই সেই অপরাধ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।	١١٢. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
১১৩। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, এবং তারা নিজেদেরকে ছাড়া বিপদগামী	١١٣. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ

إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا	**করেনি ও তারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারবেনা; এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতেনা তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; এবং তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।**

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় উৎসাহ প্রদান এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী না করা

আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا কেহ কোন পাপ কাজ করার পর তাওবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে স্বীয় অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার ছোট-বড় পাপ ক্ষমা করে দেন। যদিও সে পাপ আকাশ, যমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয়। (তাবারী ৯/১৯৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ যখনই আমি কোন কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি তার মাধ্যমে আল্লাহ আমার জন্য যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু লাভবান হয়েছি। আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি সব সময় সত্য কথাই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে মুসলিম কোন পাপ করার পর উযূ করে দু' রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে থাকেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।'

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ

এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৫) (আহমাদ ১/৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه যে কেহ পাপ অর্জন করে সে নিজের উপরই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে। যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর নিরপরাধের প্রতি দোষারোপ করে, সে নিজেই সেই অপরাধ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

কেহ কারও বোঝা বহন করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৪) অর্থাৎ একে অপরের কোন উপকার করতে পারবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তার কর্মের ফল অন্য কেহ ভোগ করবেনা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا তিনি মহাজ্ঞানী; বিজ্ঞানময়। তাঁর জ্ঞান, তাঁর নিপুণতা, তাঁর ন্যায়নীতি এবং তাঁর করুণা এর উল্টা যে, একের পাপের কারণে তিনি অপরকে শাস্তি দিবেন।

এখানে 'কিতাব' শব্দ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং حِكْمَت শব্দ দ্বারা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা জানতেননা, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেন। তাই তিনি বলেন ঃ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ তিনি তোমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন যা তুমি জানতেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَـٰبُ

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতেনা কিতাব কি? (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২) হতে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো শুধু তোমার রবের অনুগ্রহ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৬) এ জন্য এখানেও বলেন ঃ

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।

১১৪। সাধারণ লোকের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকেনা, তবে হ্যাঁ যে ব্যক্তি দান খাইরাত করে অথবা কোন সৎ কাজ করে কিংবা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন করে দেয়ার উদ্দেশে তা করে তাহলে তা স্বতন্ত্র এবং যে আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব।	١١٤. لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
১১৫। আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব	١١٥. وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا

এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।	تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

মীমাংসা করণ ও গোপন কথন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ জনগণের অধিকাংশ গোপন কথাই অমঙ্গলজনক হয়। তবে কতক লোক এমনও আছে যে, তারা মানুষকে দান খাইরাত করার, সৎকাজ সাধনের এবং পরস্পর মিলেমিশে থাকার উৎসাহ দিয়ে থাকে।

মুসনাদ আহমাদে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

'জনগণের মধ্যে মিলমিশ এবং সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে বা এদিক হতে ওদিকে এ প্রকারের আলাপ আলোচনা করে সে মিথ্যাবাদী নয়।' উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) আরও বলেন, 'তিন জায়গায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। (১) যুদ্ধে, (২) জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে এবং (৩) স্বামীর এক ধরণের কথা স্ত্রীকে বলা এবং স্ত্রীর এক ধরণের কথা স্বামীকে বলা।' উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহও (রাঃ) ঐ হিজরাতকারী দলে ছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন। (আহমাদ ৬/৪০৩, ফাতহুল বারী ৫/৩৫৩, মুসলিম ৫/২০১১, আবূ দাউদ ৫/২১৮, তিরমিযী ৬/৭০, নাসাঈ ৫/১৯৩)

আবূ দারদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলে দিবনা যা সালাত এবং সিয়াম অপেক্ষাও উত্তম?' সাহাবীগণ বলেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি বলুন।' তখন তিনি বলেন ঃ 'জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা এবং তাদের পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া।' (আহমাদ ৬/৪৪৪, আবূ দাউদ ৪৯১৯, তিরমিযী ২৫০৯)

মুসনাদ বায্যারে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ আইউবকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এসো, আমি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দিই।

লোকেরা যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন তুমি তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও, যখন একজন অপরজন হতে সরে থাকে তখন তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দাও।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব।

রাসূলের (সাঃ) পথনির্দেশকে অমান্য করা এবং তাঁর বিপরীত শিক্ষাকে গ্রহণ করার শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى যে ব্যক্তি শারীয়াতের বিপরীত পথে চলে; রাসূল যে দিকে চলার নির্দেশ দেন সে তার বিপরীত দিকে চলে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সে দলীল প্রমাণাদি দেখেছে; আমিও তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দিব। ঐ খারাপ পথই তখন তার নিকট ভাল বলে মনে হবে, অতঃপর সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।

মুসলিমদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। তা কখনও হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট কথারই উল্টা হতে পারে, আবার কখনও কখনও ঐ জিনিসের বিপরীত হতে পারে যার উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সবাই একমত রয়েছে। তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুল হতে রক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

نُوَلِّه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا যে পথ সে পছন্দ করেছে তাকে তাতেই পরিচালিত করব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, কত নিকৃষ্ট ঐ গন্তব্য স্থল! যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ৫) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ

একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রান পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩)

১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন; এবং যে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে সে নিশ্চয়ই সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।	١١٦. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا
১১৭। তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা।	١١٧. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًا مَّرِيدًا

১১৮। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শাইতান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব	١١٨. لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
১১৯। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	١١٩. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا
১২০। শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা।	١٢٠. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا
১২১। তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং সেখান হতে তারা পালানোর কোন জায়গা পাবেনা।	١٢١. أُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

১২২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্যপরায়ণ?	١٢٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا

শির্ককারীকে কখনো ক্ষমা করা হবেনা
মুশরিকরা প্রকৃতপক্ষে শাইতানেরই ইবাদাত করে

এ সূরার প্রথম দিকে আমরা إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ এ আয়াতটির তাফসীর করেছি এবং সেখানে এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হাদীসগুলিও বর্ণনা করেছি।

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা মালাইকা/ফেরেশতাদের পূজা করত এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার মেয়ে বলে বিশ্বাস করত ও বলত ঃ 'তাদের ইবাদাত দ্বারা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ।' তারা নারীদের আকারে মালাইকার ছবি প্রতিষ্ঠিত করত। অতঃপর অন্ধভাবে তাদের ইবাদাত করত এবং বলত যে, এগুলো হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতাদের ছবি, তারা আল্লাহর কন্যা। এ তাফসীর أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (৫৩ ঃ ১৯) এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ মিলে যায়। সেখানে তাদের মূর্তিগুলোর নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের এ কেমন সুবিচার যে, ছেলেগুলি হচ্ছে তাদের এবং মেয়েগুলি আমার!' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৯) আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا

আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا শাইতান তাদেরকে উহা করতে বলে এবং এ জন্য উহা তাদের জন্য সুশোভন করে তোলে। এর ফলে তারা শাইতানের ইবাদাত করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তারা শাইতানেরই পূজারী। কেননা সে'ই তাকে এ পথে চালিত করেছে এবং আসলে তাকেই সে মানছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَـٰنَ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০) এ কারণেই কিয়ামাতের দিন মালাইকা স্পষ্টভাবে বলে দিবেন ঃ

سُبْحَـٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪১) শাইতানকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক বান্দাকে সে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জনকে সে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকবে যে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সে বলেছিল ঃ

لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا আমি মানুষকে সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট করব, তাকে আমি এমন আশা দিতে থাকব যে, সে তাওবাহ করা ছেড়ে দিবে, স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং মরণকে ভুলে যাবে। ফলে সে আখিরাত হতে বহু দূরে সরে পড়বে। তাদের দ্বারা আমি পশুর কান কাটিয়ে ছিদ্র করিয়ে

দিব এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকব। আল্লাহর তৈরী করা আকৃতি নষ্ট করার কাজে তাদের উৎসাহিত করব। যেমন অণ্ডকোষ কর্তিত করা। একটি হাদীসে এটার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চেহারার উপর উল্কী করা এবং উল্কী করিয়ে নেয়া এও একটি অর্থ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে এবং যে এরূপ উল্কী করিয়ে নেয় তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। (মুসলিম ৩/১৬১৮, ফাতহুল বারী ১০/৩৯২)

সহীহ সনদে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশে যারা উল্কী করে ও করিয়ে নেয়, কপালের চুল তুলে ও তুলিয়ে নেয় এবং দাঁতে বিস্তৃতি সাধন করে, তাদের উপর অভিসম্পাত রয়েছে। আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করবনা কেন যাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে?' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ

অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৭) (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির উপরই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াহুদী করে, খৃষ্টান করে বা মাজুসী করে। যেমন ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষেরাই তার কান কেটে তাকে দোষযুক্ত করে থাকে।'

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্নে হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে এক মুখী দীনের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান এসে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর আমি আমার বৈধকে তাদের উপর অবৈধ করেছি।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا *যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।* শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি

সাধন করে, যে ক্ষতির আর পূরণ নেই। কেননা يَعِدُهُمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا শাইতান তাকে ধোঁকা দিতে রয়েছে, শাইতান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার মুক্তি ও মঙ্গল ঐ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামাতের দিন শাইতান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে ঃ

وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا শাইতানের অঙ্গীকারকে সঠিক জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহান্নামেই পৌঁছে যাবে, যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব।

সৎ আমলকারীদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا যে আমাকে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং শরীরের দ্বারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে, আমার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে, আমি যা নিষেধ করেছি সেটা হতে বিরত থাকে, তাকে আমি আমার নি'আমাত দান করব এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব। ঐ জান্নাতের নদীগুলি তাদের ইচ্ছা মত বইতে থাকবে, সেখানে না আছে ধ্বংস, না আছে মৃত্যু এবং না আছে কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। আল্লাহ তা'আলার এ অঙ্গীকার অটল ও সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি ছাড়া কেহ পালনকর্তাও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলতেন ঃ

'সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের বাণী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। আর সমস্ত কাজের মধ্যে জঘন্যতম কাজ হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন আবিস্কৃত বিষয়সমূহ এবং প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয়সমূহই হচ্ছে বিদ'আত, আর সকল বিদ'আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।' (মুসলিম, ইব্‌ন মাজাহ)

১২৩। না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কেহকে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবেনা।	١٢٣. لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খেজুর দানার কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।	١٢٤. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا
১২৫। আর যে আল্লাহর উদ্দেশে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে ও সৎ কাজ করে এবং ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা	١٢٥. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছিলেন।	وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا
১২৬। এবং নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহরই জন্য; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিবেষ্টনকারী।	١٢٦. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

সাফল্য লাভ হয় উত্তম আমলের মাধ্যমে, আমল করার শুধু ইচ্ছা করলেই হবেনা

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে তর্ক হয়। আহলে কিতাব এই বলে মুসলিমদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিল যে, তাদের নাবী (আঃ) মুসলিমদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং তাদের কিতাবও মুসলিমদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিমদের প্রতিপক্ষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ৯/২২৯) সুদ্দী (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবূ সালিহও (রহঃ) এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ৯/২২৯-২৩১) আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটির ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে তাদের ধর্ম বিষয়ে বিতর্ক হয়। তাওরাতের অনুসারীরা বলে ঃ আমাদের ধর্মগ্রন্থই উত্তম গ্রন্থ এবং আমাদের নাবী হলেন শ্রেষ্ঠ নাবী। ইঞ্জিল গ্রন্থের অনুসারীরাও অনুরূপ কথা বলে। তখন মুসলিমরা বলেন, ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই, আমাদের ধর্মগ্রন্থ নাযিল হওয়ার পর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বাতিল হয়ে গেছে, আমাদের নাবী হলেন সর্বশেষ নাবী এবং তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের গ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের উপর আমল করবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের তর্কের ফাইসালা এভাবে করে দেন ঃ

না لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ *তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। (৪ ঃ ১২৩)* (তাবারী ৯/২৩০)

আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, শুধু মুখের কথা ও দাবীর দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়না। বরং ঈমানদার হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার অন্তর পরিষ্কার হয়, আমল তার সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল তার হাতে থাকে। হে মুশরিকের দল! তোমাদের মনের বাসনা ও অসার দাবীর কোন মূল্য নেই এবং আহলে কিতাবের উচ্চাকাংখা এবং বড় বড় বুলিও মুক্তির মাপকাঠি নয়। বরং মুক্তির মাপকাঠি হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও রাসূলগণের আনুগত্য স্বীকার। মন্দ আমলকারীদের সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে, যার কারণে তাদেরকে তাদের মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবেনা? বরং কিয়ামাতের দিন ভাল-মন্দ যে যা করেছে তিল পরিমাণ হলেও তার চোখের সামনে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৭-৮)

এ আয়াতটি সাহাবীগণের সামনে খুবই কঠিন ঠেকেছিল। আবূ বাকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অণু পরিমাণ কাজেরও যখন প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তি কিরূপে পাওয়া যাবে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'প্রত্যেক মন্দ কার্যকারী দুনিয়ায়ই প্রতিদান পাবে।' একটি হাদীসে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আয়াতটি আমাদের উপর খুব ভারী বোধ হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'মু'মিনের এ প্রতিদান ওটাই যা দুনিয়ায়ই তার উপর বিপদ-আপদের আকারে আপতিত হয়।' (তাবারী ৯/২৪৬, আবূ দাউদ ৩/৪৭১)

সাঈদ ইব্নে মানসূর (রহঃ) বলেন যে, যখন উপরোক্ত আয়াতটি সাহাবীগণের উপর ভারী বোধ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা সঠিকভাবে এবং মিলেমিশে থাক, মুসলিমের প্রত্যেক বিপদই হচ্ছে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এমনকি কাঁটা ফুটলেও (ঐ কারণে পাপ ক্ষমা হয়ে থাকে)।' এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুফিয়ান ইব্ন

উয়াইনা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ২/২৪৮, মুসলিম ৪/১৯৯৩, তিরমিযী ৮/৪০০, নাসাঈ ৬/৩২৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্নে যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের ভাবার্থ হচ্ছে শির্ক।

এরপর বলা হচ্ছে ঃ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا এ ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি সে তাওবাহ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাবারী ৯/২৩৯)

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ মন্দ কাজের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ কাজের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মন্দ কাজের শাস্তি হয়তো দুনিয়ায়ই দেয়া হয় এবং এটাই বান্দার জন্য উত্তম, অথবা পরকালে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে উভয় জগতে নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমাদেরকে যেন তিনি ধরপাকড় ও অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করেন। সৎ কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা তা গ্রহণ করে থাকেন। কোন নর-নারীর সৎ কাজ তিনি নষ্ট করেননা। তবে শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মুসলিম। এ সৎ লোকদেরকে তিনি স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের সাওয়াব তিনি মোটেই কম হতে দিবেননা। نَقِيْرٌ বলা হয় খেজুরের আঁটির উপরিভাগের পাতলা আঁশকে। فَتِيْلٌ বলা হয় খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলের হালকা ছালকে। এ দু'টি থাকে খেজুরের আঁটির মধ্যে। আর قِطْمِيْرٌ বলা হয় ঐ আঁটির উপরের আবরণকে। কুরআনুল হাকীমে এরূপ স্থলে এ তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله ওর চেয়ে উত্তম ধর্মের লোক আর কে হতে পারে যে স্বীয় আনন আল্লাহর উদ্দেশে সমর্পণ করেছে? ঈমানদারী ও সৎ নিয়তে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সে সৎকর্মশীলও হয়। অর্থাৎ সে শারীয়াতের অনুসারী, সত্যধর্ম ও সুপথের পথিক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উপর আমলকারী।

প্রত্যেক ভাল কাজ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য এ দু'টি শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ আন্তরিকতা ও অহী অনুযায়ী হওয়া। خُلُوْصٌ বা আন্তরিকতার ভাবার্থ এই যে, উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। আর সঠিক হওয়ার অর্থ এই যে, সেটা হবে শারীয়াত অনুযায়ী। সুতরাং বাহির তো কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হওয়ার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায়। আর ভিতর সুসজ্জিত হয় সৎ নিয়াতের দ্বারা। যদি এ দু'টির মধ্যে একটি না থাকে তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আন্তরিকতা না থাকলে কপটতা চলে আসে। তখন মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদেরকে দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই সেই অবস্থায় আমল গ্রহণযোগ্য হয়না।

সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ না হলে পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা একত্রিত হয়ে যায়, ফলে তখনও আমল গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়না। যেহেতু মু'মিনের আমল লোক দেখানো হতে এবং শারীয়াতের বিপরীত হওয়া থেকে মুক্ত, সেহেতু তার কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। ঐ কাজই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালবাসেন এবং সে জন্যই তা পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেন–'তারা ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে থাকে।' অর্থাৎ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক তাঁর পদাংক অনুসরণ করবেন তাদের সকলের ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ

নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৮) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

(হে নাবী) এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৩)

حَنِيْفٌ বলা হয় স্বেচ্ছায় শির্ক হতে অসন্তোষ প্রকাশকারীকে ও পূর্ণভাবে সত্যের দিকে মন সংযোগকারীকে, যাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিতে পারেনা এবং কোন দূরকারী দূর করতে পারেনা।

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) আনুগত্য স্বীকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এবং তৎপ্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, **وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً** তিনি আল্লাহর বন্ধু। অর্থাৎ বান্দা উন্নতি করতে করতে যে উচ্চতম পদ বা সোপান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, ইবরাহীম (আঃ) সেই সোপান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। বন্ধুত্বের দরজা অপেক্ষা বড় দরজা আর নেই। এটা হচ্ছে ভালাবাসার উচ্চতম স্থান। ইবরাহীম (আঃ) ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এর কারণ ছিল তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীম পূরাপুরি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করেছিলেন। কখনও তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি। তাঁর ইবাদাতে তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কোন কিছু তাঁকে তাঁর ইবাদাত হতে বিরত রাখতে পারেনি। আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০)

সহীহ বুখারীতে আমর ইব্নে মাইমুন (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মু'আয (রাঃ) যখন ইয়ামানে ফাজরের সালাতে **وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً** এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন একটি লোক বলেন ঃ **لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ اُمِّ ابْرَهِيْمَ** 'ইবরাহীমের (আঃ) মায়ের চক্ষু ঠাণ্ডা হল।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৬২) তাঁকে আল্লাহর বন্ধু বলার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা

ছিল। আর ছিল তাঁর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। তিনি স্বীয় ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন ঃ

'হে জনমণ্ডলী! দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি যদি কেহকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী হতাম তাহলে আবূ বাকর ইব্ন আবূ কুহাফাকে (রাঃ) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (আমি) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।' (ফাতহুল বারী ৭/১৫, মুসলিম ৪/১৮৫৪)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যেমন ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তদ্রূপ তিনি আমাকেও তাঁর বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।' (মুসলিম ১/৩৭৭, ৪/১৮৫৫; ইবন মাজাহ ১/৫০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধিকারে রয়েছে এবং সবাই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ আছে। সবই তাঁর সৃষ্ট। তিনি যখন যা করার ইচ্ছা করেন, বিনা বাধা-বিপত্তিতে তাই করে থাকেন। কারও সাথে পরামর্শ করার তাঁর প্রয়োজন হয়না। এমন কেহ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা হতে ফিরিয়ে দিতে পারে। কেহ তাঁর আদেশের সামনে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াতে পারেনা। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায় বিচারক, মহা বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী ও পরম দয়ালু। তিনি এক। কারও মুখাপেক্ষী তিনি নন। কোন লুকায়িত জিনিস, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস এবং বহু দূরের জিনিস তাঁর নিকট গুপ্ত নেই। যা কিছু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তার সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান।

১২৭। এবং তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন এবং পিতৃহীনা নারীদের	١٢٧. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي

সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রন্থ হতে পাঠ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ হয়েছে তা তোমরা প্রদান করছনা, অথচ তাদেরকে বিয়ে করতে বাসনা কর এবং শিশুদের মধ্যে দুর্বলদের ও পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং তোমরা যে সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে খুব ভাল জানেন	يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَـٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا

পিতৃহীনা ইয়াতীমের ব্যাপারে নির্দেশ

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, এ আয়াতে ঐ লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে কোন পিতৃহীনা বালিকাকে লালন-পালন করে যার অভিভাবক/উত্তরাধিকারী সে নিজেই এবং সে তার সম্পদে অংশীদার হয়ে গেছে। এখন সে ঐ মেয়েটিকে নিজে বিয়ে করার ইচ্ছা করে বলে তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা প্রদান করে। এরূপ লোকের সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১১৪, মুসলিম ৪/১৪২৩)

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন জনগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ পিতৃহীন মেয়েদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ তা'আলা وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ এ আয়াতে যা বলা হয়েছে এর দ্বারা এ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ... (নিসা, ৪ ঃ ৩) আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে।' আয়িশা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, পিতৃহীনা মেয়েদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীগণ যখন ঐ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেত এবং তারা সুন্দরী না হত তখন তারা

তাদেরকে বিয়ে করা হতে বিরত থাকত। আর তাদের ধন-সম্পদ বেশি থাকলে এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করত। কিন্তু তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকত না বলে ঐ অবস্থায়ও তাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য কম দিত। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, পিতৃহীনা বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য পুরাপুরি দেয়া ছাড়া বিয়ে করার অনুমতি নেই। (ফাতহুল বারী ৯/৬, মুসলিম ৪/২৩১৩) উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ পিতৃহীনা বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্য বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, ঐ মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই মোহর তাকেও দিতে হবে। যদি তা না দেয়া হয় তাহলে তার উচিত, সে যেন তাকে বিয়ে না করে।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অজ্ঞতার যুগে এ প্রথা ছিল যে, পিতৃহীনা বালিকার অভিভাবক যখন মেয়েটিকে তার অভিভাবকত্বে নিয়ে নিত তখন সে তার উপরে একটা কাপড় ফেলে দিত। তখন তাকে বিয়ে করার আর কারও কোন ক্ষমতা থাকতনা। এখন যদি সে সুশ্রী হত তাহলে সে তাকে বিয়ে করে নিত এবং তার সম্পদও গলাধঃকরণ করত। আর যদি সে দেখতে সুন্দর না হত, কিন্তু তার বহু সম্পদ থাকত তাহলে সে তাকে নিজেও বিয়ে করতনা এবং অন্য জায়গায় বিয়ে করতেও তাকে বাধা দিত। ফলে মেয়েটি ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করত এবং ঐ লোকটি তার সম্পদ হস্তগত করত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কাজে চরমভাবে বাধা প্রদান করছেন। (তাবারী ৯/২৬৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এর সাথে সাথে এটাও বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতা যুগের লোকেরা ছোট ছেলেদেরকে এবং সব মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করত। কুরআন কারীমে এ কু-প্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়েছে। প্রত্যেককেই অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ছেলে এবং মেয়ে ছোটই হোক বা বড়ই হোক তাদেরকে অংশ প্রদান কর, তবে মেয়েকে অর্ধেক ও ছেলেকে পূর্ণ দাও'। অর্থাৎ একটি ছেলেকে দু'টি মেয়ের সমান অংশ প্রদান কর। আর পিতৃহীনা মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা সৌন্দর্য ও সম্পদের অধিকারিণী পিতৃহীনা মেয়েদেরকে নিজেই বিয়ে করবে তখন যাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম আছে তাদেরকেও বিয়ে কর।' তারপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيمًا তোমাদের সমুদয় কাজ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন। সুতরাং তোমাদের উচিত ভাল কাজ করা এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে ভাল প্রতিদান গ্রহণ করা।

١٢٨. وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحًاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٌۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا

১২৮। কোন নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে তারা উভয়ে আপোষ মীমাংসা করে নিলে তাতে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই। বস্তুতঃ আপোষ মীমাংসাই উত্তম। এবং লোভের কারণে স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয় কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎ ব্যবহার কর ও সংযমী হও তাহলে তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।

١٢٩. وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ

১২৯। তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ঝুঁকে পড়না ও অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখনা এবং যদি তোমরা পরস্পর সমঝতায় এসো ও সংযমী হও

তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
১৩০। এবং যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য হতে তাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করবেন এবং আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।	١٣٠. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا

স্ত্রী হতে যে স্বামী পৃথক হতে চায় তার ব্যাপারে নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর অবস্থাসমূহ এবং তাদের নির্দেশাবলীর নির্দেশ দিচ্ছেন। স্বামীরা কখনও কখনও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তারা কখনও স্ত্রীদেরকে চায়, আবার কখনও পৃথক করে দেয়। সুতরাং যখন স্ত্রী তার স্বামীর অসন্তুষ্টির মনোভাব বুঝতে পারবে তখন যদি সে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা সে করতে পারে। যেমন সে তার খাদ্য ও বস্ত্র ছেড়ে দেয় বা রাত্রি যাপনের হক ছেড়ে দেয়, তাহলে উভয়ের জন্য এটা বৈধ। অতঃপর ওরই প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিই উত্তম।

আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ সাওদাহ বিন্ত যামআহ (রাঃ) যখন খুবই বৃদ্ধা হয়ে যান এবং বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছা রাখেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'আমি আমার পালার হক আয়িশাকে (রাঃ) দিয়ে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা স্বীকার করে নেন এবং এর উপরেই সন্ধি হয়ে যায়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে যে, সাওদাহর (রাঃ) (রাত্রি যাপনের) পালার দিনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশাকে (রাঃ) প্রদান করতেন। (ফাতহুল বারী ৯/২২৩, মুসলিম ২/১০৮৫)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ এর ভাবার্থ এই যে, কোন বৃদ্ধা স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালবাসেনা বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন সে

যেন তাকে বলে ঃ 'আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে পৃথক করনা।' (বুখারী ৪৬০১)

শান্তি/সন্ধি কল্যাণকর পন্থা

الصُّلْحُ خَيْرٌ অর্থাৎ সন্ধি কল্যাণকর। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে দু'টি বিষয়ের কোন একটি বিষয় গ্রহণ করার অধিকার দেয় যে, সে ইচ্ছা করলে ঐভাবেই থাকবে যে, সে অন্য স্ত্রীর সমান অধিকার লাভ করবেনা অথবা তালাক গ্রহণ করবে। এটা ওর চেয়ে উত্তম যে, সে তার স্ত্রীকে কিছু না বলেই অন্য স্ত্রীকে তার উপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দিবে এবং ফলে স্বামী তাকে তালাক দিবেনা, বরং পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। এটা তালাক দেয়া ও নেয়া অপেক্ষা উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওদা বিনতে জামাআ'কে (রাঃ) স্বীয় স্ত্রী রূপেই রেখে দেন এবং তিনি তাঁর হক আয়িশাকে (রাঃ) দান করে দেন। তার এ কাজের মধ্যে তাঁর উম্মাতের জন্য সুন্দর নমুনা রয়েছে যে, মনোমালিন্যের অবস্থায়ও তালাকের প্রশ্ন উঠবেনা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নিকট বিচ্ছেদ হতে সন্ধি উত্তম সেহেতু বলেছেন যে, সন্ধিই কল্যাণকর। এমন কি ইব্ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ তোমাদের অনুগ্রহ ও তাকওয়া প্রদর্শন করা অর্থাৎ স্ত্রীর অন্যায়কে ক্ষমা এবং তাকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার পূর্ণ প্রাপ্য দিয়ে দেয়া এবং পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা খুবই উত্তম কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন। আর এর বিনিময়ে দিবেন তিনি উত্তম প্রতিদান। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ তোমরা যদিও কামনা কর যে, তোমাদের কয়েকটি স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রকারের ন্যায় ও সমতা বজায় রাখবে, তবুও তোমরা তা পারবেনা। কেননা তোমরা হয়তো একটি একটি করে রাতের পালা করে দিতে পার, কিন্তু প্রেম, চাহিদা, সঙ্গম ইত্যাদির সমতা কি রূপে রক্ষা করবে?

ইব্ন মুলাইকা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এ জন্যই হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্যে সঠিকভাবে সমতা রক্ষা করে চলতেন। তথাপি তিনি আল্লাহ তা‘আলার কাছে একনিষ্ঠ প্রার্থনা করতেন ঃ

‘হে আমার রাব্ব! এটা ঐ বন্টন যা আমার অধিকারে রয়েছে। এখন যেটা আমার অধিকারের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক, সেই ব্যাপারে আপনি অভিযুক্ত করবেননা।’ (আবূ দাঊদ ২১৩৪, তিরমিযী ১১৪০, ইব্ন মাজাহ ১৯৭১, নাসাঈ ৭/৬৩) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, অন্য সনদে এটা মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে এবং ওটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ একদিকে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে পড়না যার ফলে অপর স্ত্রী দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কেননা সে সময় তার স্বামী থেকেও না থাকা হবে। তুমি তার থেকে সরে থাকবে অথচ সে তোমার পত্নীত্বের বন্ধনেই আবদ্ধা থাকবে। না তুমি তাকে তালাক দিবে যে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে, আর না তুমি তার সে হক আদায় করবে যে হক প্রত্যেক স্ত্রীর তার স্বামীর উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘যার দুই স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু একজনের দিকেই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে, সে কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের অর্ধেক অংশের গোশ্‌ত খসে পড়বে।’ (আবূ দাঊদ ৩২২) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا তোমরা যদি তোমাদের কাজের সংশোধন করে নাও এবং যতদূর তোমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও সমতা রক্ষা কর ও সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চল তাহলে যদি কোন সময় কারও দিকে কিছু আসক্ত হয়েই পড়, সেটা তিনি ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা করছেন ঃ

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِه وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا যদি স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েই যায় তাহলে আল্লাহ তা‘আলা একজনকে অপরজন হতে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। স্বামীকে তিনি এ স্ত্রী অপেক্ষা ভাল স্ত্রী দান করবেন এবং স্ত্রীকেও তিনি এ স্বামী অপেক্ষা ভাল স্বামী দান করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ

বড়ই প্রশস্ত, তিনি খুবই অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানময়ও বটে। তাঁর সমস্ত কাজ এবং সমস্ত শারীয়াত পূর্ণ জ্ঞান ও নৈপুণ্যে ভরপুর।

১৩১। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই জন্য; এবং নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছিল, আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে আদেশ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী, প্রশংসিত।	١٣١. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا
১৩২। এবং আকাশসমূহে যা কিছু রয়েছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; এবং কর্মবিধানে (ওয়াকিল) আল্লাহই যথেষ্ট।	١٣٢. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا
১৩৩। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোক সকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান।	١٣٣. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

১৩৪। যে ইহলোকের প্রতিদান আকাংখা করে, আল্লাহর নিকট ইহলোক ও পরলোকের প্রতিদান রয়েছে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।	١٣٤. مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

আল্লাহভীতির প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি বলেন, যে নির্দেশাবলী তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাস করবে, তাঁর ইবাদাত করবে এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা, এ নির্দেশাবলীই তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবকেও দেয়া হয়েছিল। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তাঁর কি ক্ষতি করতে পারবে? তিনি তো একাই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যেমন মূসা (আঃ) স্বীয় গোত্রের লোককে বলেছিলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۟ وَتَوَلَّوا۟ ۚ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬)

বলা হচ্ছে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের মালিক ও তিনি প্রত্যেকের সমস্ত কাজের উপর সাক্ষী। কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। তিনি এ ক্ষমতাও রাখেন যে, তোমরা যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য মাখলূক আনয়ন করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮)

এ আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ কাজ মোটেই কঠিন নয়! অতঃপর তিনি বলেন, হে ঐ ব্যক্তি! যার মনোবাসনা ও চেষ্টা একমাত্র দুনিয়ার জন্য সে যেন জেনে নেয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার অধিকারেই রয়েছে। সুতরাং যখন তুমি তাঁর নিকট দু'টিই যাঞ্চা করবে তখন তিনি তোমাকে দু'টিই দান করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন এবং পরিতৃপ্ত করবেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ. أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟

কিন্তু মানবমন্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আছে যারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই অংশ রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০০-২০২) আর এক আয়াতে আছে ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْءَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১)

বলা হচ্ছে, যে তোমাদেরকে দুনিয়ায় দিচ্ছেন, আখিরাতের অধিকারীও তিনিই। এটা বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় যে, তোমরা তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে নিবে এবং অধিক প্রদানকারীর নিকট অল্প যাঞ্চা করবে। না, না বরং তোমরা ইহকাল ও পরকালের বড় বড় কাজ ও উত্তম উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা কর। স্বীয় লক্ষ্যস্থল শুধু দুনিয়াকে বানিয়ে নিওনা, বরং উচ্চাকাংখার দ্বারা দৃষ্টি প্রসারিত করে উভয় জগতে শান্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের তো এটা চিন্তা করা উচিত যে, যিনি তোমাদেরকে দেখা-শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, তাঁর নিজের দর্শন ও শ্রবণ কেমন হতে পারে।

১৩৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদিও সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা, আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের পূর্ণ সংবাদ রাখেন।

١٣٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষী প্রদান করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তা থেকে যেন এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক সরে না পড়ে। এরূপ যেন না হয় যে তারা কারও ভয়ে, কোন লোভে, কারও তোষামোদে, কারও প্রতি দয়া দেখিয়ে এবং কারও সুপারিশে ইনসাফকে ছেড়ে দেয়। তারা সম্মিলিতভাবে যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। এ ব্যাপারে যেন তারা একে অপরের সহযোগিতা করে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় বিচার কায়েম করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ

তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২) সাক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে হলেই তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক, ন্যায় ভিত্তিক ও সত্য। তাতে থাকবেনা কোন পরিবর্তন ও গোপন করার প্রবণতা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমরা স্পষ্ট ও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও তা তোমাদের নিজেদের প্রতিকূল হয়। তোমরা সত্য কথা বলা হতে বিরত হয়োনা এবং বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগত দাসদের মুক্তির বহু উপায় বের করে থাকেন। তোমাদের মুক্তি যে মিথ্যা সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে এমন কোন কথা নয়। তারপর বলা হচ্ছে ঃ

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ যদিও সত্য সাক্ষ্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তথাপি তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। কেননা সত্য প্রত্যেকের উপর বিচারক। সাক্ষ্য প্রদানের সময় ধনীর প্রতি লক্ষ্য রেখনা কিংবা গরীবের উপরও দয়া প্রদর্শন করনা। তাদের মঙ্গলের বিবেচনা তোমাদের অপেক্ষা তাঁরই বেশি রয়েছে। তোমরা সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্যই প্রদান কর। কারও ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করনা, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি শত্রুতা করে ন্যায় ও সাম্য হাত ছাড়া করনা। সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর অটল থাক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্নে রাওয়াহাকে (রাঃ) যখন খাইবারবাসীদের ক্ষেত ও শস্য পরিমাপের জন্য প্রেরণ করেন তখন খাইবারবাসী ইয়াহুদীরা তাঁকে এ জন্য ঘুষ প্রদান করতে চায় যে, তিনি যেন পরিমাণ কম বলেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা জেনে রেখ যে, আল্লাহর শপথ! সমস্ত মাখলূকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, পক্ষান্তরে তোমরা আমার নিকট কুকুর ও শূকর হতেও জঘন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা অথবা তোমাদের শত্রুতাকে সামনে রেখে আমি যে সুবিচার হতে সরে পড়ব ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করব, এটা সম্ভব নয়।' এ কথা শুনে তারা বলে, 'এর দ্বারাই তো আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' এ পূর্ণ হাদীসটি সূরা মায়িদাহর তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তোমরাতো সাক্ষ্যে পরিবর্তন আনয়ন কর, মিথ্যা কথা দ্বারা কার্য সাধন কর, প্রকৃত ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্য দান কর, জিহ্বা বাঁকা করে পেঁচযুক্ত কথা বলে ঘটনা কম-বেশি কর, কিছু গোপন কর ও কিছু প্রকাশ করে থাক। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে, যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৮) তাহলে জেনে রেখ যে,

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৩) সর্বজ্ঞ মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলার সামনে কোন কৌশলই কাজ দিবেনা। সেখানে গিয়ে এর প্রতিদান পাবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ 'সর্বোত্তম সাক্ষী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জিজ্ঞাসার পূর্বেই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে।' (মুসলিম ৩/১৩৪৪) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

১৩৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যে কেহ আল্লাহ, তদ্বীয় ফেরেশ্তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।	١٣٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا

ঈমান আনার পর পূর্ণ ইয়াকীন থাকতে হবে

মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ঈমানের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। সমস্ত আদেশ ও নিষেধ, সমস্ত শারীয়াত এবং ঈমানের সমুদয় শাখাকে যেন মেনে নেয়। যদি তারা ঈমান এনে থাকে তাহলে তার উপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তিনি তাদেরকে আরও যা কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন ঐ সব কিছুর উপর যেন বিশ্বাস রাখে। প্রত্যেক মুসলিমের اهدنَـــا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ 'আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন' এ প্রার্থনার ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ওর উপরেই আমাদেরকে অটল রাখুন এবং আমাদের হিদায়াতকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে স্বীয়

সত্তার উপর এবং স্বীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮)

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِه 'এ কিতাবের' ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন এবং وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا যে কেহ আল্লাহকে, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ হিদায়াতের পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে। সুতরাং তাদের সুপথ প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত।

১৩৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর অবিশ্বাসী হয়, পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আবার অবিশ্বাসী হয়, অতঃপর অবিশ্বাসে পরিবর্ধিত হয়, তাহলে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেননা এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেননা।	١٣٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا
১৩৮। মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	١٣٨. بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا	
١٣٩. ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا	১৩৯। যারা মু'মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।
١٤٠. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا	১৪০। এবং নিশ্চয়ই তিনি গ্রন্থের মাধ্যমে তোমাদের আদেশ করছেন যে, তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

মুনাফিকদের চরিত্র এবং তাদের গন্তব্য স্থল

ইরশাদ হচ্ছে, 'যে ঈমান আনার পর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, অতঃপর আবার মু'মিন হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যায়, তারপর কুফরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত

থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, তার প্রার্থনা গৃহীত হবেনা, তার ক্ষমার ও মুক্তির কোন আশা নেই এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা সরল সঠিক পথে আনয়ন করবেননা।' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, শেষে তাদের অন্তরে মোহর লেগে যায়। তাই তারা মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। এদিকে বাহ্যতঃ মু'মিনদের সাথে মিলেমিশে থাকে, আর ওদিকে কাফিরদের নিকট বসে তাদের সামনে মু'মিনদের সম্পর্কে উপহাসমূলক কথা বলে আনন্দ উপভোগ করে। তাদেরকে বলে ঃ 'আমরা মুসলিমদেরকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের সামনে পেশ করে তাতে তাদের অকৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ তোমরা চাও যে, কাফিরদের নিকট যেন তোমাদের সম্মান লাভ হয়। কিন্তু তোমাদের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তারা তোমাদের সাথে প্রতারণা করছে। জেনে রেখ যে, সম্মানের মালিক হচ্ছেন এক এবং অংশীবিহীন আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, সম্মান দান করেন। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا

কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহরই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১০) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানেনা। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৮) ভাবার্থ এই যে, হে মুনাফিকের দল! যদি তোমরা প্রকৃত সম্মান পেতে চাও তাহলে আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে মিলিত হও, তাঁর ইবাদাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় এবং তাঁর নিকট সম্মান যাঞ্ছা কর। তাহলেই তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে বলেন, 'আমি যখন তোমাদেরকে নিষেধ করেছি যে, যে মাজলিসে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ওগুলিকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তোমরা সেই মাজলিসে বসনা। এরপরেও যদি তোমরা ঐ রূপ মাজলিসে অংশগ্রহণ কর তাহলে তোমাদেরকেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে এবং তাদের পাপে তোমরাও

অংশীদার হবে।' এ আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে মাক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমের এ আয়াতটি ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬৮)

মুকাতিল ইব্‌নে হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতের إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ এ ঘোষণাটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

ওদের (মুনাফিকদের) যখন বিচার হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পরবেনা, কিন্তু ওদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন ঃ

إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। অর্থাৎ যেমন এ মুনাফিকরা এখানে ঐ কাফিরদের কুফরীতে অংশীদার রয়েছে, তেমনই কিয়ামাতের দিন চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে, কয়েদখানার লৌহ শৃংখলে, গরম পানি ও রক্ত-পুঁজ পান করায় তাদের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের সকলকেই একই সাথে চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হবে।

১৪১। ওরা এমন যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে জয়লাভ কর তাহলে তারা বলে ঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? এবং যদি ওটা অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে	١٤١. ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ

لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا	**তাহলে বলে ঃ আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? অতঃপর আল্লাহ উত্থান দিবসে তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন; এবং আল্লাহ কখনও মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা।**

অবিশ্বাসী মুনাফিকরা সব সময় পতন ও অনিষ্টের জন্য মুসলিমদের পিছনে লেগে থাকে

এখানে মুনাফিকদের মন্দ অন্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সব সময় মুসলিমদের ধ্বংস ও অবনতির অনুসন্ধানে লেগে থাকে। কোন জিহাদে মুসলিমরা বিজয় লাভ করলে তারা নিজেদেরকে মুসলিমদের বন্ধু রূপে পরিচিত করার উদ্দেশে তাদের নিকট এসে বলে ঃ 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা?' পক্ষান্তরে যদি কোন সময় মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে জয়যুক্ত করেন তাহলে তারা তাদের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে বলে ঃ 'আমরা তো গোপনে তোমাদেরকেই সাহায্য করেছি এবং সর্বদা মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছি। এটা ছিল আমাদের একটা কৌশল যার বলে আজ তোমরা বিজয় লাভ করলে।' এটা হচ্ছে তাদের কাজ যে, তারা দু'নৌকায় পা দিয়ে থাকে। যদিও তারা তাদের এ কৌশলকে নিজেদের পক্ষে গৌরবের কারণ মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বেঈমানীর পরিচায়ক। কাঁচা রং কত দিন থাকবে? গাজরের বাঁশী কত দিন বাজবে? কাগজের নৌকাই বা কত দিন চলবে? এমনই এক সময় আসবে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। স্বীয় কৃতকর্মের জন্য তারা আফসোস করবে। স্বীয় লজ্জাজনক কাজের কারণে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে। তারা আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সমস্ত মঙ্গল হতে নিরাশ

হয়ে যাবে। সেদিন তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। তাদের গোপনীয়তা সেদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। সমস্ত রহস্য সেদিন উদ্‌ঘাটিত হবে। তাদের জঘন্য কাজ অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে সামনে এসে হাযির হবে এবং তারা আল্লাহ তা'আলা ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ আল্লাহ তা'আলা কখনও মু'মিনদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা। এক ব্যক্তি আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আরও কাছে এসো, আরও কাছে এসো। ভাবার্থ ছিল এই যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা। (তাফসীর আবদুর রায্‌যাক ১/১৭৫) অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা এখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এমন কোন সময় আনয়ন করবেন যখন কাফিরেরা মুসলিমদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়ার মত শক্তি অর্জন করতে পারবে। পৃথিবীতে কোন সময় হয়তো তারা বিজয়ী হয়ে যায় সেটা অন্য কথা। কিন্তু পরিণামে জয় মুসলিমদেরই, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) এ অর্থের মধ্যে একটা সৌন্দর্য এই রয়েছে যে, মুনাফিকরা ঐ সময় আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে সময়ে তারা মুসলিমদের ধ্বংস কামনা করছিল। তাতে তাদেরকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে তিনি মুসলিমদের উপর এমনভাবে বিজয়ী করবেননা, যার ফলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তারা যে ভয়ে মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্যভাবে মিশতে পারছিলনা সেই ভয়কেও তিনি দূর করে দিয়ে বলেন যে, মুসলিমরা যে ভূ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এটা যেন তারা মনে না করে। এ ভাবার্থকেই তিনি এ আয়াতে পরিষ্কার করেছেন।

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَـٰدِمِينَ

এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫২)

১৪২। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যার্পণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।	١٤٢. إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
১৪৩। এরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে - তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা।	١٤٣. مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا

মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে

সূরা বাকারাহর প্রথমেও يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا (২ ঃ ৯) এ আয়াতটির তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এখানেও বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ

يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ এ নির্বোধ মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করতে রয়েছে, অথচ তিনি তাদের অন্তরের সমস্ত কথা সম্যক অবগত রয়েছেন। অজ্ঞতা, দুর্বল মন এবং স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ মুনাফিকরা মনে করছে যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়ায় চলছে এবং মুসলিমদের মধ্যে চলছে, তদ্রূপ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপেও চলবে। যেমন কুরআনে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) কিন্তু সেই সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সামনে তাদের এ বাজে শপথ কোনই কাজে আসবেনা। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে প্রতারণা প্রত্যর্পণকারী। তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তাই তারা আজ বেড়ে চলেছে ও ফুলে-ফেপে উঠেছে এবং এটাকে তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করছে। কিয়ামাতের দিনও তাদের অবস্থা এমনই হবে। তারা মুসলিমদের আলোকের উপর নির্ভর করে থাকবে। মুসলিমরা সামনে এগিয়ে যাবে। এ মুনাফিকরা তখন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে ঃ

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ

সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) তারা পিছনে ফিরবে এমন সময় তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। মুসলিমদের দিকে থাকবে করুণা এবং তাদের দিকে থাকবে দুঃখ ও বেদনা। হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি শোনাবে আল্লাহ তা'আলা সেটা শুনিয়ে দিবেন এবং যে রিয়াকারী দেখানোর আশা করবে আল্লাহ তা'আলা সেটা দেখিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, আন্ত রিকতার সাথে সালাত আদায় করা হতে তারা বহু দূরে রয়েছে। তারা প্রভুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনা। তারা শুধু মানুষের মধ্যে সালাত আদায়কারী রূপে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার উদ্দেশে সালাত আদায় করে। তাহলে এ অস্থিরচিত্ত মানুষেরা সালাতে কি পাবে? এ কারণেই তারা ঐ সালাতে অনুপস্থিত থাকে যে সালাতে (অন্ধকারের কারণে) মানুষ একে অপরকে কম দেখতে পায়। যেমন ইশা ও ফাজরের সালাত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী সালাত হচ্ছে ইশা ও ফাজরের সালাত। যদি তারা এ সালাতের ফাযীলাতের কথা অন্তরে বিশ্বাস করত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই এ সালাতে হাযির হত। আমি ইচ্ছা করি যে, তাকবীর দেয়ার পর কেহকে ইমামতির স্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, আমি লোকদেরকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে বলি এবং যারা জামাআতে হাযির হয়না ঐ লোকদেরকে বাড়ীতে রাখা অবস্থায় চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিই এবং তাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিই।' (ফাতহুল বারী ২/৫৩, মুসলিম ১/৪৫১) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! যদি তাদের একটি চর্বিযুক্ত অস্থি বা দু'টি উত্তম খুর পাওয়ার আশা থাকত তাহলে তারা দৌড়ে চলে আসত। বাড়ীতে যেসব মহিলা ও শিশু অবস্থান করে তারা যদি সেখানে না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিতাম।' (ফাতহুল বারী ২/২৪৮, মুসলিম ১/৩২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। অর্থাৎ সালাতে তাদের মোটেই মন বসেনা। তারা যে কথা বলে তা নিজেই বুঝেনা, বরং তারা উদাসীনভাবে সালাত আদায় করে থাকে। ইমাম মালিক (রহঃ) 'আতা ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইহা হল মুনাফিকদের সালাত, ইহা হল মুনাফিকদের সালাত, ইহা হল মুনাফিককের সালাত। পশ্চিম দিগন্তে শাইতানের দু'টি শিংয়ের মাঝখান দিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে থাকে। অতঃপর দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়া করে চার রাক'আত (আসর) সালাত আদায় করে; তাতে খুব কমই আল্লাহর নাম স্মরণ

করা হয়। (মুয়াত্তা ১/২২০, মুসলিম ১/৪৩৪, তিরমিযী ১/৪৯৭, নাসাঈ ১/২৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ মুনাফিক সদা স্তম্ভিত ও হতভম্ব অবস্থায় কালাতিপাত করে। ঈমান ও কুফরীর মধ্যে তাদের মন অস্থির থাকে। তারা না স্পষ্টভাবে মুসলিমদের সঙ্গী, না সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের সাথী। কখনও ঈমানের জ্যোতি অন্তরে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। আবার কখনও কুফরীর অন্ধকার তাদের উপর জয়যুক্ত হলে তারা ঈমান হতে দূরে সরে পড়ে। না তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের দিকে রয়েছে, না ইয়াহুদীদের পক্ষে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকের অবস্থা হচ্ছে দু'টি পালের মধ্যস্থিত ছাগলের অবস্থার ন্যায় যা ভ্যা-ভ্যা করতে করতে কখনও এ পালের দিকে দৌড় দেয় এবং কখনও ঐপালের দিকে দৌড় দেয়। সে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি যে, এর পিছনে যাবে নাকি ওর পিছনে যাবে।' (মুসলিম ৪/২১৪৬, তাবারী ৯/৩৩৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, তার পথ প্রদর্শক আর কে আছে? আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে তাদের জঘন্য কাজের কারণে সঠিক পথ হতে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। এখন আর কেহ তাকে সঠিক পথের উপর আনতেও পারবেনা এবং তার মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিপরীত কাজ কেহ করতে পারবেনা। তিনি সকলেরই শাসনকর্তা। তাঁর কাজের জন্য জবাবদিহি চাওয়ারও কেহ নেই। তাঁর উপর কারও শাসন ক্ষমতা চলেনা।

১৪৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?	١٤٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

১৪৫। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা।	١٤٥. إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
১৪৬। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ও আল্লাহর ধর্মে বিশুদ্ধ হয়, ফলতঃ তারাই মু'মিনদের সঙ্গী এবং অচিরেই আল্লাহ মু'মিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।	١٤٦. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
১৪৭। আল্লাহ কেনইবা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর? এবং আল্লাহ তো অতিশয় গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।	١٤٧. مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখতে, তাদের সাথে সর্বদা উঠাবসা করতে, তাদের সাথে শলা-পরামর্শ করতে, মুসলিমদের গুপ্ত কথা তাদের নিকট প্রকাশ করতে এবং তাদের সাথে গোপন

সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নিষেধ করছেন। অন্য আয়াতে আছে ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮) অর্থাৎ তোমরা যদি তাঁর অবাধ্য হও তাহলে তোমাদের তাঁর শাস্তির ব্যাপারে ভীত হওয়া উচিত। 'মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে' আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কুরআনুল হাকীমে যেখানেই এরূপ ইবাদাতের মধ্যে سُلْطَان শব্দ রয়েছে সেখানে তার ভাবার্থ হচ্ছে প্রামান্য দলীল। এ বর্ণনাটি সঠিক বলে মন্তব্য পাওয়া যায় মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং নাযর ইব্ন আরাবী (রহঃ) হতেও।

তাওবাহ না করলে মুনাফিক ও কাফিরেরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ তারা তাদের কঠিন কুফরীর কারণে জাহান্নামের একেবারে নিম্ন স্তরে প্রবেশ করবে। دَرْكٌ শব্দটি হচ্ছে دَرْجَةٌ শব্দের বিপরীত। জান্নাতের '*দারক*' রয়েছে একটির উপর আরেকটি। পক্ষান্তরে জাহান্নামের 'দারক' রয়েছে একটির নীচে অপরটি। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, মুনাফিকদেরকে আগুনের বাক্সে পুরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা ওর মধ্যে জ্বলতে পুড়তে থাকবে। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্সটি হবে

লোহার, যাতে আগুন দেয়া মাত্রই আগুন হয়ে যাবে এবং তার চার দিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। (তাবারী ৯/৩৩৯) কেহ এমন হবেনা যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে বা তাকে জাহান্নাম হতে বের করতে পারে অথবা শাস্তি কিছু কম করাতে পারে। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই তাওবাহ করবে, লজ্জিত হবে এবং ঐ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অতঃপর সংশোধিত হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে সৎকাজ সম্পাদন করবে, রিয়াকে আন্তরিকতার সাথে পরিহার করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে, তিনি তাদের তাওবাহ কবূল করবেন, তাদেরকে খাঁটি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং উত্তম সাওয়াবের অধিকারী করবেন। মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের দীনকে খাঁটি কর, তাহলে অল্প আমলই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।'

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন বেনিয়ায, তিনি বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে চাননা। তবে হ্যাঁ, যদি সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পাপকাজ করতে থাকে তাহলে অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে।' তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যদি তোমরা তোমাদের আমল সুন্দর করেনাও এবং আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহলে কোন কারণ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তিনি পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। কার আমল খাঁটি ও গ্রহণযোগ্য তা তিনি ভালই জানেন। কার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং কার অন্তর ঈমানশূন্য তিনি তাও জানেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

পঞ্চম পারা সমাপ্ত।

১৪৮। আল্লাহ কোন মন্দ কথার প্রচারণা ভালবাসেননা, তবে কেহ অত্যাচারিত হয়ে থাকলে তার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।	١٤٨. لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
১৪৯। যদি তোমরা সৎ কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে	١٤٩. إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ

কর অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, সর্বশক্তিমান।	أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

যে অন্যায় করেছে তাকে গালি দেয়া যাবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, কোন মুসলিমের জন্য বদ দু'আ করা বৈধ নয়। তবে যার উপর অত্যাচার করা হয় সে অত্যাচারীর জন্য বদ দু'আ করতে পারে। কিন্তু সেও যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে ফাযীলাত তাতেই রয়েছে। (তাবারী ৯/৩৪৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তার জন্য বদ দু'আ করা উচিত নয়, বরং নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উচিত ঃ

اَللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَيْهِ وَاسْتَخْرِجْ حَقِّى مِنْهُ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার উপর সাহায্য করুন এবং তার নিকট হতে আমার প্রাপ্য বের করে দিন।' (তাবারী ৯/৩৪৪) এ মনীষী হতেই বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারীর জন্য বদ দু'আ করার অনুমতি যদিও অত্যাচারিত ব্যক্তির রয়েছে, কিন্তু সেটা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আবদুল কারীম ইব্নে মালিক জাযারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তি গালি দিবে অর্থাৎ মন্দ বলবে তাকে মন্দ বলা যাবে, কিন্তু কেহ মিথ্যা বললে তাকে অপবাদ দেয়া যাবেনা। অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪১) সুনান আবূ দাউদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'জন গালিদাতার মধ্যে যে প্রথম গালগালি শুরু করে তার উপর পাপ বর্তাবে, যতক্ষণ না যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে প্রতিউত্তরে সীমা অতিক্রম করে।' (আবূ দাঊদ ৪৮৯৪) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

'হে লোকসকল! যদি তোমরা কোন সৎ কাজ প্রকাশ কর বা গোপন কর, কিংবা

তোমার উপর কেহ হয়ত অত্যাচার করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার জন্য রয়েছে অনেক বড় সাওয়াব ও মহা প্রতিদান। আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী এবং বান্দার মধ্যেও তিনি এ অভ্যাস পছন্দ করেন। প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আরশ বহনকারী মালাইকা আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। কেহ বলেন ঃ

سُبْحَانَكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যে, আপনি জানা সত্ত্বেও সহনশীলতা প্রদর্শন করছেন।' আবার কেহ কেহ বলেন ঃ

سُبْحَانَكَ عَلَى عَفْوِّكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

'হে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাকারী প্রভু! সমস্ত পবিত্রতা আপনার সত্তার জন্যই উপযুক্ত।'

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'সাদাকাহ ও খাইরাতের কারণে কারও সম্পদ কমে যায়না। ক্ষমা ও ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১)

১৫০। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে -

١٥٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٍ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً

১৫১। ওরাই প্রকৃত অবিশ্বাসী, এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	١٥١. أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
১৫২। এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা, আল্লাহ শীঘ্রই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٥٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

নাবীদের কেহকে স্বীকার করা এবং কেহকে অস্বীকার করা কুফরী সমতুল্য

এ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে যে, মাত্র একজন নাবীকেও যে মানেনা সেও কাফির। ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নাবীকেই মানতো। খৃষ্টানরা শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সমস্ত নাবীকেই বিশ্বাস করত। সামেরীরা ইউশা’র (আঃ) পরে অন্য কোন নাবীকে (আঃ) স্বীকার করতনা। ইউশা (আঃ) মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) খলীফা ছিলেন। মাজুসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নাবী যারাদাশ্তকে স্বীকার করত। কিন্তু তারা যখন তাঁর শারীয়াতকে অস্বীকার করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের শারীয়াতকে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন। সুতরাং এ লোকগুলো যে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করত অর্থাৎ কোন নাবীকে মানত ও কোন নাবীকে মানতনা, তা যে আল্লাহ প্রদত্ত দলীলের উপর ভিত্তি করে তা নয়। বরং শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা, অত্যন্ত গোঁড়ামি এবং পূর্ব পুরুষের কথার উপর অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই তারা এরূপ করত। এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি মাত্র একজন নাবীকে মানেনা সে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত নাবীকেই অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা নিঃসন্দেহেই কাফির। প্রকৃতপক্ষে 'শারঈ' ঈমান তাদের কারও উপরেই নেই, বরং রয়েছে শুধু গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির ঈমান। আর এরূপ ঈমান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এ কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। কেননা যাঁদের উপর ঈমান না এনে তাঁদের মর্যাদার হানি করেছে তার প্রতিফল এটাই যে, তাদেরকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যে তাদের উপর ঈমান আনছে না তা তাদের চিন্তা-শক্তির অভাবের কারণেই হোক বা সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর ইহলৌকিক কোন স্বার্থের কারণেই হোক, যেমন ইয়াহুদী আলেমদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এ অভ্যাস ছিল যে, তারা একমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নাবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ

তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা নিপতিত হল এবং তারা আল্লাহর কোপে পতিত হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬১) অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের প্রশংসা করা হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِه وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সমস্ত নাবীকেই বিশ্বাস করে এবং তাঁদের মধ্যে কোন ভিন্নতা সৃষ্টি করেনা। আল্লাহ তা'আলার শেষ গ্রন্থ কুরআনুল হাকীমের উপর ঈমান এনে অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবকেও তারা বিশ্বাস করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারাহ,

২ ঃ ২৮৫) এরপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার কারণে সত্বরই প্রতিদান প্রদান করবেন। তারা যদি কোন পাপকাজও করে, তবুও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৫৩। আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল কর, পরন্ত তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর; অতঃপর তাদের অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল, অতঃপর তাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ওটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম, এবং মূসাকে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছিলাম।

١٥٣. يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

১৫৪। এবং আমি তাদের প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম অবনত শিরে দ্বারে প্রবেশ

١٥٤. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَـٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟

ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا	**কর। এবং তাদেরকে আরও বলেছিলাম, শনিবারের সীমা অতিক্রম করনা। এভাবে তাদের নিকট হতে কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম।**

ইয়াহুদীদের একগুঁয়েমী

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, মূসা (আঃ) যেমন তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এনেছিলেন, তদ্রূপ আপনিও পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ন করুন। (তাবারী ৯/৩৫৬, ৩৫৭) এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল, আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ন করুন যাতে আপনাকে নাবীরূপে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকে। (তাবারী ৯/৩৫৭) এরূপ প্রশ্ন তারা বিদ্রূপ, অবাধ্যতা এবং কুফরীর উদ্দেশেই করেছিল। যেমন মাক্কাবাসী কুরাইশরাও তাঁকে অনুরূপ কথা বলেছিল যা সূরা ইসরায় উল্লিখিত আছে। তারা বলেছিল ঃ

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০)

সুতরাং আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তাদের এ অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের কারণে তুমি মোটেই দুঃখিত হবেনা। তাদের এটা পুরাতন অভ্যাস। তারা মূসাকে (আঃ) এর চেয়েও জঘন্যতর কথা বলেছিল।

فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ তারা তাঁকে বলেছিল ঃ আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। এ অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে মন্তব্যের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বজ্রপাত তাদের উপর পতিত হয়েছিল, যেমন সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা, তখন বজ্রপাত তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৫-৫৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার পরেও তারা গো বৎসের পূজা শুরু করে দেয়। মিসরে তাদের শত্রু ফির'আউনের মূসার (আঃ) মুকাবিলায় ডুবে মরা, তার সমস্ত সৈন্যের দুর্ভাগ্যের মৃত্যুবরণ করা, তাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে যাওয়া, এ সবগুলোই তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। তথাপি সেখান হতে কিছু দূর গিয়েই তারা মূর্তি পূজকদেরকে মূর্তিপূজা করতে দেখে স্বীয় নাবীকে (আঃ) বলে ঃ

اجْعَل لَّنَا إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ আমাদের জন্যও এরূপ একটি মা'বূদ বানিয়ে দাও।' এর পূর্ণ বিবরণ সূরা আ'রাফ এবং সূরা তাহায়ও রয়েছে।

অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের তাওবাহ কবূল হওয়ার পন্থা এই বলে দেয়া হয় যে, যারা গো-বৎসের পূজা করেনি তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা করবে। তাদের দ্বারা আল্লাহর আদেশ পালিত হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং পরে মৃতদেরকেও জীবিত করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا ওটাকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং এ মহাপাপকেও আমি ক্ষমা করেছি। আর মূসাকে (আঃ) প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছি।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ যখন তারা তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য করতে অস্বীকার করে এবং মূসার (আঃ) আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হয় তখন

আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর তূর পাহাড়কে সমুচ্চ করেন এবং তাদেরকে বলেন, 'তোমরা এখন আমার আহকাম মানবে কি-না বল? নতুবা এ পর্বতকে আমি তোমাদের উপর নিক্ষেপ করব।' তখন তারা সবাই সাজদায় পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করে এবং নির্দেশাবলী মেনে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের অন্তরে এত ভয় হয়েছিল যে, সাজদাহর মধ্যেও তারা আড় চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, না জানি পর্বত তাদের উপর পড়ে যায় এবং তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যায়। অতঃপর পর্বত সরিয়ে দেয়া হয়।

এরপর তাদের অন্য অবাধ্যতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কথা ও কাজ দু'টোই পরিবর্তন করেছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা সাজদাহ করতে করতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজায় প্রবেশ কর এবং حِطَّةٌ বল।' অর্থাৎ তোমরা বল ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পাপ ক্ষমা করুন। আমরা আপনার পথে জিহাদ করা হতে বিরত রয়েছি, যার শাস্তি স্বরূপ আমরা 'তীহ' প্রান্তরে হতবুদ্ধি হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু এখানেও তাদের হঠকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। তারা হাঁটুর ভরে চলতে চলতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজায় পৌঁছে এবং حِطَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ বলে। অর্থাৎ 'আমাদেরকে চুলের মধ্যে শষ্য-কণা দান করুন'। وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ তাদের আরও দুষ্টামি এই যে, শনিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওর বিরুদ্ধাচরণেও তারা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কৌশল করে পাপকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন সূরা আ'রাফের وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ (৭ ঃ ১৬৩) এ আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৫৫। কিন্তু তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও অন্যায়ভাবে তাদের নাবীদের হত্যা এবং 'তাদের স্ব স্ব অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত" এই উক্তি করার	١٥٥. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا

জন্য; হ্যাঁ - তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এ কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করেনা,	غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا
১৫৬। এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।	١٥٦. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًا
১৫৭। এবং ‘আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি” বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি।	١٥٧. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا
১৫৮। পরন্ত আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।	١٥٨. بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
১৫৯। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে	١٥٩. وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا

ইয়াহুদীদের বিভিন্ন পাপের বর্ণনা

আহলে কিতাবের ঐ পাপসমূহের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার করুণা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ, দলীল এবং নাবীগণের মু'জিযাকে অস্বীকার করে। وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তারা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসূলগণের একটি বিরাট দল তাদের হাতে নিহত হন। قُلُوبُنَا غُلْفٌ চতুর্থ এই যে, তারা বলে, আমাদের অন্তর পর্দায় ঢেকে রয়েছে, যেমনটি বলেছেন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। (তাবারী ৯/৩৬৪) মুশরিকরা বলেছিল ঃ

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ

তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৫) আবার এও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমাদের অন্তর হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যার পাত্র। সেই পাত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথাকে খণ্ডন করে বলেন ঃ

بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ এটা নয় বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। প্রথম তাফসীরের ভিত্তিতে ভাবার্থ হবে ঃ তারা ওযর পেশ করে বলেছিল, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা পড়ে গেছে বলে আমরা নাবীর (আঃ) কথাগুলি মনে রাখতে পারিনা। তখন আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন ঃ 'এরূপ নয়, বরং তোমাদের কুফরীর কারণে তোমাদের

অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।' দ্বিতীয় তাফসীরের ভিত্তিতে তো ভাবার্থ সবদিক দিয়েই স্পষ্ট। সূরা বাকারাহর তাফসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পরিণাম হিসাবে বলা হয়েছে যে, এখন তাদের অন্তর কুফরী, অবাধ্যতা এবং ঈমানের স্বল্পতার উপরেই থাকবে।

মারইয়াম সম্পর্কে ইয়াহুদীদের জঘন্য অপবাদ এবং ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার তাদের মিথ্যা দাবী

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا তাদের পঞ্চম বড় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সতীসাধ্বী নারী মারইয়ামের (আঃ) উপরও ব্যভিচারের জঘন্যতম অপবাদ দেয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীরা ঈসার (আঃ) মাকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিয়েছিল। (তাবারী ৯/৩৬৭) সুদ্দী (রহঃ), যুয়াইবির (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য অনেকে একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৯/৩৬৭) ইয়াহুদীরা এ কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি যে, এ ব্যভিচারের মাধ্যমেই ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। কেহ কেহ আবার আর এক পা অগ্রসর হয়ে বলে যে, এ ব্যভিচার ঋতু অবস্থায় হয়েছিল। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কিয়ামাত পর্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তাঁর মনোনীত বান্দাও তাদের কু-কথা হতে রক্ষা পাননি। إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰه তাদের ষষ্ঠ অপরাধ এই যে, তারা বিদ্রূপ করে এবং গৌরব বোধ করে বলেছিল, 'আমরা ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছি।' যেমন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে বলেছিল ঃ

وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬)

পূর্ণ ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) নাবীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বড় বড় মু'জিযা প্রদান করেন, যেমন জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরী করে তার ভিতর ফুঁক দিয়ে তাকে জীবন্ত পাখি করে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি, তখন ইয়াহুদীরা (তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং

তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায় ও সর্ব প্রকারের কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। তারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। কোন শহরে অনেক দিন ধরে নিরাপদে অবস্থানও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। সারা জীবন তিনি মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অবস্থায় কাটিয়ে দেন। সে অবস্থায়ও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। ঐ যুগের দামেস্কের বাদশাহর নিকট তিনি গমন করেন। সে বাদশাহ ছিল তারকা পূজক। সে সময় ঐ মাযহাবের লোককে 'ইউনান' বলা হত। ইয়াহুদীরা এখানে এসে ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে। তারা বলে, 'এ লোকটি বড়ই বিবাদী। সে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং জনগণকে বিপথে চালিত করছে। প্রত্যহ নতুন নতুন গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে ও শান্তি ভঙ্গ করছে। সে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে।'

বাদশাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত স্বীয় শাসনকর্তার নিকট নির্দেশনামা প্রেরণ করে যে, সে যেন ঈসাকে (আঃ) গ্রেফতার করে শূলে চড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মস্তকোপরি কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং এভাবে জনগণকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। বাদশাহর এ নির্দেশনামা পাঠ করে ঐ শাসনকর্তা ইয়াহুদীদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঘরটি অবরোধ করে যেখানে ঈসা (আঃ) অবস্থান করছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বারোজন বা তেরোজন অথবা সতের জন লোক ছিল। ঐ দিন ছিল শুক্রবার। আসরের পর তারা ঐ ঘরটি অবরোধ করে। যখন ঈসা (আঃ) অনুভব করেন যে, এখন হয় তারাই জোর করে ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে, না হয় তাঁকেই বাইরে যেতে হবে। তাই তিনি স্বীয় সহচরদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে এটা পছন্দ করবে যে, তার উপর আমার সদৃশ আনয়ন করা হবে অর্থাৎ তার আকার আমার আকারের মত হয়ে যাবে, অতঃপর সে তাদের হাতে গ্রেফতার হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে মুক্তি দিবেন? আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হচ্ছি।' এ কথা শুনে এক যুবক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'আমি এতে সম্মত আছি।' কিন্তু ঈসা (আঃ) তাকে এক নব্য যুবক লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এ কথাই বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনিই প্রস্তুত হয়ে যান। তখন ঈসাও (আঃ) মেনে নেন এবং দেখতে না দেখতেই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাঁর আকার পরিবর্তিত হয়, আর মনে হয় যে, তিনিই ঈসা (আঃ)। সে সময় ছাদের এক দিকে একটি ছিদ্র প্রকাশিত হয় এবং ঈসার (আঃ) উপর তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা ছেয়ে যায়। ঐ অবস্থায়ই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ

যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৫)

ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর এ লোকগুলো ঘর হতে বেরিয়ে আসে। যে মহান সাহাবীকে ঈসার (আঃ) আকারবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ইয়াহুদীদের দলটি ধরে নেয় এবং রাতারাতিই তাকে শূলের উপর চড়িয়ে দিয়ে তার মাথার উপর কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয়। তখন ইয়াহুদীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারা ঈসাকে (আঃ) হত্যা করে ফেলেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খৃষ্টানদের একটি নির্বোধ দলও ইয়াহুদীদের সুরে সুর মিলিয়ে দেয়। শুধুমাত্র যারা ঈসার (আ) সঙ্গে ঐ ঘরে উপস্থিত ছিল তারা নিশ্চিতরূপে জানত যে, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর ইনি হচ্ছেন অমুক ব্যক্তি যিনি নিজ ইচ্ছায় তাঁর স্থানে শহীদ হয়েছেন, তারা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত খৃষ্টানই ইয়াহুদীদের মতই আলাপ আলোচনা করতে থাকে। এমন কি তারা এ কথাও বানিয়ে নেয় যে, ঈসার (আঃ) মাতা মারইয়াম (আঃ) শূলের নীচে বসে কাঁদছিলেন। তারা এ কথাও বলে যে, মারইয়াম (আঃ) সে সময় স্বীয় পুত্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর পরীক্ষা যা তাঁর পূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ অপপ্রচারকে প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কুরআনের মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করেন এবং স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও বড় মর্যাদাসম্পন্ন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র ও সত্য কালামে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে না কেহ ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছে, আর না তাকে শূলে দিয়েছে। বরং যে ব্যক্তির আকার তাঁরই আকারের ন্যায় করে দেয়া হয়েছিল তাকেই তারা ঈসা (আঃ) মনে করে শূলে দিয়েছিল। আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর মালিক, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সকলের গোপন বিষয় অবগত আছেন, যা তারা প্রকাশ করে অথবা গোপন করে। কখন কি ঘটবে অথবা ঘটেছে তাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যেসব ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ঈসার (আঃ) নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে তারা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট না আছে কোন

দলীল, আর না তাদের আছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তাদের এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এরই সাথে আবার বলে দিয়েছেন ঃ

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ঈসা রূহুল্লাহকে (আঃ) কেহ যে হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত কথা। বরং প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করেন তখন ঈসা (আঃ) বাড়িতে আসেন। সেই সময় তাঁর ঘরে বারোজন সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর চুল হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তিনি তাঁর সহচরদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছে যারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু বারো বার আমার সঙ্গে কুফরী করবে।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে পছন্দ করে যে, আমার মত তার আকার করে দেয়া হবে এবং আমার স্থলে তাকে হত্যা করা হবে এবং সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। তখন এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন। ঈসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে আমার সাহায্যকারী হবে? এবারও ঐ যুবকই দাঁড়িয়ে গেল এবং ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন। কিন্তু যুবকটি আবারও দাঁড়িয়ে গেলে ঈসা (আঃ) বললেন, তুমিই হবে সেই ব্যক্তি। অতঃপর ঈসার (আঃ) আকৃতি ঐ যুবকের উপর প্রতিফলিত হল এবং ঈসাকে (আঃ) ঘরের ছিদ্র পথে উর্ধ্বে তুলে নেয়া হয়। অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা ঈসাকে (আঃ) খুঁজতে এসে তার চেহারায় রূপান্তরিত ঐ যুবককে দেখতে পায় এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে।

ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেহ কেহ তাঁর সাথে বারো বার কুফরী করে। অতঃপর তাদের তিনটি দল হয়ে যায়। (১) ইয়াকূবিয়্যাহ, (২) নাসতুরিয়াহ এবং (৩) মুসলিম। ইয়াকূবিয়্যাহ তো বলতে থাকে, 'স্বয়ং আল্লাহ আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। যতদিন থাকার তাঁর ইচ্ছা ছিল ততদিন ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠে গেছেন।' নাসতুরিয়্যাহ বলে, 'আল্লাহর পুত্র আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে কিছুকাল আমাদের মধ্যে রাখার পর তিনি তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।' মুসলিমদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তাদের মধ্যে ছিলেন। যতদিন রাখার ইচ্ছা ততদিন তাদের মধ্যে রেখেছেন। অতঃপর নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

পূর্ববর্তী দু'দলের প্রভাব খুব বেশি হয় এবং তারা তৃতীয় সত্য ও ভাল দলটিকে পিষ্ট ও দলিত করতে থাকে। সুতরাং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করে ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১১০) এ বর্ণনাটি সহীহ সনদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আবূ কুরাইবের (রহঃ) মাধ্যমে এবং তিনি আবূ মুয়াবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ ৬/৪৮৯) সালাফগণের মধ্য থেকে অনেকে বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন তাঁর কোন সাহায্যকারী আছে কি যার উপর তার চেহারা প্রতিফলিত হবে এবং তাকে ঈসা (আঃ) ভেবে হত্যা করা হবে, এ জন্য সে জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হিসাবে থাকবে।

ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে খৃষ্টানরা তাঁর দা'ওয়াতের উপর ঈমান আনবে

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হবেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি আছে। প্রথমতঃ এই যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ যখন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দ্বিতীয়বার ভূপৃষ্ঠে আগমন করবেন তখন সমস্ত মতবাদ উঠে যাবে। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্ম।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে مَوْتِهِ এর ভাবার্থ হচ্ছে ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে। (তাবারী ৯/৩৮০) আবূ মালিক (রহঃ) বলেন যে, ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন তখন সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনবে।

কিয়ামাতের পূর্বে ঈসার (আঃ) অবতরণ এবং তাঁর কর্ম তৎপরতা

এখন ঐ সব হাদীসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেগুলির মধ্যে রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) শেষ যুগে কিয়ামাতের পূর্বে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং অংশীবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ! অতিসত্বরই তোমাদের মধ্যে ইব্ন মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, দান সাদাকাহ গ্রহণ করতে কেহ সম্মত হবেনা। ঐ সময় একটি সাজদাহ করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হতে প্রিয়তর হবে।' অতঃপর হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا এ আয়াতটি পাঠ কর। (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬) অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর (ঈসার (আঃ) উপর) অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে কিয়ামাতের দিন তাদের উপর সাক্ষী হবে। সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। মুসলিম ১/১৩৫) অন্য সনদে এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। তাতে এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সে সময় সাজদাহ শুধু বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যই হবে।' তারপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ কর وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ 'ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে।'

মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঈসা (আঃ) 'আর-রাওহা' প্রান্তরে হাজ্জের উপর বা উমরার উপর অথবা হাজ্জ ও উমরা দু'টোর উপরই লাব্বায়েক বলবেন' (আহমাদ ২/৫১৩, মুসলিম ১/১৩৫)

মুসনাদ আহমাদের অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঈসা ইব্ন মারইয়াম অবতরণ করবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার নেতৃত্ব দিবেন এবং আল্লাহ তা'আলার পথে সম্পদ এত বেশি প্রদান করা হবে যে, কোন গ্রহণকারী পাওয়া যাবেনা। তিনি জিযিয়া কর বাতিল করবেন, 'আর-রাওহায়' গমন করবেন এবং সেখান হতে হাজ্জ কিংবা

উমরা পালন অথবা একই সাথে উভয়টিই পালন করার জন্য রওয়ানা হবেন। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র হানযালা (রহঃ) বলেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'ঈসার (আঃ) ইন্তি কালের পূর্বে আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।' হানযালা (রহঃ) বলেন ঃ 'আমার জানা নেই যে, এগুলি হাদীসেরই শব্দ, নাকি আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) নিজের কথা।' (আহমাদ ২/২৯০)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন ঈসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতেই হবে?' (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬, আহমাদ ২/২৭২, মুসলিম ১/১৩৬-১৩৭)

সুনান আবূ দাঊদ, মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নাবীগণ (আঃ) সবাই বৈমাত্রেয় ভাই, তাঁদের মা বিভিন্ন বটে, কিন্তু ধর্ম একই। ঈসার (আঃ) বেশি নিকটবর্তী আমিই। কেননা তাঁর ও আমার মধ্যে কোন নাবী নেই। তিনি অবতীর্ণ হবেন, তোমরা তাঁকে চিনে নাও। তিনি হবেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট ও শ্বেত রক্তিম বর্ণের। তিনি হালকা হলুদ রংয়ের দু'টি বস্ত্র খন্ড পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করবেন। তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝড়তে থাকবে যদিও কোন পানীয় বাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া-কর নিষিদ্ধ করবেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তাঁর যুগে সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর সময়ে শুধু ইসলাম ধর্মই বর্তমান থাকবে এবং আল্লাহ অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্ত করবেন। তাঁর যুগে আল্লাহ আ'আলা মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর সারা জগতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি সিংহ উটের সঙ্গে, চিতা বাঘ গাভীর সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ভেড়ার সঙ্গে একত্রে চরে বেড়াবে। শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করবেনা। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযার সালাত আদায় করাবে। (আবূ দাঊদ ৪৩২৪, আহমাদ ২/৪০৬, তাবারী ৯/৩৮৮)

তাফসীর ইব্ন জারীরের এ বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইসলামের জন্য লোকের সঙ্গে জিহাদ করবেন। এ হাদীসের একটি অংশ সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসার (আঃ) বেশি নিকটবর্তী আমিই।'

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত রোমকগণ ‘আ’মাক’ বা ‘দাবিক’ (সিরিয়ার আলেপ্পোর কাছে দু’টি শহর) দখল না করবে। তাদের মুকাবিলায় মাদীনা হতে মুসলিম সেনাবাহিনী গমন করবে। সে সময় ঐ মুসলিমরা সারা দুনিয়ার লোকের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়পাত্র হবে। যখন তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে তখন রোমকগণ তাদেরকে বলবে ঃ ‘আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা। আমাদের মধ্য হতে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে তোমাদের নিকট চলে এসেছে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। তোমরা তাদের মধ্য হতে সরে যাও।’ তখন মুসলিমরা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা যে, আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। ঐ মুসলিম সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। আল্লাহ তা‘আলা কখনও তাদের ক্ষমা করবেননা। এক তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা‘আলার কাছে তারা সবচেয়ে উত্তম শহীদ। কিন্তু শেষ তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর জয়লাভ করবে। এরপর তারা আর কোন হাঙ্গামায় পতিত হবেনা। তারা (মুসলিমরা) কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করবে। তারা যাইতুন বৃক্ষের উপর নিজেদের তরবারী ঝুলিয়ে রেখে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। এমন সময় শাইতান চীৎকার করে বলবে ঃ ‘তোমাদের সন্ত ানদেরকে দাজ্জাল আটক করে ফেলেছে।’ তারা এ মিথ্যা কথাকে সত্য মনে করে ওখান হতে বেরিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে ব্যূহ ঠিক করতে থাকবে। এমন সময় সালাতের ইকামাত দেয়া হবে এবং ঈসা ইব্নে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইমামতি করবেন। শত্রু বাহিনী যখন মুসলিমদেরকে দেখবে তখন তারা গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাদেরকে ছেড়েও দেন তবুও তারা গলে গলেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হাতে তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং ঈসা (আঃ) স্বীয় বর্শার রক্ত মুসলিমদেরকে তা দেখাবেন। (মুসলিম ৪/২২২১)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াহুদীদেরকে দেখবে এবং হত্যা করতে থাকবে, যতক্ষণ না পাথরসমূহ বলবে ঃ হে মুসলিম! এখানে এক ইয়াহুদী রয়েছে, সুতরাং এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা কর। (মুসলিম ৪/২২৩৮)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ততদিন পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যতদিন মুসলিমেরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করবে এবং তাদেরকে হত্যা না করবে। ইয়াহুদীরা পাথর অথবা গাছের আড়ালে লুকাবে এবং গাছ বলবে ঃ হে মুসলিম! হে আল্লাহর দাস! আমার পিছনে ইয়াহুদী রয়েছে, এসো এবং তাকে হত্যা কর। এর ব্যতিক্রম হল *'গারাকাদ'* যা হল ইয়াহুদীদের গাছ। (মুসলিম ৪/২২৩৯)

মুসনাদ আহমাদ ও সুনান ইব্‌ন মাজাহয় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তারা পরস্পরের মধ্যে কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ 'এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।' মূসাও (আঃ) এরূপই বলেন। কিন্তু ঈসা (আঃ) বলেন ঃ 'এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও নেই। তবে হ্যাঁ, আমার প্রভু আমার নিকট যে অঙ্গীকার করেছেন তা এই যে, দাজ্জাল বের হবে। দু'টি দল তার সঙ্গী হবে। সে আমাকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমনভাবে সীসা গলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি পাথর ও গাছ বলবে ঃ হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে এক কাফির আছে, তাকে হত্যা কর। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করবেন এবং মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজ নিজ গ্রাম ও শহরে ফিরে যাবে। তারপর ইয়াজুয ও মাজুয বের হবে এবং চতুর্দিক হতে তারা আক্রমণ চালাবে। সমস্ত শহরকে তারা ধ্বংস করবে। যেসব স্থান তারা অতিক্রম করবে ঐ সবই ধ্বংস করে দিবে। যে পানির পাশ দিয়ে তারা গমন করবে তার সব পানিই তারা পান করে ফেলবে। লোকেরা পুনরায় আমার নিকট ফিরে আসবে। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করব। তিনি তখন তাদের সকলকেই একই সাথে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর এত বেশি বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, ঐ সমস্ত মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। সেই সময় কিয়ামাতের সংঘটন এত নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর অবস্থা হয়ে থাকে যে, সকালে নাকি সন্ধ্যায় সন্তান প্রসব হবে অথবা দিনে হবে নাকি রাতে হবে তা তার বাড়ীর লোকেরা জানতে পারেনা।'

সহীহ মুসলিমে নাওয়াস ইব্‌ন শামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সকালে দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং এমনভাবে তাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং ভয়প্রদ কথা বলছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল না জানি সে মাদীনার খেজুরের বাগানেই লুকিয়ে রয়েছে। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট ফিরে এলে আমাদের চেহারা দেখে আমাদের মনের অবস্থা তিনি বুঝে নেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ব্যাপার কি?' তখন আমরা তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ

'তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও আর একটা বেশি ভয় রয়েছে। আমার উপস্থিতিতে যদি সে বের হয় তাহলে আমি তাকে বুঝে নিব। কিন্তু যদি আমার পরে সে বের হয় তাহলে প্রত্যেক মুসলিমকেই তাকে বাধা দিতে হবে। মহান আল্লাহই প্রত্যেক মুসলিমের সাহায্যকারী হবেন। জেনে রেখ, সে কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক হবে, টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এটুকু বুঝে নাও যে, সে দেখতে অনেকটা আবদুল উয্যা ইব্‌নে কাতানের মত হবে। তোমাদের যে তাকে দেখবে সে যেন সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলি পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী প্রান্ত হতে বের হবে এবং ডানে-বামে ঘুরে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা (ঈমানের উপরে) খুব অটল থাকবে।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে কতদিন অবস্থান করবে। তিনি বললেন ঃ 'চল্লিশ দিন। এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের সাধারণ দিনগুলির মত হবে।' অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিন কি একদিনের সালাতই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন ঃ

'না, বরং তোমরা অনুমান করে নিবে।' আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পৃথিবীতে তার চলাচলের গতি কিরূপ দ্রুত হবে? তিনি বললেন ঃ মেঘ যেমন ঝড়ে তাড়িত হয়ে চলতে থাকে। সে একটি গোত্রকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে। তখন সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আদেশ করবে এবং তৎক্ষণাত তাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মোটা তাজা হয়ে যাবে ও খুব বেশি দুধ দিবে।

অতঃপর সে আর এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও অস্বীকার করবে। সে সেখান হতে ফিরে আসবে। পরদিন ভোরে তারা নিঃস্ব অবস্থায় জাগ্রত হবে এবং তাদের অধিকারে কোন কিছুই থাকবেনা। সে শুষ্ক মরুভূমি অতিক্রম করবে এবং ওকে বলবে, তুমি তোমার সম্পদ বের করে নিয়ে এসো। তখন যমীনের মধ্য হতে ধন-ভাণ্ডার বেরিয়ে আসবে। তখন ধন-ভান্ডার মৌমাছির মত তার পিছন পিছন ফিরতে থাকবে। সে একজন নব্য যুবককে আহ্বান করবে এবং তাকে হত্যা করে দু'টুকরো করে এতদূরে নিক্ষেপ করবে যত দূরে একটি তীর চলে যায়। তারপর তাকে ডাক দিবে এবং সে তখন জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে তার নিকট চলে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) পাঠিয়ে দিবেন। তিনি হালকা জাফরান রংয়ের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন মালাক/ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে দামেস্কের পূর্বদিকের সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা ঝুঁকাবেন তখন তাঁর মাথা হতে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পানি ঝরে পড়বে এবং যখন তিনি মাথা উত্তোলন করবেন তখন ঐ ফোঁটাগুলি মুক্তার মত গড়িয়ে পড়বে। যে কাফির পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস পৌঁছবে সে মরে যাবে এবং তাঁর নিঃশ্বাস ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে থাকে।

তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং (ফিলিস্তিনে) 'লুদ' নামক স্থানে তাকে ধরে ফেলে সেখানেই হত্যা করবেন। তারপর তিনি ঐ অবস্থায়ও যারা আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা পেয়ে যাবে সেই লোকদের নিকট আসবেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত ফিরিয়ে দিবেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঈসার (আঃ) নিকট অহী আসবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেন ঃ 'আমি আমার এমন বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছি যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেহই করতে পারবেনা। তুমি আমার এ বিশিষ্ট বান্দাদেরকে তূর পর্বতের (সিনাই পাহাড়ে, যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন) নিকট নিয়ে যাও।' তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হবে এবং তারা চতুর্দিক হতে লাফাতে লাফাতে চলে আসবে। তাদের প্রথম দলটি 'বাহীরা-ই তাবারিয়া' নামক জলাশয়ে আসবে এবং ওর সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। যখন তাদের শেষ দলটি আসবে তখন তারা ওটাকে এমন শুষ্ক অবস্থায় পাবে যে, তারা বলবে ঃ সম্ভবতঃ এখানে কোন সময় পানি ছিল। ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনগণ সেখানে এমনভাবে অবরুদ্ধ থাকবেন যে, একটি বলদের মাথাও তাঁদের নিকট এমন পছন্দনীয় মনে হবে যেমন আজ তোমাদের নিকট একশটি স্বর্ণমুদ্রা

পছন্দনীয়। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথের লোকজন আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা *'নাযাফ'* নামক এক ধরনের পোকা ইয়াজুজ মাজুজের ঘাড়ে সৃষ্টি করবেন। ফলে পরদিন ভোরে দেখা যাবে যে, তারা সবাই মারা গেছে। মনে হবে যেন তারা ছিল একটি দেহের প্রাণ।

অতঃপর ঈসা (আঃ) স্বীয় সঙ্গীগণসহ নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করবেন। কিন্তু যমীনে এক হাত পরিমাণ জায়গাও এমন পাবেননা যা তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ হতে শূন্য থাকবে। পুনরায় তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা উটের ঘাড়ের সমান এক প্রকার বৃহদাকার পাখি পাঠিয়ে দিবেন। ঐ পাখিগুলি তাদের (ইয়াজুয মাজুযদের) মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন যে মাটির ঘর-বাড়ী অথবা পশুর পশম কোন কিছুই এর থেকে রেহাই পাবেনা। এর ফলে পৃথিবী এমন পরিষ্কার হবে যেন মনে হবে ঝকঝকে আয়না। তারপর যমীনকে শস্য এবং ফল উৎপাদনের ও বারাকাত ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হবে। সেদিন একটি ডালিম এক দল লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তারা সবাই ওর বাকলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ট্রী এত পরিমাণ দুধ দিবে যা বড় একটি দলের পান করার জন্য যথেষ্ট হবে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এক মৃদু মন্দ বাতাস প্রেরণ করবেন যা মুসলিমদের বাহুর নিচ দিয়ে চলে যাবে। ফলে প্রতিটি মু'মিন মুসলিমের জান কবয হয়ে যাবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরা বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মত জনসমক্ষে যৌনকাজে লিপ্ত থাকবে। তাদের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে। (মুসলিম ৪/২২৫০) মুসনাদ আহমাদে এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। (আহমাদ ৪/১৮১, আবূ দাউদ ৪/৪৯৬, তিরমিযী ৬/৪৯৯, নাসাঈ ৫/১৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৫৬) ওটা حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ (২১ ঃ ৯৬) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়াহ ইব্ন মাসউদ আশ-শাকাফি (রহঃ) বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) এক লোককে প্রশ্ন করতে শুনেছি ঃ এ কেমন হাদীস বর্ণনা করছেন যে, আপনি নাকি দাবী করছেন যে, অমুক তারিখ কিয়ামাত সংঘটিত হবে? তিনি তখন 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর বললেন ঃ 'আমার ইচ্ছা ছিল যে, আর কেহকে কোন হাদীস শোনাবনা। আমি তো এ কথা বলেছিলাম যে, শীঘ্রই তোমরা বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে,

যেমন বাইতুল্লাহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং এই হবে, এই হবে ইত্যাদি।' অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দাজ্জাল বের হবে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমার জানা নেই যে, সেটা চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়া ইব্‌নে মাসউদের (রাঃ) মত। তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তারপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন মিলে মিশে থাকবে যে, দু'জনের মধ্যে মোটেই কোন শত্রুতা থাকবেনা। অতঃপর সিরিয়ার দিক হতে একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে, যা সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবে। যার অন্তরে অণু পরিমাণও সততা বা ঈমান থাকবে সে পর্বতের গুহায় অবস্থান করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরাই বেঁচে থাকবে, যারা পাখীর ন্যায় হালকা হবে এবং পশুর মত তাদের আচরণ হবে। ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি তাদের থাকবেনা। তাদের নিকট অভিশপ্ত শাইতান উপস্থিত হয়ে বলবে, তোমরা কি আমাকে অনুসরণ করবে? তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি আমাদেরকে কি করতে আদেশ করছ? সে তখন মূর্তি পূজা করতে আদেশ করবে। তখন তাদের খাদ্য সম্ভার অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং তাদের জীবন ধারণের মান অনেক উন্নত হবে। তখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যাদের কাছে শব্দ পৌঁছবে তারা এদিক ওদিক মাথা ঝুকিয়ে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে। একটি লোক যে তার উষ্ট্রগুলোকে পানি পান করানোর জন্য তাদের চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে সে'ই সর্বপ্রথম শিঙ্গার শব্দ শুনতে পাবে। এর ফলে সে এবং অন্য সমস্ত লোক অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

মোট কথা, সকলেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা হবে শিশিরের বা ছায়ার মত। তার ফলে দ্বিতীয়বার দেহ সৃষ্টি হবে। তারপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সবাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে চল।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ

অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৪) এরপর বলা হবে, 'জাহান্নামের অংশ বের করে নাও।' জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'কত জনের মধ্য হতে কত জনকে?' উত্তরে বলা হবে ঃ 'প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জনকে'। এটা ঐ দিন ঃ

يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا

এটা এমন দিন যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ১৭) এবং অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ

এটা এমন দিন যাতে পায়ের গোছা খুলে যাবে। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪২)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আরাফাহ মাঠ হতে আসার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের এক মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন করেন। সে সময় সেখানে কিয়ামাত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি তখন বলেন ঃ 'যে পর্যন্ত দশটি ব্যাপার সংঘটিত না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামাত হবেনা। (১) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। (২) ধূয়া নির্গত হওয়া। (৩) 'দাব্বাতুল আরয' বের হওয়া। (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটা। (৫) ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব। (৭) যমীনের তিন জায়গা ধ্বসে যাওয়া। (৭ক) পূর্বে (৮খ) পশ্চিমে (৯গ) আরাব উপদ্বীপে এবং (১০) আদন হতে একটা আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করবে। ওটা (আগুন) রাতও তাদের সাথে অতিবাহিত করবে। যখন দুপুরের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে তখনও এ আগুন তাদের সঙ্গেই থাকবে।'

ঈসার (আঃ) বর্ণনা

পূর্বেও যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আদম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমরা ঈসাকে (আঃ) দেখতে পাও তাহলে মনে রেখ, তিনি সুঠাম দেহের রক্তিম ও সাদা বর্ণের মিশ্রিত ব্যক্তি। তিনি হালকা হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করে অবতরণ করবেন। মনে হবে যেন তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝড়ে পরছে, অথচ কোন পানীয় বাষ্প তার গায়ে লাগেনি। (আবূ দাঊদ ৪/৪৯৮)

অন্য এক হাদীসে নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি দামেস্কের সাদা মিনারের কাছে পূর্ব দিকে অবতরণ করবেন। তিনি দুই প্রস্থ জাফরান রংয়ের কাপড় পরিধান করা থাকবেন, তাঁর হাত দু'টি থাকবে মালাইকা/ফেরেশতার দুই পাখার উপর। যখনই তিনি তাঁর মাথা নিচু করবেন

তখন ফোটা ফোটা ঝরতে থাকবে। আবার যখন তিনি মাথা উচু করবেন তখনও উজ্জ্বল বিচ্ছুরিত মুক্তার মত ঝরে পড়তে থাকবে। ঈসার (আঃ) নিঃশ্বাস যে কাফিরের উপর পতিত হবে সে আর বেঁচে থাকবেনা এবং যতদূর দৃষ্টি যাবে ততদূর তার নিঃশ্বাস চলে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৫০)

৭৪১ হিজরী সালে 'জামে' উমাইয়া'র স্তম্ভটি সাদা পাথরে মযবুত করে বানানো হয়েছে। কেননা ওটা আগুনে দগ্ধীভূত হয়েছিল। সেই আগুন খৃষ্টানরাই লাগিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ঐ খৃষ্টানদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। এতে বিস্ময়ের কি আছে যে, এটাই হয়তো সেই স্তম্ভ যার উপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং শূকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন ও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেননা, যেমন হাদীসগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ওগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন ও তাকে সাব্যস্ত করেছেন। এটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে এবং মানুষ যখন ঈসার (আঃ) অনুসরণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মিরাজের রাতে আমি মূসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি মাঝারী গঠন ও পরিষ্কার চুল বিশিষ্ট, যেমন শানূআহ্ গোত্রের লোক হয়ে থাকে। ঈসার (আঃ) সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। তিনি লাল বর্ণের এবং মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মনে হচ্ছিল যে, যেন তিনি সবেমাত্র গোসলখানা হতে বের হয়ে এলেন। ইবরাহীমকেও (আঃ) আমি দেখেছি। তিনি একেবারে আমার মতই ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, মুসলিম ১/১৫৪)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি ঈসা (আঃ) ও মূসাকে (আঃ) দেখেছি। ঈসা (আঃ) রক্তিম বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল এবং চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। মূসা (আঃ) গোধূম বর্ণ, মোটা দেহ এবং সোজা চুল বিশিষ্ট ছিলেন, যেমন 'যুত' গোত্রের লোকেরা হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৯) অনুরূপভাবে তিনি দাজ্জালের শারীরিক গঠনও বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর চোখ অন্ধ নয়, কিন্তু মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ, তার চোখ দেখতে ফোলা প্রসারিত আঙ্গুরের মত। (মুসলিম ৪/২২৪৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কা'বা ঘরের নিকট আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে যে, একজন খুবই রক্তিম বর্ণের লোক, যাঁর মাথার চুল তাঁর দু'কাঁধ পর্যন্ত লটকে ছিল এবং চুল ছিল পরিপাটি। তাঁর মাথা হতে

পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তিনি দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তখনই আমাকে বলা হল, 'ইনি হচ্ছেন মাসীহ ইব্ন মারইয়াম (আঃ)।' তাঁর পিছনে আমি আর একটি লোককে দেখতে পাই যার ডান চক্ষুটি কানা ছিল। ইব্ন কাতানের সঙ্গে সে অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। সেও দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কে? বলা হল, 'মাসীহ দাজ্জাল।' (মুসলিম ১/১৫৪)

সহীহ বুখারীতে আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসাকে (আঃ) লাল বর্ণের বলেননি, বরং গোধূম বর্ণের বলেছেন।' পরে উপরে বর্ণিত পূর্ণ হাদীসটি রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ দাজ্জালের সাথে খুযাআহ্ গোত্রের ইব্ন কাতানের চেহারার মিল রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যুহরী (রহঃ) বলেন যে, খুযাআহ্ গোত্রের ইব্ন কাতান অজ্ঞতার যুগে মারা গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا উত্থান দিনে সে তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবে। অর্থাৎ এ কথার তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর রিসালাত তাঁদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদায় বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখনতো আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬-১১৮)

১৬০। আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত।	١٦٠. فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا
১৬১। এবং তারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করত এবং তারা অন্যায়ভাবে লোকদের ধন সম্পদ গ্রাস করত এবং আমি তাদের মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্য	١٦١. وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا
১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসী তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং যারা সালাত আদায়কারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী তাদেরকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান করব।	١٦٢. لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلۡعِلۡمِ مِنۡهُمۡ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ ۚ وَٱلۡمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلۡمُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ أُوْلَـٰٓئِكَ سَنُؤۡتِيهِمۡ أَجۡرًا عَظِيمًا

ইয়াহুদীদের অন্যায় আচরণ ও অবাধ্যতার কারণে কিছু হালাল খাদ্যও তাদের জন্য হারাম করা হয়

অবিচার, ঔদ্ধত্যতা এবং বড় বড় পাপ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা, পূর্বে যা হালাল ছিল এমন কোন কোন খাদ্যকে ইয়াহুদীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ইয়াহুদীরা তাদের কিতাবের ভুল অর্থ করে মানুষের কাছে প্রচার করেছে, পরিবর্তন করেছে এবং তাদের লোকদের জন্য তা বৈধ করেছে। এভাবে ধর্মের ভিতর সংযোজন ও বিয়োজন করে যা হালাল ছিল তা নিজেদের জন্য অবৈধ বা হারাম করেছে। আবার এও হতে পারে যে, পূর্বে যা বৈধ ছিল তাওরাতে আল্লাহ তা অবৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِىٓ إِسۡرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُ

প্রত্যেক খাদ্যই বানী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। একমাত্র তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈল নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিল তাই তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৩) এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈলের উপর সমস্ত খাদ্যই বৈধ ছিল। কিন্তু ইসরাঈল (আঃ) নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করেছিলেন। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দু'টো জিনিস হারাম করে দেয়া হয়। পরে আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে অনেক কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৬)

এর অর্থ হল তাদের ঔদ্ধত্যতা, অবিচার, তাদের নাবীর বিরোধীতা এবং তার সাথে মতদ্বৈততার কারণে তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি। তাই আল্লাহ তা'আলা (৪ ঃ ১৬০) এ আয়াতে বলেন যে, তারা সত্য হতে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখে এবং অন্যদেরকেও আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে। তাদের এই স্বভাব যেমন পূর্বে ছিল এখনও চলে আসছে। তারা পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানেও তারা নাবীগণের শত্রু। তারা অনেক নাবীকে হত্যা করেছে, তারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করেছে।

সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি, নিজে আল্লাহ তা'আলার পথ হতে সরে যাওয়া ও অপরকে সরিয়ে দেয়া, যা তাদের চিরন্তন অভ্যাস ছিল, রাসূলগণকে হত্যা করা, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে সুদ ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন

কতগুলো জিনিস হারাম করেন যেগুলো তাদের জন্য হালাল ছিল। ঐসব কাফিরদের জন্য তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা কুরআন কারীম ও পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। এ বাক্যটির তাফসীর সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সা'লাবা ইব্ন সাঈদ (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাঈদ (রাঃ) এবং উসায়েদ ইব্ন উবায়েদকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে স্বীকার করেছিলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তারা যাকাত প্রদান করে থাকে'। অর্থাৎ সম্পদের বা জীবনের যাকাত দিয়ে থাকে। ভাবার্থ দু'টিও হতে পারে। আর তারা একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদাতের যোগ্য মনে করে এবং তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, সেদিন প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। এ প্রকারের লোককেই আমি প্রদান করব মহাপ্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত।

১৬৩। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নাবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূণ, সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম।	١٦٣. إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

١٦٤. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا	১৬৪। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন।
١٦٥. رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا	১৬৫। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।

অন্যান্য নাবীগণের মতই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) উপর অহী নাযিল হয়েছে

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন যে, সাকীন ও আদী ইব্ন যায়িদ বলেছিল, ‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা স্বীকার করি না যে, মূসার (আঃ) পরে আল্লাহ তা‘আলা কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেছেন’। তখন এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের দোষগুলো বর্ণনা করেন এবং তাদের পূর্বের ও বর্তমানের জঘন্য কার্যাবলী প্রকাশ করেন।

অতঃপর আল্লাহ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ তা‘আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে প্রত্যাদেশ করেন যেমন প্রত্যাদেশ করেছিলেন তিনি অন্যান্য নাবীগণের উপর। (তাবারী ৯/৪০০) 'যাবুর' ঐ আসমানী কিতাবের নাম যা দাউদের (আঃ) উপর নাযিল হয়েছিল। ঐ নাবীগণের ঘটনা আমরা সূরা কাসাসে বর্ণনা করেছি।

কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নাবীর উল্লেখ রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ *আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি*। অর্থাৎ এ আয়াত নাযিলের পূর্বে পবিত্র কুরআনে বহু নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং অনেক নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়নি। যে নাবীগণের নাম কুরআনুল হাকীমে এসেছে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

আদম (আঃ), ইদরীস (আঃ), নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), লূত (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), আইউব (আঃ), শু'আইব (আঃ), মূসা (আঃ), হারূন (আঃ), ইউনুস (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ), ইলিয়াস (আঃ), ইয়াসাআ (আঃ), যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহ্ইয়া (আঃ), ঈসা (আঃ) ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে যুলকিফল (আঃ) এবং সর্বশেষ ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মূসার (আঃ) মর্যাদা

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'এবং আল্লাহ প্রত্যক্ষ বাক্যে মূসার সাথে কথা বলেছেন।' এটা তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা যে, তিনি কালীমুল্লাহ ছিলেন। একটি লোক আবূ বাকর ইব্ন আয়াশের (রহঃ) নিকট এসে বলে ঃ 'একটি লোক এ বাক্যটিকে وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا এরূপ পড়ে থাকে। অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।' (তাবারানী ৩৩২৫) এ কথা শুনে আবূ বাকর ইব্ন আয়াশ (রহঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ 'কোন কাফির এভাবে পড়ে থাকবে। আমি আ'মাশ (রহঃ) হতে, তিনি ইয়াহইয়া (রহঃ) হতে, তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে এবং আলী (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا এরূপই পড়েছেন।’ মোট কথা, ঐ লোকটির অর্থ ও শব্দের পরিবর্তন করে দেয়া দেখে তিনি এরূপ রাগান্বিত হন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটা কোন মুতাযিলাই হবে। কেননা মুতাযিলাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা‘আলা না মূসার (আঃ) সঙ্গে কথা বলছেন, আর না অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন। কিছু মুতাযিলা কোন একজন মনীষীর নিকট এসে এ আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করলে তিনি তাকে মন্দ বলেন। অতঃপর তাকে বলেন ঃ ওহে ঘৃণ্য নারীর ছেলে! ‘তাহলে তুমি وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ‘এবং যখন মূসা আমার প্রতিশ্রুত সময়ে আগমন করে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেন’ (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৪৩) এ আয়াতটিকে কিভাবে অস্বীকার করবে? ভাবার্থ এই যে, এখানে এ ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন চলবেনা।

সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ তারা এমন রাসূল যারা আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য স্বীকারকারীদেরকে ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের ও তাঁর রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا আল্লাহ তা‘আলা যে স্বীয় গ্রন্থরাজি অবতীর্ণ করেছেন ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তা এ জন্য যে, যেন কারও কোন ওযর অবশিষ্ট না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ

যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তা হলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩৪)

وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ

রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ... (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার মত মর্যাদা বোধ আর কারও নেই। এ জন্যই তিনি সমস্ত মন্দকে হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক এবং এমনও কেহ নেই যার কাছে প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন। এমনও কেহ নেই যার নিকট ক্ষমা আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়। এ জন্যই তিনি নাবীগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪)

১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট।	١٦٦. لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَشۡهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا
১৬৭। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করেছে, অবশ্যই তারা সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।	١٦٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدۡ ضَلُّواْ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا
১৬৮। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা	١٦٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا

এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেননা-	لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا
১৬৯। জাহান্নামের পথ ব্যতীত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।	١٦٩. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَ ٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا
১৭০। হে মানববৃন্দ! নিশ্চয়ই তোমাদের রবের সন্নিধান হতে সত্যসহ রাসূল আগমন করেছেন, অতএব বিশ্বাস স্থাপন কর - তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহর এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	١٧٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাঁর নাবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এজন্যই এখানে বলা হচ্ছে, ‘হে নাবী! গুটিকতক লোক তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে বটে, لَـٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِه কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছেন।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪২) এর মধ্যে ঐ সমুদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যা তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, ফুরকান, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গুণাবলী, যেগুলি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অবহিত না করা পর্যন্ত কোন রাসূল বা কোন নৈকট্য লাভকারী মালাক/ফেরেশতাও জানতে পারেননা! যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا

কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১০)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ আল্লাহর সাক্ষ্যের সাথে সাথে ফেরেশ্তাগণেরও সাক্ষ্য রয়েছে যে, যা তোমার নিকট এসেছে এবং যে অহী তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য।

ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমার নিশ্চিত রূপে জানা রয়েছে যে, আমার রিসালাতের অবগতি তোমাদের রয়েছে।" ঐ লোকগুলো ঐ কথা অস্বীকার করে। তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত (৪ ঃ ১৬৭) অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যেসব লোক কুফরী করে সত্যের অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এমনকি অন্য লোকদেরকেও সত্য পথে আসতে বাধা দিয়েছে তারা সঠিক পথ হতে সরে পড়েছে এবং প্রকৃত বিষয় থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তারা সুপথকে হারিয়ে ফেলেছে। এসব লোক, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে, আমার কিতাবকে অমান্য করেছে, আমার পথে আসতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, আমার নিষিদ্ধ কার্যাবলী করতে রয়েছে এবং আমার নির্দেশাবলী অমান্য করেছে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করবনা এবং তাদেরকে সুপথও প্রদর্শন করবনা, বরং তাদেরকে

জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করব। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ

হে লোকসকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তাঁর রাসূল আগমন করেছেন। তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের ঈমান আনায় তাঁর কোন লাভও নেই এবং তোমাদের অস্বীকার করায় তাঁর কোন ক্ষতিও নেই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। এ কথাই মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

মূসা বলেছিল ঃ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮) তিনি সারা বিশ্ব হতে অমুখাপেক্ষী; তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই জানেন কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য। তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর কথা, তাঁর কাজ, তাঁর শারীয়াত এবং তাঁর বিধান সবকিছুই নিপুণতাপূর্ণ।'

১৭১। হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করনা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলনা; নিশ্চয়ই মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা; অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন	١٧١. يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ

أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

কর। আর 'আল্লাহ তিন জনের একজন' এ কথা বলা পরিহার কর। তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র ইলাহ; তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পুতঃ, মুক্ত। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

আহলে কিতাবদেরকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবকে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করছেন। খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছিল এবং তাঁকে নাবুওয়াত হতে বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তারা তাঁর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহকে ইবাদাত করার মত, ঈসার (আঃ) ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, এমনকি অন্যান্য মনীষীর ব্যাপারেও তাদের ধারণা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টান ধর্মের আলেমদেরকেও তারা নিস্পাপ মনে করতে থাকে এবং এ ধারণা করে নেয় যে, ধর্মের আলেমগণ যা কিছু বলেন তা তাদের মেনে নেয়াই অপরিহার্য কর্তব্য। সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং সুপথ-ভ্রান্তির পথ পরীক্ষা করার কোন অধিকার তাদের নেই, যার বর্ণনা কুরআনুল হাকীমে নিম্নের এ আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩১)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা আমার ব্যাপারে এমনভাবে বাড়াবাড়ি করনা যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো একজন দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল বলবে।’ (আহমাদ ১/২৩, ফাতহুল বারী ৬/৫৫১)

মুসনাদ আহমাদে অপর একটি হাদীসে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ ‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হে আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে! হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হে লোকসকল! তোমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতি খেয়াল রেখ, শাইতান যেন তোমাদেরকে ফাঁদে না ফেলে। আমি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমি চাইনা যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তদপেক্ষা বেশি বাড়িয়ে বল।’ (আহমাদ ৩/১৫৩) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিওনা। তোমরা তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করনা। তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ওটা হতে তিনি বহু দূরে ও বহু উচ্চে রয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া কেহ মা’বূদ ও প্রভু নেই।

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ মাসীহ ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে একজন দাস এবং তাঁর একজন সৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি শুধু ‘হও’ শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন, যে শব্দটি নিয়ে জিবরাইল (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) নিকট এনেছিলেন এবং আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ঐ কালেমা তাঁর মধ্যে ফুঁকে দেন। এর ফলেই ঈসার (আঃ) জন্ম হয়। পিতা ছাড়াই একমাত্র এ কালেমার মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টি হন বলেই তাঁকে বিশেষভাবে ‘কালেমাতুল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌۖ كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَ

মাসীহ ইব্‌ন মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯) কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ

আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল এবং আমি তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিয়েছি এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯১) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا

আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। (সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ১২) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ

সে (ঈসা আঃ) তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৯) সুতরাং ভাবার্থ এ নয় যে, স্বয়ং আল্লাহর কালেমাই ঈসা (আঃ) হয়ে গেছেন। বরং ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা‘আলার কালেমার মাধ্যমে ঈসার (আঃ) জন্ম হয়েছে।

তিনি তাঁর ‘কালেমা’ এবং ‘রূহ’ এর অর্থ

আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা’মার (রহঃ) হতে বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন ‘হও’, ফলে তিনি (ঈসা) হয়ে যান। (আবদুর রায্যাক ১/১৭৭)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান আল ওয়াসিতী (রহঃ) বলেন যে, তিনি শা’দ ইব্ন ইয়াহইয়াকে (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন ঃ ঈসা (আঃ) কোন শব্দ নয়, বরং ঈসার (আঃ) জন্ম হয় একটি শব্দের মাধ্যমে। (ইব্ন আবী হাতিম ৬৩১০)

সহীহ বুখারীতে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারইয়ামের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্ট রূহ। আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা’ই হোক না কেন আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৭) অন্য বর্ণনায় এতটুকু বেশি রয়েছে যে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/৫৭) ঈসাকে (আঃ) যেমন কুরআন ও হাদীসে رُوْحٌ مِّنْهُ বলা হয়েছে ঐ রকমই কুরআনুল হাকীমের একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৩) অর্থাৎ স্বীয় মাখলূক হতে। رُوْحٌ مِّنْهُ এর ভাবার্থ এটাই। এর অর্থ হল ‘তাঁর’ সৃষ্টি হতে। ‘তাঁর হতে’ এর অর্থ এই নয় যে এটি তাঁর অংশ, যা খৃষ্টানরা দাবী করে থাকে। তাদের এ দাবীর জন্য আল্লাহ তা‘আলার অভিশাপ বর্ষণ হতে থাকুক। সুতরাং এখানে مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض এর জন্য অর্থাৎ কতককে বুঝানোর জন্য নয়, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানদের ধারণা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর একটা অংশ ছিলেন। বরং مِنْ এখানে

ابْتِدَاء অর্থাৎ প্রারম্ভের জন্য এসেছে। মুজাহিদ বলেন যে, رُوْحٌ مِّنْهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে رَسُوْلٌ مِّنْهُ অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে রাসূল।

সুতরাং তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা ঐরূপই যেরূপ বলা হয় 'নাকাতুল্লাহ' (আল্লাহর উষ্ট্রী) এবং 'বাইতুল্লাহ' (আল্লাহর ঘর)। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করার উদ্দেশেই নিজের দিকে সম্বন্ধ লাগিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِه তোমরা এ বিশ্বাস করে নাও যে, আল্লাহ এক, তিনি স্ত্রী ও সন্তান হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং এটাও বিশ্বাস করে নাও যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস, তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল। وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ তোমরা 'তিন' বলনা। অর্থাৎ ঈসা (আঃ) ও মারইয়ামকে (আঃ) আল্লাহর সাথে অংশীদার করনা। কেহ আল্লাহর অংশীদার হবে এ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। সূরা মায়িদাহয় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক', অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদাহর শেষে বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমারও ইবাদাত কর? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬) সূরার প্রথমেও বলা হয়েছে ঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ

নিশ্চয়ই তারা কাফির যারা বলে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মাসীহ (ঈসা) ইব্ন মারইয়াম! (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৭)

ঈসা (আঃ) ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবেন। খৃষ্টানদের নিকট এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। অযথা তারা ভ্রান্তির পথে চালিত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তো ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার শরীক মনে করছে। আবার কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলছে। তাদের বিশ্বাস

এবং মতবাদ নানাবিধ এবং তা একটি অপরটির বিপরীত। তাই বলা হয়ে থাকে যে, কোথাও যদি ১০ জন খৃষ্টান একত্রিত হয় তাহলে সেখান থেকে ১১টি মতবাদ প্রকাশ পাবে।

খৃষ্টানদের বিভিন্ন মতভিন্নতা

সাঈদ ইব্ন বাতরীক ইসকানদারী নামক খৃষ্টানদের একজন বড় পণ্ডিত প্রায় চারশ হিজরীতে বর্ণনা করেছে যে, কনসটান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কনস্টানটাইনের শাসনামলে সেই যুগীয় বাদশাহর নির্দেশক্রমে খৃষ্টানদের এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে যে সমস্ত খৃষ্টান যোগদান করে তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে চুক্তিকে তারা মহান চুক্তি বলে অভিহিত করে। আসলে তাকে বলা যেতে পারে 'মহা প্রতারনা।' সেখানে তাদের দু'হাজারেরও বেশি বড় বড় পাদরী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশি মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যে, কোন বিষয়ের উপর সত্তর আশি জনের বেশি লোক একমত হতে পারেনি। দশজনের এক রকম বিশ্বাস, বিশজনের আর এক খেয়াল, চল্লিশজন অন্য কিছু বলে এবং ষাট জন অন্য দিকে যায়।

মোট কথা, হাজার হাজার লোকের মধ্যে অতিকষ্টে মাত্র তিনশ' এর কিছু বেশি লোক এক সিদ্ধান্তে একমত হয়। বাদশাহ ঐ আকীদাকেই গ্রহণ করে এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করে। কনস্টানটাইন নিজে একজন দামলিক ছিল। সে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদের জন্য গীর্জা বানিয়ে দেয়, গ্রন্থরাজি লিখিয়ে দেয় ও আইন কানূন লিপিবদ্ধ করে। ওরাই আমানাত-ই-কুবরার মাসআলা বের করে যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম খেয়ানাতই ছিল। ঐ লোকগুলোকে 'সম্পদেকানিয়্যাহ' বলা হয়। দ্বিতীয় বার সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয়, তার নাম হচ্ছে 'ইয়াকূবিয়্যাহ।' অতঃপর তৃতীয় সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয় তার নাম 'নাসতুরিয়্যাহ।' এ তিনটি দল ঈসার (আঃ) ব্যাপারে তিনটি উক্তি করে থাকে। (অর্থাৎ একদল তাঁকেই আল্লাহ বলে, একদল তাঁকে আল্লাহর অংশীদার বলে এবং একদল তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে)। তারা আবার একে অপরকে কাফির বলে থাকে। আর আমাদের নিকট তো তারা সবাই কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ তোমরা এটা হতে বিরত হও এবং এ বিরত থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহ তো এক, সন্তান হওয়া হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্তই তাঁর সৃষ্ট এবং সমস্ত কিছুই তাঁর অধিকারে রয়েছে।

সকলেই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তাহলে তাঁরই মাখলূকের মধ্যে কেহ তাঁর স্ত্রী এবং কেহ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০১) সূরা মারইয়ামেও বিস্তারিতভাবে এর অস্বীকৃতি রয়েছে।

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫)

১৭২। আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে মাসীহ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত মালাইকা/ফেরেশতাদের কোনই সংকোচ নেই; এবং যারা তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে তিনি	١٧٢. لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ

عِبَادَتِهِۦ وَيَسۡتَكۡبِرۡ فَسَيَحۡشُرُهُمۡ إِلَيۡهِ جَمِيعٗا	তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।
١٧٣. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضۡلِهِۦۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا	১৭৩। অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে তিনি সম্যক প্রতিদান প্রদান করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর দান করবেন এবং যারা সংকুচিত হয় অহংকার করে, তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবেনা।

রাসূল (সাঃ) এবং মালাইকা আল্লাহর ইবাদাত করতে লজ্জাবোধ করেননা

ভাবার্থ এই যে, মাসীহ (আঃ) এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত মালাইকা /ফেরেশতাগণও আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে মোটেই সংকোচবোধ করেননা এবং অহংকারও করেননা। (তাবারী ৯/৪২৪) এটা তাদের জন্য শোভনীয়ও নয়। বরং যাঁরা যত বেশি আল্লাহ তা'আলার নৈকট লাভ করেন তাঁরা ততো বেশি পরিমাণ তাঁর ইবাদাত করে থাকেন।

وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِه وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং অহংকার করছে তারা একদিন তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সেদিন তাদের ব্যাপারে

যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা তারা নিজেরাই শুনে নিবে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় করুণা দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও আনুগত্য হতে সরে পড়ে এবং অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না'। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'কিন্তু যারা অহংকার করে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও অহংকারের প্রতিদান এই দেয়া হবে যে, তারা ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭৪। হে লোক সকল! তোমাদের রবের সন্নিধান হতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।	١٧٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورًا مُّبِينًا
১৭৫। অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে সুদৃঢ় রূপে ধারণ করেছে, ফলতঃ তিনি তাদেরকে স্বীয় করুণা ও কল্যাণের দিকে প্রবিষ্ট করাবেন এবং স্বীয় সরল পথ প্রদর্শন করবেন।	١٧٥. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِۦ فَسَيُدۡخِلُهُمۡ فِي رَحۡمَةٍ مِّنۡهُ وَفَضۡلٍ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَيۡهِ صِرَٰطًا مُّسۡتَقِيمًا

আল্লাহর কাছ থেকে অহী অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট পূর্ণ দলীল, ওযর, আপত্তি ও সন্দেহ দূরকারী প্রমাণাদি অবতীর্ণ করা হয়েছে। وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট জ্যোতি (কুরআন কারীম) অবতীর্ণ করেছি, যার দ্বারা সত্যের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪২৮) এখন যারা আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনবে, তাঁর উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল হবে, তাঁকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তাঁরই দাসত্ব করবে, সমস্ত কাজ তাঁকেই সমর্পণ করবে এবং এও হতে পারে যে, যারা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কিতাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে তাদের উপর তিনি স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাদের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং তাদেরকে এমন সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন যাতে না থাকবে কোন বক্রতা, আর না কোন জায়গা সংকীর্ণ হবে। সুতরাং মু’মিন ব্যক্তি পৃথিবীতে সরল ও সোজা পথের উপর এবং ইসলামের পথে থাকে। আর পরকালে থাকে জান্নাতের পথে ও শান্তির পথে।

১৭৬। তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার ভগ্নী থাকে তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তাহলে তার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি

١٧٦. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

দুই ভগ্নী থাকে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা ভগ্নী-পুরুষ ও নারীগণ থাকে তাহলে পুরুষ দুই নারীর তুল্য অংশ পাবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও, এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

‘কালালাহ’ সম্পর্কিত এ আয়াতটিই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত

বারা’ (রাঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয় সূরা বারা‘আত এবং আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয় يَسْتَفْتُونَكَ এ আয়াতটি। (ফাতহুল বারী ৮/১১৭) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি রোগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তিনি উযূ করে সেই পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন, ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো ‘কালালাহ’। আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বন্টিত হবে? সে সময় আল্লাহ তা‘আলা ফারায়েযের আয়াত অবতীর্ণ করেন।’ (আহমাদ ৩/২৯৮, ফাতহুল বারী ১২/২৬, মুসলিম ৩/১২৩৫)

অন্য বর্ণনায়ও এ আয়াতটিই অবতীর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/৫, মুসলিম ৩/১২৩৫, আবূ দাউদ ৩/৩০৮, তিরমিযী ৬/২৭৩, নাসাঈ ৪/৫৯, ইব্ন মাজাহ ১/৪৬২)

প্রথমে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ‘কালালাহ’ শব্দটি إِكْلِيْل শব্দ হতে নেয়া হয়েছে যা চতুর্দিক হতে মাথাকে ঘিরে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে ‘কালালাহ’ ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় যার সন্তান কিংবা মা-বাবা না থাকে। আবার

কারও কারও উক্তি এও আছে যে, যার সন্তান না থাকে। যেমন এ আয়াতে রয়েছে ঃ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সামনে যেসব জটিল প্রশ্ন এসেছিল তন্মধ্যে এটিও ছিল একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার এ আকাংখা রয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ সব ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন কিছু বর্ণনা করতেন তাহলে আমরা ঐ সিদ্ধান্ত মেনে চলতাম। ঐগুলি হচ্ছে রেখে যাওয়া সম্পদে দাদার উত্তরাধিকার, কালালাহ এবং সুদের অধ্যায়সমূহ। (ফাতহুল বারী ১/৪৮, মুসলিম ৪/২৩২২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'কালালাহ' সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করেছি অন্য কোন মাসআলা সম্বন্ধে ততো প্রশ্ন করিনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বক্ষে স্বীয় আঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করে আমাকে বলেন ঃ 'তোমার জন্য গ্রীষ্মকালের আয়াতটিই যথেষ্ট যা সূরা নিসার শেষে রয়েছে।' (আহমাদ ১/২৬) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/১২৩৬)

৪ ঃ ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে هَلَكَ শব্দের অর্থ হচ্ছে مَاتَ অর্থাৎ মরে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬-২৭)

এরপর বলা হচ্ছে 'তার সন্তান নেই'। এর দ্বারা কেহ কেহ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, 'কালালাহর' শর্তে পিতা না হওয়া নেই বরং যার সন্তান নেই সে'ই 'কালালাহ'। তাফসীর ইব্ন জারীরে উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে।

কিন্তু বিজ্ঞজনদের উক্তিই হচ্ছে সঠিক এবং আবূ বাকর সিদ্দিকীরও (রাঃ) সিদ্ধান্ত এটাই যে, 'কালালাহ' হচ্ছে ঐ মৃত ব্যক্তি যার সন্তান কিংবা পিতা জীবিত নেই এবং আয়াতের পরবর্তী শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ যদি তার বোন থাকে তাহলে তার জন্য সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধাংশ। আর যদি বোনের সঙ্গে পিতা থাকে তাহলে পিতা তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দিবে। সবারই মত এই যে, ঐ অবস্থায় বোন কিছুই পাবেনা।

তাফসীর ইব্ন জারীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি মেয়ে ও একটি বোন রেখে মারা যায় তার ব্যাপারে তাদের উভয়েরই ফাতওয়া ছিল এই যে, ঐ অবস্থায় বোন বঞ্চিতা হবে, সে কিছুই পাবেনা। কেননা কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতে বোনের অর্ধাংশ পাওয়ার অবস্থা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে। আর এখানে সন্তান রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন যে, ঐ অবস্থায়ই (৪ ঃ ১৭৬) এ আয়াতের মাধ্যমে নির্ধারিত অংশ হিসাবে মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং 'আসাবা' হিসাবে বোনও অর্ধেক পাবে।

সুলাইমান বলেন যে, ইবরাহীম (রহঃ) আল আসওয়াদকে (রহঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ ফাইসালা করেন যে, অর্ধেক মেয়ে পাবে ও অর্ধেক বোন পাবে। (বুখারী ৬৭৪১) সহীহ বুখারীর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) মেয়ে, পৌত্রী ও বোনের ব্যাপারে মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক দেয়ার ফাতওয়া দেন। অতঃপর বলেন ঃ 'ইব্ন মাসউদকেও (রাঃ) একটু জিজ্ঞেস করে এসো, সম্ভবতঃ তিনি আমার মতই ফাতওয়া দিবেন।' কিন্তু যখন ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় এবং সাথে সাথে আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) ফাতওয়াও তাঁকে শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তিনি বলেন ঃ 'তাহলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে আমি গণ্য হবনা। জেনে রেখ, এ ব্যাপারে আমি ঐ ফাইসালাই করব যে ফাইসালা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। অর্ধেক দাও মেয়েকে, এক ষষ্ঠাংশ দাও পৌত্রীকে, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে গেল এবং যা অবশিষ্ট থাকল তা বোনকে দিয়ে দাও।' আমরা ফিরে এসে আবূ মূসা আশআরীকে (রাঃ) এ সংবাদ দিলে তিনি বলেন ঃ 'যে পর্যন্ত

এ জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন সে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট এ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসোনা।' (বুখারী ৬৭৩৬) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ভাই তার বোনের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে যদি সে 'কালালাহ' হয় অর্থাৎ যদি তার সন্তান ও পিতা না থাকে। কেননা পিতার বর্তমানে ভাই কোন অংশ পাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি ভাইয়ের সাথে আরও কোন নির্দিষ্ট অংশবিশিষ্ট উত্তরাধিকারী থাকে, যেমন স্বামী বা বৈপিত্রেয় ভাই, তাহলে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকারী ভাই হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ফারায়েযকে ওর প্রাপকের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ঐ পুরুষলোকের জন্য যে বেশি নিকটবর্তী।' (ফাতহুল বারী ১২/১৭, মুসলিম ৩/১২৩৩)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'বোন যদি দু'টি হয় তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।' দুইয়ের বেশি বোনেরও একই হুকুম। এখান হতেই একটি দল দুই মেয়ের হুকুম গ্রহণ করেছেন। যেমন দু'য়ের বেশি বোনের হুকুম দু'টি মেয়ের হুকুম হতে নিয়েছেন যে আয়াতের শব্দগুলি নিম্নরূপ ঃ

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তাহলে প্রত্যেক পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। 'আসাবা'রও এ হুকুমই। তারা ছেলেই হোক বা পৌত্রই হোক অথবা ভাই হোক যখন তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই থাকবে তখন দু'জন নারী যা পাবে একজন পুরুষও তাই পাবে। আল্লাহ স্বীয় ফারায়েয বর্ণনা করছেন, স্বীয় সীমা নির্ধারণ করছেন এবং স্বীয় শারীয়াত প্রকাশ করছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।' আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাজের পরিণাম অবগত রয়েছেন, বান্দাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। প্রাপকের প্রাপ্য কি তা তিনি খুব ভালই জানেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) বলেছেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) একদা সাহাবীগণকে একত্রিত করেন এবং বলেন ঃ আজ আমি 'কালালাহ' সম্পর্কে এমন একটি সিদ্ধান্ত দিব যা নারীরাও তাদের শয্যাগৃহে বসে আলোচনা করবে। ঐ সময়েই ঘর হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে এবং সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক চলে যায়। তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'মহা সম্মানিত আল্লাহর যদি এ কাজ পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করে দিতেন।' (তাবারী ৯/৪৩৯) এর ইসনাদ সহীহ।

মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'যদি আমি তিনটি জিজ্ঞাস্য বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নিতাম তাহলে তা আমার নিকট লালবর্ণের উট পাওয়া অপেক্ষাও পছন্দনীয় হত। প্রথম হচ্ছে এই যে, তাঁর পরে খলীফা কে হবেন? দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, যেসব লোক যাকাতকে স্বীকার করে বটে কিন্তু বলে ঃ আমরা আপনার নিকট তা আদায় করবনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হালাল কি না? তৃতীয় হচ্ছে 'কালালাহ' সম্বন্ধে।' ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, দুই শায়খের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) শর্তে এর বর্ণনাধারা সঠিক, তবে একে তারা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। (হাকিম ২/৩০৪)

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমি আবূ বাকরের (রাঃ) বিরোধিতা করায় লজ্জাবোধ করছি।'

আবূ বাকর (রাঃ)-এর উক্তি ছিল ঃ 'কালালাহ' ঐ ব্যক্তি যার পিতা ও পুত্র (জীবিত) না থাকে। (তাবারী ৯/৪৩৭) এ বিষয়ে একমত রয়েছেন বিজ্ঞ সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন এবং আইম্মায়ে দীন। ইমাম চতুষ্টয় ও সপ্ত ধর্মশাস্ত্রবিদেরও এটাই অভিমত। পবিত্র কুরআনেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।' আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা 'নিসা'র তাফসীর সমাপ্ত।

Contents

সূরা ৫ ঃ মায়িদাহ, মাদানী

৫ – سُوْرَةُ الْمَائدة مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১২০, রুকূ' ঃ ১৬)

(اَيَاتُهَا : ١٢٠. رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

সূরা মায়িদাহ নাযিল হওয়া এবং এর গুরুত্ব

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে সূরা 'মায়িদাহ' ও সূরা 'আল-ফাত্হ' সর্বশেষ সূরা। (তিরমিযী ৮/৪৩৬) এরপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি গারীব' ও 'হাসান' হাদীস। তিনি ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা হল ঃ

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। (সূরা নাস্র, ১১০ ঃ ১) (তিরমিযী ৮/৪৩৭)

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে তিরমিযীর (রহঃ) বর্ণনার ন্যায় আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাবের (রহঃ) সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেহই এ হাদীসটিকে তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১১) হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি একদা হাজ্জে গমন করি। এরপর আমি আয়িশার (রাঃ) সাথে দেখা করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে যুবাইর! তুমি কি সূরা মায়িদাহ পড়?' আমি উত্তরে বললাম ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ 'এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ শেষ সূরা। সুতরাং তোমরা এর মাধ্যমে যেসব বিষয় বৈধ হিসাবে পাও সেগুলিকে বৈধ হিসাবে গ্রহণ কর। আর যেগুলোকে অবৈধ হিসাবে পাও সেগুলোকে অবৈধ হিসাবে গ্রহণ কর।' অতঃপর হাকিম এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু হাদীসটিকে তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১১)

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) আবদুর রাহমান ইব্ন মাহদীর (রহঃ) সনদের মাধ্যমে মুআবিয়া ইব্ন সালেহ (রহঃ) হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং আরও কিছু বেশি অংশ যোগ করেন। ঐ বেশি অংশটুকু নিম্নরূপ ঃ

যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল/আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনই তাঁর আচরণ।' ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটিকে আবদুর রাহমান ইব্ন মাহ্দীর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৬/১৮৮, নাসাঈ ১১১৩৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলি পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলি হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমাদের শিকার করা জন্তুগুলি হালাল নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম করে থাকেন।	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ
২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত	٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ

ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	**ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। আর তোমরা যখন ইহ্রাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।**

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট আগমন করেন এবং তাকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন তুমি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ কথাটি শ্রবণ কর তখন তার জন্য তোমার কানকে সতর্ক করে দিও। কারণ হয়তো তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে কোন ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করছেন।' আবার যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ বলে কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন তোমরা ঐ কাজ কর। কারণ উক্ত সম্বোধনের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আছেন। আবার খাইসুমা (রহঃ) হতে

বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কুরআনে যে অবস্থায় يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেই অবস্থায় পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِيْنُ 'ওহে যাদের প্রয়োজন রয়েছে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ তাফসীরকারক এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন عُقُوْدٌ শব্দের দ্বারা অঙ্গীকার/চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৫০) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে عُقُوْدٌ এর অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারকগণ একমত। তিনি বলেন যে, কোন কিছুর ব্যাপারে পরস্পরের শপথ বা অঙ্গীকারকে عُقُوْدٌ বলা হয়ে থাকে। (তাবারী ৯/৪৪৯) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, عُقُوْدٌ এর দ্বারা عُهُوْدٌ বা অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন, যেসব বিষয় অবশ্যকরণীয় করেছেন এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে وَلاَ تَفُوْزُوْا وَلاَ تَنْكُثُوْا বলে সাবধান করেছেন, عُهُوْدٌ দ্বারা সেসব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আরও কঠোর ভাষায় বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৫) (তাবারী ৯/৪৫২)

যাহহাক (রহঃ) اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ করেছেন এবং তাঁর কিতাব ও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হতে তিনি

বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলি করার ওয়াদা নিয়েছেন عُقُوْدٌ দ্বারা সেগুলিকে বুঝায়।

হালাল ও হারাম জাতীয় পশুর বর্ণনা

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, চতুস্পদ জন্তু বলতে এখানে উট, গরু ও বকরীকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকের এটাই মত। (তাবারী ৯/৪৫৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আরাবদের ভাষা অনুযায়ী চতুস্পদ জন্তু বলতে এটাই বুঝানো হয়। ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যবাহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে ঐ মৃত বাচ্চার গোশ্ত খাওয়া যাবে। (তাবারী ৯/৪৫৬) এ প্রসঙ্গে হাদীসের সুনান গ্রন্থসমূহে বহু হাদীস এসেছে। যেমন আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা উট, গাভী এবং বকরী যবাহ করি। ওগুলির পেটের মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চা পাই। আমরা কি তা ফেলে দিব, নাকি আহার করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা তার মাকে যবাহ করাই হচ্ছে তাকেও যবাহ করা।' (আবূ দাঊদ ৩/২৫২, তিরমিযী ৫/৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১০৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি 'হাসান' হাদীস।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাকে যবাহ করাই হচ্ছে বাচ্চাকেও যবাহ করা।' এ হাদীসটিকে ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) একাই তার হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৫৩)

আলী ইব্ন আবী তালহা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু, রক্ত এবং শূকরের মাংসকে বুঝানো হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু এবং যে পশুকে যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তবে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (৫ ঃ ৩) এ আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস। (তাবারী ৯/৪৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ ছাড়া রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু এবং মৃত পশু। (তাবারী ৯/৪৫৮) তবে আল্লাহ তা‘আলাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ *তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কণ্ঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে।* যদিও এগুলো চতুস্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত তবুও উল্লিখিত কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ বলেন ঃ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ‘তবে তোমরা যেগুলিকে যবাহ দ্বারা পবিত্র করেছ সেগুলি হালাল এবং যেগুলোকে মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে সেগুলো হারাম।’ অর্থাৎ উক্ত পশুগুলোকে এজন্য হারাম করা হয়েছে যে, তাদেরকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবেনা এবং হালাল পশুর সাথে আর যুক্ত করা যাবেনা। আর এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুকে হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো হারাম।

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ কোন কোন জ্ঞাণীজনের মতে *‘আন‘আম’* বলতে উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং হরিণ, গাভী, গাধা প্রভৃতি বন্য পশুকে বুঝানো হয়। আর গৃহপালিত হালাল পশুগুলির মধ্যে উক্ত পশুগুলিকে এবং বন্য হালাল পশুগুলির মধ্য হতে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা পশুগুলোকে হারাম বলে পৃথক করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুকে হালাল করেছি, তবে জন্তুগুলো হতে যেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেগুলো হালাল নয়।

আর এ নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন ঃ

فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্য ব্যতীত নিরুপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ)। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৫) অর্থাৎ উক্ত আয়াতের ন্যায় এখানেও আল্লাহ বলেন ঃ আমি যেভাবে অন্যান্য সময়ের জন্য চতুস্পদ জন্তুকে হালাল করেছি, ঠিক সেইভাবে ইহরাম অবস্থায় হালাল জন্তুকে শিকার করা হারাম মনে করবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি যা করা বা না করার নির্দেশ দেন সেগুলির সবকিছুই হিকমাতে পরিপূর্ণ। এ জন্যই তিনি বলছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত হুকুম করেন।

হারাম মাস ও হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, شَعَآئِرَ শব্দের দ্বারা হাজ্জের নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা সাফা, মারওয়া, কুরবানীর পশু ও উটকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) কেহ কেহ বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বিষয়গুলোকে অমান্য করনা। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'নিষিদ্ধ মাসগুলিকেও তোমরা অবমাননা করনা।' وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ অর্থাৎ মাসগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তোমরা এ মাসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার মত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞ

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র আরও বলেন ঃ

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) সহীহ বুখারীতে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন ঃ ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিন আল্লাহ যামানাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছিলেন এখন তা সেরূপে ফিরে এসেছে। ১২ মাসে একটি বছর হয়। এর মধ্যে ৪টি মাস নিষিদ্ধ। তার মধ্যে ৩টি মাস পরস্পর সংযুক্ত। যেমন যুলকাদা, যিলহাজ্জ এবং মুহাররাম। আর অন্যটি হল মুযার গোত্র কর্তৃক কথিত রজব মাস। এ মাসটি জমাদিউস্‌সানী এবং শা’বান মাসের মাঝে অবস্থিত।’ (ফাতহুল বারী ১০/১০) এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ মাসগুলির এ জাতীয় সম্মান কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

পবিত্র কা‘বা ঘরে কুরবানীর পশু (হাদী) বহন করা

وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ অর্থাৎ তোমরা কা‘বা গৃহের দিকে কুরবানীর পশু পাঠানো হতে বিরত থেকনা। কারণ এতে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কালাদা (মালা) পরানো হতে বিরত থেকনা। কারণ এর দ্বারা এ পশুগুলোকে অন্যান্য পশু হতে পৃথক করা হয়। আর এর দ্বারা এটাও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলো কুরবানীর উদ্দেশে কা‘বা গৃহে পাঠানো হয়েছে। ফলে মানুষ এ পশুগুলোর ক্ষতি করা হতে বিরত থাকে। আর পশুগুলোকে দেখে অন্যান্য লোকেরা এ জাতীয় পশু কুরবানীর জন্য পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাকে তার অনুসরণকারীর অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়, অথচ অনুসরণকারীর পুরস্কার কোন অংশেই কম করা হয়না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের সময় যুলহুলাইফায় রাত্রি যাপন করেন। এ যুলহুলাইফাকে ওয়াদি আল-আকীকও বলা হয়। অতঃপর তিনি সকাল বেলা তাঁর ৯ জন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। গোসল শেষে খোশবু ব্যবহার করেন ও দু’রাকআত নফল সালাত আদায় করেন। অতঃপর কুরবানীর পশুগুলিকে মালা পরিধান করান। এরপর হাজ্জ এবং উমরাহর জন্য উচ্চৈঃস্বরে নিয়াত করেন। তাঁর কুরবানীর উটের সংখ্যা ছিল ষাটটির অধিক। তাদের গায়ের রং ও শারীরিক গঠন ছিল অতি উত্তম। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩২)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ وَلاَ الْقَلآئِدَ দ্বারা জাহেলী যুগের লোকদের মত পবিত্রতা নষ্ট করনা বলা হয়েছে। কারণ জাহেলী যুগে হারামের বাইরে বসবাসকারী আরাবরা যখন নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত অন্য মাসে তাদের গৃহ হতে বের হত তখন তাদের গলায় পশুর পশম বা চুলসহ চামড়ার মালা ব্যবহার করত। আর হারাম এলাকার মুশরিক অধিবাসীরা যখন তাদের গৃহ হতে বের হত তখন তারা তাদের গলায় হারাম এলাকার গাছের ছাল দিয়ে তৈরী করা মালা ব্যবহার করত। এর ফলে লোকেরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করত। এ বর্ণনাটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সংগ্রহ করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, সূরা মায়িদাহর দু'টি আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে। একটি কালাদার আয়াত, আর অপরটি হচ্ছে فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (৫ ঃ ৪২) এ আয়াতটি। (তাবারী ১০/৩৩২)

পবিত্র কা'বা ঘর যিয়ারাত করতে ইচ্ছুকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে যারা রওয়ানা হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হালাল মনে করনা। কারণ ঐ ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শত্রু হতে নিরাপত্তা লাভ করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বের হয়, তোমরা তাকে বাধা দিওনা, বিরত রেখনা এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করনা কিংবা কোন প্রকার কুৎসা রটনা করনা। মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ এর অর্থ হচ্ছে ব্যবসা। কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরদের মতে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণের অর্থ ব্যবসা করা। (তাবারী ৯/৪৮০, ৪৮১) পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী আয়াত ঃ لَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ (২ ঃ ১৯৮) দ্বারাও ব্যবসাকে বুঝানো হয়েছে। আর رِضْوَانًا শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জে গমনকারী ব্যক্তিগণ হাজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন। ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এ আয়াতটি হুতাম ইব্ন হিন্দ আল বাকরীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একদা সে মাদীনার একটি চারণভূমি লুণ্ঠন করে এবং পরবর্তী বছর সে বাইতুল্লাহ জিয়ারাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে বাধা দেয়ার মনস্থ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ৯/৪৭২, ৪৭৫)

ইহরাম ত্যাগ করার পর শিকার করা যাবে

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, যখন তোমরা তোমাদের ইহরাম খুলে ফেল এবং হালাল হয়ে যাও তখন তোমাদের জন্য পূর্বে ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল এখন তা হালাল করা হল। অর্থাৎ এখন শিকার করা হালাল। হালাল হওয়ার এ নির্দেশটি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর আবার বৈধ ঘোষিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সঠিক মত এই যে, কোন কিছু অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর বৈধ ঘোষিত হলে তা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বাবস্থা (বৈধতা) ফিরে পাবে। সুতরাং পূর্বে যা ওয়াজিব ছিল পরে তা ওয়াজিব হবে, মুস্তাহাব মুস্তাহাব হবে এবং মুবাহ মুবাহ হবে। কারও মতে নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের জন্য এবং কারও মতে শুধু মুবাহ কাজের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এ উভয় মতেরই বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট আয়াত রয়েছে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি সেটাই সঠিক মত। আর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সব সময়ের জন্য ন্যায় বিচার অপরিহার্য

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে জাতি তোমাদেরকে হুদায়বিয়ার বছর কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিয়েছিল, তোমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম লংঘন করনা, বরং

আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে প্রত্যেকের সাথে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন কর। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও এ অর্থ বহন করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮) অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের হিংসা-বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে। কারণ এই যে, ন্যায় বিচার করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, ওটা যে কোন অবস্থায়ই প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মুশরিকদের দ্বারা কা'বাঘরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হুদাইবিয়া প্রান্তরে কষ্টকর অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলীয় একদল মুশরিক কা'বা ঘর জিয়ারাতের উদ্দেশে তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'আমরা এ লোকগুলোকে কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিব যেমন তাদের সাথীরা আমাদেরকে বাধা দিয়েছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। এখানে **شَنَانُ** শব্দ দ্বারা শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৭৮) এটাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের অভিমত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ এ আয়াতের দ্বারা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে উত্তম কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কাজ পরিহার করে নৈকট্য ও পরহেযগারী অর্জন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে শারীয়াত পরিপন্থী কাজ, পাপকাজ এবং অবৈধ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে নিষেধ করছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যে কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পরিহার করাকেই পাপকাজ বলা হয় এবং **عُدْوَان** বা সীমালংঘন করার দ্বারা ধৈর্যের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা এবং নিজের ও অন্যের ব্যাপারে অবশ্য করণীয় কাজের সীমালংঘন করাকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৯০) ইমাম আহমাদ

ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর যদিও সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয়।' তখন কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো আমরা বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে কি করে আমরা সাহায্য করব?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা প্রদান কর ও নিষেধ কর। আর এটাই তাকে সাহায্য করা হবে।' (আহমাদ ৩/৯৯) ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি হুসাইম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৭) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সেই ব্যক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তি হতে অধিক প্রতিদান পাবে যে মানুষের সাথে মেলামেশা করেনা এবং তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করেনা। (আহমাদ ৫/৩৬৫)

একটি সহীহ হাদীসে আছে ঃ 'যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ সৎপথ যত ব্যক্তি অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতিদানের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। অথচ এ ব্যাপারে সৎপথ অনুসরণকারীদের প্রতিদান কমানো হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ অসৎ পথ যত লোক অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের অনুরূপ পাপ প্রদান করা হবে। অথচ এ ব্যাপারে অসৎ পথ অনুসরণকারীদের পাপ কোন অংশে কমানো হবেনা।' (মুসলিম ৪/২০৬০)

৩। তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কণ্ঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা	٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ

وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	হয়েছে; তবে যা তোমরা যবাহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসব কাজ পাপ। আজ কাফিরেরা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করনা; শুধু আমাকেই ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যে সমস্ত বস্তু খাওয়া অবৈধ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত ঐ জানোয়ারকে বলা হয়, যে জানোয়ার যবাহ অথবা শিকার ব্যতীত নিজেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত পশু খাওয়া

এ জন্যই নিষিদ্ধ যে, মৃত প্রাণীর রক্ত শিরার ভিতর জমাট বেঁধে থাকার কারণে এটি স্বাস্থ্যগত কারণে খাওয়ার যোগ্য থাকেনা। তবে মৃত মাছ খাওয়া হালাল। কারণ মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদ শাফিঈ, মুসনাদ আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, ইব্‌ন খুযাইমা এবং ইব্‌ন হিব্বানে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন যে, ওর পানি পবিত্র এবং ওর মধ্যের মৃত হালাল। (আবূ দাঊদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, নাসাঈ ১/৫০, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৩৬, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/৫৯, ইব্‌ন হিব্বান ২/২৭২)

اَلدَّمُ শব্দ দ্বারা প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

এবং প্রবাহিত রক্ত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৫) এর দ্বারাও প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। এটাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরের (রহঃ) মত। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) প্লীহা ও কলিজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোমরা তা খাও।' তখন লোকেরা বলল ঃ 'ওটা তো রক্ত।' তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের উপর শুধুমাত্র ঐ প্রবাহিত রক্তকেই হারাম করা হয়েছে যা ভিতরে রয়ে গেছে।' আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'শুধু প্রবাহিত রক্তকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।' আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফিঈ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমাদের জন্য দু'টি মৃত জন্তু ও দু'প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দু'টি হল মাছ ও ফড়িং এবং দু'প্রকার রক্ত হল কলিজা ও প্লীহা।' (আহমাদ ২/৯৭) এ হাদীসটি মুসনাদ আহমাদ ছাড়াও দারাকুতনী এবং বাইহাকীতেও বর্ণনাকারী আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামের (রহঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আবদুর রাহমান একজন দুর্বল রাবী। (হাদীস নং ৪/২৭২, ১/২৫৪)

وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ তাফসীরকারকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, গৃহপালিত এবং বন্য শূকর উভয়ই হারাম। শূকরের মাংস বলতে চর্বি এবং ওর অন্যান্য অংশকে বুঝায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, لَحْمٌ শব্দের দ্বারা মাংসকে বুঝানো হয়।

সহীহ মুসলিমে বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি ‘নারদাছীর’ খেলায় (যে খেলায় গুটি ব্যবহার করা হয় এবং লেনদেনের বিষয় যুক্ত থাকে) অংশগ্রহণ করে সে যেন তার হস্তকে শূকরের গোশ্ত ও তার রক্তে রঞ্জিত করল।’ (মুসলিম ৪/১৭৭০)

শূকরের মাংস কিংবা রক্ত স্পর্শ করাই যদি এতখানি ঘৃণিত হয় তাহলে উহা খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো আল্লাহর নিকট কতখানি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় তা সহজেই অনুমেয়। এ হাদীস থেকে প্রমান পাওয়া গেল যে ‘লাহম’ অর্থ হল পশুর চর্বিসহ সমস্ত শরীর। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মদ, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় ঃ মৃতের চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কারণ মানুষ তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, চামড়ায় মালিশ করে এবং প্রদীপ জ্বালায়। তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘ওগুলোও হারাম।’ (ফাতহুল বারী ৪/৪৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭) সহীহ বুখারীতে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রোম সম্রাট আবূ সুফিয়ানের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন্ কোন্ বিষয়ে নিষেধ করেছেন? তদুত্তরে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মৃত প্রাণী ও রক্ত খেতে নিষেধ করেছেন।’

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এর দ্বারা যে প্রাণী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে যবাহ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবকে তাঁর মহান নামের উপর যবাহ করা ওয়াজিব করেছেন। অতএব যখন তাঁর নির্দেশকে লংঘন করে মূর্তি বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের নামে যবাহ করা হয় তখন তা হারাম হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।

وَالْمُنْخَنِقَةُ এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে জন্তুকে গলাটিপে মারা হয় অথবা যে জন্তু আকস্মিকভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাকে مُنْخَنِقَةٌ বলা হয়। যেমন কোন পশুকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলে ছুটাছুটি করার ফলে গলায় দড়ির ফাঁস লেগে যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাহলে তা খাওয়া হারাম।

আর اَلْمَوْقُوْذَةُ শব্দের দ্বারা ঐ মৃত জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যাকে ভারী কোন কিছু দ্বারা আঘাত করে মারা হয়েছে। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে জন্তুকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে মারা হয় তাকে مَوْقُوْذَةٌ বলা হয়। (তাবারী ৯/৪৯৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা লাঠি দ্বারা আঘাত করার পর মারা গেলে তা আহার করত। (তাবারী ৯/৪৯৬) সহীহ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইব্ন হাতিম (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এক পার্শ্বে ধারাল এবং অপর পার্শ্বে ধারহীন এ জাতীয় এক প্রকার প্রশস্ত অস্ত্র দ্বারা শিকার করি। এ শিকার খাওয়া কি জায়িয?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'যদি ওটা ধারাল পার্শ্ব দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহলে তা খাওয়া জায়িয। আর যদি ওটা ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায় তাহলে তা অপবিত্র এবং তা খাওয়া জায়িয নয়।' (ফাতহুল বারী ৯/৫১৮) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারহীন অস্ত্র এবং ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শিকার করা জন্তুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি ধারাল অংশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া জায়িয করেছেন এবং ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া নাজায়িয করেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত। তবে যদি ক্ষত না করে শুধু অস্ত্রের অত্যধিক ওযনের কারণে কোন জন্তু নিহত হয় তাহলে তা হারাম।

وَالْمُتَرَدِّيَةُ ঐ মৃত জন্তুকে বলা হয় যা পাহাড় বা কোন উঁচু স্থান হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের জন্তু খাওয়া হালাল নয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مُتَرَدِّيَةٌ ঐ জন্তুকে বলা হয়, যে পতনের ফলে অথবা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায়। (তাবারী ৯/৪৯৮) কাতাদাহর (রহঃ) মতে এটা ঐ ধরনের জন্তু যা কূপে পড়ে মারা যায়। (তাবারী ৯/৪৯৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যে জন্তু পাহাড় হতে পড়ে অথবা কূপে পড়ে মারা যায় তাকেই مُتَرَدِّيَةٌ বলা হয়। (তাবারী ৯/৪৯৮)

اَلنَّطِيحَةُ ঐ জন্তুকে বলা হয় যা অন্য জন্তুর শিংয়ের আঘাতে মারা যায়। যদি ওটা শিং দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তা হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ঐ আঘাত যদি যবাহ করার স্থানেও লাগে তবুও ঐ ধরনের জন্তু খাওয়া হারাম।

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ বা কুকুর যে জন্তুকে আক্রমণ করে এবং ওর কিছু অংশ খেয়ে ফেলার কারণে ওটা মারা যায় তা খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং উক্ত আঘাত জন্তু যবাহ করার স্থানে লাগে তবুও আলেমদের ইজমা অনুযায়ী উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল নয়। যদি হিংস্র জন্তু ছাগল, উট, গরু বা এ জাতীয় কোন জন্তুকে মেরে কিছু অংশ খেয়ে ফেলতো তবুও অজ্ঞতার যুগের লোকেরা উক্ত জন্তুর বাকী অংশ খেতো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদের জন্য ওটা হারাম করে দেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ অর্থ হল দম আটকিয়ে পড়া, প্রহারে আহত, পতনে ও শিং-এর আঘাতে এবং জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তুকে যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় ও তাকে যবাহ করা যায় তাহলে তা খাওয়া হালাল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৯/৫০৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিংয়ের আঘাতে মৃতপ্রায় জন্তুকে হাত বা পা নড়া-চড়া অবস্থায় পাও তাহলে ওকে যবাহ করে খাও। (তাবারী ৯/৫০৩) তাঊস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে, যদি যবাহ করার পর জন্তু তার কোন অংশকে নাড়ে এবং যবাহ করার পরও বুঝা যায় যে, ওর প্রাণ আছে তাহলে তা খাওয়া হালাল। (তাবারী ৯/৫০৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রাফে ইব্ন খুদাইজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমরা আশংকা করি যে, আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হতে পারি। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে যদি কোন ছুরি না থাকে তাহলে বাঁশের ধারাল অংশ দ্বারা আমরা যবাহ করতে পারব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'যদি রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তাহলে তোমরা ঐ জন্তু খাও। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা কোন জন্তু যবাহ করা যাবেনা। আর এর কারণ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এই বলি যে, দাঁত হচ্ছে হাড় স্বরূপ, আর নখ হচ্ছে আবিসিনিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র। (ফাতহুল বারী ৯/৫৫৪, মুসলিম ৩/১৫৫৮)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন যে, কা'বা ঘরের এলাকায় অবস্থিত একটি পাথরকে نُصُبٌ বলা হয়। (তাবারী ৯/৫০৮) ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) আরও বলেন যে, সেখানে ৩৬০টি পূজার বেদী ছিল। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এ বেদীগুলোর নিকট পশু বলি দিত এবং তারা পবিত্র কা'বা গৃহের নিকটবর্তী বেদীগুলোতে বলি দেয়া পশুগুলোর উপর রক্ত ছিটিয়ে দিত। তারা উক্ত পশুগুলোর গোশ্‌ত টুকরা টুকরা করে বেদীতে রেখে দিত। (তাবারী ৯/৫০৮) আরও অনেক তাফসীরকারকও এ বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীর বলি দেয়া পশুগুলোকে খাওয়া হারাম করে দেন। এমনকি পূজার বেদীর উপর বলিদানকৃত পশুগুলোকে হত্যা করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও তা খাওয়া হারাম। কারণ এটা শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় শির্‌ককে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আর এটা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবাহ করা জন্তুর হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ ইতোপূর্বেই দেয়া হয়েছে।

তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নিষেধাজ্ঞা

وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ হে মু'মিনগণ! তীরের সাহায্যে অংশ বণ্টন করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। অজ্ঞতার যুগে আরাবরা তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ধারণ করত। সেখানে তিনটি তীর থাকত। একটিতে লিখা থাকত 'কর'। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত 'করনা'। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতনা। কারও কারও বর্ণনানুযায়ী প্রথমটিতে লিখা থাকত 'আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।' দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত 'আমার প্রভু আমাকে নিষেধ করেছেন।' আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতনা। যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-সংকোচ আসতো তখন তারা এ তীর নিক্ষেপ করত। যদি নির্দেশসূচক তীরটি উঠত তখন তারা ঐ কাজটি করত। নিষেধসূচক তীরটি উঠলে তারা ঐ কাজটি থেকে বিরত থাকত। আর শূন্য তীরটি উঠলে তারা পুনরায় তীর নিক্ষেপ করত। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, اَزْلاَمٌ এমন ধরনের তীরকে বলা হত যদ্বারা তারা তাদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। (তাবারী ৯/৫১৫)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এবং অন্যান্যদের মতে কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হুব্‌ল। ওটা পবিত্র কা'বা গৃহের ভিতর কূপের মধ্যে পোঁতা ছিল। কা'বা ঘরের জন্য যে সমস্ত উপঢৌকন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসত তা উক্ত কূপে সংরক্ষিত রাখা হত। হুবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হত, এ তীরগুলোতে কিছু লিখা থাকত। তাদের বিভিন্ন কাজে যখন দ্বিধা-সংকোচের সৃষ্টি হত তখন তারা এ তীরগুলো নিক্ষেপ করত এবং তীরের নির্দেশানুযায়ী কাজ করত। (তাবারী ৯/৫১৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন তখন তিনি সেখানে ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) পূর্ণ মূর্তি দেখতে পান। তাদের দু'হাতে তীর রাখা ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'আল্লাহ তাদেরকে (অজ্ঞতা যুগের আরাবদেরকে) ধ্বংস করুন! কারণ তারা জানত যে, ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কখনও ভাগ্য নির্ধারণে এ তীর ব্যবহার করতেননা।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৬) মুজাহিদ (রহঃ) وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ এর ব্যাখ্যায় আরও বলেন যে, اَزْلَامٌ বলতে আরাবদের জুয়াখেলার তীর এবং পারস্য ও রোমবাসীদের كَعَاب কে জুয়া খেলার ঘুটিকে বুঝানো হত। (তাবারী ৯/৫১২) তাফসীরকারকগণ বলেন যে, মুজাহিদের (রহঃ) এ মত সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আরাবরা তীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং কখনো কখনো জুয়া খেলত। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

মহান আল্লাহ তীর এবং জুয়াখেলা এ দু'টিকে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে

দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০-৯১) ঠিক এমনিভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা জঘন্যতা, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং একটি শির্কী কাজ। আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তখন যেন তারা আল্লাহর ইবাদাত করে, তাদের বাঞ্ছিত কাজের জন্য ইস্তেখারা করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের কাজের জন্য মঙ্গল কামনা করে।

মুসনাদ আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সুনান গ্রন্থসমূহে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যাবতীয় কাজে পবিত্র কুরআনের সূরা শিখানোর মত করে ইস্তেখারা সালাত আদায় করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়বে তখন তোমরা দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করে নিম্নের দু'আটি পড়বে ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْـــتَقْــدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْـــلِكَ الْعَظِيْمِ. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْــلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسمى حاجته) خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْــدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسمى حاجته) شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِــبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنى بِه.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট অনুমতি চাই তোমার ইল্মের অসীলায়, আর তোমার কুদরাতী সাহায্য চাই তোমার কুদরাতের অসীলায়, আর তোমার নিকট চাই তোমার মহান ফাযলের অসীলায়। নিশ্চয়ই তুমি কর্মক্ষম, আর আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞাত আছ, আর আমি জ্ঞাত নই। নিশ্চয়ই গায়িবের সমস্ত কিছু তুমি জ্ঞাত আছ। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের

প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য উত্তম দীনের দিক দিয়ে, দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরবর্তী জীবনের জন্য, তাহলে উহাকে আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর উক্ত কাজে আমাকে বারাকাত দান কর। আর যদি মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য ক্ষতিকর আমার দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য তাহলে উহাকে আমা হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাকেও উহা হতে দূরে রাখ। আর যে কাজে আমার মঙ্গল রয়েছে আমাকে দিয়ে তা সম্পন্ন করাও। তারপর আমার উপর রাযী খুশি হয়ে যাও। (আহমাদ ৩/৩৪৪, ফাতহুল বারী ৩/৫৮, আবূ দাঊদ ২/১৮৭, তিরমিযী ২/৫৯১, নাসাঈ ৬/৮০, ইব্ন মাজাহ ১/৪৪০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ, গারীব বলেছেন।

শাইতান এবং কাফিরেরা কখনো বিশ্বাস করেনা যে, মুসলিমরা তাদের অনুসরণ করবে

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিরেরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। (তাবারী ৯/৫১৬) অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ও মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ৯/৫১৬) আয়াতের এ অর্থ বহনকারী একটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আরাব উপদ্বীপের সালাত আদায়কারীগণ শাইতানের ইবাদাত করবে, শাইতান এটা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে সে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে দ্বিগুণ চেষ্টা করতে থাকবে।’ (মুসলিম ৪/২১৬৬)

উক্ত আয়াতটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, শাইতান ও মাক্কার মুশরিকরা মুসলিমরাও তাদের মত একই রূপ ধারণ করবে এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কারণ ইসলামের গুণাবলী নির্দেশাবলী যেমন শির্ক না করা ইত্যাদি এ দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ধৈর্য ধারণ করে, কাফিরদের বিরোধিতায় দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় না করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন ঃ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ‘কাফিরেরা তোমাদের

বিরোধিতা করলে তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, বরং তোমরা আমাকে ভয় কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব, তাদের উপর বিজয় দান করব এবং তোমাদেরকে হিফাযাত করব যেন তারা তোমাদের ক্ষতি করতে না পারে। আর সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করব।'

ইসলাম মুসলিমকে পরিশীলিত করে

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا এটা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহান দান। কারণ তিনি এ উম্মাতের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার ফলে তারা অন্য বিধানের মুখাপেক্ষী নয়। এমনিভাবে তিনি তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' বা সর্বশেষ নাবী করেছেন এবং অন্য কোন নাবীর মুখাপেক্ষী করেননি। আর তাদের নাবীকে সমগ্র মানব জাতি ও বিশ্ববাসীর নাবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি যা কিছু হালাল করেছেন সেটাই হালাল এবং যা কিছু হারাম করেছেন সেটাই হারাম। তিনি যে দীনকে প্রবর্তন করেছেন ওটাই একমাত্র দীন এবং তিনি যে সংবাদ প্রদান করেছেন ওটা ন্যায় ও সত্য তাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা বা বৈপরীত্য নেই। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) আল্লাহ এ উম্মাতের দীনকে পূর্ণতা দান করার মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এ জন্যই তিনি বলেছেন ঃ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।' সুতরাং তোমরা ওটাকে তোমাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও। কেননা ওটা সেই দীন যাকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। আর এ দীনসহ তিনি তাঁর সম্মানিত রাসূলদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। এ দীনসহ তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে অবতীর্ণ করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) হারূন ইব্ন আনতারাহর (রহঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ছিল হাজ্জে আকবারের দিন (আরাফাহর দিন)। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমার (রাঃ)

কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা এ দীনে পূর্ণতা পেয়েছি, কিন্তু এ সম্পর্কে আরও কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এটা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখন তা অবনতির দিকে যেতে পারে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন।' (তাবারী ৯/৫১৯) এ হাদীসের অর্থের স্বপক্ষে অন্য একটি সহীহ হাদীস এসেছে, হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

'ইসলাম স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্বরই তা স্বল্প সংখ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব ঐ স্বল্প সংখ্যক লোকের জন্য সুসংবাদ।' (মুসলিম ১/১৩০) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) তারিক ইব্‌ন শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একজন ইয়াহুদী উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) নিকট এসে বলেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থে একটি আয়াত আছে, তা যদি ইয়াহুদীদের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে গণ্য করতাম।' তখন উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আয়াতটি কি?' উত্তরে ইয়াহুদী বলে ঃ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا এ আয়াতটি। উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! যে দিন ও যে সময়ে উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আমি উক্ত দিন ও সময় সম্পর্কে অবগত আছি। ওটা ছিল আরাফাহর দিন শুক্রবার সন্ধ্যার সময়।' (আহমাদ ১/৩৮) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। (হাদীস নং ১/১২৯, ৪/২৩১৩, ৮/৪০৭ ও ৫/২৫১)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থের কিতাবুত্‌ তাফসীরে এ হাদীসটি তারিক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইয়াহুদীরা উমারকে (রাঃ) বলল ঃ 'আপনারা আপনাদের পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন যে, যদি ঐ আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা ঐ দিনকেই ঈদের দিন হিসাবে গ্রহণ করতাম।' তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন

কোথায় ছিলেন সেটাও জানি। উক্ত দিনটি ছিল আরাফাহর দিন এবং আল্লাহর শপথ! আমিও সে সময় আরাফাহয় ছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৮/১১৯)

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ 'বর্ণনায় আরাফাহর দিনটি শুক্রবার ছিল' কি-না এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে।' ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ সুফিয়ান যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন যে, শুক্রবারের কথাটি হাদীসের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কি-না, তাহলে এটা হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর অসতর্কতা। কারণ তিনি সন্দেহ করেছেন যে, তাঁর শিক্ষক তাঁকে শুক্রবারের কথা বলেছেন কি বলেননি। আর যদি তাঁর এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে থাকে যে, বিদায় হাজ্জের বছর আরাফাহয় অবস্থান শুক্রবার দিন হয়েছিল কিনা, তা আমার ধারনায় এ সন্দেহ সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) কর্তৃক হতে পারেনা। কারণ এটা এমন একটি জানা ও প্রসিদ্ধ ঘটনা যাতে 'সিয়াহ এর' লেখক এবং ফকীহ্গণ একমত। এ ব্যাপারে এত অধিক সংখ্যক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাদের বর্ণনায় সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা। উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বহু সনদের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে।

নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণী আহার করার অনুমতি

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, প্রয়োজনের তাগিদে যদি কোন লোক ওগুলো খেতে বাধ্য হয় তাহলে তা খেতে পারে। আল্লাহ এ ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কেননা আল্লাহ জানেন যে, সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে হারাম খাদ্যকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ইব্ন হিব্বানের (রহঃ) সহীহ গ্রন্থে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন তা পালন করাকে তিনি ঐ রকম পছন্দ করেন যেমন তিনি তাঁর অবাধ্য না হওয়াকে পছন্দ করেন। (ইব্ন হিব্বান ৪/১৮২)

অধিকাংশ লোকের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৃত জন্তু হালাল হওয়ার জন্য তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এ শর্ত ঠিক নয়, বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত প্রাণী খেতে বাধ্য ও মজবুর হয়ে পড়বে তখনই তার জন্য তা খাওয়া জায়িয। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে আবূ ওয়াকীদ আল লাইসী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কখনও কখনও এমন স্থানে উপস্থিত হই সেখানে আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'যখন তোমরা দুপুরে ও রাতে কোন খাদ্য না পাও তখন তোমরা তা (মৃত জন্তু) খেতে পার।' (আহমাদ ৫/২১৮) হাদীসে উল্লিখিত সনদটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই তাঁর গ্রন্থে এনেছেন। অবশ্য সনদটি সহীহ। কারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সনদ সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তা উক্ত শর্তগুলি পূরণ করে। এ হাদীসটি ইব্ন জারীরও (রহঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে ইমাম আওযায়ী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয়না তার জন্যই এ প্রকারের হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা বৈধ। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ মহান আল্লাহ সূরা মায়িদাহর এ আয়াতে শুধুমাত্র পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য হারাম বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু সীমালংঘনকারীদের জন্যও যে তা ভক্ষণ করা হারাম তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন সূরা বাকারাহর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরূপায়, কিন্তু সীমা লংঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৩) এ আয়াত হতে ফিকাহ্বিদগণের একটি দল প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, যে ব্যক্তি সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, সে সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শারীয়াতের শিথিলতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য শিথিলতা প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে - তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বল ঃ পবিত্র জিনিসগুলি তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত	٤. يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

পশু-পাখীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলিকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

হালাল বস্তু (খাদ্য) সম্পর্কে বর্ণনা

মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে শরীর বা দীন অথবা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর ও অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন। তবে প্রয়োজনবোধে আবার ঐগুলোকে হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য বিশদভাবে হারাম বস্তুগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে যদি তোমরা অনন্যোপায় হয়ে পড় তাহলে ঐগুলো খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল।' এরপর মহান আল্লাহ কোন্ কোন্ বস্তু হালাল সেই সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করেন। যেমন সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র বস্তুগুলিকে তাঁর উম্মাতের জন্য হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য হারাম করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন, তাইয়েবাহ হল যা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন এবং লোকেরা বৈধভাবে রুযী হিসাবে অর্জন করেছে। একদা ইমাম যুহরীকে (রহঃ) 'ওষুধ হিসাবে প্রস্রাব পান করা জায়িয কি না'-এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'ওটা পবিত্র নয়?' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

শিকারী প্রাণী দ্বারা শিকার করা

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ কুকুর, চিতাবাঘ, বাজপাখী প্রভৃতি শিকারী জানোয়ার তোমাদের জন্য যা শিকার করে আনে সেটাও তোমাদের জন্য হালাল। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ এবং ইমামের এটাই অভিমত। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, শিকারী পশু বলতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, বাজপাখী এবং অন্যান্য পশুকে

বুঝানো হয়। (তাবারী ৯/৫৪৮) এ হাদীসটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, খায়সামা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ) হতেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে। (তাবারী ৯/৫৪৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বাজ এবং অন্যান্য শিকারী পাখীর শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় এবং শিকারী পশু যদি শিকার হতে না খেয়ে থাকে তাহলে তা যবাহ করে খাওয়া হালাল, অন্যথায় তা হালাল নয়। (তাবারী ৯/৫৪৯) ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে শিকারী পাখীর শিকার শিকারী কুকুরের শিকারের ন্যায়। কারণ শিকারী কুকুর যেমন শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে, অনুরূপভাবে পাখীও শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে। সুতরাং পাখী এবং কুকুরের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ মতকেই সমর্থন করেন। তাঁরা এ মতের স্বপক্ষে আদী ইব্ন হাতিমের (রাঃ) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাজ পাখীর শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন ঃ

‘যদি সে তোমার জন্য শিকার করে নিয়ে আসে তাহলে তুমি তা খেতে পার।’ (তাবারী ৯/৫৫০) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) মতে কাল কুকুর দ্বারা শিকার করা জায়েয় নয়। তিনি প্রমাণ হিসাবে সহীহ মুসলিমে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তিনটি জিনিস সালাত ভঙ্গ করে থাকে। গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর।’

جَوَارِحٌ শব্দটি جَرْحٌ ধাতু হতে উদ্ভূত। جَرْح এর অর্থ হল অর্জন করা। যেহেতু শিকারী জন্তুগুলো মালিকের জন্য শিকারকে অর্জন করে (শিকার করে) নিয়ে আসে, সেহেতু এ জন্তুগুলোকে جَوَارِحٌ বলা হয়ে থাকে। আর আরাবের অধিবাসীরা এ কথাটি ঐ সময় বলে যে সময় কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্য ভাল কিছু অর্জন করে নিয়ে আসে। ঠিক এমনিভাবে তারা বলে থাকে فُلَانٌ لَاجَارِحَ لَهُ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির কোন অর্জনকারী নেই। পবিত্র কুরআনেও جَرْحٌ শব্দটি অর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ

আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬০)

مُكَلِّبِيْنَ এটা عَلَّمْتُمْ হতে حَالْ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যে সমস্ত শিকারী পশুকে তোমরা শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ, আর তারা তাদের থাবা এবং নখ দ্বারা শিকার করে, তাদের শিকার তোমরা খেতে পারবে। সুতরাং এ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিকারী জন্তু যদি তার আঘাতের দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তাহলে তা খাওয়া জায়িয হবেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত পশু-পক্ষীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও।* যখন শিকারী পশুকে শিকারের জন্য পাঠানো হয় তখন কিভাবে শিকার ধরবে, শিকারী পশুকে শিকার করার পর কিভাবে তার মালিক না আসা পর্যন্ত নিজে আহার না করে অক্ষত রাখবে ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। আর আল্লাহ এ জন্যই বলেন ঃ

فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ শিকারী জন্তুগুলো তোমাদের জন্য যা রেখে দেয় তা তোমরা খাও এবং শিকারী পশুগুলোকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তাহলে ওর শিকার খাওয়া হালাল, যদিও সে শিকার করার পর ওকে হত্যা করে ফেলে। এ ব্যাপারে সকল আলেমই একমত। এ আয়াত শিকার সম্পর্কে যে নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে, হাদীসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবী ইব্ন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠাই এবং ঐ সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ

'তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং ওকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে থাক তাহলে ওটা তোমার জন্য যা শিকার করে আনবে তা তুমি খেতে পার। আমি বললাম, যদি ইহা শিকারকে মেরে ফেলে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদিও শিকারী পশু শিকারকে মেরে

ফেলে যাকে তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারে পাঠিয়েছ, যদি ওর সাথে অন্য কোনো কুকুর অংশ না নেয়। কেননা তুমি তোমার কুকুরটিকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়েছ বটে, কিন্তু অন্য কুকুরটিকে তো বিস্‌মিল্লাহ বলে ছাড়া হয়নি।'

আমি বললাম, আমি ধারাল কাঠ দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ 'যদি ওটা তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে আহত করে তাহলে তুমি খেতে পার। কিন্তু যদি ভোতা দিক দিয়ে আহত করে তাহলে খেওনা। কেননা ওকে ঝাপটা দিয়ে মারা হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৩/১৫২৯) অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে, যখন তুমি তোমার কুকুরটিকে ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর যদি ওটা শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমার নিকট পৌঁছার সময় ঐ শিকার জীবিত থাকে তাহলে ওকে যবাহ করবে। আর যদি কুকুরটাই ওকে মেরে ফেলে এবং তার থেকে কিছুই ভক্ষণ না করে তাহলে ওটাও তুমি খেতে পার। কেননা কুকুরের ওটাকে শিকার করাই হচ্ছে ওকে যবাহ করা। (ফাতহুল বারী ৯/৫১৩, মুসলিম ৩/১৫৩০) আর এক বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দগুলিও রয়েছে ঃ যদি শিকারী কুকুরটি ওকে ভক্ষণ করে তাহলে তুমি ওটা খেওনা। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে যে, কুকুরটি শিকারটিকে নিজের জন্যই শিকার করেনিতো? (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৫/১৫২৯) এটাই বিজ্ঞজনদের দলীল।

শিকারের জন্তুগুলি শিকার করার উদ্দেশে পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পাঠাতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ তোমাদের জন্তুগুলো যে হালাল জন্তুগুলো শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ঐ শিকারী জন্তুগুলোকে শিকারের উদ্দেশে ছেড়ে দেয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, যেমনটি আদী (রাঃ) ও সা'লাবা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৩/১৫৩২) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্য প্রেরণের সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়ে নাও। তবে ভুলে গেলে কোন দোষ নেই।' (তাবারী ৯/৫৭১) কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর এক স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তান উমার ইব্‌ন আবূ সালমাকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

'আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও।' (ফাতহুল বারী ৯/৪৩১, মুসলিম ৩/১৫৯৯) সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এমন লোকেরা আমাদের নিকট গোশ্‌ত নিয়ে আসে যারা নও-মুসলিম, তারা (জন্তু যবাহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি করেনা তা আমাদের জানা নেই। আমরা সেই গোশ্‌ত খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা খেয়ে নাও।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৫০)

٥. ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ

৫। আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলি হালাল করা হল। আহলে কিতাবের যবাহকৃত জীবও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের যবাহকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল। আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের জন্য হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মহর) প্রদান কর, এ রূপে যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ	**মিশ্রিত করবে তার 'আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।**

আহলে কিতাবীদের যবাহ করা প্রাণী হালাল

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ হালাল ও হারামের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সমুদয় পবিত্র বস্তু হালাল। তারপর তিনি ইয়াহুদ ও নাসারাদের যবাহকৃত জীবগুলোর বৈধতার বর্ণনা দিচ্ছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ উমামাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন যে, এখানে এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের স্বহস্তে যবাহকৃত পশু হালাল। (তাবারী ৯/৫৩৭-৫৭৭) এটা খাওয়া মুসলিমদের জন্য হালাল। কেননা তারাও গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করাকে নাজায়িয মনে করে এবং যবাহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়না। যদিও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অমূলক, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। সহীহ হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটি মশক প্রাপ্ত হই। আমি ওটাকে নিজের অধিকারে নিয়ে নিই এবং বলি, আজ আমি কেহকেও এর অংশ দিবনা। তারপর এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। হঠাৎ দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মুচকি হাসছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫৫৩)

এ হাদীসটি দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে সে, গানীমাতের মধ্য হতে পানাহারের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টনের পূর্বেও ব্যবহার করা জায়িয। এ দলীল এ হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিন মাযহাবের ফকীহগণ মালেকীদের সামনে এ সনদ পেশ করে বলেছেন ঃ তোমরা যে বলে থাক, আহলে কিতাবের নিকট যে খাদ্য হালাল সেই খাদ্য আমাদের নিকটও হালাল– এটা ভুল। দেখ, ইয়াহুদীরা চর্বিকে তাদের জন্য হারাম মনে করে থাকে, অথচ মুসলিম ওটা গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের এ কথা বলা ঠিক নয়। কেননা ওটা ছিল একটি

ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর চেয়ে আরও বেশি প্রমাণযুক্ত ঐ দলীলটি যাতে রয়েছে যে, খাইবারবাসী সদ্য ভাজা একটি ছাগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপঢৌকন দিয়েছিল যাতে তারা বিষ মিশ্রিত করেছিল। কেননা তাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রানের গোশ্ত পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ গোশ্ত মুখে দিয়ে দাঁত দ্বারা কাটা মাত্রই আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐ কাঁধ বলে উঠল ঃ 'আমাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ ওটা থুথু করে ফেলে দিলেন। ওর ক্রিয়া তাঁর সামনের দাঁতে রয়েও গেল। আহারের সময় তাঁর সাথে বিশর ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মারূরও (রাঃ) ছিলেন। ঐ বিষক্রিয়ায়ই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। এর প্রতিশোধ হিসাবে বিষ মিশ্রিতকারিণী মহিলাটিকেও হত্যা করা হল, যার নাম ছিল যাইনাব। এটা প্রমাণরূপে স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সঙ্গীগণসহ ঐ গোশ্ত আহারের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং ইয়াহুদীরা যে চর্বিকে হারাম মনে করত তা তারা বের করে ফেলেছে কিনা সেটাও তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেননা। (ফাতহুল বারী ৭/৫৬৯)

এরপর বলা হচ্ছে, তোমাদের (মুসলিমদের) যবাহকৃত জীব তাদের (আহলে কিতাবদের) জন্য হালাল। অর্থাৎ হে মুসলিমরা! তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে তোমাদের যবাহকৃত জীবের গোশ্ত খাওয়াতে পার। এটা এ অর্থের খবর নয় যে, তাদের ধর্মে তাদের জন্য তোমাদের যবাহকৃত প্রাণী হালাল। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি বলা হলে এটুকুই বলা যেতে পারে ঃ এটা এ কথারই খবর হবে যে, তাদেরকেও তাদের কিতাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে জীবকে আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়েছে তা তারা খেতে পারে। এ ব্যাপারে এটা সাধারণ কথা যে, যবাহকারী তাদের ধর্মের অনুসারীই হোক বা অন্য কেহ হোক। কিন্তু প্রথম উক্তিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর অর্থাৎ তোমাদের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে তোমাদের যবাহকৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণ করাতে পার, যেমন তোমরা তাদের যবাহকৃত জন্তুর গোশ্ত খেতে পার। এটা যেন অদল বদলের হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলকে নিজের বিশেষ জামা দ্বারা কাফন পরিয়েছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞজন যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই তাঁকে নিজের জামাটি প্রদান করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিনিময়ে তার

কাফনের জন্য স্বীয় জামাটি প্রদান করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, একটি হাদীসে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা মু'মিন ছাড়া আর কারও সাথে উঠা বসা ও বন্ধুত্ব করনা এবং মুত্তাকীদের ছাড়া আর কেহকেও নিজেদের খাদ্য খেতে দিওনা।' (আবূ দাঊদ ৫/১৬৭) এ হাদীসটিকে এ অদল বদলের বিপরীত মনে করা ঠিক হবেনা। কেননা হতে পারে যে, মুস্তাহাব হিসাবে এ হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে সতী-সাধ্বী নারীদেরকে বিয়ে করা যাবে

ঘোষিত হচ্ছে, সতী সাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এখানে **مُحْصَنَٰتٌ** এর ভাবার্থ হবে ঐ সব নারী যারা সতী সাধ্বী ও ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে **مُحْصَنَٰتٌ** এর সাথে **غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ** (৪ ঃ ২৫) এ শব্দগুলি রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা নাজায়িয মনে করতেন এবং বলতেন ঃ তারা বলে যে, ঈসা (আঃ) হচ্ছেন তাদের প্রভু। এর চেয়ে বড় শির্ক আর কি হতে পারে? আর তারা যখন মুশরিক রূপে পরিগণিত হল তখন কুরআনুল হাকীমের **وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ** (*এবং মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা)* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২১) এ আয়াতটি তাদের উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুশরিকদেরকে বিয়ে না করার হুকুম নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন আহলে কিতাবের সতী সাধ্বীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তাদেরকে বিয়ে করেন। সাহাবীগণের একটি দল এ আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করেন এবং এটাকে কোন অপরাধমূলক কাজ মনে করেননি। তবে এটা সূরা বাকারায় নিষেধযুক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে অন্য আয়াত দ্বারা একে বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন মেনে নেয়া হবে যে, নিষেধযুক্ত আয়াতের মধ্যে এটাও শামিল ছিল। নচেৎ এ

দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা আরও বহু আয়াতে আহলে কিতাবীদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ

কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমান না আসা পর্যন্ত। (সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮ ঃ ১)

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) আয়াত দু'টিতে তাদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ তোমরা তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মহর প্রদান কর। অর্থাৎ যেহেতু তারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেহেতু তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য মহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আমির আশ শা'বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরীর (রহঃ) ফাতওয়া এই যে, যদি কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে করে এবং সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে যে মহর প্রদান করেছে তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিবে। (তাবারী ৯/৫৮৫, ৫৮৬) বলা হচ্ছে ঃ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ তোমরা তাদেরকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। সুতরাং নারীদের জন্য যেমন পবিত্রতা ও সতীত্বের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তেমনই পুরুষদের জন্যও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে, তারা যেন না প্রকাশ্য ব্যভিচারী হয়, না এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে এবং না বিশেষ সম্পর্কের কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সূরা নিসায় এ রূপই নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর তাঁর নিকট পুরুষদের ব্যাপারেও এ হুকুমই প্রযোজ্য যে, কোন

ব্যভিচারী পুরুষের সাথে কোন সতী সাধ্বী নারীর বিয়ে জায়িয নয় যে পর্যন্ত না সে খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করে এবং জঘন্য কাজ থেকে বিরত হয়।

٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ

৬। হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পা'গুলি টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চাননা, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয়

নি‘আমাত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

উযূ করার নির্দেশ

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, সালাত আদায় করার জন্য অবশ্যই উযূ করতে হবে। পবিত্রতা অর্জন করার জন্য এটি অবশ্য করণীয় যা না করলে অপবিত্রতা দূর হবেনা। একটি দলের ধারণা এই যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূর নির্দেশ ছিল, কিন্তু পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে উযূ করতেন। মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি উযূ করে মোজার উপর মাসাহ্ করেছিলেন এবং ঐ একই উযূতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছিলেন। এটা দেখে উমার (রাঃ) বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা ইতোপূর্বে কখনও করেননি। তখন তিনি বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, আমি ভুলে এরূপ করেছি তা নয়, বরং জেনে শুনে ইচ্ছা করেই করেছি।’ (আহমাদ ৫/৩৫৮, মুসলিম ১/২৩২, আবূ দাঊদ ১/১২০, তিরমিযী ১/১৯৪, নাসাঈ ১/৮৬, ইব্ন মাজাহ ১/১৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। তবে প্রস্রাব করলে বা উযূ ভেঙ্গে গেলে নতুনভাবে উযূ করতেন এবং উযূরই অবশিষ্ট পানি দ্বারা মোজার উপর মাসাহ করতেন। এটা দেখে ফযল ইব্ন মুবাশশীর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কি আপনি নিজের মতানুযায়ী করেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ না, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। (তাবারী ১০/১১, ইব্ন মাজাহ ১/১৭০) ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তের সালাতের জন্য উযূ করেন, যদিও তিনি তখনও উযূ অবস্থায় থাকেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ আসমা বিনতে যায়িদ ইব্নুল খাত্তাব (রহঃ) তাকে বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন

হানযালা ইব্ন আমির আল গাছিল (রহঃ) তাকে (আসমা) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয় সাল্লামকে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য উযূ করতে বলা হয়েছিল, তা উযূ দরকার হোক অথবা না হোক। যখন ইহা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে গেল তখন তাকে প্রতি ওয়াক্তে মিশওয়াক ব্যবহার করতে আদেশ করা হয় এবং প্রয়োজন বোধ করলে উযূ করতে বলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, তিনি প্রতি ওয়াক্তে উযূ করতে সক্ষম হবেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তাই করে গেছেন। (আহমাদ ৫/২২৫, আবূ দাউদ ৪/৩৬) আবদুল্লাহ ইব্ন উমারের (রাঃ) এই অভ্যাস মানুষকে ভাল কাজের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য উযূ করা যরুরী নয় (যদি উযূ ছুটে না যায়)। অধিকাংশ আলেমগণের এটাই অভিমত।

সুনান আবূ দাউদে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হন এবং তাঁর সামনে খাদ্য হাযির করা হয়। আমরা তাঁকে বললাম ঃ আপনার নির্দেশ হলে উযূর পানি নিয়ে আসি। তখন তিনি বললেন ঃ 'যখন আমি সালাতের জন্য দাঁড়াই তখনই শুধু আমার প্রতি উযূর নির্দেশ রয়েছে।' (আবূ দাঊদ ৪/৩৬, তিরমিযী ৫/৫৭৯, নাসাঈ ১/৮৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি যখন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে আবার ফিরে আসেন তখন তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা হল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহ রাসূল! আপনি কি উযূ করবেন? তিনি বললেন ঃ কেন? আমি কি এখন সালাত আদায় করব যে, আমাকে উযূ করতে হবে? (মুসলিম ১/২৮৩)

উযূ করার নিয়াত এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করা

فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াও তখন উযূ করে নাও' আয়াতের এ শব্দগুলি দ্বারা উলামায়ে কিরামের একটি দল দলীল গ্রহণ করেছেন যে, উযূতে নিয়াত ওয়াজিব। কালামুল্লাহর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা সালাতের জন্য উযূ করে নাও। যেমন আরাবের লোকেরা বলে থাকে, যখন তোমরা আমীরকে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ আমীরের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'আমলের পরিণাম নিয়াতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য শুধু ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। (ফাতহুল বারী ১/১৫, মুসলিম ৩/১৫১৫)

উযূতে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা বাঞ্ছনীয়। কেননা একটি খুবই বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি উযূতে বিসমিল্লাহ বলল না তার উযূ হলনা।' (আবূ দাঊদ ১/৭৫) এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, উযূর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে হাত ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর যখন কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তার জন্য তো এ ব্যাপারে খুবই তাগীদ রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন যেন সে তার হাত তিনবার ধুইয়ে নেয়ার পূর্বে পাত্রে প্রবেশ না করায়, কেননা তোমাদের কেহই জানেনা যে, রাতে তার হাতটি কোথায় ছিল।' (ফাতহুল বারী ১/৩১৬, মুসলিম ১/২৩৩) মুখমণ্ডলের সীমা দৈর্ঘে সাধারণতঃ মাথার চুল গজানোর জায়গা থেকে দাড়ির হাড় ও থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত।

উযূ করার সময় দাড়ি খিলাল করতে হবে

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি উসমানকে (রাঃ) উযূ করতে দেখেছি ... যখন তিনি তার মুখমন্ডল ধৌত করেন তখন তার আঙ্গুল দিয়ে তিনবার দাড়ি খিলাল করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি আমাকে যা করতে দেখছ, আমিও অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি। (জামি আল মাসানিদ ওয়াস সুনান ১৭/১৯৭, তিরমিযী ১/১৩৩, ইব্ন মাজাহ ১/১৪৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

কিভাবে উযূ করতে হবে

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) উযূ করলেন এবং হাতভর্তি পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাক পরিস্কার করলেন। অতঃপর তিনি দুই হাতে পানি নিলেন এবং মুখমন্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি হাতভর্তি পানি নিয়ে তার ডান হাত ধৌত করলেন, অতঃপর একইভাবে তিনি তার বাম হাত ধৌত করলেন। এরপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। এরপর তিনি হাতপূর্ণ পানি নিয়ে ডান পা ধুইলেন। অতঃপর একইভাবে তিনি বাম পা ধৌত করলেন। সর্বশেষে তিনি বললেন ঃ এভাবেই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযূ করতে দেখেছি। (আহমাদ ১/২৬৮) ইমাম

বুখারীও (রহঃ) তার গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/২৯০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ তোমাদের হাতসমূহ কনুইসহ ধৌত কর। আল্লাহ তা'আলা 'ইলা' শব্দটি অন্য এক আয়াতে যেমন বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

এবং তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২)

এ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, উযূ করতে গিয়ে হাত ধৌত করার সময় যেন কনুইসহ উর্ধ্ব বাহুরও কিছু অংশ ধৌত করা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতদেরকে এই বলে ডাকা হবে 'আলোর বিচ্ছুরণে বিচ্ছুরিত অংগ প্রত্যংগের অধিকারী হে ঐ লোকসকল!' ইহা উযূ করার কারণেই হবে। অতএব তোমরা যে চাও সে তার শরীরে আলোর বিচ্ছুরণের অংশ বৃদ্ধি করে নাও। (ফাতহুল বারী ১/২৮৩, মুসলিম ১/২১৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূল সাঃ) বলেছেন ঃ মু'মিনদের শরীরের ঐ সমস্ত অংশ আলোকিত হবে যেখানে যেখানে উযূর পানি পৌছে। (মুসলিম ১/২১৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ মাথা মাসাহ কর। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন 'আসিম (রাঃ) নামক সাহাবীকে একটি লোক বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে উযূ করেছেন তা কি আপনি উযূ করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিবেন? তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) পানি চাইলেন এবং হাত দু'টি দু'বার করে ধুইলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত দু'টি দু'বার ধুইলেন। অতঃপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন, মাথার প্রথম অংশ থেকে শুরু করে গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে আবার সম্মুখে ফিরিয়ে আনেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। তারপর পা দু'টি ধৌত করলেন। (ফাতহুল বারী ১/৩৪৭, মুসলিম ১/২১০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর নিয়ম আলী (রাঃ) হতেও আবদু খাইর (রাঃ) থেকে এ রকমই

বর্ণিত আছে। (আবূ দাঊদ ১/৮২) সুনান আবূ দাঊদে মু'আবিয়া (রাঃ) এবং মিকদাদ (রাঃ) হতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূ সম্পর্কে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। (আবূ দাঊদ ১/৮৮, ৮৯) এ হাদীসগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফার্‌য হওয়ার দলীল।

আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হামরান ইব্‌ন আবান (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি উসমান ইব্‌ন আফফানকে (রাঃ) উযূ করতে দেখেছি। উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ) উযূ করতে বসে দু'হাতের উপর তিনবার পানি ঢালেন ও হাত দু'টি তিনবার ধৌত করেন, তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত। তারপর মাথা মাসাহ করেন। এরপর তিনবার করে পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর উসমান (রাঃ) বললেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে উযূ করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ঃ যদি কেহ আমার মত (এভাবে) উযূ করে এবং এরপর দু রাক'আত সালাত আদায় করে এবং সালাত আদায় করার সময় অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা না করে তাহলে তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আবদুর রায্‌যাক ১/৪৪, ফাতহুল বারী ১/৩১১, মুসলিম ১/২০৫) ইমাম আবূ দাঊদ একবার মাথা মাসাহ করার কথা বলেছেন। (আবূ দাঊদ ১/৮০, ৮২)

পা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থ হচ্ছে পায়ের টাখনু পর্যন্ত। لاَم কে وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ এর উপর عَطْف করে نَصَب পড়া হয়েছে এবং এভাবে ধৌত করার দিকে ফিরোনো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এরূপভাবেই পাঠ করতেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) এটাই করতেন। উরওয়া (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইবরাহীম তাইমীও (রহঃ) অনুরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১০/৫৪-৫৭) আর সুস্পষ্ট কথা এটাই যে, পা ধুইতেই হবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদেরও এটাই নির্দেশ যে, পা ধুইতেই হবে। এখান থেকেই সালাফগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সম্পূর্ণ পা'ই ধৌত করতে হবে, শুধু পায়ের উপরের অংশ মুছে নিলে হবেনা। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি উযূতে তরতীব বা ক্রমান্বয়ে করাকে শর্ত মনে করতেননা। তার মতে ঃ যদি কেহ প্রথমে পা ধুইয়ে

নেয়, এরপর মাথা মাসাহ করে, তারপর হাত ধৌত করে, অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করে তবুও জায়িয হবে।

পা ধৌত করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ), আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুআবিয়া (রাঃ) এবং মিকদাদ ইব্ন মা'দীকারবের (রাঃ) বর্ণনাগুলি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করার সময় স্বীয় পদদ্বয় একবার, দু'বার বা তিনবার ধুয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি আগমন করেন তখন আমরা তাড়াতাড়ি উযূ করছিলাম। আমরা তাড়াহুড়া করে আমাদের পাগুলি স্পর্শ করা শুরু করে দেই। সেই সময় তিনি খুবই উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ 'উযূ পূরাপুরিভাবে সম্পন্ন কর। আগুন থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালিকে রক্ষা কর।' (ফাতহুল বারী ১/৩১৯, ৩২১; মুসলিম ১/২১৪, ২১৫) অন্য একটি হাদীসে আছে ঃ 'আগুন থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালি ও পায়ের তলা রক্ষা কর।' (বাইহাকী ১/৭০, হাকিম ১/১৬২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে উযূ করতে দেখতে পান যার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, বরং শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'তুমি ফিরে যাও এবং ভালভাবে উযূ করে এসো।' (মুসলিম ১/২১৫) ইমাম বায়হাকীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৭০)

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) খালিদ ইব্ন মি'দানের (রহঃ) মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন লোককে দেখতে পান যার পায়ের গোড়ালির উপরিভাগের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল, সেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় উযূ করার নির্দেশ দেন। (আহমাদ ৩/৪২৪, আবূ দাঊদ

১/১২১) কিন্তু তিনি صَلَوة বা সালাত শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ ইসনাদটি উত্তম, মযবুত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

আঙ্গুলের মধ্যস্থিত অংশগুলিও পরিস্কার করা প্রয়োজন

উসমান (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তাতে এও রয়েছে যে, তিনি আঙ্গুলগুলি খিলালও করেছিলেন। (মাজমাওউয যাওয়ায়িদ ১/২৩৫) সুনান গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, সাবরা' (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'উযূ পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে কর, আঙ্গুলগুলির মধ্যে খিলাল কর এবং নাকে উত্তমরূপে পানি দাও। তবে যদি সিয়াম অবস্থায় থাক তাহলে অন্য কথা।' (আবূ দাঊদ ১/৯৯, তিরমিযী ১/১৪৯, নাসাঈ ১/৭৯, ইব্ন মাজাহ ১/১৪২)

চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করা একটি গৃহীত সুন্নাহ

মুসনাদ আহমাদে আউস ইব্ন আবী আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি দেখছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করেন এবং স্বীয় চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করেন। তারপর সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হন।' (আহমাদ ৪/৮) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এ হাদীসটি আউস ইব্ন আবী আউস (রাঃ) মারফত বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার পর তিনি উযু করলেন এবং মোজা ও পায়ের উপর মাসাহ করলেন। (আবূ দাঊদ ১/১১৩)

মুসনাদ আহমাদে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরই আমি মুসলিম হই। আমার ইসলাম গ্রহণের পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছি।' (আহমাদ ৪/৩৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, জারীর (রাঃ) প্রস্রাব করেন, তারপর উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসাহ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কি এরূপই করে থাকেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি।' আমাশ (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম (রহঃ) বলেন যে, জনগণের কাছে এ হাদীসটি খুবই ভাল লাগত। কেননা জারীরের ইসলাম গ্রহণ সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা ছিল।

(ফাতহুল বারী ১/৫৮৯, মুসলিম ১/২২৮) আহকামের বড় বড় কিতাবগুলিতে ধারাবাহিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের দ্বারা মোজার উপর মাসাহ সাব্যস্ত রয়েছে।

রোগগ্রস্ত অবস্থায় অথবা পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে

এবার তায়াম্মুমের নিয়মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর।

এর পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতে তায়াম্মুমের শানে নযূলও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নে দেয়া হল ঃ

উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার গলার হারটি ‘বাইদা’ নামক স্থানে পড়ে যায়। আমরা মাদীনায় প্রবেশকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সওয়ারীটি থামিয়ে দেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে আমার পিতা আবূ বাকর (রাঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে তিরস্কারের সুরে বলেন ঃ ‘তুমি হার হারিয়ে ফেলে লোকদেরকে থামিয়ে দিয়েছ?’ এ কথা বলে তিনি আমাকে তার হাত দিয়ে আমার পাঁজরে আঘাত করেন যার ফলে আমার কষ্টবোধ হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে আমি নড়াচড়া করা হতে বিরত থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে ওঠেন এবং ইতোমধ্যে ফাজরের সালাতের সময় হয়ে যায়। সুতরাং তিনি পানির খোঁজ করেন। কিন্তু পানি পাওয়া গেলনা। সেই সময় এ পূর্ণ আয়াতটি

অবতীর্ণ হয়। তখন উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রাঃ) বলে ওঠেন ঃ 'হে আবূ বাকরের (রাঃ) বংশধর, আল্লাহ জনগণের জন্য তোমাদেরকে কল্যাণময় বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা তাদের জন্য পূরাপুরি কল্যাণময় হয়ে গেলে।' (ফাতহুল বারী ৮/১২১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ও অসুবিধায় ফেলতে চাননা। এ জন্যই তিনি দীনকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন, কঠিন ও মুশকিল করেননি। হুকুমতো ছিল এই যে, তোমরা পানি দ্বারা উযূ করবে। কিন্তু যদি পানি পাওয়া না যায় কিংবা তোমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড় তাহলে তোমাদেরকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তায়াম্মুম করার সময় শুধু একবারই মাত্র মাটিতে হাত মারতে হবে, এরপর মুখমন্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ বরং আল্লাহ চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমাত পরিপূর্ণ করতে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অর্থাৎ তাঁর প্রশস্ত আহকাম, কোমলতা, দয়া, সহজকরণ এবং অবকাশ দানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উযূ করার পর আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া

উযূর পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তা যেন এ আয়াতেরই আওতাভুক্ত রয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, সুনান এবং সহীহ মুসলিমে উকবা ইব্‌ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমরা পালাক্রমে উট চরাতাম। আমি আমার পালার দিন রাতে ইশার সময় আগমন করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে জনগণকে কিছু বলতে রয়েছেন। আমি যখন পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনতে পেলাম ঃ

'যে মুসলিম ভালভাবে উযূ করে আন্তরিকতার সাথে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।' এ কথা শুনে আমি বললাম, বাহ! বাহ! এটা তো খুবই ভাল কথা। আমার এ কথা শুনে আমার সামনে উপবিষ্ট একজন সাথী বললেন ঃ 'এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথাটি বলেছিলেন তা এর চেয়েও অধিক উত্তম।' আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য

করে বুঝলাম যে, তিনি হচ্ছেন উমার ফারূক (রাঃ)। আমাকে তিনি বললেন, তুমি তো এখনই এলে। তোমার আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর বলে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ ৪/১৫৩, মুসলিম ১/২০৯, আবূ দাঊদ ১/১১৮, নাসাঈ ১/৯২, ইব্ন মাজাহ ১/১৫৯)

উযূ করার গুরুত্ব

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন কোন মুসলিম বা মু’মিন উযূ করতে বসে, অতঃপর তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে তার চক্ষুদ্বয়ের সমুদয় পাপ ঝরে পড়ে। অনুরূপভাবে হাত ধোয়ার সময় হাতের সমুদয় পাপ এবং এভাবেই পা ধোয়ার সময় পায়ের সমুদয় পাপ পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে ঝরে পড়ে। অবশেষে সে পাপসমূহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যায়।’

তাফসীর ইব্ন জারীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তার কান হতে, চোখ হতে, হাত হতে এবং পা হতে সমস্ত পাপ ঝরে পড়ে।’ (মুআত্তা ১/৩২, মুসলিম ১/২১৫) সহীহ মুসলিমে আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘উযূ হচ্ছে অর্ধেক ঈমান। ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলার কারণে সাওয়াবের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে ফেলে। সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ এবং সাদাকাহ হচ্ছে দলীল স্বরূপ। কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। প্রত্যেক লোক সকালে উঠেই স্বীয় প্রাণকে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। অতঃপর সে ওকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।’ (মুসলিম ১/২০৩) সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হারাম সম্পদের সাদাকাহ আল্লাহ কবূল করেননা এবং উযূ ছাড়া সালাতও কবূল করেননা।' (মুসলিম ১/২০৪)

٧. وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ	৭। আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাগুলিরও পূর্ণ খবর রাখেন।
٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْ ۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ	৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

৯। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।	٩. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۙ لَهُم مَّغۡفِرَةٌ وَأَجۡرٌ عَظِيمٌ
১০। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা জেনেছে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।	١٠. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ
১১। হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে, তোমাদের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের দিক থেকে থামিয়ে দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।	١١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ هَمَّ قَوۡمٌ أَن يَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ فَكَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ যে ইহসান করেছেন

এ বিরাট ধর্ম এবং এ মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের উপর যে ইহসান করেছেন সেটাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকার জন্য তাদেরকে

হিদায়াত করছেন, যে অঙ্গীকার মুসলিমরা করেছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের অনুগত হবে, তাঁকে সর্ব প্রকারের সাহায্য করবে, দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, নিজেরা তা কবূল করবে এবং অপরের নিকটও তা পৌঁছে দিবে। ইসলাম গ্রহণের সময় প্রতিটি মু'মিন স্বীয় বাইআতে উক্ত জিনিসগুলি স্বীকার করত। সাহাবায়ে কিরাম নিম্নলিখিত ভাষায় বলেছিলেন ঃ 'আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করছি যে, আমরা শুনতে থাকব, মানতে থাকব। আমাদের মনের চাহিদা হোক বা না-ই হোক অথবা অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হোক না কেন। কোন যোগ্য লোকের নিকট থেকে আমরা কোন কাজ ছিনিয়ে নিবনা।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৮) এটাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে (৫ ঃ ৭) ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকারের কথা দিয়েছ, এরপরেও তাঁকে মান্য না করার কি কারণ থাকতে পারে? সর্বাবস্থায় মানুষের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তিনি অন্তরের গোপনীয় কথাও পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন।

ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা

ঘোষিত হচ্ছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّامِينَ لِلَّهِ হে মু'মিনগণ! লোকদেরকে দেখানোর জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ইনসাফের সাথে সঠিক সাক্ষী হয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে একটি উপহার দিয়েছিলেন। তখন আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি এ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারিনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর উপর সাক্ষী বানানো হয়।' এ কথা শুনে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও কি এরূপ দান করেছ?' আমার পিতা উত্তরে বললেন ঃ 'না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদেরকে সমান চোখে দেখ। আমি কোন অত্যাচারের উপর সাক্ষী হতে পারিনা।' আমার পিতা তখন ঐ দান আমার নিকট হতে ফিরিয়ে নেন। (ফাতহুল বারী ৫/২৫০, মুসলিম ৩/১২৪২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদল ও ইনসাফের পথ থেকে সরিয়ে না দেয়। বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, তোমাদের ইনসাফের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। এটাই হচ্ছে তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। কুরআন মাজীদে এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন নিম্নের এ আয়াতটিতে রয়েছে ঃ

أَصۡحَـٰبُ ٱلۡجَنَّةِ يَوۡمَئِذٍ خَيۡرٌ مُّسۡتَقَرًّا وَأَحۡسَنُ مَقِيلاً

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৪) আর যেমন সাহাবীয়াগণের কেহ কেহ উমারকে (রাঃ) বললেন ঃ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِن رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে আপনি অনেক বেশি কঠোর ও কঠিন হৃদয়ের। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই কঠোর ছিলেননা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের আমল সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ভাল ও মন্দের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি মু'মিনদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে মহান পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত দান করার অঙ্গীকার করেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এ রাহমাত একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই লাভ করবে, কিন্তু এ রাহমাতের প্রতি মনোযোগ দেয়ার কারণ হবে তাদের আমল। অতএব, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকারের প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ এবং সব কিছুই তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ন্যায় বিচারক, বিচক্ষণ এবং ন্যায়ানুগ। তিনি কখনও ভুল করেননা। কারণ তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী।

মু’মিনদের প্রতি আল্লাহর মদদ এই যে, তিনি কাফিরদেরকে মু’মিনদের উপর সামগ্রিক বিজয় দান করেননা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজের আর একটি নি‘আমাতের কথা মু’মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মানযিলে অবতরণ করেন। জনগণ বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাতিয়ার একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁর তরবারীটি হাতে টেনে নিয়ে বলে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে কে বাঁচাতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘মহামহিমান্বিত আল্লাহ (আমাকে বাঁচাবেন)।’ সে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় এ উত্তরই দিলেন। বেদুঈন তৃতীয়বার বলল, ‘আপনাকে আমা থেকে রক্ষা করবে কে?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘আল্লাহ।’ বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা শোনার পর বেদুঈন তার হাত থেকে তরবারীটি ফেলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে ডাক দিলেন। তাঁরা এসে গেলে তিনি তাঁদের কাছে বেদুঈনের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। সে তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেননা। কাতাদাহ (রহঃ) মাঝে মাঝে এটি বর্ণনা করে বলতেন ঃ কতগুলো লোক প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তারাই ঐ বেদুঈনকে গুপ্ত ঘাতক হিসাবে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ করে দেন। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৫) সহীহ বুখারী থেকে জানা যায় যে, ঐ বেদুঈনের নাম ছিল গাওরাস ইব্ন হারিস। (বুখারী ৪১৩৫, ৪১৩৬, ৪১৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত

আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে হত্যা করার উদ্দেশে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাদেরকে দা‘ওয়াত করে। কিন্তু মহান আল্লাহ এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন। সুতরাং তারা বেঁচে যান। এ কথাও বলা হয়েছে যে, কা‘ব ইব্ন আশরাফ এবং তার ইয়াহুদী সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কষ্ট দিতে চেয়েছিল। এটা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমেরী লোকদের দিয়াত গ্রহণের জন্য তাদের নিকট গিয়েছিলেন। ঐ সময় বানী নাযীর গোত্রের দুষ্ট লোকেরা আমর ইব্ন জাহাশ ইব্ন কা‘বকে উত্তেজিত করে বলেছিল ঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে আলোচনায় লিপ্ত রাখব, এ সুযোগে তুমি উপর থেকে তাঁর উপর পাথর ফেলে দিয়ে তাঁকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিবে।’ কিন্তু মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পথিমধ্যেই তাদের দুষ্টামির কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখান হতে ফিরে আসেন। এ আয়াতে ঐ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ মু’মিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। বিপদ আপদ থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে বানূ নাযীরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং কতক লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

১২। আর আল্লাহ বানী ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, যদি তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক এবং	١٢. وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ	আমার রাসূলদের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপগুলি তোমাদের থেকে মুছে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়ল।
١٣. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ	১৩। বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিলাম। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে, আর আগামীতেও (অবিরত) তাদের কোন না কোন খিয়ানাতের

সংবাদ তোমার নিকট আসতে থাকবে, তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাক এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালবাসেন।	عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنۡهُمۡ إِلَّا قَلِيلًا مِّنۡهُمۡ ۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱصۡفَحۡ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ
১৪। আর যারা বলে ঃ 'আমরা নাসারাহ,' আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক বড় অংশ বিস্মৃত হয়েছে। সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন।	١٤. وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ ۚ وَسَوۡفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ

ওয়াদা ভঙ্গ করায় আহলে কিতাবীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে অঙ্গীকার পূরা করা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নি'আমাতগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখন এ আয়াতগুলিতে তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের নিকট হতে গ্রহণকৃত অঙ্গীকারের হাকীকাত ও অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারপর তারা যখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন তিনি তাদের অন্তরকে হিদায়াত লাভ

এবং সত্য ধর্ম বিষয়ে কোন কিছু শোনা থেকে তালাবদ্ধ করে দেন (মোহর মেরে দেন)। ফলে তারা উপকারী জ্ঞান এবং সঠিক আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়।

তাদের বারোজন সর্দার যারা তাদের নিকট বাইআত গ্রহণ করত যে, তারা যেন আল্লাহর এবং রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, মূসা (আঃ) যখন প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে (ফিলিস্তিনে) যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তখন এ ঘটনাটি ঘটে এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে দলনেতা নিযুক্ত করার আদেশ করেছিলেন। (তাবারী ১০/১১৩)

আকাবায় বাইয়াত নেয়া আনসার নেতাগণের বর্ণনা

এটা স্মরণীয় বিষয় যে, লাইলাতুল আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আনসারগণের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেন সেই সময় তাঁদের সর্দারও বারজনই ছিলেন। আউস গোত্রের ছিলেন তিনজন। তাঁরা হলেন ঃ (১) উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ), (২) সা'দ ইব্ন খাইসামাহ (রাঃ) এবং (৩) রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় আবদুল হাইসাম ইব্ন তাইহান (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। বাকী নয়জন সর্দার ছিলেন খাযরাজ গোত্রের মধ্য হতে। তারা হচ্ছেন ঃ (১) আবূ উমামাহ আসআদ ইব্ন যারারাহ (রাঃ), (২) সা'দ ইব্ন রাবী' (রাঃ), (৩) আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাহ (রাঃ), (৪) রাফি ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান (রাঃ), (৫) বারা ইব্ন মারূর (রাঃ), (৬) উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), (৭) সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ), (৮) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রাঃ) এবং (৯) মুনযির ইব্ন উমার ইব্ন খুনাইস (রাঃ)। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, কবি কা'ব ইব্ন মালিক তার কবিতায় এ আনসারগণের নাম উল্লেখ করেছেন। (ইব্ন হিসাম ২/৮৬-৮৭) এ সর্দারগণ নিজ নিজ কাওমের পক্ষ থেকে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে শ্রবণ করার ও মান্য করার বাইআত গ্রহণ করেন।

এখন ঐ আহাদ ও অঙ্গীকারের আলোচনা করা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই অঙ্গীকার এই যে, তারা সালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে, আল্লাহর রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করবে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেদের সম্পদ খরচ

করবে। তারা যদি এ সব কিছু পালন করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাদের সাথে থাকবে, তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হবে এবং তাদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

ইয়াহুদীদের ওয়াদা ভঙ্গ করার পরিণাম

আল্লাহ বলেন ঃ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ পক্ষান্তরে তারা যদি এ অঙ্গীকারের পরও তা থেকে ফিরে যায় এবং ওগুলি পালন না করে তাহলে অবশ্যই তারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সুতরাং হলও তাই। فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ তারা অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিল এবং ওয়াদা খেলাফ করল। তখন তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হল, তারা হিদায়াত থেকে দূরে সরে পড়ল, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তারা ওয়াজ-নাসীহাতে মোটেই উপকৃত হলনা, তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিগ্ড়ে গেল, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِه আল্লাহর কথাকে তারা হেরফের করতে লাগল এবং ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে লাগল। কালামুল্লাহর প্রকৃত ভাবার্থ যা হবে তা পরিবর্তন করে অন্য ভাবার্থ বুঝতে ও বুঝাতে লাগল এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঐ সব মাসআলা বর্ণনা করতে লাগল যা আল্লাহ বলেননি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ তুমি তাদেকে ক্ষমা ও মার্জনা করতে থাক। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উত্তম হবে। সালাফগণের কেহ কেহ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে আল্লাহর নাফরমানীমূলক ব্যবহার করে, তুমি তাকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান কর।' এতে যৌক্তিকতা ও পরিণামদর্শিতা এই রয়েছে যে, ফলে সে হয়তো ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাকে হিদায়াত নসীব করবেন।ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। অর্থাৎ যারা অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে তার সাথে সৎ ব্যবহার করে, এরূপ লোককে আল্লাহ খুবই ভালবাসেন। কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন যে, দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম জিহাদের নিম্নের আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে ঃ

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক। (সূরা তাওবাহ, (৯ ঃ ২৯) (তাবারী ১০/১৩৪)

খৃষ্টানরাও আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তাদের এ আচরণের পরিণাম

ঘোষণ করা হচ্ছে ঃ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ খৃষ্টানদের নিকট থেকেও আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তারা আমার প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে। কিন্তু ইয়াহুদীদের মত তারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তা কিয়ামাত পর্যন্ত জারী থাকবে। তারা আজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল অপর দলকে কাফির ও অভিশপ্ত বলছে এবং নিজেদের উপাসনালয়েও আসতে দেয়না। মালিকিয়্যাহ দল ইয়াকূবিয়্যাহ দলকে খোলাখুলিভাবে কাফির বলছে। তাদের এক গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় ও আখিরাতে অবিশ্বাস ও ধর্ম ত্যাগ করার ব্যাপারে নালিশ করতে থাকবে যখন তাদেরকে স্বাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকা হবে। এরূপ সমস্ত দলই করতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন। এ কথা দ্বারা খৃষ্টানদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা মহান আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ তো হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। আর তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহই নেই।

১৫। হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে, তোমরা কিতাবের যে সব বিষয় গোপন কর তন্মধ্য	١٥. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ

جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ	হতে বহু বিষয় সে তোমাদের সামনে পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করে, আর বহু বিষয় (প্রকাশ করা) বর্জন করে, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব (কুরআন)।
١٦. يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	১৬। তা দ্বারা আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তিনি তাদেরকে নিজ তাওফীকে (ও করুণায়) কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল (সঠিক) পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

রাসূল (সাঃ) এবং কুরআনের মাধ্যমে হক (সত্য) প্রচার

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে হকসহ আরাব-অনারাব, শিক্ষিত-মূর্খ সমস্ত মাখ্‌লুকের নিকট পাঠিয়েছেন। মু'জিযা ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাঁকে দান করেছেন। যে কথাগুলো ইয়াহুদ ও নাসারা বদলে দিয়েছিল, ভুল ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ বানিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল, কিতাবুল্লাহর যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকূল ছিল তা তারা গোপন করে দিয়েছিল, ঐ সব কিছুই এ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ করে

দেন। তবে যেগুলি বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই সেগুলি তিনি বর্ণনা করেননা। মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ব্যভিচারীকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার মাসআলাকে অস্বীকার করল সে অজ্ঞতা বশতঃ কুরআন কারীমকে অস্বীকার করল। কেননা يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ (৫ ঃ ১৫) এ আয়াতে ঐ রজমকেই গোপন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন ঃ

قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ তিনিই তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সত্য সন্ধানীদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেয়, লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ কিতাবের কারণে আল্লাহর নি‘আমাতসমূহ লাভ করা এবং তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া খুবই সহজ। এটা ভ্রান্তিকে বিদূরিতকারী এবং হিদায়াতকে প্রকাশকারী।

١٧. لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ	**১৭। অবশ্যই তারা কাফির যারা বলে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মসীহ্ (ঈসা) ইবনে মারইয়াম! তুমি বল ঃ যদি আল্লাহ মসীহ্ (ঈসা) ইবনু মারইয়ামকে ও তার মাতাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তাহলে এরূপ কে আছে যে তাদেরকে আল্লাহ হতে এতটুকু রক্ষা করতে পারে? আল্লাহরই কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয়**

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	কিছুর উপর; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।
١٨. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ	১৮। ইয়াহুদী ও নাসারাহ্ বলে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তুমি তাদের বলে দাও, আচ্ছা তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও; আর সবাইকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কুফরী এবং খৃষ্টানদের অবিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা খৃষ্টানদের কুফরের কথা বর্ণনা করছেন যে, তারা আল্লাহরই সৃষ্টিকে তাঁরই সমান মর্যাদা প্রদান করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, খৃষ্টানরাও অবিশ্বাসী। কারণ তারা মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে সাব্যস্ত করেছে, অথচ সে আল্লাহর দাস বা বান্দা এবং তাঁরই সৃষ্ট জীব। তারা যে বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে তা হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ শির্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্ত কিছুই তাঁর অনুগত এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। সবকিছুর উপরই তাঁর আধিপত্য রয়েছে। এমন কেহ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি তিনি মাসীহকে (আঃ), তাঁর

মাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সৃষ্টজীবকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তবুও কারও শক্তি নেই যে, তাঁর সামনে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে বাধা প্রদান করে। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء সমস্ত প্রাণী ও সৃষ্ট বস্তুর উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। সকলের মালিক ও অধিকর্তাও তিনিই। তিনি যা চান তা'ই করেন। কোন জিনিসই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নেই। কেহই তাঁর কাজের কোন হিসাব নিতে পারেনা। তাঁর রাজত্ব ও সাম্রাজ্য খুবই প্রশস্ত। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুবই উচ্চ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি মহাকারীগর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই ভাঙ্গেন ও গড়েন। তাঁর শক্তির কোন সীমা নেই। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

আল্লাহর সন্তান দাবী করায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তিরস্কার

খৃষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয়েরই দাবীকে আল্লাহ খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, তারা আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক) ও প্রিয় পাত্র। তারা নাবীগণের পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজেদের সৃষ্ট কিতাব থেকে নকল করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলকে (ইয়াকূব (আঃ)) বলেছিলেন ঃ اَنْتَ اِبْنِىْ بَكَرِى 'অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভাবার্থ বদলে দিয়ে বলে ঃ তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তাঁর পুত্র ও প্রিয়পাত্র হলাম। অথচ তাদেরই মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বিবেচক ছিলেন তারা ইসলাম কবূল করেন এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলেন যে, এ শব্দগুলি দ্বারা ইসরাঈলের (আঃ) শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর দ্বারা তাঁর আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয়না। বরং এ বর্ণনার অর্থ হচ্ছে ইয়াকূব (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়দের একজন। সুতরাং এ শব্দ শুধুমাত্র সম্মান ও মর্যাদার জন্যই ছিল, অন্য কিছুর জন্য ছিলনা। এ জন্যই যখন তারা (ইয়াহুদী/খৃষ্টানরা) বলে যে, তারা আল্লাহর সন্তান এবং পছন্দনীয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم যদি এটা ঠিকই হয় তাহলে তোমাদের কুফ্র ও মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করবেন কেন?

ইয়াহুদীদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ অন্যান্য মানুষের মত তোমরাও মানুষই বটে। অন্যান্য লোকদের উপর তোমাদের কোনই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর মহাবিচারক এবং তিনিই হচ্ছেন তাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালাকারী; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। তাঁর কোন হুকুমকেই কেহ প্রতিরোধ করতে পারেনা। তিনি অতি সত্ত্বরই বান্দাদের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণকারী। وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের সমুদয় মাখলুক তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবকিছুরই প্রভু তিনিই। সমস্তই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই বান্দাদের ফাইসালা করবেন। তিনি অত্যাচারী নন, তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি পুণ্যবানদেরকে শান্তি এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

١٩. يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	**১৯। হে আহলে কিতাব! রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম) বলে দিচ্ছে, যেন তোমরা (কিয়ামাত দিনে) বলতে না পার যে, তোমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেনি। (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।**

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ আমি তোমাদের সকলের নিকট স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছি যে শেষ নাবী, যার পরে

আর কোন নাবী বা রাসূল আসবেনা। দেখ, ঈসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন রাসূলের আগমন ঘটেনি। এ সুদীর্ঘ সময়ের পরে এ নাবী আগমন করেছে। ঈসা (আঃ) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সময়ের পার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। আবূ উসমান আন নাহদী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যবধান হল ৬০০ বছর। (বাগাভী ২/২৩) ইমাম বুখারীও (রহঃ) সালমান ফারসী (রাঃ) হতে একই মতামত প্রকাশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৭/৩২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, ঐ সময় ছিল ৫৬০ বছর। (বাগাভী ২/২৩) আর মা'মার (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা ছিল ৫৪০ বছর। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৬) আবার কেহ কেহ বলেছেন যে, ঐ সময় ছিল ৬২০ বছর। তবে বিভিন্ন বর্ণনার ভিতর যে সময়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার ভিতর খুব একটা বৈপরীত্য নেই। যারা বলেছেন যে, তাদের মাঝে ব্যবধান ৬০০ বছর, তারা চান্দ্র মাসের হিসাবে বলেছেন। অপর দিকে অন্য মতামত প্রদানকারীগণ সূর্য মাসের হিসাব করে বলেছেন, যেহেতু প্রতি একশত বছরে চান্দ্র মাস ও সূর্য মাসের মধ্যে তিন বছরের পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَـٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا

'তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরও নয় বছর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৫) সুতরাং সূর্য হিসাবে তাদের গর্তে অবস্থানের সময়কাল আহলে কিতাবের যা জানা ছিল তা ছিল তিনশ বছর। তার সাথে নয় বছর বাড়িয়ে দিয়ে চান্দ্র মাসের হিসাব পূর্ণ হয়ে গেল। এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা (আঃ) হতে সাধারণভাবে বানী আদমের শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে কোন নাবী আসেননি। সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অন্যান্য লোকদের তুলনায় ঈসার (আঃ) সাথে আমার সম্পর্ক বেশি রয়েছে। কেননা আমার ও তাঁর মাঝে কোন নাবী নেই।'(ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) ঐ হাদীস দ্বারা আল-কুদাই এবং অন্যান্যদের ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা মনে করে যে, এ দুই মর্যাদা সম্পন্ন নাবীর মাঝে আরও একজন নাবী ছিলেন, যার নাম খালিদ ইব্ন সিনান। শেষ নাবী আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার বুকে ঐ সময় আগমন করেছেন যে সময় রাসূলগণের শিক্ষা লোপ পেয়েছিল, তাঁদের প্রদর্শিত পথ

নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, দুনিয়া তাওহীদ বা একাত্মবাদকে ভুলে গিয়েছিল, স্থানে স্থানে মাখলূকের পূজা শুরু হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও মূর্তিপূজা চলছিল, আল্লাহর দীন বদলে গিয়েছিল, দীনের আলোর উপর কুফরীর অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল, দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আদল ও ইনসাফ এমনকি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত দুনিয়া হতে মুছে গিয়েছিল, মূর্খতা ও অজ্ঞতার শাসন চালু হয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় ইয়াহুদী রাবী, খৃষ্টান পাদরী এবং সাবেঈন সন্যাসী ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেহ ছিলনা।

মুসনাদ আহমাদে আইয়ায ইব্ন হিম্মার আল মাজাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা খুৎবায় বলেন ঃ

'আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যা জাননা তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। আল্লাহ আমাকে আজই জানিয়ে দিয়েছেন ঃ আমি আমার বান্দাদেরকে যা কিছু দান করেছি তার সবই তাদের জন্য হালাল করেছি, আমি আমার সকল বান্দাকেই একাত্মবাদীরূপে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদের কাছে এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং আমার হালালকৃত বস্তু তাদের উপর হারাম করে দেয়। আর সে তাদেরকে বলে যে, তারা যেন কোন অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং সমস্ত আরাব ও আজমকে অপছন্দ করেছেন, শুধু বানী ইসরাঈলের কতক লোককে নয় যারা তাওহীদ বা একাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারপর তিনি আমাকে বলেছেন ঃ আমি তোমাকে এজন্যই নাবী করে প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব এবং তোমারই কারণে অন্যদেরকেও পরীক্ষা করে নিব। আমি তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানিতে ধুইয়ে ফেলতে পারবেনা, যাকে তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করবে। অতঃপর আমার রাব্ব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কুরাইশদের ধ্বংস করে ফেলি। আমি তখন বললাম ঃ হে আল্লাহ! এরা তো আমার মাথায় আঘাত করে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। তখন আমার রাব্ব আমাকে বলেন ঃ আমি তাদেরকে বের করে দিব যেমন তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তোমাকে সাহায্য করা হবে। তুমি তাদের (সাহাবীগণের) জন্য খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। তুমি তাদের মুকাবিলায় সেনাবাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার উপর আরও পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করব। তুমি অনুগতদেরকে নিয়ে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

জান্নাতী লোক তিন প্রকারের। (১) ন্যায়পরায়ণ, সৎ ব্যবহারকারী ও দান খাইরাতকারী শাসক। (২) দয়ালু ব্যক্তি যিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও মুসলিমের সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করে থাকেন। (৩) ঐ দরিদ্র দানশীল ব্যক্তি, যিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও দান করেন, অথচ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। আর জাহান্নামী লোক পাঁচ প্রকারের। তারা হচ্ছে (১) ঐ সব দুর্বল লোক যাদের কোন ধর্ম নেই (২) তোমার মৃত্যুর পর তারা পারিবারিক কিংবা ধন-সম্পদের কারণে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবেনা (৩) প্রবঞ্চক/প্রতারক, যারা কারও কাছে তা লুকানোরও চেষ্টা করবেনা, তারা সামান্য জিনিসের জন্যও তা করবে (৪) ঐ সমস্ত লোক যারা দিনে/রাতে মানুষকে, তোমাদের পরিবারকে এবং সম্পদের ব্যাপারে বাটপারী/ধাপ্পাবাজি করে (৫) এ ছাড়া তিনি কটাক্ষকারী, মিথ্যাবাদী এবং অশ্লীল ভাষীদের কথাও উল্লেখ করেছেন। (আহমাদ ৪/১৬২)

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতেও রয়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের সময় ভূ-পৃষ্ঠে কোন সত্য ধর্ম বিদ্যমান ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্ত পথ থেকে বের করে আলো ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শারীয়াত দান করেন ঃ

أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ যাতে তাদের ওযর পেশ করার কোন অবকাশ না থাকে এবং তারা এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, তাদের কাছে কোন নাবী-রাসূল আগমন করেননি এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেননি ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শন করেননি। ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এ আয়াতাংশের অর্থ করেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে তাকেই আমি শাস্তি দিতে সক্ষম, আর যারা আমাকে মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। (তাবারী ১০/১৫৮)

২০। আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি	٢٠. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ	তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও দান করেননি।
٢١. يَـٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَـٰسِرِينَ	২১। হে আমার সম্প্রদায়! এই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেওনা, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
٢٢. قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ	২২। তারা বলল ঃ হে মূসা! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোক রয়েছে। অতএব তারা যে পর্যন্ত সেখান হতে বের হয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করবনা। হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে বেরিয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।
٢٣. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا	২৩। সেই দুই ব্যক্তি (যারা আল্লাহকে ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন) বলল ঃ তোমরা তাদের উপর

২৪। তারা বলল ঃ হে মূসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।	٢٤. قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلَآ إِنَّا هَـٰهُنَا قَـٰعِدُونَ
২৫। মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।	٢٥. قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمۡلِكُ إِلَّا نَفۡسِى وَأَخِى ۖ فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَـٰسِقِينَ
২৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ (তাহলে মীমাংসা এই যে) এই দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এদের হস্তগত হবেনা, এ	٢٦. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيۡهِمۡ ۛ أَرۡبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِى

ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَـٰسِقِينَ	**রূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে, সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য (একটুও) বিষন্ন হয়োনা।**

মূসার (আঃ) অনুসারীদেরকে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে ইয়াহুদীদের অস্বীকৃতি

মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ঐ নি'আমাতের কথা স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য একের পর এক নাবী পাঠাতে রয়েছেন। বানী ইসরাঈল হতে অনেক নাবী আগমন করেছেন যারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁর শাস্তির ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তাদের মাঝের সর্বশেষ নাবী ছিলেন ঈসা (আঃ)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের (আঃ) বংশ থেকে মানব কল্যাণের জন্য নাবুওয়াতের ও রিসালাতের শেষ রত্ন হিসাবে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী ও রাসূল হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন, যিনি হলেন সব সময়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

বলা হয়েছে, হে আমার কাওম! তোমরা আরও স্মরণ কর যে, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে বাদশাহ বানিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে খাদেম, স্ত্রী এবং ঘরবাড়ী দান করেছেন। (আবদুর রায্‌যাক ১/১৮৭) তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে কোন লোকের স্ত্রী, খাদেম ও ঘরবাড়ী থাকলেই তাকে বাদশাহ বলা হত। (হাকিম ২/৩১২) কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যেই প্রথম খাদেমদের প্রচলন হয়েছিল। (তাবারী ১০/১৬৩) একটি হাদীসে আছে ঃ 'যে ব্যক্তির সকাল এমন অবস্থায় শুরু হল যে, তার শরীর সুস্থ, তার প্রাণে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং সারাদিনের জন্য যথেষ্ট এমন পরিমাণ খাবারও তার কাছে রয়েছে, সে যেন সারা দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা সবই পেয়ে

গেছে।' (তিরমিযী ৭/১১) সেই সময় যে গ্রীক, কিবতী ইত্যাদি ছিল তাদের চেয়ে এদেরকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আয়াতে রয়েছে ঃ আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমাত ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম। যখন বানী ইসরাঈল মুশরিকদের দেখাদেখি মূসাকে (আঃ) আল্লাহ বানাতে বলল তখন মূসা (আঃ) তাদেরকে উত্তরে বলেছিলেন ঃ

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ. قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَـٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ

সে বলল ঃ তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়। সে বলল ঃ আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মা'বুদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন! (সূরা আরাফ, ৭ ঃ ১৩৮-১৪০) এর ভাবার্থ সব জায়গায় একই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বানী ইসরাঈলকে সেই যুগের সমস্ত মানুষের উপর ফাযীলাত দান করেছিলেন। কেননা এটাতো প্রমাণিত বিষয় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী তাদের অপেক্ষা সবদিক দিয়েই উত্তম। কেননা স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি করেছি, যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) আল্লাহর কাছে অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় উম্মাতে মুহাম্মাদীর কতখানি সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তা সূরা আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১০)

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ ফাযীলাতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও বানী ইসরাঈলদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কোন

কোন ক্ষেত্রে যেমন 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য অবতরণ করা, মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা ইত্যাদি, যা ছিল সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের উক্তি ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, তাদেরকে সেই সময়ের লোকদের উপর ফাযীলাত দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের দাদা ইয়াকূবের (আঃ) যুগে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রকৃতপক্ষে তাদেরই দখলে ছিল এবং যখন তারা সপরিবারে মিসরে ইউসুফের (আঃ) নিকট চলে গিয়েছিল তখন সেখানে আমালিকা জাতি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় তোমাদের দখলে এনে দিবেন।' কিন্তু বানী ইসরাঈল ভীরুতা প্রদর্শন করে মূসার (আঃ) কথা অমান্য করল। এরই শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে 'তীহ' মাইদানে উদ্বিগ্ন অবস্থায় ৪০ বছর অবস্থান করতে হল।

'যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন' এর ভাবার্থ এই যে, বানী ইসরাঈলকে বলা হচ্ছে ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষ ইসরাঈলের (আঃ) সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ওয়াদা করেছিলেন যে, ঐ পুণ্যভূমি তিনি তাঁর পরবর্তী মু'মিন সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করবেন। সুতরাং হে বানী ইসরাঈল! তোমরা যখন ওটাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছ তখন তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে যেওনা। অর্থাৎ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থেকনা, তাহলে তোমরা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে। তারা তখন উত্তরে মূসাকে (আঃ) বলল ঃ

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ আপনি আমাদেরকে যে শহরে যেতে বলছেন এবং যে শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন সেই সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, তারা যে খুব শক্তিশালী বীর পুরুষ তা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং আমরা তাদের সাথে মুকাবিলা করতে পারবনা। আর যে পর্যন্ত তারা ঐ শহরে বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত আমরা ওর মধ্যে প্রবেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম থাকব। তবে তারা যদি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করব। এটা ছাড়া আপনার নির্দেশ পালন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

‘ইউশা’ এবং ‘কালিব’ এর সত্য ভাষণ

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا বানী ইসরাঈল যখন তাদের নাবী মূসাকে (আঃ) মানলনা বরং বেআদবী করল, তখন যে দু’ব্যক্তির উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছিল তারা তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল যে, বানী ইসরাঈলের শাইতানীর কারণে না জানি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। এক কিরাআতে يَخَافُوْنَ শব্দের পরিবর্তে يَحَابُوْنَ শব্দ রয়েছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কাওমের মধ্যে ঐ দু’ব্যক্তির ইজ্জত ও সম্মান ছিল। একজনের নাম ছিল ইউশা’ ইব্ন নূন এবং অপরজনের নাম ছিল কালিব ইব্ন ইউফনা, যেমনটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং সালাফগণ ও তাদের পরবর্তী বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/১৭৬-১৭৮)

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

সেই দুই ব্যক্তি বলল ঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (নগরের) দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে; এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মু’মিন হও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২৩) ঐ কাপুরুষের দল তখন তাদের প্রথম উত্তরকে আরও মযবুত করে বলল ঃ

قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ

তারা বলল ঃ হে মূসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২৪) মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে তাদেরকে অনেক বুঝালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে বিনয়ও প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা কোনক্রমেই তাঁদের ডাকে সাড়া দিলনা।

সাহাবীগণের যথোপযুক্ত সাড়া প্রদান এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ

মূসার (আঃ) কাওম বানী ইসরাঈলের এই অবস্থাকে সামনে রেখে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। মাক্কার ৯০০ বা ১০০০ কাফির যখন তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করার উদ্দেশে গমন করল, তখন সেই কাফেলা তো অন্য পথ ধরে মাক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশে গমনকারী কাফিরেরা (আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে) নিজেদের শক্তির দাপটের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি সাধন ব্যতীত মাক্কা ফিরে যাওয়া অপমানজনক মনে করে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে পদতলে পিষ্ট করার ইচ্ছায় আবূ সুফিয়ানের বাহিনী মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিজেদের জান, মাল এবং স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে রেখে দিয়ে বললেন ঃ 'আপনিই এসবের মালিক। আমরা সংখ্যাও দেখতে চাইনা, বিজয়ও দেখতে চাইনা, বরং আমরা চাই শুধু আপনার নির্দেশের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে।' সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রাঃ) এ ধরনের বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর মুহাজির সাহাবীগণের মধ্য থেকেও কয়েকজন এ প্রকারের ভাষণ দিলেন। এর পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে মুসলিমগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।' এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল আনসারগণের আন্তরিক বাসনা অবগত হওয়া। তখন সা'দ ইব্ন মুআয্ (রাঃ) নামক আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মনে হয় আপনি আমাদের (আনসারগণের) মনের ইচ্ছা জানতে চাচ্ছেন। তাহলে শুনুন! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনি দেখবেন যে, আমাদের মধ্যে একজনও এমন থাকবেনা যে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি আগ্রহের সাথে আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলার জন্য নিয়ে চলুন, আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে স্থির পদে টিকে থাকি তা আপনি দেখতে পাবেন। আপনি জেনে নিবেন যে, আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে সত্য বলে জানি। আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে

এগিয়ে চলুন। আমাদের বীরত্ব ও ধৈর্য দেখে ইনশাআল্লাহ আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশি হন এবং আনসারগণের এ কথা তাঁর কাছে খুবই ভাল মনে হয় (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। (তাবারী ১৩/৩৯৯)

আবূ বাকর ইবন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত জানানোর ব্যাপারে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করেন। তখন উমার (রাঃ) যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে তাদের সম্মতি ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাদের কাছ থেকে তাদের মতামত জানতে চান। তখন আনসারগণের একজন বললেন ঃ ওহে আনসার ভাইয়েরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে মতামত জানতে চাচ্ছেন। তারা বললেন ঃ বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবী মূসাকে (আঃ) যেমনটি বলেছিল তেমনটি আমরা আপনাকে বলবনা যে, **فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ** *অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।* যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনি যদি আমাদের উটসমূহকে সাথে নিয়ে আল-গিমাদ (মাক্কার কাছে একটি জায়গা) গিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন তাহলে আমরা তা'ই করব। ইমাম আহমাদ (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/১০৫, ৬/৩৩৪, ৭/১০৯)

মিকদাদ আনসারীও (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে এ কথাই বলেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদের (রাঃ) এই কথায় খুবই খুশি হয়েছিলেন। (বুখারী ৪৬০৯)

আল্লাহর কাছে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মূসার (আঃ) অভিযোগ

মূসা (আঃ) বললেন ঃ **قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ** হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মূসার (আঃ) তাঁর

উম্মাতের উপর ভীষণ রাগ হয় এবং তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তা‘আলার নিকট এ প্রার্থনা জানান।

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আমাদের ও তাদের মাঝে ফাইসালা করা। (তাবারী ১০/১৮৮) আলী ইব্ন আবী তালহাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/১৮৯) যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিচার করুন এবং আমাদের ও তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিন। (তাবারী ১০/১৮৯) অন্যান্য জ্ঞানীগণ মতামত প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের ও আমাদের মাঝে পৃথক করে দিন।

ইয়াহুদীদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে ৪০ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল

মূসার (আঃ) সাথে একত্রে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করায় তিনি আল্লাহর কাছে বদ দু‘আ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করলেন এবং বললেন ঃ

فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ এরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এখান থেকে বের হতে পারবেনা। তারা ‘তীহ্’ মাইদানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কোনক্রমেই তারা এর সীমানার বাইরে যেতে পারবেনা। এখানে তারা কতগুলি বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক বিষয় অবলোকন করল। যেমন তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দান, ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতরণ, তাদের কাছে বিদ্যমান একটি পাথর হতে পানি বের হওয়া ইত্যাদি। মূসা (আঃ) ঐ পাথরকে লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্রই ওর মধ্য হতে বারোটি প্রস্রবণ বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেক গোত্রের দিকে একটি করে ঝরণা বয়ে যেতে লাগল। এ ছাড়াও বানী ইসরাঈল সেখানে আরও মু‘জিযা দেখল। এখানে তাওরাত অবতীর্ণ হল, আল্লাহর আহ্‌কাম নাযিল হল ইত্যাদি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা উদ্বিগ্নভাবে ঐ মাইদানেই ঘুরাফিরা করল এবং সেখান থেকে বের হবার কোন পথ পেলনা।

জেরুযালেম উদ্ধার

ঐ বছরগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইউশা ইব্ন নূন (আঃ) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের সন্তানরাসহ বিভিন্ন পাহাড়ে যারা অবস্থান করছিল তাদেরকে নিয়ে কোন এক শুক্রবার জেরুযালেম শহর আক্রমণ করে এবং ঐ দিন বিকেলে তা দখল করেন।

কোন কোন মুফাসসির 'সানাতান' শব্দের উপর পূর্ণভাবে وَقْف করেন এবং আরাবায়ীনা সানাতান শব্দ দু'টিকে نَصَبْ এর অবস্থা মেনে থাকেন এবং বলেন যে, এর عَامِل হচ্ছে ইয়াতীহুনা ফিল আরদি শব্দগুলি। এ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে কয়জন বানী ইসরাঈল অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে নিয়ে ইউশা (আঃ) বেরিয়ে পড়েন। অন্যান্য পাহাড় থেকেও বাকী বানী ইসরাঈল তাঁর সাথী হয়ে যায়। ইউশা (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। জুমু'আর দিন আসরের পরে যখন বিজয়ের সময় উপস্থিত হয় তখন শত্রুদের পাগুলো অচল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমু'আর দিনের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে শাবাথ (শনিবার) শুরু হওয়ার ফলে ঐ দিন (শনিবার) আর যুদ্ধ করা যেতনা। এ জন্য আল্লাহর নাবী (ইউশা) বললেন ঃ 'হে সূর্য! তুমিও তো আল্লাহরই দাস। আর আমি তাঁরই অধীনস্থ দাস। হে আল্লাহ! একে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখুন।' সুতরাং আল্লাহর নির্দেশক্রমে সূর্য থেমে গেল এবং তিনি যুদ্ধ করে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে নিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ হল ঃ বানী ইসরাঈলকে বলে দাও যে, তারা যেন মাথা নত করে শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং حِطَّةٌ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পাপ ক্ষমা করুন!) বলে। কিন্তু তারা আল্লাহর এ হুকুমকে বদলে দিল এবং শরীরকে পিছনের দিক বাঁকা করে প্রবেশ করল আর মুখে حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ এ শব্দগুলি উচ্চারণ করতে থাকল। বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এটুকু বেশি রয়েছে যে, বানী ইসরাঈল এ যুদ্ধে এত বেশি গানীমাতের মাল লাভ করেছিল যা তারা ইতোপূর্বে কখনও দেখেনি। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী ওগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুনের পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ওগুলো আগুনে পুড়লনা। তখন ইউশা (আঃ) ১২ দলের ১২ জন নেতাকে ডেকে বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ অবশ্যই এ সম্পদ থেকে কিছু চুরি করেছে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের নেতা আমার নিকট এসে আমার হাতে হাত রাখ।' তাই করা হল। একটি গোত্রের নেতার হাত নাবীর হাতের সাথে লেগে গেল। নাবী (ইউশা আঃ) বললেন ঃ 'এ খিয়ানাতের জিনিস তোমার নিকট রয়েছে, সুতরাং তুমি ওটা নিয়ে এসো।' সে সোনার তৈরী গরুর একটি মাথা নিয়ে এলো যার চক্ষুগুলো ছিল ইয়াকুতের তৈরী এবং দাঁতগুলো ছিল

মুক্তার তৈরী। অন্য সম্পদের সাথে ওটিকেও যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হল তখন সমস্তই আগুনে পুড়ে গেল। ঐ যামানায় গানীমাতের মাল নিজেদের জন্য ব্যবহার করা জায়িয ছিলনা।

মূসার প্রতি আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ তুমি তোমার অবাধ্য কাওম বানী ইসরাঈলের জন্য কোন দুঃখ করনা। তারা ঐ বিচারেরই যোগ্য।

সুতরাং এ ঘটনায় ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং এতে তাদের বিরুদ্ধাচরণের ও দুষ্টামির বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহর ঐ শত্রুরা বিপদের সময়ও তাঁর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছেনা। তারা রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করছেনা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ কথা বলেছিলেন তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁর অঙ্গীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ব দিচ্ছেনা। দিন রাত তারা তাঁর মু'জিযা দেখতে রয়েছে এবং ফির'আউনের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেছে, অথচ অল্প দিনও অতিবাহিত হয়নি এবং স্বয়ং সম্মানিত নাবী সঙ্গে রয়েছেন, তথাপি তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতাই প্রদর্শন করছে। তারা আল্লাহর নাবীর সাথে বে-আদবী করছে এবং স্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে দিচ্ছে। তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের ন্যায় সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ বাদশাহকেও তার সাজ-সরঞ্জাম, লোক-লস্কর ও প্রজাসহ ডুবিয়ে মেরেছেন! তথাপি তারা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করে ঐ গ্রামবাসীর দিকে ধাবিত হচ্ছেনা এবং তাঁর হুকুম পালন করছেনা। অথচ তারা তো ফির'আউনের দশ ভাগের একভাগও ছিলনা! ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে তাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর রাহমাতের দৃষ্টি থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে তারা পতিত হয়েছিল। তাদেরকে শূকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল। এখানে তারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত হয়ে পারলৌকিক স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি।

২৭। তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবীদেরকে) আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবীল ও কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী উপস্থিত করল এবং তন্মধ্য হতে একজনের (হাবীলের) কুরবানী কবূল হল এবং অপরজনের কবূল হলনা। অপরজন বলতে লাগলো ঃ আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করব; প্রথমজন বলল ঃ আল্লাহ আল্লাহভীরুদের 'আমলই কবূল করে থাকেন।	٢٧. وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ
২৮। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবনা; আমি তো বিশ্ব জাহানের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি।	٢٨. لَئِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ
২৯। আমি চাই যে, (আমার দ্বারা কোন পাপ না হোক) তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় তুলে নাও; অনন্তর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই	٢٩. إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ

হয়ে থাকে।	ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ
৩০। অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ হত্যার প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেলল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।	٣٠. فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ
৩১। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল, যেন সে তাকে (কাবীলকে) শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগল ঃ আমার অবস্থার প্রতি আফসোস! আমি ঐ কাকের সমতুল্য হতে পারলামনা এবং নিজ ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করতে অক্ষম হয়ে গেলাম। ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হল।	٣١. فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ

হাবীল ও কাবীলের ঘটনা

এ কাহিনীতে হিংসা-বিদ্বেষ, ঔদ্ধত্য ও অহংকারের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে আদমের (আঃ) দুই সহোদর পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং একজন আল্লাহর ভয়ে অত্যাচারিত অবস্থায় মারা যায় ও জান্নাতে স্বীয় বাসস্থান বানিয়ে নেয়; আর অপরজন তার প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে বিনা কারণে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং উভয় জগতে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ হে নাবী! আহলে কিতাবীদেরকে তুমি আদমের (আঃ) দু'টি সন্তানের সঠিক কাহিনী শুনিয়ে দাও।' তাদের নাম ছিল

হাবীল ও কাবীল। বর্ণিত আছে, ঐ সময়টা ছিল দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থা। তাই সেই সময় একই উদরে দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করত। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তখন একটি গর্ভের ছেলের সাথে আর একটি গর্ভের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়া হত। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিলনা, কিন্তু কাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। সুতরাং কাবীল নিজের যমজ বোনকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। আদম (আঃ) তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফাইসালা হল যে, তারা উভয়ে যেন আল্লাহর নামে কিছু কুরবানী করে। যার কুরবানী কবূল হবে, মেয়েটির সাথে তারই বিয়ে দেয়া হবে। হাবীলের কুরবানী কবূল হয়, যার বর্ণনা কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতগুলিতে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 'আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে, আল্লাহ তা'আলা অন্ততঃ আমার কোন ইবাদাত কবূল করেছেন তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও তা আমার জন্য উত্তম। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন। হাবীল বললেন ঃ

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবনা। আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।' আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন, শক্তিতে তো হাবিল তার ভাই অপেক্ষা ঊর্ধ্বে ছিলেন। তথাপি সততা, বিনয়, নম্রতা এবং তাকওয়ার কারণেই তিনি এ কথা বললেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন দু'জন মুসলিম তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে (একে অপরকে হত্যা করার জন্য) তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি অপরাধী হবে কেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'কারণ এই যে, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৫, মুসলিম ৪/২২১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বাশার ইব্ন সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন বিদ্রোহীরা উসমানের

(রাঃ) বাড়ী অবরোধ করেছিল তখন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অচিরেই হাঙ্গামা লেগে যাবে, সেই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে।' কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'যদি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে (তাহলে আমি কি করব)?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সে সময় তুমি আদমের পুত্রের মত হয়ে যাও।' (আহমাদ ১/১৮৫) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), খাব্বাব ইবনুল আরাত (রহঃ), আবূ বাকর (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আবূ ওয়াকিদ (রহঃ) এবং আবূ মূসাও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৬/৪৩৬)

إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের ঘাড়ে তুলে নাও' এ কথা হাবীল কাবীলকে বলেছিলেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে কাবীল! তুমি ইতোপূর্বে যে পাপ করেছ তা এবং এখন আমাকে হত্যা করার পাপ, এ সমস্তই নিয়ে তুমি কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে এটাই আমি চাই। (তাবারী ১০/২১৫, ২১৬)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ বাক্যের বিশুদ্ধতম অর্থ হচ্ছে, হে কাবীল! আমি চাই যে, তুমি নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ সমস্তই নিজের উপর নিয়ে নিবে। তোমার অন্যান্য পাপের সাথে এই একটি পাপও বেড়ে যাক। فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ (এই উপদেশ সত্ত্বেও) তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

কিভাবে হত্যা করা হয় কাবীলের তা জানা ছিলনা, তাই সে তাঁর গলা মোচড়াচ্ছিল। তখন শাইতান একটা জন্তুকে ধরে তার মাথাটি একটি পাথরের উপর রাখল। তারপর একটি পাথর সজোরে তার মাথায় মেরে দিল। তৎক্ষণাৎ জন্তুটি মারা গেল। এটা দেখে কাবীলও তার ভাইয়ের সাথে ঐরূপই করল। (তাবারী ৪/৫৩৬) আবদুল্লাহ ইব্ন ওআহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ হত্যা করার উদ্দেশে কাবীল হাবীলকে ঝাপটে ধরল, ফলে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং কাবীল

হাবীলের মাথা মোচড়াতে লাগল, কিন্তু সে জানতনা যে, কিভাবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে। তখন অভিশপ্ত শাইতান তার কাছে এসে বলল ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও? কাবীল বলল ঃ হ্যাঁ। অভিশপ্ত ইবলীস তাকে বলল, 'একটা পাথর নিয়ে এসো এবং তা দিয়ে তার মাথা থেতলে দাও।' সে তাই করল। তখন সেই মালাউন দৌড়িয়ে হাওয়ার (আঃ) কাছে এসে বলল ঃ 'কাবীল হাবীলকে হত্যা করে ফেলেছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হত্যা কাকে বলে?' সে উত্তরে বলল ঃ 'এখন সে না পানাহার করতে পারবে, না কথা বলতে পারবে এবং না নড়াচড়া করতে পারবে।' তিনি তখন বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।' সে বলল ঃ 'হ্যাঁ, এটাই মৃত্যু।' তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইতোমধ্যে আদম (আঃ) এসে পড়লেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ব্যাপার কি?' কিন্তু শোকে-দুঃখে তার মুখে কোন কথা সরলনা। তিনি আরও দু'বার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কোন উত্তর পেলেননা। তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি তোমার কন্যাগণসহ হা-হুতাশ করতে থাক। আর আমি ও আমার পুত্রগণ এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ কাবীল ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে দুনিয়া ও আখিরাত দু'টিকেই নষ্ট করল। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার খুনের বোঝা আদমের (আঃ) ঐ সন্তানের উপরই পতিত হয়। কেননা সে'ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল।' (আহমাদ ১/৩৮৩) সহীহায়িন এবং সুনান গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে আবূ দাউদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ১২/১৯৮, মুসলিম ৩/১৩০৩, তিরমিযী ৭/৪৩৬, নাসাঈ ৬/৩৩৪, ইব্ন মাজাহ ২/৮৭৩) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ আদমের (আঃ) পুত্র কাবিল, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল সে হবে মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত। কাবিল তার ভাইকে হত্যা করার পূর্বে পৃথিবীতে কোন রক্তপাত ঘটেনি। কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটবে তার বোঝা তাকেও বহন করতে হবে। কারণ সে'ই প্রথম হত্যার সূচনা করেছিল। (তাবারী ১০/২১৯)

তাকে হত্যা করার পর কি করতে হবে, মৃতদেহ কিভাবে ঢাকতে হবে সে ব্যাপারে তার কিছুই জানা ছিলনা। তখন আল্লাহ তা'আলা দু'টি কাক প্রেরণ করলেন যারা একে অপরের ভাই ছিল। তারা তার সামনে লড়তে লাগল। অবশেষে একে অপরকে মেরে ফেললো। তারপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত খনন করল এবং মৃত কাকটিকে ওর মধ্যে রেখে দিয়ে মাটি চাপিয়ে দিল। অতঃপর কাকটিকে ঐরূপ করতে দেখে সে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগল, يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـــذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي হায়! আমি এ কাকটির মত কাজও করতে পারলামনা।' (তাবারী ১০/২২৫)

অতঃপর সে খুব লজ্জিত হল এবং অনুতাপ করতে থাকল! ওটা যেন শাস্তির উপরে শাস্তি ছিল।

অন্যায় হত্যাকারী এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি

হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যতগুলো পাপ এরই উপযুক্ত, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ায়ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্য ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন; ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আইন অমান্য করা এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা।' (আবূ দাঊদ ৫/২০৮) কাবীলের মধ্যে এ দু'টো পাপই জমা হয়েছিল।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫৬)

৩২। এ কারণেই আমি বানী ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তাহলে সে যেন	٣٢. مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٍ فِى

Contents

ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ	সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল; আর তাদের (বানী ইসরাঈলের) কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তবু এর পরেও তন্মধ্যে হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমা লংঘনকারী হয়ে গেছে।
٣٣. إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ	৩৩। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ান হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে; এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।

٣٤. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**৩৪। কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবাহ করে তাহলে জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।**

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ আদমের এ ছেলের অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করার কারণে আমি বানী ইসরাঈলকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, তাদের কিতাবে লিখে দিয়েছি এবং তাদের শারঈ হুকুম করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কেহকে বিনা কারণে হত্যা করল, (না সেই নিহত ব্যক্তি কেহকে হত্যা করেছিল, আর না সে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়েছিল) তাহলে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা করল। وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ লোককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকল, ওটাকে হারাম জানল, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাল। আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) যখন বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলে, তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তার কাছে গিয়ে বলেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। এ কথা শুনে উসমান (রাঃ) বলেন ঃ 'তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করার প্রতি উত্তেজিত হয়েছ যাদের মধ্যে আমিও একজন?' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'না, না।' তখন তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, তুমি যদি একজন লোককেই হত্যা কর তাহলে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করলে। যাও, ফিরে যাও। আমি চাই যে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, পাপকাজে লিপ্ত না করুন।' এ কথা শুনে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) ফিরে গেলেন, যুদ্ধ করলেননা। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ মনে করে সে সমস্ত

লোকের ঘাতক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে সে যেন সমস্ত লোকেরই প্রাণ রক্ষা করে। (তাবারী ১০/২৩৬) আল-আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যে প্রাণ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তা যদি কেহ হত্যা করে তাহলে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করল। (তাবারী ১০/২৩৩) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের রক্তপাতে সাহায্য করল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত করার কাজে সহযোগিতা করল। আর যে কোন মুসলিমের রক্তপাত ঘটানো থেকে বাধা দিল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত ঘটানো থেকে বাধা দিল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, কেহ কেহকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেই সে জাহান্নামী হয়ে যায়। সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, কোন মু'মিনকে কোন শারঈ কারণ ছাড়াই হত্যাকারী জাহান্নামী, আল্লাহর দুশমন, অভিশপ্ত এবং শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সে যদি সমস্ত লোককেও হত্যা করত তাহলে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হত? যে ব্যক্তি হত্যা করা থেকে বিরত থাকল, তার পক্ষ থেকে যেন সবারই জীবন রক্ষা পেল। (তাবারী ১০/২৩৫)

যুল্মকারীদের প্রতি আল্লাহর সতর্কীকরণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ বানী ইসরাঈলের কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তথাপিও তাদের মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমালংঘনকারী রয়ে গেছে। যেমন ইয়াহুদী বানূ কুরাইযা ও বানূ নাযীর আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করত। ঐ যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর যে সমস্ত ইয়াহুদী বন্দী হত তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিত এবং যারা নিহত হত তাদের জন্য দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা হত। তাদেরকে বুঝানোর উদ্দেশে আয়াত নাযিল করা হয় ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَـٰرِهِمْ تَظَـٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـٰرَىٰ تُفَـٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, পরস্পর শোণিতপাত করবেনা এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিস্কার করবেনা; অতঃপর তোমরা স্বীকৃত হয়েছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে। অতঃপর সেই তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিস্কার করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে (শত্রুতা বশতঃ) পাপ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করছ এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আনীত হলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান করছ, অথচ তাদেরকে বহিস্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল, তাহলে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ, তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৪-৮৫)

পৃথিবীতে অন্যায় সৃষ্টিকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ

এ আয়াতে **مُحَارِبَةُ** শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ করা এবং হুকুমের বিপরীত করা। এর ভাবার্থ হচ্ছে কুফরী করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং ভূ-পৃষ্ঠে

বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করা। এমনকি পূর্ববর্তী অনেক মনীষী, যাদের মধ্যে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবও (রহঃ) রয়েছেন, বলেন যে, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা অধিকার করে নেয়াও হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করার শামিল। এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এতে এটাও আছে যে, কোন লোক যদি এ কাজগুলো করার পর মুসলিমদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করে তাহলে তার কোন জবাবদিহি নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলিম এমন কাজ করে এবং পলায়ন করে কাফিরদের নিকট চলে যায় তাহলে সে শারঈ হদ থেকে মুক্ত হবেনা। (তাবারী ১০/২৪৪) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) إِنَّمَا جَزَاءِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ... এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে কেহ যদি মুসলিমদের হাতে পড়ার পূর্বে তাওবাহ করে তাহলে তার কৃতকর্মের দরুন যে হুকুম তার উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে তা টলতে পারেনা। (আবূ দাঊদ ৪/৫৩৬, নাসাঈ ৭/১০১)

সঠিক কথা এই যে, যে কেহই এ কাজ করবে তারই ব্যাপারে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ‘উকল’ গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং তাঁর কাছে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর মাদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ ‘তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, সেখানে উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করার মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা করা হবে।’ তারা বলল ঃ ‘হ্যাঁ (আমরা যেতে চাই)।’ সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেল। তখন তারা রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতএব তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে

পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে রোদে ফেলে রাখা হয়, ফলে তারা ছটফট করে মৃত্যুবরণ করে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো ছিল উকল গোত্রের কিংবা উরাইনা গোত্রের। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ লোকগুলোকে মাদীনার কাছে ‘হাররাহ’ নামক স্থানে রাখা হয়েছিল। পান করার জন্য পানি চাইলে তাদেরকে তা দেয়া হতনা। (ফাতহুল বারী ১২/১১৪, মুসলিম ৩/১২৯৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মুসলিমদের দেশে যে লোক অস্ত্র ধারণ করে এবং চলার পথে লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমন লোককে ধৃত করার পর মুসলিম শাসকের অধিকার রয়েছে যে, হয় সে ঐ লোককে গর্দান কেটে হত্যা করবে অথবা শূলে চড়াবে অথবা তার হাত ও পা কেটে ফেলবে। (তাবারী ১০/২৬৩) সাদ ইব্নুল মুসাইয়িব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন বলে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/২৬২, ২৬৩) এ মতামত ব্যক্ত করার কারণ এই যে, আয়াতে ‘আও’ أَوْ শব্দটি ব্যবহার করে যে কোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا

(অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু নেয়ায্ স্বরূপ কা‘বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, না হয় কাফফারা স্বরূপ (নিরূপিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৫) তিনি আরও বলেন ঃ

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

কিন্তু কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, অথবা তার মস্তিস্ক যন্ত্রনাগ্রস্ত হয় তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে। (*সূরা* বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৬)

فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম ধরণের খাদ্য প্রদান করা, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাঁদী মুক্ত করা। (*সূরা* মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৯) এ সকল আয়াতে উপরের আয়াতটির মতই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ অথবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বের করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদেরকে অনুসন্ধান করে তাদের উপর হদ কায়েম করা হবে অথবা দারুল ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হবে, যেন তারা অন্য কোথায়ও চলে যায়। যেমনটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যুহরী (রহঃ), লাইস ইব্ন সা’দ (রহঃ) এবং মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেন যে, তাদেরকে এক শহর থেকে অন্য কোন শহরে এবং সেই শহর থেকে আর এক শহরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অথবা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপেই বের করে দেয়া হবে। (তাবারী ১০/২৬৮-২৭০) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ আশ শা’শাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যুহরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, তাকে শহর থেকে বের করে দেয়া হবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করা হবেনা। আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।’* অর্থাৎ তাকে হত্যা করা অথবা শূলে চড়ানো কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলা, দেশ থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি যে বিধান রয়েছে তাতো শুধু পৃথিবীতে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায় অপরাধ করার জন্য সাময়িক শাস্তি, পরকালে তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে আরও কঠোর আযাব।

আয়াতের এ অংশটি ঐ সব লোকের সমর্থন করছে যাঁরা বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমদের ব্যাপারে রয়েছে ঐ বিশুদ্ধ হাদীসটি যাতে বর্ণনাকারী উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে ঐ অঙ্গীকারই গ্রহণ করেন যা তিনি মহিলাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা হচ্ছে, আমরা যেন আল্লাহর সাথে শরীক না করি, চুরি না করি, ব্যভিচারে লিপ্ত না হই, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করি। যারা এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর দায়িত্বে। আর যারা এগুলোর মধ্যে কোন একটি পাপ কাজে লিপ্ত হবে এবং ওর শাস্তিও প্রাপ্ত হবে তাহলে সেটাই তার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ সেটা গোপন করেন তাহলে তার সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁরই উপর থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম ৩/১৩৩৩) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ করল, অতঃপর তাকে শাস্তি দেয়া হল, তাহলে আল্লাহ যে তাকে পুনরায় শাস্তি দিবেন এ থেকে তাঁর আদল ও ইনসাফ বহু ঊর্ধ্বে। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ করল, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন, তাহলে আল্লাহর করুণা এর বহু ঊর্ধ্বে যে, তিনি তাঁর বান্দার কোন পাপ ক্ষমা করে দেয়ার পর আবার ওর শাস্তি ফিরিয়ে আনবেন। (আহমাদ ১/১৫৯, তিরমিযী ৭/৩৭৭, ইব্ন মাজাহ ২/৮৬৮)ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। হাফিয দারাকুতনীকে (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, কয়েকটি বর্ণনার মাধ্যমে হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগসূত্র পাওয়া যায় এবং সাহাবীগণের মাধ্যমেও এ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যোগসূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা সহীহ। (দারাকুতনী ৩/২১৫)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে, যদি তারা তাওবাহ করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ এ আয়াতের ভাবার্থ ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে

যে, এটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু যে মুসলিম বিদ্রোহী হবে এবং সে অধিকারে আসার পূর্বেই যদি তাওবাহ করে তাহলে তার উপর হত্যা, শূল এবং পা কেটে নেয়া তো প্রযোজ্য হবেইনা, এমনকি তার হাতও কাটা যাবে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের দু'টি উক্তি রয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার উপর থেকে উঠে যাবে। সাহাবীগণের আমলও এরই উপর রয়েছে। যেমন হারিশা ইব্ন বদর তামিমী বসরায় বসবাস করত এবং যমীনে ফাসাদ বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে কয়েকজন কুরাইশী আলীর (রাঃ) নিকট তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন, যাঁদের মধ্যে হাসান ইব্ন আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফরও (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে নিরাপত্তা দান করতে অস্বীকার করেন। হারিশা ইব্ন বদর তখন সাঈদ ইব্ন কায়েস আল হামাদানীর (রাঃ) নিকট গমন করে। তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে আলীর (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং তাঁকে বলেন ঃ আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, অতঃপর তিনি এ আয়াতগুলি مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ পর্যন্ত পাঠ করেন। তখন আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'এরূপ ব্যক্তির জন্য তো আমি নিরাপত্তা দান করব।' সাঈদ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'সে হচ্ছে হারিশা ইব্ন বদর।' (তাবারী ১০/২৮০)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক কুফার মাসজিদে কোন এক ফার্য সালাতের পরে আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) নিকট আগমন করে। সে সময় তিনি কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। লোকটি এসে তাঁকে বলে ঃ 'হে আমীরে কুফা! আমি মুরাদ গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়েছি এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনারা আমার উপর ক্ষমতা লাভ করার পূর্বেই তাওবাহ করেছি। আমি এখন আপনার আশ্রয়স্থলে দাঁড়িয়েছি।' এ কথা শুনে আবূ মূসা আশআরী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে লোকসকল! এ তাওবাহর পরে তোমাদের কেহ যেন এর সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার না করে। যদি সে তার তাওবাহয় সত্যবাদী হয় তাহলে তো ভাল কথা, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার পাপই তাকে ধ্বংস করবে।' লোকটি কিছুকাল পর্যন্ত তো ঠিকভাবেই থাকল। তারপর সে পুনরায় মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাও তাকে তার পাপের কারণে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হল।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আলী আসাদী নামক একটি লোক মানুষের পথকে বিপদজনক করে তোলে। সে মানুষকে হত্যা করে এবং তাদের মালধন লুঠপাট করতে থাকে। বাদশাহ, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ সদা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়। একদা সে একটি লোককে কুরআন পাঠ করতে শুনলো। লোকটি সেই সময় নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছিল।

يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং তাকে বলল ঃ ‘হে আল্লাহর বান্দা! এ আয়াতটি পুনরায় আমাকে পাঠ করে শুনাও। লোকটি আবার তা পাঠ করল। তখন আলী স্বীয় তরবারীটি খাপে রেখে দিল। তৎক্ষণাৎ সে বিশুদ্ধ মনে তাওবাহ করল এবং ফাজরের সালাতের পূর্বেই মাদীনায় পৌঁছে গেল। তার পর গোসল করল এবং মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করে জামাআতে ফাজরের সালাত আদায় করল। সালাত শেষে সে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) পাশে বসে পড়ল। দিনের আলো প্রকাশ পেলে লোকেরা তাকে দেখে চিনে ফেললো এবং তাকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হল। সে বলল ঃ ‘দেখুন, আমার উপর আপনাদের ক্ষমতা লাভ হওয়ার পূর্বেই আমি তাওবাহ করেছি এবং তাওবাহ করার পর আপনাদের নিকট হাযির হয়েছি। সুতরাং এখন আমার উপর আপনাদের বল প্রয়োগের কোন পথ নেই।’ তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন ঃ ‘লোকটি সত্য কথাই বলেছে।’ অতঃপর তিনি তার হাত ধরে মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের নিকট নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে থেকে মাদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁকে বললেন ঃ ‘এ হচ্ছে আলী আসাদী, সে তাওবাহ করেছে, সুতরাং এর উপর আপনি কোন বল প্রয়োগ করতে পারেননা।’ ফলে কেহই তার সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করলেননা। মুজাহিদের একটি দল যখন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হলেন, তাঁদের সাথে আলী আসাদীও যোগ দেন। তাদের নৌকা সমুদ্রে চলছিল। তাদের সামনে রোমকদের কতগুলো নৌকা এসে পড়লে তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সে নিজেদের নৌকা থেকে লাফিয়ে তাদের নৌকায়

গিয়ে উঠল। তারা তার তরবারীর আঘাত থেকে বাঁচার জন্য নৌকার অপর পাশে গেলে নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে নৌকা ডুবে যায় এবং রোমকদের সবাই ডুবে মারা যায়। তাদের সাথে আলী আসাদীও (রাঃ) ডুবে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। (তাবারী ১০/২৮৪)

৩৫। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।	٣٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
৩৬। নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবূল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٣٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৩৭। নিশ্চয়ই তারা এটা কামনা করবে যে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যায়, অথচ তারা তা থেকে কখনও বের হতে পারবেনা, বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।	٣٧. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

তাকওয়া, সংযমশীলতা এবং জিহাদের নির্দেশ

এখানে তাকওয়া ও সংযমশীলতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং সেটাও আবার আনুগত্যের সাথে মিশ্রিতভাবে। ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। 'ওয়াসীলা'র অর্থ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ১০/২৯১) মুজাহিদ (রহঃ), আবূ ওয়ায়েল (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর মর্জি মুতাবিক আমল করে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। (তাবারী ১০/২৯১) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) নিম্নের আয়াতটিও পাঠ করেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ

তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৭) ওয়াসীলাহ-এর অর্থ ঐ জিনিস যার দ্বারা আকাংখিত বস্তু লাভ করা যায়। ওয়াসীলাহ্ জান্নাতের ঐ উচ্চ ও মনোরম জায়গার নাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে এবং সেটি আরশের অতি নিকটে। সহীহ বুখারীতে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আযান শুনে... اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ এ দু'আটি পাঠ করে তার জন্য কিয়ামাতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৫১) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা আযান শুনবে তখন মুআযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল, তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর, এক দুরূদের বিনিময়ে তোমাদের উপর আল্লাহ দশটি রাহমাত নাযিল করবেন। এরপর আমার জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চা কর। ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি মানযিল যা শুধু একজন বান্দা লাভ করবে। আশা করি যে, ঐ বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করল তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।' (মুসলিম ১/২৮৮)

وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তাকওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়গুলি মেনে চলার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। মুশরিক, কাফির অর্থাৎ যারা তাঁর শত্রু, যারা তাঁর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। আর মুজাহিদরা হচ্ছে সফলকাম। কৃতকার্যতা, সৌভাগ্য এবং মর্যাদা তাদেরই। জান্নাতের উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা এবং আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাত তাদেরই জন্য। তাদেরকে ঐ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যেখানে মৃত্যু ও ধ্বংস নেই, যেখানে ঘাটতি ও লোকসান নেই, যেখানে রয়েছে চির যৌবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি।

কিয়ামাত দিবসে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাফিরদের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা

স্বীয় প্রিয় পাত্রদের উত্তম পরিণাম বর্ণনা করার পর এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর শত্রুদের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ তাদেরকে এমন কঠিন ও জঘন্য শাস্তি দেয়া হবে যে, সেই সময় যদি তারা সারা বিশ্বের অধিপতি হয়ে যায় এমনকি আরও এরই সমান হয় এবং এমতাবস্থায় সেই কঠিনতম শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বিনিময় হিসাবে এ সবগুলো দিতেও চায় তবুও তাদের থেকে সেগুলো গ্রহণ করা হবেনা। বরং যে শাস্তি তাদের উপর হবে তা হবে চিরস্থায়ী শাস্তি। তা হতে কোনক্রমেই রক্ষা পাওয়া যাবেনা। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখন পুনরায় তাদেরকে ওরই মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا

যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২২) জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সাথে যখন তারা উপরে উঠে আসবে তখন তাদেরকে লোহার হাতুড়ী মেরে মেরে পুনরায় জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। মোট কথা, তাদের সেই চিরস্থায়ী

শাস্তি থেকে বের হওয়া অসম্ভব। আনাস ইব্ন মলিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নামের একটি লোককে আনা হবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ হে আদম সন্তান! তোমার জায়গা কেমন পেয়েছ?' সে উত্তরে বলবে ঃ 'আমার জায়গা অত্যন্ত খারাপ পেয়েছি।' আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছ?' সে উত্তর দিবে ঃ 'হে আমার প্রভু! হ্যাঁ (আমি সম্মত আছি।)' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'তুমি মিথ্যা বলছ। আমি তো তোমার কাছে এর চেয়েও অনেক কম চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেটাও দাওনি।' অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ৪/২১৬২, নাসাঈ ৬/৩৬)

৩৮। আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের (ডান হাত) কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।	٣٨. وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
৩৯। অনন্তর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করার পর (চুরি করার পর) তাওবাহ করে এবং 'আমলকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি (রাহমাতের) দৃষ্টি বর্ষণ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।	٣٩. فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৪০। তুমি কি জাননা যে, আল্লাহরই জন্য রয়েছে	٤٠. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ

مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	**আধিপত্য আসমানসমূহে এবং যমীনে, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন! আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।**

চুরি করার অপরাধে হাত কাটার শাস্তির যৌক্তিকতা

আল্লাহ আদেশ করেন যে, পুরুষ কিংবা মহিলা যে'ই হোক চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলতে হবে। জাহিলিয়াত যামানায়ও চুরি করার শাস্তি ছিল হাত কেটে ফেলা, ইসলামেও সেই আইন বলবৎ রয়েছে। তবে ইসলামে এ ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে শর্তগুলি পূরণ হলেই কেবল হাত/পা কেটে ফেলা যাবে। ইনশাআল্লাহ এগুলি সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। জাহিলিয়াত যামানার আরও কিছু আইন রয়েছে যা ইসলামে কিছু পরিবর্তন করে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন রক্তপণ।

কখন চোরের হাত কাটা অবশ্য করণীয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ চোরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন যে, সে সামান্য ডিম চুরি করে হাত কাটিয়ে নেয়, সে দড়ি বা রজ্জু চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়।' (ফাতহুল বারী ১২/৮৩, মুসলিম ৩/১৩১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক চতুর্থাংশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা তার চেয়ে বেশীতে চোরের হাত কেটে নেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ১২/৯৯, মুসলিম ৩/১৩১২) সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এক চতুর্থাংশ দীনার কিংবা তার চেয়ে বেশি না হলে চোরের হাত কাটা যাবেনা।' (মুসলিম ৩/১৩১৩) সুতরাং এ হাদীস স্পষ্টভাবে চুরির শাস্তির মাসআলার মীমাংসা করে দেয়। আর যে হাদীসে তিন দিরহামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোরের হাত কেটে নেয়ার

নির্দেশ বর্ণিত আছে, ওটা এর বিপরীত নয়। কেননা ঐ সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা বারোটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা পরিমাণ মূল্যের ছিল। অতএব, মূল হচ্ছে এক চতুর্থাংশ দীনার, তিন দিরহাম নয়। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ), উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালিবও (রাঃ) এ কথাই বলেন। উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), লায়েস ইব্ন সা'দ আওযায়ী (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াই (রহঃ) এবং আবূ সাউর দাউদ ইব্ন আলী যাহারীও (রহঃ) এরূপ উক্তি করেছেন।

ইমাম আবূ হানিফা এবং তার ছাত্র আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং জাফরসহ সুফিয়ান শাওরী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, চোরের হাত কাটার বিচার/ফাইসালা করা যেতে পারে, যদি সে কম পক্ষে দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করে। অথচ তখন এক দিনারের মূল্য ছিল চার দিরহামের সমান। প্রথমে বর্ণিত ফাইসালাটিই সঠিক যাতে বলা হয়েছে যে, এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ অথবা তদপেক্ষা বেশি চুরি করলে হাত কেটে ফেলার হুকুম দেয়া যেতে পারে। এত সামান্য পরিমাণ জিনিস চুরি করার অপরাধে হাত কাটার বিধান এ জন্য রাখা হয়েছে যাতে মানুষ চুরি করা থেকে বিরত থাকে। এ সিদ্ধান্ত প্রদানের মধ্যে হিকমাত রয়েছে। যদি চুরিতেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের শর্ত লাগানো হত তাহলে চুরির পথ বন্ধ হতনা। এটা কৃতকর্মেরই প্রতিফল। সঠিক পন্থা এটাই যে, যে অঙ্গ দ্বারা সে অপরের ক্ষতিসাধন করেছে ঐ অঙ্গের উপরই শাস্তি হবে, যাতে তার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয় এবং অন্যরাও সতর্ক হয়। আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং স্বীয় আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ বিজ্ঞানময়।

চোরের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হতে পারে

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যে ব্যক্তি সীমালংঘন করার পর অর্থাৎ চুরি করার পর তাওবাহ করে এবং আমলকে সংশোধন করে, তার প্রতি আল্লাহ (রাহমাতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। তবে হ্যাঁ, কেহ যদি কারও সম্পদ চুরি করার পর তা নিজের কাছেই রেখে দেয় তাহলে শুধুমাত্র তাওবাহ করলেই পাপ ক্ষমা হবেনা, যে পর্যন্ত না সেই সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দিবে অথবা ওর পূর্ণ মূল্য প্রদান করবে। বিজ্ঞ ইমামগণের এটাই অভিমত। শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন যে, যদি চুরির অপরাধে হাত কেটে নেয়া হয় এবং চোরাই মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ওর বদলা প্রদান করা তার উপর যরুরী নয়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলা চুরি করেছিল। সে যে লোকদের মালামাল চুরি করেছিল তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। অতঃপর তারা বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ মহিলাটি আমাদের মালামাল চুরি করেছে।' তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল ঃ আমরা এ জন্য মুক্তিপণ দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'তোমরা তার হাত কেটে নাও।' তার গোত্রীয় লোকেরা পুনরায় বলে ঃ 'আমরা তার মুক্তিপণ হিসাবে পাঁচশ' দীনার প্রদান করছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও বললেন ঃ 'তোমরা তার হাত কেটে নাও।' ফলে তার ডান হাত কেটে নেয়া হল। মহিলাটি তখন বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এতে আমার তাওবাহও কি হয়ে গেল?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি পাপ থেকে এমন পবিত্র হয়ে গেলে যে, যেন তুমি আজই জন্মগ্রহণ করলে।'তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ২/১৭৭) ঐ মহিলাটি ছিল মাখযুম গোত্রের। এ ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আছে। মহিলাটি কুরাইশ বংশের ছিল বলে তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে খুবই দুশ্চিন্তা দেখা দেয় এবং তারা ইচ্ছা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করা হোক। এ ঘটনাটি মাক্কা বিজয়ের সময় ঘটেছিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উসামা ইব্‌ন যায়েদের (রাঃ) মাধ্যমে সুপারিশ করা হোক। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সুতরাং উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জন্য সুপারিশ করেন তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগতঃস্বরে বলেন ঃ 'উসামা! তুমি আল্লাহর হদসমূহের মধ্যে একটি হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?' এ কথা শুনে উসামা (রাঃ) অত্যন্ত ঘাবড়ে যান এবং বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড়ই অপরাধ করে ফেলেছি, দয়া করে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর বলেন ঃ

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ স্বভাবের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর হদ জারি করত। যে

আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করে তাহলে তারও হাত কেটে নিব।’ অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে মহিলাটির হাত কেটে নেয়া হয়। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ ‘এরপর ঐ মহিলাটি বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হয়। তারপর থেকে সে কোন কাজে আমার কাছে আসত এবং তার প্রয়োজনের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তুলে ধরতাম।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬১৯, মুসলিম ৩/১৩১৫)

সহীহ মুসলিমে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, মাখযুম গোত্রের এক মহিলা লোকদের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার করত, তারপর তা অস্বীকার করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেন। (মুসলিম ৩/১৩১৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। সমস্ত বাদশাহ্র বাদশাহ, সারা বিশ্বের প্রকৃত বাদশাহ এবং সঠিক শাসনকর্তা একমাত্র আল্লাহ, যাঁর কোন নির্দেশকে কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যাঁর কোন ইচ্ছাকে কেহ বদলে দিতে সক্ষম নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪১। হে রাসূল! যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরীতে পতিত হয় তাদের এই কাজ যেন তোমাকে চিন্তিত না করে, তারা ঐ সব লোকের মধ্য থেকেই হোক যারা নিজেদের মুখে তো (মিছামিছি) বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি, অথবা তারা সেই সব ইয়াহুদী যারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত , তারা তোমার কথাগুলি অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শোনে; সেই সম্প্রদায়ের	٤١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۡۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْۛ سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوۡمٍ ءَاخَرِينَ لَمۡ

يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ	অবস্থা এরূপ যে, তারা তোমার নিকট আসেনি (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কালামকে ওর স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে থাকে। তারা বলে ঃ যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এই (বিকৃত) বিধান পাও তাহলে তা কবূল করবে, আর যদি এই (বিকৃত) বিধান না পাও তাহলে বিরত থাকবে। আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও; তারা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলি পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়; তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।
٤٢. سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ	৪২। তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে অভ্যস্ত। অতএব তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, কিংবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাক, আর যদি তুমি তাদের থেকে নির্লিপ্তই থাক তাহলে তাদের

Contents

সাধ্য নেই যে, তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে। আর যদি তুমি বিচার-মীমাংসা কর তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বিচার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।	شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
৪৩। আর তারা কিরূপে তোমাকে মীমাংসাকারী বানিয়ে নিচ্ছে? অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান! অতঃপর তারা (তোমার মীমাংসা হতে) ফিরে যায়, আর তারা কখনও বিশ্বাসী নয়।	٤٣. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ
৪৪। আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত আর আল্লাহ-ওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর সাক্ষী। অতএব (হে ইয়াহুদী আলিমগণ!) তোমরা	٤٤. إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا

ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের আচরণে দুঃখ না পেতে বলা হয়েছে

এ আয়াতসমূহে ঐ লোকদের নিন্দা করা হচ্ছে যারা স্বীয় অভিমত, কিয়াস এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে দৌড়ে যায়। **مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ** তারা মুখে শুধু ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান শূন্য। মুনাফিকদের অবস্থা তো এটাই যে, তারা কথায় খুব সাধুতা প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তর তাদের সম্পূর্ণ কপটতাপূর্ণ।

ইয়াহুদীদের স্বভাবও তদ্রূপ। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু। তারা মিথ্যা ও বাজে কথা খুব মজা করে শোনে এবং অন্তরের সাথে কবূল করে। পক্ষান্তরে সত্য কথা থেকে তারা দূরে সরে থাকে, এমনকি ঘৃণাও করে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে মুসলিমদের গোপন কথা নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তাদের পক্ষ থেকে তারা গুপ্তচরের কাজ করে।

ইয়াহুদীরা ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করাসহ আল্লাহর আইন পরিবর্তন করেছে

ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় দুষ্টামি হচ্ছে এই যে, **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِه** তারা কথাকে বদলে দেয়। ভাবার্থ হবে এক ধরনের, কিন্তু তারা অন্য

অর্থ করে জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়। يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا উদ্দেশ্য এই যে, সেটা যদি তাদের মর্জি মুতাবেক হয় তাহলে তা মানবে, আর উল্টা হলে তা থেকে দূরে থাকবে।

কথিত আছে যে, এ আয়াত ঐ সব ইয়াহুদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা একে অপরকে হত্যা করেছিল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাই, যদি তিনি রক্তপণ ও জরিমানার নির্দেশ দেন তাহলে তো মেনে নিব, আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে মানবনা।' কিন্তু সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, তারা দুই ইয়াহুদী ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে নিয়ে এসেছিল। তাদের কিতাব তাওরাতে তো এ হুকুমই ছিল যে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী বিবাহিত বা বিবাহিতা হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারা ওটাকে বদলে দিয়েছিল এবং একশ' চাবুক মেরে, মুখে চুনকালি মেখে এবং গাধায় উল্টো করে সওয়ার করিয়ে লাঞ্ছিত করত। আর এরূপ শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের পর তাদের এক লোক ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হয়ে গ্রেফতার হয়। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি তিনি আমাদের শাস্তি দানের মতই চাবুক মারার শাস্তির নির্দেশ দেন তাহলে আমরা তা মেনে নিব এবং আল্লাহর কাছেও এটা আমাদের জন্য সনদ হয়ে যাবে। আর যদি রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে তা মানবনা।' সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল ঃ 'আমাদের এক মহিলা ব্যভিচার করেছে। তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমাদের তাওরাতে কি নির্দেশ রয়েছে?' তারা বলল ঃ 'আমরা তাকে লাঞ্ছিত করি এবং চাবুক মেরে ছেড়ে দেই।' এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) বললেন ঃ 'তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ রয়েছে, তাওরাত নিয়ে এসো।' তারা তাওরাত খুলে দিল বটে, কিন্তু রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বাপর সমস্ত পড়ে শোনাল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) সব কিছু বুঝে ফেললেন এবং তাদেরকে বললেন, হাত সরিয়ে নাও। হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান

রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতে হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাটিকে পাথর থেকে বাঁচানোর জন্য আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তবে বর্ণনাটি সহীহ বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে তোমরা কি করতে? তারা উত্তরে বলল ঃ আমরা তাকে ধিক্কার জানাতাম এবং লোক সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ঃ

فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো, অতঃপর ওটা পাঠ কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৩)

সুতরাং তারা এক চোখ অন্ধ বিশিষ্ট এক লোককে নিয়ে এলো যে তাদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিল। বলা হল, (তাওরাত হতে) পাঠ কর। সুতরাং সে পাঠ করতে শুরু করল এবং একটি আয়াত পর্যন্ত পাঠ করার পর সে পরবর্তী আয়াতটি তার হাতের নিচে চেপে ধরল। তাকে বলা হল, তোমার হাত সরিয়ে ফেল। ঐ আয়াতটি ছিল ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা বিষয়ক আয়াত। তখন ঐ লোকটি বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! এটি পাথর মেরে হত্যা করার আয়াত যেটি আমরা আপনার কাছে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি। সুতরাং ঐ দুই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ করা হল এবং তা কার্যকরও করা হল। (বুখারী ৪৫৫৬)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দুই ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যভিচার সম্পর্কে তোমাদের তাওরাতে কি শাস্তি বিধান রয়েছে তা তোমরা জান কি? তারা উত্তরে বলল ঃ আমরা তাদেরকে জন-সমাবেশে হাযির করি, অতঃপর গাধার পিঠে চড়িয়ে লোকালয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ঃ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ । সুতরাং

তারা তাওরাত নিয়ে এলো এবং যেখানে ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ করা হয়েছে তার পূর্বের আয়াত পর্যন্ত পাঠ করল। অতঃপর ঐ আয়াতটি হাত দিয়ে চেপে ধরে পরবর্তী আয়াত পাঠ করতে শুরু করল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ঐ সময় রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে আদেশ করুন যেন তার হাত তাওরাত থেকে সরিয়ে নেয়। তখন সে হাত সরিয়ে নেয়ার পর দেখা গেল যে, ওখানে ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ রয়েছে। সুতরাং ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করলে তা কার্যকর করা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ ঐ পাথর মারার সময় আমিও একজন ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছিলাম যে, পুরুষ লোকটি মেয়ে লোকটিকে আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার শরীর দিয়ে আড়াল করছিল। (মুসলিম ৩/১৩২৬)

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু ইয়াহুদী এসে 'কুফ' নামক স্থানে গমন করার জন্য দা'ওয়াত দেয়। সুতরাং তিনি 'মিদরাস' নামের এক লোকের বাড়ীতে উঠেন। ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ হে আবুল কাসিম! আমাদের এক লোক এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে, আপনি তাদের মাঝে ফাইসালা করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার জন্য তারা একটি বালিশ দিলে তিনি ওর উপর উপবেশন করেন এবং বলেন ঃ তোমাদের তাওরাত নিয়ে এসো। তাকে তাওরাত এনে দেয়া হলে তিনি যে বালিশটিতে বসা ছিলেন ওটা সরিয়ে এনে ওর উপর তাওরাতটিকে রাখলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাতে (তাওরাতে) বিশ্বাস করি এবং যিনি তোমাকে নাযিল করেছেন তাঁর (আল্লাহর) উপর ঈমান রাখি। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন এক যুবককে উপস্থিত করা হয় ...। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উহা যা ইমাম মালিক (রহঃ) নাফি' (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাউদ ৪/৫৯৭)

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ফাইসালা দেন যা তাওরাতেও রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, ইয়াহুদীরা তাওরাতে বিশ্বাস করে এবং ওর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলেই তিনি তা করেছিলেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে শুধু তাঁর ধর্মীয় আইনকেই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বরং ইয়াহুদীদের চরিত্র

প্রকাশ করে দেয়ার জন্য আল্লাহই তাঁকে ঐরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি ইয়াহুদী মহিলা ও পুরুষটিকে পাথর মেরে হত্যার করার আদেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যাতে তারা স্বীকার করতে ও মানতে বাধ্য হয় যে, তাদের তাওরাতে ঐ আইন রয়েছে যা তারা যোগসাজশ করে লুকিয়ে রেখেছিল, অস্বীকার করেছিল এবং চিরদিনের জন্য তা আর চালু না করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। তারা যে ভুল করেছিল তাও মেনে নিতে বাধ্য হল, যদিও সঠিক জ্ঞান তাদের আগে থেকেই ছিল। তারা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই মনোবৃত্তি, অভিলাষ ও ঔদ্ধত্য নিয়ে বিচারের জন্য গিয়েছিল যে, তারা যে অভিমত ব্যক্ত করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিষয়ে তাদের মতের সাথে একই মত পোষণ করবেন। তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক বিচার করবেন এবং তারাও ন্যায় বিচারের প্রত্যাশী বলে তা মেনে নিবে।

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা বলেছিল, 'আমরা তো তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং কিছু মারপিট করে ছেড়ে দেই।' অতঃপর রজমের আয়াত প্রকাশ হওয়ার পর তারা বলে, 'রয়েছে তো এ হুকুমই, কিন্তু আমরা তা গোপন রেখেছিলাম।' যে পাঠ করেছিল সে'ই রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়েছিল। যখন তার হাত সরিয়ে ফেলা হল তখন রজমের আয়াত প্রকাশ হয়ে পড়ল। এ দু'জনের উপর রজম কার্যকরকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উমারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন।

ঐ ইয়াহুদীরা সরল মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেনি যে, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। বরং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, তিনিও যদি তাদের ইজমা' মুতাবেক নির্দেশ দেন তাহলে তারা মেনে নিবে, নচেৎ অন্য কিছুই মানবেনা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার সুপথ প্রাপ্তি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের অপবিত্র অন্তরকে পবিত্র করার আল্লাহর ইচ্ছাই নেই। তারা দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

বলা হচ্ছে ঃ তারা মিথ্যা কথা কান লাগিয়ে শুনতে এবং হারাম বস্তু অর্থাৎ সুদ খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং কিরূপে তাদের অপবিত্র অন্তর পবিত্র হবে? আর তাদের দু'আই বা আল্লাহ কি করে শুনবেন? হে নাবী! যদি তারা তোমার কাছে মীমাংসার জন্য আসে তাহলে তাদের ফাইসালা করা না করার তোমার অধিকার রয়েছে।

তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তথাপি তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা তাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), 'আতা খুরাসানী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, আয়াতের فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا এ অংশটি وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ (আল্লাহ যেভাবে ফাইসালা করতে বলেছেন তেমনিভাবে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর) (৫ ঃ ৪৯) এ আয়াতের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেছে। (তাবারী ১০/৩৩০-৩৩২)। এর পর বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ হে নাবী! তুমি যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর তাহলে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা কর, যদিও এরা নিজেরা অত্যাচারী এবং আদল ও ইনসাফ থেকে বহু দূরে রয়েছে। إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

ইয়াহুদীরা তাওরাতের প্রশংসা করলেও তা না মানার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন

অতঃপর ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তরের কলুষতা এবং বিরুদ্ধাচরণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, একদিকে তো তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছে যার আনুগত্য স্বীকার ও সত্যতার কথা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা তাওরাত ছেড়ে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে যাকে তারা নিজেরাও মানেনা এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তারা কিভাবে তোমার হুকুম মানতে পারে? তারা তো তাওরাতকেও ত্যাগ করেছে। তাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে, এটা তো তারাও স্বীকার করেছে, অথচ তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তারপর ঐ তাওরাতের প্রশংসা করা হচ্ছে যা তিনি স্বীয় মনোনীত রাসূল মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। ওর মধ্যে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর হুকুমবাহী নাবীগণ ওর মাধ্যমেই ফাইসালা করে থাকেন এবং

ইয়াহুদীদের মধ্যে ওরই আহকাম জারী করেন। তাঁরা ওর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে বেঁচে থাকেন এবং রুহবান ও আহবারগণও এ নীতির উপর থাকেন। কেননা এ পবিত্র গ্রন্থ তাদেরকে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং ওটা প্রকাশ করে দেয়া ও ওর উপর আমল করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা ওর উপর সাক্ষী ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ এখন তোমাদের উচিত, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় করবেনা। তোমরা প্রতি মুহূর্তে এবং পদে পদে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর আয়াতগুলিকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করবেনা। জেনে রেখ যে, আল্লাহর নাযিলকৃত অহী মোতাবেক যারা ফাইসালা করেনা তারা কাফির। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণিত হচ্ছে। এ আয়াতগুলির আরও একটি শানে নুযূল রয়েছে যা এখন আলোচিত হচ্ছে।

'যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার করেনা তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক' এর বর্ণনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র সূরার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে ইয়াহুদীদের দু'টি দলকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলা হয়েছে। ব্যাপার এই যে, ইয়াহুদীদের দু'টি দল ছিল। একটি বানূ নাযীর এবং অপরটি বানূ কুরাইযা। তাদের প্রথমটি ছিল সবল এবং দ্বিতীয়টি ছিল দুর্বল। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ কথার উপর সন্ধি হয়েছিল যে, বিজিত দলটির কোন লোক যদি পরাজিত দলটির কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে পঞ্চাশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি পরাজিত দলটির কোন লোক বিজিত দলটির কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে একশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হত। এ প্রথাই তাদের মধ্যে চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পর এরূপ এক ঘটনা ঘটে যে, দুর্বল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি সবল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন এদের পক্ষ থেকে এক লোক ওদের কাছে গিয়ে বলে, 'এখন একশ' ওয়াসাক আদায় কর।' তারা উত্তরে বলে,

'এটা তো প্রকাশ্য অন্যায় আচরণ। আমরা তো সবাই একই গোত্রের, একই ধর্মের, একই বংশের এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ পাব কম, আর তোমরা পাবে বেশী? এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিলে। আমরা বাধ্য ও অপারগ হয়ে তোমাদের এ অন্যায় সহ্য করে আসছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ লোক এসে গেছেন সেহেতু আমরা তোমাদেরকে সেই পরিমাণ রক্তপণই প্রদান করব যে পরিমাণ তোমরা আমাদেকে প্রদান করে থাক।' এ নিয়ে চতুর্দিকে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মীমাংসাকারী নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু সবল লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল তখন তাদের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক তাদেরকে বলল ঃ তোমরা এ আশা করনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যায়ের আদেশ প্রদান করবেন। এটাতো স্পষ্ট বাড়াবাড়ি যে, আমরা দিব অর্ধেক এবং নিব পূরাপুরি! আর বাস্তবিকই এ লোকগুলো অপারগ হয়েই এটা মেনে নিয়েছিল। এক্ষণে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মীমাংসাকারী নির্বাচন করলে অবশ্যই তোমাদের হক মারা যাবে। কেহ কেহ পরামর্শ দিল, গোপনে কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দাও। তিনি কি ফাইসালা করবেন তা সে জেনে আসুক। সেটা যদি আমাদের অনুকূলে হয় তাহলে তো ভাল কথা। আমরা তাদের নিকট থেকে আমাদের হক আদায় করে নিব। আর যদি ওটা আমাদের প্রতিকূলে হয় তাহলে আমাদের পৃথক থাকাই বাঞ্ছণীয় হবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা মাদীনার কয়েকজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করল। তারা তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কু-মতলব সম্পর্কে অবহিত করলেন। (আবূ দাঊদ ৪/৭, আহমাদ১/২৪৬)

আর একটি বর্ণনায় আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ আয়াতটি বানূ নাযীর এবং বানূ কুরাইযার মধ্যে যে রক্তপণ নিয়ে বিবাদ ছিল সেই সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। বানূ নাযীর গোত্রের কেহকে হত্যা করা হলে তার পরিবার যে পরিমাণ রক্তপণ (দিয়াত) প্রাপ্ত হত, বানূ কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করা হলে তার পরিবার রক্তপণ বাবদ তার অর্ধেক অর্থ প্রাপ্ত হত। সুতরাং তারা এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ন্যস্ত করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তখন এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে আল্লাহর আদেশের প্রতি নতজানু হয়ে উভয় গোত্রকে একই সমান রক্তপণ প্রদানের হুকুম করেন। (তাবারী ১০/৩২৬) আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৩৬৩, ৪/১৬, ৮/৪৯)

আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি দুই ইয়াহুদীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, যে বিষয়টি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে যে, উভয় কারণেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ। এ থেকে এ বিশ্বাসই বেশি জোরদার হচ্ছে যে, রক্তপণের ব্যপারেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফারয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রূপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময়ে

যখম রয়েছে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তাহলে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৫)

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ), হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আবূ মিযলাজ (রহঃ), আবূ রাজা আল উতারিদি (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের প্রতি নাযিল হয়েছিল। (তাবারী ১০/৩৪৭-৩৫৭) হাসান বাসরী (রহঃ) আরও যোগ করেন যে, আয়াতটি আমাদের (মুসলিমদের) জন্যও প্রযোজ্য। (তাবারী ১০/৩৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا وَاقٍ

আর এভাবে আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বিধান (বিচার নির্ধারক), আরাবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবেনা। [সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৭]

আবদুর রাযযাক (রহঃ) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মানসুর (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বলেন যে, এ আয়াতটি বানী ইসরাঈলের জন্য নাযিল করেছেন এবং আমাদের মুসলিম উম্মাহর জন্যও তা গৃহীত হয়েছে। (তাবারী ১০/৩৫৬) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ এ আয়াতটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যে অস্বীকার করল সে কুফরী করল এবং যে তা স্বীকার করল কিন্তু সেই অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত করলনা সে যালিম, ফাসিক এবং পাপী। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৪/৫৯৭)

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ঘুষ খেয়ে কোন শারঈ মাসআলার ব্যাপারে উল্টা ফাতওয়া দেয়া কুফরী। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যদি ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর অহীর বিপরীত ফাতওয়া দেয়, জানা সত্ত্বেও তার উল্টা করে তাহলে সে কাফির।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অস্বীকার করবে তার হুকুম এটাই। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করলনা বটে, কিন্তু সেই মুতাবেক বললনা, সে যালিম ও ফাসিক। সে আহলে কিতাবই হোক অথবা আর কেহ হোক। শা'বী (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত ফাতওয়া দিবে সে কাফির, ইয়াহুদীদের মধ্যে যে দিবে সে যালিম এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে দিবে সে ফাসিক।

আবদুর রাযযাক (রহঃ) বলেন, মা'মার (রহঃ) আমাদের কাছ বর্ণনা করেছেন, তাউস (রহঃ) বলেছেন ঃ ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করেনা ... সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এটি কুফরী কাজ। ইব্‌ন তাউস (রহঃ) আরও যোগ করেন যে, এটি ঐরূপ নয় যারা আল্লাহ, তাঁর কিতাব, মালাইকা/ফেরেশতা এবং নাবীগণকে অস্বীকার করে। শাওরী (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আতা (রহঃ) বলেছেন ঃ কুফর এবং কুফরের চেয়ে ছোট কুফর, যুল্‌ম এবং যুল্‌মের চেয়ে ছোট যুল্‌ম এবং ফাসিকী ও ফাসিকীর চেয়ে ছোট ফাসিকী রয়েছে। (আবদুর রায্‌যাক ১/১৯১, তাবারী ৪/৫৯৫) ওয়াকী (রহঃ) বলেন, সাঈদ আল মাক্কী (রহঃ) বলেছেন যে, তাউস (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত যে কুফরীর কথা বলা হয়েছে তা ঐ ধরনের কুফরী নয় যার ফলে দীন থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। (তাবারী ১০/৩৫৫)

৪৫। আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফার্‌য করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রুপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; অনন্তর যে	٤٥. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن

ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফাইসালা করেনা, তাহলে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম।	تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

ইয়াহুদীদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় যে হুকুমগুলি ছিল তারা তো খোলাখুলিভাবে তারও বিরোধিতা করছে এবং দুষ্টামি করে ও বেপরওয়া ভাব দেখিয়ে সেগুলিও পরিত্যাগ করছে। ইয়াহুদ বানূ নাযীরকে ইয়াহুদ বানূ কুরাইযার বিনিময়ে হত্যা করছে, অথচ ইয়াহুদ বানূ কুরাইযাকে ইয়াহুদ বানূ নাযীরের বিনিময়ে হত্যা করছেনা। অনুরূপভাবে তারা বিবাহিত ব্যভিচারীর রজমের হুকুমকে বদলে দিয়েছে এবং চাবুক দ্বারা প্রহার করা, জনসমক্ষে অপমানিত করা কিংবা মারধর করে ছেড়ে দিচ্ছে। এ জন্যই আল্লাহর আদেশকে অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী হওয়ায় তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আর এখানে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার না করার কারণে তাদেরকে যালিম বলা হয়েছে।

কোন মহিলাকে হত্যাকারী পুরুষ হলেও তাকে হত্যা করতে হবে

ইমাম আবূ নাসর ইব্নুস সাব্বাগ (রহঃ) তার 'আশ-শামিল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, (৫ ঃ ৪৫) এ আয়াতটি বাস্তবায়ন করা উচিত। ইমামগণও এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতের দাবী এটাই যে, যদি কোন লোক কোন মহিলাকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যার হুকুম দিতে হবে। এ আয়াতটি সাধারণ বলে এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়েও পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। কেননা এখানে نَفْس শব্দ রয়েছে, যদ্দারা নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝাচ্ছে। তাছাড়া নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইব্ন হাযামকে (রাঃ) এক চিঠিতে লিখেছিলেন, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়ে পুরুষ

লোককে হত্যা করা হবে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, মুসলিমদের রক্ত পরস্পরের মধ্যে সমান। (ইব্ন মাজাহ ২/৮৯৫) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাফিরের হত্যার বিনিময়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবেনা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) ফুফু রাবী (রাঃ) এক দাসীর একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন জনগণ তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু সে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'কিসাস নেয়া হবে।' তখন আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাঁর কি দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ! হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে।' তখন আনাস (রাঃ) বললেন ঃ না, না, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাঁর দাঁত কখনও ভেঙ্গে ফেলা হবেনা। বস্তুতঃ হলও তাই। দাসীটির কাওম সম্মত হয়ে গেল এবং কিসাস ছেড়ে দিল, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'অবশ্যই আল্লাহর কতক বান্দা এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপর কোন কিছুর শপথ করলে তিনি তা পূরা করেন।' (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৮/১২৪, মুসলিম ৩/১৩০২)

যখমের পরিবর্তে যখম করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ এবং যখমের পরিবর্তে যখম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যা করা হবে, কেহ কারও চোখ উঠিয়ে নিলে তারও চোখ উঠিয়ে নেয়া হবে, কেহ কারও নাক কেটে নিলে তারও নাক কেটে নেয়া হবে, কেহ কারও দাঁত ভেঙ্গে দিলে তারও দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যখমেরও বদলা নেয়া হবে। (তাবারী ১০/৩৬০) এ ব্যাপারে আযাদ মুসলিম সবাই সমান। নারী ও পুরুষের একই হুকুম, যখন তারা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ করবে। তাতে গোলামেরাও পরস্পরের মধ্যে সমান। তাদের পুরুষ লোকেরাও সমান এবং স্ত্রীলোকেরাও সমান।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইসালা

মাসআলা ঃ কেহ যদি অন্যকে যখম করে এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হয়, অতঃপর সে ঐ যখমেই মারা যায় তাহলে বিবাদীর উপর আর কিছুই

ওয়াজিব হবেনা। এ রায়ের স্বপক্ষে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন শুয়াইব (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার বর্শা দ্বারা আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এর প্রতিকার চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ এখন নয়, পরে এসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোকটি আবার ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে তিনি তাকে তা প্রদান করার আদেশ দেন। পরবর্তী সময়ে ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলেনা। সুতরাং আল্লাহ তোমার প্রতি রাহমাত বর্ষণ করলেননা। তোমার খোঁড়া হয়ে যাওয়ার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। পরবর্তী সময়ে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আঘাত সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত আঘাতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থগিত করার আদেশ দেন। (আহমাদ ২/২১৭)

অধিকাংশ সাহাবী এবং তাদের পরবর্তীগণের মতামত হল এই যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যদি আঘাতকারীকে অনুরূপ আঘাত করার অনুমতি দেয়া হয় এবং তাতে যদি প্রথম আঘাতকারী মারা যায় তজ্জন্য প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির লোকদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা।

অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দিলে সে দায়মুক্ত

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিবে, ওটা ঐ যখমকারীর জন্য কাফফারা হয়ে যাবে এবং যাকে যখম করা হয়েছে তার জন্য সাওয়াব বা সাওয়াবের কারণ হবে, যা আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে। এ বিষয়ে আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কেহ যদি দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আক্রমণকারী অপরাধ হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে। (তাবারী ১০/৩৬৭) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন, 'আতা ইবনূস সাবি (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি আক্রমণকারীর উপর থেকে তার দাবী তুলে নেয় তাহলে আক্রমণকারী তার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। (তাবারী ১০/৩২৬) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ এ আয়াত সম্পর্কে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ ব্যক্তি হল যাকে যখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আবূ ইসহাক আল হামদানীও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কোন ব্যক্তির দেহে যদি কারও দ্বারা কোন যখম হয় এবং সে তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তার সেই পরিমাণ পাপ ক্ষমা করে দেন।' (আহমাদ ৫/৩১৬) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/৩৩৫, ১০/৩৬৪) আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـــئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তারা যালিম।' পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরীর মধ্যে কম বেশি আছে, যুল্মেরও কম বেশি আছে এবং ফিসকের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে।

৪৬। আর আমি তাদের পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম, সে তার পূর্ববর্তী কিতাবের (তাওরাতের) সত্যায়নকারী ছিল এবং আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত এবং আলো ছিল, আর ওটা তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করত এবং এটা সম্পূর্ণ রূপে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও নাসীহত ছিল।

٤٦. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

٤٧. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ	**৪৭। আহলে ইঞ্জীলের উচিত - আল্লাহ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করা, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম প্রদান করেনা, তাহলে তো এ রূপ লোকই পাপাচারী ফাসিক।**

আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) ইঞ্জীল প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ আমি ঈসাকে বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী করে পাঠিয়েছিলাম। সে তাওরাতকে বিশ্বাস করত এবং ওর নির্দেশ অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফাইসালা করত। আমি তাকে স্বীয় কিতাব ইঞ্জীল প্রদান করেছিলাম। তাতে সত্যের হিদায়াত ছিল, আর ছিল কাঠিন্য ও জটিলতার ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলির অনুকরণ। কতগুলি মাসআলার তাতে স্পষ্ট ফাইসালা ছিল, যেগুলিতে ইয়াহুদীরা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যই আলেমদের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, ইঞ্জীল তাওরাতের কতক হুকুম মানসূখ করে দিয়েছে। ইঞ্জীল দ্বারা পুণ্যবান লোকেরা হিদায়াত, ওয়ায ও উপদেশ লাভ করত এবং এর ফলে তারা সাওয়াব লাভের প্রতি আগ্রহী হত এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকত। 'ওয়াল য়্যাহকুম আহলুল ইঞ্জীলে' এখানে 'আহলাল ইঞ্জীলে'ও পড়া হয়েছে। এ অবস্থায় وَلْيَحْكُمْ শব্দটি كَى এর অর্থে হবে। তখন ভাবার্থ হবে, আমি ঈসাকে ইঞ্জীল এ জন্যই প্রদান করেছি যেন সে তার যুগে তার অনুসারীদেরকে ওটা অনুযায়ীই পরিচালিত করে। আর যদি মাশহুর কিরা'আত وَلْيَحْكُمْ অনুযায়ী لاَم -কে আমরের لاَم মনে করা হয় তাহলে তখন অর্থ হবে ঃ তাদের উচিত যে, তারা ইঞ্জীলের সমস্ত আহকামের উপর ঈমান আনে এবং ওটা অনুযায়ী ফাইসালা করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

তুমি বলে দাও ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব তুমি এই কাফিরদের জন্য মনঃক্ষুন্ন হয়োনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৮) অন্যত্র আছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭) যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশমত ফাইসালা করেনা তারা আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে পড়েছে, সত্যকে পরিত্যাগ করেছে, বাতিলের উপর আমল করেছে। আয়াতটির ভ়র্ণনা

ধারা অনুযায়ী ইহাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এটি খৃষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর পূর্বে এ বর্ণনা দেয়াও হয়েছে।

٤٨. وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا	৪৮। আর আমি এই কিতাবকে (কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত, (এবং) ওর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যায়নকারী এবং ঐ সব কিতাবের বিষয় বস্তুর সংরক্ষকও। অতএব তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা কর, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করনা, তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে

আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।	فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
৪৯। আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেনা, এবং তাদের দিক থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে; অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।	٤٩. وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ
৫০। তাহলে কি তারা অজ্ঞতা যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম ফাইসালাকারী?	٥٠. أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য কুরআনী আইনের সাহায্য নিতে হবে

তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর এখন কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ আমি এ কুরআনকে হক ও সত্যতার সাথে নাযিল করেছি। নিশ্চিতরূপে এটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এবং এটি তাঁরই কালাম বা কথা। مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ এটি পূর্ববর্তী সমুদয় কিতাবের সত্যতা স্বীকার করছে এবং ঐসব কিতাবেও এর প্রশংসা ও গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ কিতাবগুলির মধ্যে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, এ পবিত্র ও সর্বশেষ কিতাবটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর অবতীর্ণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানী লোক এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং একে মেনে চলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ ءَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮)

'তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছিলেন, সবগুলিই সত্যে পরিণত হয়েছে এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেই গেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'মুহাইমিন' অর্থ হল বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন সম্পর্কে বলেছেন যে, ইহা এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ যা পূর্ববর্তী পবিত্র কিতাবসমূহের বাণীর উপর স্থান পেয়েছে। (তাবারী ১০/৩৭৯) ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) 'আতা আল

খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১০/৩৭৭, ৩৮০) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ কুরআন যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লিখিত বাণীসমূহের মূলসহ লিখিত সর্বশেষ নাযিলকৃত বিশ্বস্ত কিতাব, তাই পূর্বের কোন কিতাবে লিখিত কোন বিষয় যদি কুরআনে থাকে তাহলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, আর যদি কুরআনে না থাকে এবং পূর্বের কিতাবেও না থাকে তাহলে তা (উক্ত কিতাবে পরিবর্তন করা হয়েছে এ বিশ্বাস রেখে) বিশ্বাস করা যাবেনা। আল ওয়ালিবি (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে 'মুহাইমিনান' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সাক্ষী' (তাবারী ১০/৩৭৭) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আল আওফি (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'মুহাইমিনান' শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য কিতাবসমূহের উপর প্রাধান্য লাভকারী। (তাবারী ১০/৩৭৯) এ সমস্ত অর্থই 'মুহাইমিন' শব্দের অর্থের আওতায় এসে যায়। আল কুরআন একদিকে হল বিশ্বাসযোগ্য, সাক্ষী এবং অন্যদিকে কুরআনের পূর্বে যতগুলি ধর্মীয় গ্রন্থ আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন তাদের সবার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রভাব বিস্তারকারী ও সত্যায়নকারী। আল্লাহ তা'আলা মহান মর্যাদাময় কুরআনকে সর্বশেষ কিতাব হিসাবে মানব কল্যাণের জন্য নাযিল করেছেন যাতে কোন ত্রুটি নেই এবং যাতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঠিক বাণীসমূহও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং নতুন নতুন বিষয়সমূহও আল্লাহর তরফ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা একে আস্থাভাজন, সাক্ষী এবং অন্যান্য কিতাবের উপর স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সর্বশেষ কিতাব কুরআনের বাণীকে তিনিই সংরক্ষণ করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

আমিই যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯) আল্লাহ বলেন ঃ

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ হে মুহাম্মাদ! সুতরাং তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বিচার কর, আরাব হোক অথবা অনারাব হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক। 'আল্লাহর নাযিলকৃত' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অহী। হয় সেটা এ কিতাবের আকারেই হোক, না হয় আল্লাহ তা'আলা যে পূর্ববর্তী আহকাম তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাই হোক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ

আয়াতের পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফাইসালা করা ও না করার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অহী মোতাবেক ফাইসালা করা যরুরী। (তাবারী ১০/৩৩২) তাঁকে বলা হচ্ছে ঃ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ হে নাবী! এ দুর্ভাগা অজ্ঞরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে আহকাম তৈরী করে নিয়েছে এবং ওর কারণে আল্লাহর কিতাবকে যে পরিবর্তন করে ফেলেছে, কোনক্রমেই তুমি তাদের প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে সত্যকে ছেড়ে দিওনা। তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি রাস্তা এবং পন্থা তৈরী করে দিয়েছি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'شِرْعَةٌ' শব্দের অর্থ হচ্ছে মসৃণ পথ। (তাবারী ১০/৩৮৭) এর পরে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً 'যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন।' অতএব জানা গেল যে, পূর্ব সম্বোধন শুধু এ উম্মাতকেই নয়, বরং এর সম্বোধন হচ্ছে সকল উম্মাতের প্রতিই। আর এতে আল্লাহ তা'আলার খুব বড় ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে যে, যদি তিনি চাইতেন তাহলে সমস্ত লোককে একই শারীয়াত ও একই দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন, কোন সময়েও কোন প্রকার পরিবর্তন আসতনা। কিন্তু মহান প্রভুর পরিপূর্ণ হিকমাত ও কলাকৌশলের চাহিদা এই যে, তিনি পৃথক শারীয়াত নির্ধারণ করবেন, একের পর অন্য নাবী প্রেরণ করবেন, কোন নাবীর হুকুমকে পরবর্তী নাবীর মাধ্যমে বদলিয়ে দিবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দীন মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য সর্বশেষ নাবী করে পাঠানো হয়। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ এ বিভিন্ন শারীয়াত দেয়া হয়েছে শুধু তোমাদের পরীক্ষার জন্য, যেন তিনি তোমাদের বাধ্য ও অনুগত লোকদেরকে পুরস্কার এবং অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেন। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি যেন ঐ জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ কিতাব। অতএব তোমাদের উচিত মঙ্গল ও উত্তম কাজের দিকে দৌড়ে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর শারীয়াত মেনে চলতে আগ্রহী হওয়া এবং সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে প্রাণে আনুগত্য করা। হে লোকসকল! তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল

আল্লাহরই কাছে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মতভেদের মধ্যে প্রকৃত মত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিতদের তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং মিথ্যা ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধবাদী ও প্রবৃত্তি-পূজারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, যারা হককে মানা তো দূরের কথা, বরং হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই উত্তম।

অতঃপর প্রথম কথার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ যে হুকুম করেছেন তদনুরূপ বিচার করতে এবং ওর বিপরীত থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি যেন এ বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী, মিথ্যাবাদী, কাফির ইয়াহুদীর কথার ফাঁদে পড়ে আল্লাহর কোন হুকুম থেকে এদিক ওদিক চলে না যাও। যদি তারা তোমার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শারীয়াত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, তাদের কলংকময় কার্যাবলীর কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই নেমে আসবে। এ জন্যই ভাল কাজের তাওফীক তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ফাসেক অর্থাৎ হকের আনুগত্য হতে বাইরে, আল্লাহর দীনের বিরোধী এবং হিদায়াত হতে দূরে। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِى ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কা'ব ইব্ন আসাদ, ইব্ন সালুবা, আবদুল্লাহ ইব্ন শুরা' এবং শাস ইব্ন কায়িস বলাবলি করছিল ঃ চল আমরা মুহাম্মাদের কাছে যাই এবং তাকে তার ধর্ম হতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করি। সুতরাং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল এবং বলল ঃ আমাদের এবং আমাদের কাওমের মধ্যে একটা বিবাদ

আছে, আপনি আমাদের মতানুযায়ী এর মীমাংসা করে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটা অস্বীকার করলেন। ঐ সম্পর্কেই এ আয়াতটি (৫ ঃ ৪৯) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১০/৩৯৩)

এরপর মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলোর কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছেন ঃ যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দূরে সরে থাকে যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরে রয়েছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হুকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা লোকেরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। যেমন আহলে জাহেলিয়াত ও আহলে দালালাত (গুমরাহ সম্প্রদায়) নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক হুকুম-আহকাম জারী করত। যেমন তাতারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে চেঙ্গিস খানী হুকুমের অনুসরণ করত, যার নাম হল 'আল-ইয়াসিক'। ওটা ছিল বহু ধর্মের সম্মিলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শারীয়াত ও মাযহাব হতে ছেঁটে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহুদিয়াত, নাসরানিয়াত, ইসলামিয়াত ইত্যাদি সমস্ত আহকামের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা শুধুমাত্র তার নিজস্ব জ্ঞান, মত ও চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে প্রবৃত্তিরও সংযোগ ছিল। পরবর্তীতে ঐ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট আমলের যোগ্য বিবেচিত হত এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত না তারা ঐসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন হুকুম গ্রহণ না করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ তাহলে কি তারা অজ্ঞতার যুগের মীমাংসা কামনা করে? **وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ** দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কাজে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কার হুকুম বেশি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারে? ঈমানদার ও পূর্ণ বিশ্বাসীগণ খুব ভাল করেই জানে যে, আহকামুল হাকিমীন, আরহামুর রাহিমীনের চেয়ে বেশি উত্তম, স্বচ্ছ, সহজ ও পবিত্র আহকাম, মাসায়েল এবং কাওয়ায়েদ আর কারও হতে পারেনা। মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়া-পরবশ হতে পারে

তার চেয়েও বেশি তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের উপর মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিরাট শক্তি এবং ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারী। তাবারানীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত যে ইসলামে অজ্ঞতা যুগের নিয়ম-কানুন ও চাল-চলন অনুসন্ধান করে এবং বিনা কারণে কেহকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে এবং তাতে কিছু বেশি বর্ণনা আছে। (তাবারানী ১০/৩৭৪, ফাতহুল বারী ১২/২১৯)

<table>
<tr><td>**৫১। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা।**</td><td>٥١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ</td></tr>
<tr><td>**৫২। এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব**</td><td>٥٢. فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا</td></tr>
</table>

দَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ	আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।
৫৩. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ	৫৩। আর মুসলিমরা বলবে ঃ আরে! এরাই নাকি তারা, যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করত, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? এদের সমস্ত কাজই ব্যর্থ হয়ে গেছে, ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে রইল।

ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং
ইসলামের শত্রুদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শত্রু ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন ঃ তারা কখনও তোমাদের বন্ধু হতে পারেনা, কেননা তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে। হ্যাঁ, তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। উমার (রাঃ) আবূ মূসাকে (রাঃ) এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন করেছিলেন এবং এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার উমার (রাঃ) আবূ মূসা আল আশআরীকে (রাঃ) তার প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব পাঠাতে আদেশ করেন। আবূ মূসার (রাঃ) একজন খৃষ্টান অনুলেখক ছিল যাকে উমারের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেন। উমার (রাঃ) যেভাবে চেয়েছিলেন ঐভাবে খৃষ্টান লোকটি তার কাজ করে দেয়ায় তিনি খুবই খুশি হন এবং তার কাজের প্রশংসা করে বলেন ঃ এ লোকটি খুবই দক্ষ। উমারের (রাঃ) কাছে সিরিয়া থেকে আসা একটি চিঠির ব্যাপারে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এ চিঠিটি মাসজিদে বসে আমাদের সকলকে পাঠ করে শোনাবে? আবূ মূসা (রাঃ) বললেন ঃ তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ কেন, সে কি পবিত্র নয়? আবূ মূসা (রাঃ) বললেন ঃ না তা নয়, সে খৃষ্টান। অতঃপর আবূ মূসা (রাঃ) বলেন ঃ এতে উমার (রাঃ) আমার উপর রেগে গেলেন এবং আমার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বললেন ঃ এখনি তাকে পবিত্র মাদীনা থেকে বের করে দাও। তুমি কি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء এ আয়াতটি পাঠ করনি? (দুররুল মানসুর ৩/১০০)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা বলেন ঃ ‘হে লোকসকল! তোমরা এ থেকে বেঁচে থাক যে, তোমরা নিজেরা জানতেই পারবেনা, অথচ আল্লাহর কাছে ইয়াহুদী ও নাসারা বলে পরিগণিত হবে।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বুঝে গেলাম যে, এ আয়াতের ভাবার্থই তার উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে ঃ

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ভালবাসা স্থাপন করে এবং অজুহাত পেশ করে বলে ঃ এরা যদি মুসলিমদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে না জানি আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ জন্যই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখছি। কেহকে চটিয়ে আমাদের লাভ কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ খুব সম্ভব, আল্লাহ মুসলিমদেরকে স্পষ্ট বিজয় দান করবেন। (তাবারী ১০/৪০৫) মাক্কাও তাদের হাতে বিজিত হবে এবং শাসনকর্তা তারাই হবে। আল্লাহ তাদেরই পায়ের নীচে হুকুমাত নিক্ষেপ করবেন অথবা ইয়াহুদী নাসারাদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করার নির্দেশ তিনি মুসলিমদেরকে প্রদান করবেন। সুতরাং আজ যেসব মুনাফিক গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে

সংযোগ স্থাপন করছে এবং নেচে খেলে বেড়াচ্ছে, সেদিন এ চালাকির জন্য তাদেরকে রক্তাশ্রু ঝরাতে হবে। তাদের পর্দা সেদিন খুলে যাবে। ঐ সময় মুসলিমরা তাদের এ চক্রান্তের উপর বিস্ময়বোধ করবে এবং বলবে ঃ আরে! এরাই কি ওরা যারা আমাদেরকে শপথ করে করে বলত যে, তারা আমাদের সাথেই আছে! তারা যা কিছু করেছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেল।

৫৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবেনা; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।	٥٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
৫৫। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ - যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং বিনম্র।	٥٥. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ

ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ	
٥٦. وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ	**৫৬। আর যারা বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, তাহলে তারা আল্লাহর দলভুক্ত হলো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই বিজয়ী।**

ইসলাম ত্যাগ করলে অন্য আদম সন্তান দ্বারা তা পূরণ করার সাবধান বাণী

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি কেহ এ পবিত্র দীন ত্যাগ করে, তাহলে সে ইসলামের একটুও ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ তাদের পরিবর্তে এমন লোকদেরকে এ সত্য ধর্মের খিদমাতে লাগিয়ে দিবেন যারা সবদিক দিয়েই এদের চেয়ে উত্তম হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم.

এবং যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮)

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোকসকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৯) আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা মোটেই কঠিন কিংবা অসাধ্য নয়। তিনি বলেন, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ এসব আয়াতের ভাবার্থ ওটাই যা বর্ণনা করা হল। হককে ছেড়ে দিয়ে বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়াকে اِرْتِدَاد বলা হয়।

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ এখানে ঐ পূর্ণ ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা তাদের বন্ধুদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলিমদের প্রতি) খুবই কোমল ও নম্র হবে, কিন্তু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ২৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বন্ধুদের সামনে ছিলেন হাসিমুখ ও প্রফুল্ল চেহারা বিশিষ্ট, আর শত্রুদের সামনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সংগ্রামী বীর পুরুষ। মুসলিমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়না, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনা, ক্লান্ত হয়ে পড়েনা, ভীরুতা প্রকাশ করেনা এবং বিলাসপ্রিয় হয়না। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করতে গিয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেনা। আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ভাল কাজের হুকুম করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি কাজে তারা সদা নিমগ্ন থাকে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমার বন্ধু (মুহাম্মাদ (সাঃ)) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে উঠাবসা করা। (২) (পার্থিব বিষয়ে) নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে নযর না দেয়া। (৩) রক্তের সম্পর্ক যুক্ত রাখা যদিও তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। (৪) কারও কাছে কিছু না চাওয়া। (৫) তিক্ত হলেও সত্য কথা বলা। (৬) আল্লাহর ব্যাপারে (ধর্মীয় কাজে) কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করা।

(৭) অধিকাংশ সময় *‘লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’* এ কালেমাটি পাঠ করা, কেননা এটা আরশের কোষাগার।’ (আহমাদ ৫/৪০৫, তিরমিযী ৬/৫৩১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৩২)

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে ঃ ‘মু’মিনের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘ঐ বিপদ সে নিজের উপর উঠিয়ে নিবে যা বহন করার শক্তি তার নেই।’ (আহমাদ ৫/১৫৯) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের এ গুণাবলী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বিশেষ দান। এর তাওফীক তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে। তাঁর অনুগ্রহ খুবই প্রশস্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী। এত বড় নি‘আমাতের হকদার কে তা তিনিই খুব ভাল জানেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ তোমাদের বন্ধু কাফিরেরা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং মু’মিনদের সাথে। মু’মিন তো তারাই যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে যে, তারা নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করে যা ইসলামের একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং যাকাত প্রদান করে যা আল্লাহর দুর্বল ও মিসকীন বান্দাদের হক। শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কিছু লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, ওটা **وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** (২ ঃ ৩) থেকে **حَال** হয়েছে। অর্থাৎ তারা রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। কেননা যদি এটা মেনে নেয়া হয় তাহলে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, রুকু অবস্থায় যাকাত দেয়া উত্তম। অথচ কোন আলেমই এ কথা বলেননা। অতএব **وَهُمْ رَاكِعُونَ** এর অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহর ঘর মাসজিদে জামা’আতে সালাত আদায় করে এবং মুসলিমদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সাদাকাহ হিসাবে ব্যয় করে। আয়াতগুলির শেষে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু’মিনদের সাথে

বন্ধুত্ব রাখে সে আল্লাহর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীই জয়যুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ. لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ.

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১-২২) অতএব যে কেহ আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হবে, তাকে দুনিয়ায়ও সাহায্য করা হবে এবং পরকালেও সে সফলকাম হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন।

৫৭। হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করে	٥٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟

ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।
٥٨. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ	৫৮। আর যখন তোমরা সালাতের (আযান দ্বারা) আহ্বান কর তখন তারা ওর সাথে উপহাস করে; এর কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক যারা মোটেই জ্ঞান রাখেনা।

কাফিরদের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের মনে অমুসলিমদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে বলছেন, তোমরা কি এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে যারা তোমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে হাসি তামাশা করছে? এই কাফির মুশরিকরা ইসলামের মূল কার্যাবলী (যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত) সম্পাদনকারীদের প্রতি তাদের নিকৃষ্টতম ভাষায় নিন্দা করে, অথচ এসব কার্যাবলী হল ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের সোপান। তারা এ সমস্ত বিষয়ে শুধু নিন্দা বা কটাক্ষই করেনা, বরং তাদের হাসি তামাসার বিষয় বলে গণ্য করে থাকে। ইহা এ জন্য যে, তারা বিভ্রান্ত, সঠিক পথ হতে বিচ্যুৎ এবং কঠোর হৃদয় সম্পন্ন। مِن শব্দটি بَيَان جِنْس এর জন্য এসেছে, যেমন اَلْاَوْثَان এর মধ্যে। কেহ কেহ অল কুফ্ফারে পড়েছেন এবং عَطْف করেছেন। আবার কেহ কেহ ওয়াল কুফ্ফারা পড়েছেন এবং لاَ تَتَّخِذُوْا এর مَعْمُوْل বানিয়েছেন। তখন تَقْدِيْر عِبَارَت হবে ওয়ালাল কুফ্ফারা আউলিয়ায়া এরূপ। এখানে كُفَّار দ্বারা মুশরিকদেরকে

বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে ‘ওয়া মিনাল্লাযিনা আশরাকু ’এরূপ রয়েছে। (তাবারী ১০/৪৩০) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। এরা তো তোমাদের দীনের সাথে, আল্লাহর সাথে এবং শারীয়াতের সাথে শত্রুতা করছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

মু’মিনগণ যেন মু’মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮)

কাফিরেরা আযান এবং সালাত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا আহলে কিতাবের এ কাফিরেরা এবং মুশরিকরাও এ সময়েও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে যখন তোমরা সালাতের জন্য আযান দাও। অথচ এটাই আল্লাহ তা‘আলার সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত। কিন্তু এ নির্বোধরা এটুকুও জানেনা। তাই তারা শাইতানের অনুসারী। আর শাইতানের অবস্থা এই যে, আযান শোনামাত্রই সে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু বের করে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়ে থেমে যায় যেখানে আযানের শব্দ পৌঁছেনা। তারপর আবার ফিরে আসে এবং তাকবীর শুনে পালিয়ে যায়। তাকবীর দেয়া শেষ হলেই সে পুনরায় এসে পড়ে এবং সালাত আদায়কারীকে বিভ্রান্ত করার কাজে লেগে যায়। তাকে সে এদিক ওদিকের বিস্মরণ হয়ে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনকি কত রাক‘আত সালাত আদায় করা হয়েছে তাও তার স্মরণ থাকেনা। যখন এরূপ অবস্থা ঘটবে তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাহু সাজদাহ করতে হবে। (বুখারী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১; মুসলিম ১/২৯১, ৩৯৮) ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে আযানের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই (৫ ঃ ৫৭) পাঠ করেন।

৫৯। তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দুষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ঈমান (এর গন্ডি) হতে বহির্ভূত।	٥٩. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ
৬০। তুমি বলে দাও ঃ আমি কি তোমাদেরকে এরূপ পন্থা হিসাবে ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ বলে জান) এরূপ সংবাদ দিব যা আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা ঐ সব লোকের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন ও যাদেরকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদাত করছে তারা মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।	٦٠. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ
৬১। আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফরী নিয়েই এসেছিল এবং তারা কুফরী	٦١. وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ

ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلۡكُفۡرِ وَهُمۡ قَدۡ خَرَجُواْ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكۡتُمُونَ	নিয়েই চলে গেছে; এবং আল্লাহ তো খুব ভাল জানেন যা তারা গোপন রাখে।
٦٢. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنۡهُمۡ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ	৬২। আর তুমি তাদের মধ্যে অনেককে দেখবে, দৌড়ে দৌড়ে পাপ, যুল্ম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা খুব মন্দ কাজ করছে।
٦٣. لَوۡلَا يَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ	৬৩। তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে আহলে কিতাবরা মুসলিমদের প্রতি ক্ষুব্ধ

নির্দেশ হচ্ছে ঃ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ হে মু'মিনগণ! যেসব আহলে কিতাব তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ ও

উপহাস করছে তাদেরকে বল, তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছ তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং এটা কোন ঈর্ষার কারণ নয় এবং কোন নিন্দারও কারণ নয়। এটা **اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ** হয়েছে।

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ

তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে ঃ 'ইব্ন জামীল ওরই বদলা নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৮৮, মুসলিম ২/৬৭৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ

তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৯) অর্থাৎ সোজা-সরল পথ থেকে তোমরা সরে পড়েছ। অতএব এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে ঃ আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই সীমা লংঘনকারী, সত্য পথ হতে বিচ্যুত।

কিয়ামাত দিবসে আহলে কিতাবরা কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ তোমরা আমাদের সম্পর্কে যে ধারণা করছ, তাহলে এসো, তোমাদেরকে বলি যে, আল্লাহর নিকট প্রতিফল প্রাপক হিসাবে কে অধিক নিকৃষ্ট! আর এরূপ তোমরাই বটে। কেননা এরূপ অভ্যাস তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদেরকে স্বীয় রাহমাত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, যাদের উপর তিনি এত রাগান্বিত হয়েছেন যে, এরপর আর সন্তুষ্ট হওয়ার নয় এবং যাদের কোন কোন দলের আকার বিকৃত করে তাদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন তারা তো তোমরাই। সূরা

বাকারায় এর পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ এখন যেসব বানর ও শূকর রয়েছে এগুলো কি ওরাই? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ

‘যে কাওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাদের বংশধর কেহ থাকেনা। (অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন)। তাদের পূর্বেও শূকর ও বানর ছিল।’ (মুসলিম ৪/২০৫১) এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে সহীহ মুসলিম ও নাসাঈতেও রয়েছে।

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ভাবার্থ এই যে, তোমরা ওরাই যাদের মধ্যে তাগুতের পূজা করা হয়েছে। মোট কথা, আহলে কিতাবকে দোষারোপ করে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা তো আমাদেরকে দোষারোপ করছ, অথচ আমরা একাত্মবাদী। আমরা শুধু এক আল্লাহকে মেনে থাকি। আর তোমরা তো হচ্ছ ওরাই যে, তোমাদের মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ কারণেই শেষে বলা হয়েছে, এ লোকেরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ের। তারা সীরাতে মুসতাকীম থেকে বহু দূরে। তারা ভুল ও বিভ্রান্তির পথে রয়েছে। এখানে اِسْم تَفْضِيْل ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এত অধিক পথভ্রষ্ট আর কেহই হতে পারেনা। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে।

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (*সূরা* ফুরকান, ২৫ ঃ ২৪)

মুনাফিকরা ঈমান প্রদর্শন করলেও, অন্তরে কুফরী গোপন রাখে

অতঃপর মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়ে বলেন ঃ বাহ্যিকভাবে তো মু’মিনদের সামনে তারা ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের ভিতর কুফরীতে পরিপূর্ণ। তারা তোমার কাছে কুফরী অবস্থায়ই আগমন করে এবং যখন ফিরে যায় তখন কুফরী অবস্থায়ই ফিরে যায়। তোমার কথা ও উপদেশ তাদের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। ভিতরের এ কলুষতা দ্বারা কি উপকার তারা লাভ করবে? যাঁর কাছে তাদের কাজ, তিনি আলীমুল গায়িব। অদৃশ্যের সমস্ত খবরই

তিনি জানেন। তাদের অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে এর পূর্ণ ফল ভোগ করতে হবে।

হে নাবী! তুমি তো স্বচক্ষে দেখছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে কিভাবে পাপ, যুল্ম এবং ঘুষ ও সুদ ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে! তাদের কৃতকর্মগুলো অত্যন্ত জঘন্য হয়ে গেছে।

নিষিদ্ধ কাজ হতে বাধা না দেয়ায় ইয়াহুদী-খৃষ্টান যাজকদের নিন্দা করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ তাদের অলী-উল্লাহরা অর্থাৎ আবেদ ও আলেমরা তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখছেনা কেন? প্রকৃতপক্ষে ঐসব আবেদ ও আলেমদের (রুহবান ও আহবার) কাজগুলোও খারাপ হয়ে গেছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, أَحْبَارُ হল তারা যাদের ধর্মীয় জ্ঞান আছে কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই, আর رَبَّانِيُّونَ দের ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সাথে প্রশাসনিক ক্ষমতাও রয়েছে। (তাবারী ১০/৪৫০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলেম ও ফকীর দরবেশদের প্রতি ধমকের জন্য এর চেয়ে বেশি কঠিন আয়াত কুরআন কারীমে আর একটিও নেই। (তাবারী ১০/৪৪৯) একদা আলী (রাঃ) এক খুৎবায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকত এবং তাদের রুহবান এবং আহবারগণ এতে বাধা দিতনা। তাদের লোকেরা ঐ খারাপ কাজগুলো করতে থেকেছে, অথচ তাদের প্রতি হদ জারী করা হতনা। যখন এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হল তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই তোমাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। বিশ্বাস রেখ যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না তোমাদের রিয্ক বা খাদ্য কমাবে, আর না তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে। (কানযুল উম্মাল ৩/৩৬৩)

সুনান আবূ দাউদে জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'যে কাওমের মধ্যে কোন লোক অবাধ্যতার কাজ করে এবং ঐ কাওমের লোকগুলো বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখেনা, তাহলে আল্লাহ সবারই উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন।' সুনান ইব্ন মাজাহয়ও এ বর্ণনাটি রয়েছে। (আবূ দাউদ ৪/৫১০, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯)

٦٤. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

৬৪। আর ইয়াহুদীরা বলে ঃ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ, এবং তাদের এই উক্তির দরুণ তারা অভিশপ্ত। বরং তাঁর (আল্লাহর) তো উভয় হাত উম্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন; আর যে বিষয় তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয় তা তাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা নিক্ষেপ করেছি কিয়ামাত পর্যন্ত; যখনই (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন; তারা ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়; আর আল্লাহ অশান্তি বিস্তার - কারীদেরকে ভালবাসেননা।

৬৫। আর এই আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারাহ্) যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে নি'আমতের উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।	٦٥. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৬৬। আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি 'আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত; তাদের একদল তো সরল পথের অনুগামী; আর তাদের অধিকাংশই এরূপ যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।	٦٦. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ

ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ

অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের একটি জঘন্য উক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মহান আল্লাহকে কৃপণ বলত। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দরিদ্রও বলত। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সেই অপবিত্র উক্তির বহু ঊর্ধ্বে। সুতরাং 'আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে আছে' এটার ভাবার্থ তাদের নিকট এই ছিলনা যে, তাঁর হাত বন্ধনযুক্ত রয়েছে। বরং এর দ্বারা তারা তাঁর কৃপণতা বুঝাতে চেয়েছিল। (তাবারী ১০/৪৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বাকরীতিই কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায়ও রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৯) সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ কৃপণতা থেকে এবং অযথা ও অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকতে বললেন। অতএব ইয়াহুদীদেরও 'হাত বন্ধনযুক্ত রয়েছে' এ কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ফিনহাস নামক ইয়াহুদী এ কথা বলেছিল। (তাবারী ১০/১৫৩) ঐ অভিশপ্ত ইয়াহুদী বলেছিল ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحۡنُ أَغۡنِيَآءُ

আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনবান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮১) ফলে আবূ বাকর (রাঃ) তাকে প্রহার করেছিলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, কৃপণ, লাঞ্ছিত এবং কাপুরুষ হচ্ছে তারা নিজেরাই। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَمۡ لَهُمۡ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلۡمُلۡكِ فَإِذًا لَّا يُؤۡتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا. أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও হিকমাত দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩-৫৪)

আল্লাহর হাত অবারিত, প্রশস্ত

আল্লাহ বলেন ঃ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ বরং তারা তো অন্যদের নি'আমাত দেখে জ্বলে পুড়ে মরে। তারা লাঞ্ছিত লোক, বরং আল্লাহর হাত খোলা রয়েছে, তিনি অনেক কিছু খরচ করতে রয়েছেন, তাঁর ফসল ও

অনুগ্রহ প্রশস্ত, তাঁর দান সাধারণ। সব জিনিসের ভাণ্ডার তাঁরই হাতে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব দিন-রাত সব জায়গায় তাঁরই মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ; তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪) মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত দিনের খরচ তাঁর ধনভাণ্ডারকে কমায়না। শুরু হতে আজ পর্যন্ত যত কিছু তিনি স্বীয় মাখলূককে তাঁর ডান হাতে যা রয়েছে তা থেকে দান করেছেন তা তাঁর ধনভাণ্ডারকে একটুও হ্রাস করেনি। তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অপর হাতে ধরে রেখেছেন যা তিনি উঁচু করেন এবং নীচু করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তোমরা আমার পথে খরচ কর, আমিও তোমাদেরকে দান করব। (আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫, মুসলিম ২/৬৯১)

মুসলিমদের প্রতি অহী নাযিল হলে ইয়াহুদীদের হিংসা ও কুফরী বৃদ্ধি পায়

ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا হে নাবী! তোমার কাছে আল্লাহর নি‘আমাত যত বৃদ্ধি পাবে, এ শাইতানদের কুফর ও হিংসা-বিদ্বেষ ততো বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে যেমন মু’মিনদের ঈমান, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে তেমনই এসব ইয়াহুদী ও মুশরিকদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ তাদের পরস্পরের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরীভাব কিয়ামাত পর্যন্ত মিটবেনা। তারা একে অপরের রক্ত পিপাসু। হক তথা সত্যের উপর তাদের একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তারা নিজেদেরই ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও শক্রতা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তারা মাঝে মাঝে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তাদের চক্রান্ত তাদেরই উপর প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহর শক্র। কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ভালবাসেননা।

আহলে কিতাবরা যদি তাদের কিতাব অনুসরণ করত তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ যদি এ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, আর হারাম ও হালাল মেনে চলত, তাহলে আমি তাদের কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম ও তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবিষ্ট করতাম এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করতাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনকে মেনে নিত, কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে মেনে নিলে কুরআনকে মেনে নেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে; কারণ ঐ দু'টি কিতাবের

সঠিক শিক্ষা এটাই যে, কুরআন সত্য। কুরআনের ও শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকারোক্তি পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে, সুতরাং যদি তারা এ কিতাবগুলিকে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মেনে নিত তাহলে ওগুলি তাদেরকে ইসলামের পথ দেখাত, যে ইসলামের প্রচার নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-শান্তিও প্রদান করতেন। আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ফলে যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হত। তখন উপর ও নীচের অর্থাৎ আসমান ও যমীনের বারাকাত তাদেরকে দান করা হত। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম। (*সূরা* আ’রাফ, ৭ ঃ ৯৬) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ তাদের মধ্যে একটি দল সরল-সঠিক পথের পথিকও রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কার্যকলাপ অতি জঘন্য। যেমন এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (*সূরা* আ’রাফ, ৭ ঃ ১৫৯) ঈসার (আঃ) কাওমের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (*সূরা* হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৭) অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আহলে কিতাবের জন্য যে সর্বোচ্চ শ্রেণী নির্ধারণ করেছেন তা হল *‘ইকতিসাদ’* যা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য যে স্তর রয়েছে তার

মধ্যম স্তর। উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এর উপরে একটি স্তর রয়েছে যা হল *'সাবিকুন'*। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ. جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্য পন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩২-৩৩) সুতরাং এ উম্মাতের তিন প্রকারের লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٦٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

৬৭। হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা।

রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার আদেশ এবং নিরাপত্তার আশ্বাস

মহান আল্লাহ এখানে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'রাসূল' এ প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ হে রাসূল! তুমি মানুষের কাছে আমার সমস্ত আহকাম পৌঁছে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করলেনও তাই।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করেছেন সে মিথ্যা বলেছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১২৪) এখানে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই নিম্নের এ আয়াতটিই গোপন করতেন ঃ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا

স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করছ, তুমি তাকে বলেছিলে ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে

সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৭) (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫, মুসলিম ১/১৬০)

সহীহ বুখারীতে যুহরীর (রহঃ) উক্তি রয়েছে, তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে রিসালাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মেনে নেয়া।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫১২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কথা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত উম্মাতই এর সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমানাত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং যেটা সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল তাতে সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হাজ্জের খুৎবায় সমস্ত সাহাবী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহর বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

'তোমরা আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তাহলে বল তো তোমরা কি উত্তর দিবে?" সবাই সমস্বরে বললেন ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দান করছি যে, আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের হক পূরাপুরি আদায় করেছেন এবং পূর্ণভাবে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।' তিনি তখন স্বীয় হাত ও মাথা আকাশ পানে উত্তোলন করে জনগণের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" (মুসলিম ২/৮৮৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ হে নাবী! তুমি যদি আমার হুকুম আমার বান্দা পর্যন্ত পৌঁছে না দাও তাহলে তুমি রিসালাতের হক আদায় করলেনা। তারপর এর যা শাস্তি তা তো নাবীর কাছে স্পষ্ট। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহর কাছ থেকে কুরআনের যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা থেকে তুমি যদি একটি আয়াতও গোপন কর তাহলে তুমি যেন তাঁর বাণী প্রচার করলেনা। (তাবারী ১০/৪৬৮) তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ তোমাকে লোকদের থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী আমি। তুমি নির্ভয় থাক, কেহই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রহরী রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগেই ছিলেন। তাঁর ঘুম হচ্ছিলনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আজ রাতে যদি আমার কোন হৃদয়বান সাহাবী আমাকে পাহারা দিত!' হঠাৎ আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে?' উত্তর এলো ঃ 'আমি সা'দ ইব্ন মালিক (রাঃ)।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কেন এখানে এসেছ?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি।' এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। (ফাতহুল বারী ১৩/২৩২, মুসলিম ৪/১৮৭৫, আহমাদ ৬/১৪১)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এটা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। এ আয়াতটি নাযিল হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবু হতে মাথা বের করে দিয়ে প্রহরীদেরকে বললেন ঃ

'তোমরা চলে যাও, আমি আমার প্রভুর আশ্রয়ে এসে গেছি। সুতরাং এখন তোমাদের পাহারা দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।' (তিরমিযী ৮/৪১০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে এটি গারীব। ইব্ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে এবং হাকীম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকীম বলেন যে, এর বর্ণনা ধারা সহীহ, তবে তারা তাদের সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। (তাবারী ১০/৪৬৯, হাকিম ২/৩১৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

হে মুহাম্মাদ! তুমি প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও, আল্লাহ যাকে চাইবেন সে'ই হিদায়াত লাভ করবে এবং যাকে চাইবেন সে বিপথে পরিচালিত হবে। অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ

তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু প্রচার করা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) কারণ হিদায়াত দানের ক্ষমতা আল্লাহর। তিনি কাফিরদেরকে হিদায়াত করবেননা। তুমি বাণী পৌঁছে দাও। হিসাব গ্রহণকারী হচ্ছেন আল্লাহ।

৬৮। তুমি বলে দাও ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব তুমি এই কাফিরদের জন্য মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।	٦٨. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ
৬৯। এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবেঈ এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কাজ করে, এইরূপ লোকদের	٦٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ	জন্য শেষ দিনে না কোন প্রকার ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

কুরআনের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কোন ধর্মের উপরই নেই যে পর্যন্ত তারা নিজ নিজ কিতাবের উপর এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ কিতাব অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান না আনবে। কিন্তু তাদের অবস্থাতো এই যে, যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের বিরোধিতা ও কুফর বাড়তে থাকে। সুতরাং হে নাবী! তুমি ঐ কাফিরদের জন্য দুঃখ ও আফসোস করে তোমার জীবনকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করনা।

খৃষ্টান ও মাজুসীদের বেদীন দলকে সাবেঈ বলা হয়। শুধুমাত্র মাজুসীদেরকেও সাবেঈ বলা হয়। এটা মাজুসীদের মত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার একটি দল ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা যাবূর পাঠ করত। তারা কিবলার পরিবর্তে অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করত এবং মালাইকা/ফেরেশতাদের পূজা করত। অহাব (রহঃ) বলেন যে, সাবেঈরা আল্লাহকে চিনত। নিজেদের শারীয়াত অনুযায়ী তারা আমল করত। তাদের মধ্যে কুফরের উৎপত্তি হয়নি। তারা ইরাক সংলগ্ন ভূমিতে বসবাস করত। তাদেরকে ইয়ালূসা বলা হত। তারা নাবীদেরকে মানত। এদের সবারই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভকারী এবং নির্ভয় হবে ওরাই যারা আল্লাহ উপর এবং কিয়ামাতের উপর সত্য ঈমান রাখে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। আর এটা সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত এই শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না হবে, যাকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং যারা এ সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই পরবর্তী জীবনের বিপদাপদ থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে। আর দুনিয়ায় ছেড়ে যাওয়া লোভনীয় জিনিসের জন্য তাদের কোনই দুঃখ ও আফসোস থাকবেনা। সূরা বাকারাহর তাফসীরে এ

বাক্যের বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

৭০। আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নাবী আগমন করত এমন কোন বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হতনা, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলত।	٧٠. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ
৭১। আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে, কোন শাস্তিই হবেনা, ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করলেন; তবুও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধিরই রইল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের কার্যকলাপসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।	٧١. وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের নিকট ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর আহকামের উপর আমল করবে এবং অহীর অনুসরণ করবে। কিন্তু তারা ঐ ওয়াদা ভেঙ্গে দেয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে লেগে পড়ে! আল্লাহর কিতাবের যে কথা তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পায় তা মেনে নেয় এবং যা তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে হয় তা পরিত্যাগ করে। শুধু

এটুকুই নয়, বরং তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং বহু রাসূলকে হত্যা করে ফেলে। কেননা তাঁরা তাদের কাছে যে আহকাম নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের মতের বিপরীত ছিল।

এত বড় পাপ করার পরেও তারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং মনে করতে থাকে যে, তাদের কোনই শাস্তি হবেনা। কিন্তু তাদের ভীষণ আধ্যাত্মিক শাস্তি হয়। অর্থাৎ তাদেরকে সত্য (হক) অনুধাবন করা থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হয় এবং অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়া হয়। না তারা হককে শুনতে পায়, আর না 'হিদায়াতকে দেখতে পায়। কিন্তু তবুও আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। আর এর পরেও তাদের অধিকাংশই ঐ রূপই থেকে যায়, অর্থাৎ তারা হক দর্শন থেকে অন্ধ এবং হক শ্রবণ থেকে বধির। আল্লাহ তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। কাজেই কে কিসের যোগ্য তা তিনি ভালই জানেন।

৭২। নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে - মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ নিজেই বলেছিল ঃ হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর! যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

٧٢. لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

৭৩। নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক', অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন অন্য কোনই (হক) মা'বূদ নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।	٧٣. لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৭৪। তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	٧٤. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৭৫। মসীহ্ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মাতা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। লক্ষ্য কর! আমি কিরূপে তাদের নিকট প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি। আবার লক্ষ্য কর! তারা উল্টা	٧٥. مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْءَايَٰتِ

ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ	**কোন দিকে যাচ্ছে?**

খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) প্রভু বলে মিথ্যা দাবী করে

এখানে খৃষ্টান দলগুলোর অর্থাৎ মালেকিয়্যাহ, ইয়াকূবিয়্যাহ এবং নাসতুরিয়্যাহদের কুফরের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মাসীহকেই (আঃ) প্রভু বলে মেনে থাকে। আল্লাহ তাদের এ উক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। মাসীহ (আঃ) তো আল্লাহর গোলাম ও নাবী ছিলেন। পার্থিব জগতে পা রেখে দোলনায়ই তাঁর মুখের প্রথম কথা ছিল ঃ

قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا

সে (ঈসা) বলল ঃ আমি তো আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩০) 'আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র' এ কথা তো তিনি বলেননি! বরং তিনি স্বীয় দাসত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

আল্লাহই আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর, ইহাই সরল পথ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৬) যৌবনের পরবর্তী বয়সেও তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর। যারা তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম ওয়াজিব।' যেমন কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৬) জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি চাবে তখন তাদের ব্যাপারে বলা হবে ঃ

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ

مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে ঃ আল্লাহ এসব জিনিস কাফিরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষকদের দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, শুধু মু'মিন ও মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে। (ফাতহুল বারী ৬/২০৭) এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

(*নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা)* এরপর ঐ লোকদের কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহকে তিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বূদ মনে করত।

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ

(*নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক')* ইয়াহুদীরা উযায়েরকে (আঃ) এবং খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত এবং আল্লাহকে তিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বূদ মনে করত। (তাবারী ১০/৪৮৩) সুদ্দী (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন, মাসীহকে (আঃ), তাঁর মাকে এবং আল্লাহকে মিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ মানত। এ সূরার শেষে এরই বর্ণনা রয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি

তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়িবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬) কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলবেন ঃ 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ বলে স্বীকার কর?' তিনি তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবেন এবং নিজের না জানার কথা ও নিরপরাধ হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন।

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতের যোগ্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মা'বূদ তিনিই। যদি এরা কুফরীপূর্ণ উক্তি থেকে বিরত না থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে এরা ধ্বংসাত্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে।

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদের এত কঠিন অপরাধ ও এত ভীষণ নির্লজ্জতা ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের দা'ওয়াত দিচ্ছেন এবং বলছেন ঃ এখনও যদি তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হও তাহলে তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে আমার রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দিব।

ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা বা দাস এবং তাঁর মা একজন সত্যবাদিনী

আল্লাহ বলেন ঃ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِه الرُّسُلُ মাসীহ আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই ছিলেন। তাঁর মত রাসূল তাঁর পূর্বেও অতীত হয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, انْ هُوَ الاَّ عَبْدٌ 'সে একজন গোলামই ছিল।'

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلاً لِّبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৯) তবে তিনি তাঁর উপর স্বীয় রাহমাত নাযিল করেছিলেন এবং বানী ইসরাঈলের জন্য তাঁকে একটি নিদর্শন বানিয়েছিলেন। তাঁর মা মু'মিনা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তিনি নাবী ছিলেননা। কেননা এটা হচ্ছে বিশেষণ বা গুণ বর্ণনার

স্থান। সুতরাং তিনি যে গুণের অধিকারিণী ছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ মা ও পুত্র উভয়ে পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, যা ভিতরে যাবে তা বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ তারা প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তাঁরা অন্যদের মত বান্দাই ছিলেন। আল্লাহর গুণাগুণ তাঁদের মধ্যে ছিলনা। যারা এরূপ দাবী করে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, লক্ষ্য কর! আমি কিভাবে খোলাখুলি তাদের সামনে আমার দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি! আবার লক্ষ্য কর যে, এত দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ফিরছে! কেমন ভ্রষ্ট মাযহাবের উপর তারা রয়েছে! কেমন জঘন্য ও দলীল প্রমাণহীন উক্তি তারা করছে!

৭৬। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদাত কর যা তোমাদের না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না কোন উপকার করার? অথচ আল্লাহই সব শুনেন, জানেন।	٧٦. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
৭৭। তুমি বল ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন করনা, এবং ঐ সম্প্রদায়ের (ভিত্তিহীন) কল্পনার উপর চলোনা যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে।	٧٧. قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟

عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ	**বস্তুতঃ তারা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিল।**

শির্ক বর্জন এবং ধর্মের ভিতর নতুন কিছু সংযোজন করতে নিষেধাজ্ঞা

এখানে আল্লাহকে ছেড়ে বাতিল মা'বূদগুলোর ইবাদাত করতে নিষেধ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, এসব লোককে বলে দাও ঃ

أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا যারা তোমাদের কোন ক্ষতি করার কিংবা উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখেনা তাদের তোমরা কেন পূজা করছ? যিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছুর খবর রাখেন সেই আল্লাহকে ছেড়ে যাদের শোনার, দেখার এবং উপকার কিংবা অপকার করার কোনই ক্ষমতা নেই, তাদের অনুসরণ করা কতই না নির্বুদ্ধিতার কাজ! হে আহলে কিতাব! তোমরা হক ও সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। যার যতটুকু সম্মান করার নির্দেশ রয়েছে তাকে ততটুকুই সম্মান কর। মানুষের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ নাবুওয়াত দান করেছেন তাদেরকে নাবুওয়াতের মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছে দিওনা। যেমন তোমরা মাসীহর ব্যাপারে ভুল করছ। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, তোমরা তোমাদের পীর, মুরশিদ, উস্তাদ এবং ইমামদের পিছনে লেগে পড়েছ। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অনুসারীদেরকেও করেছে পথভ্রষ্ট। তারা বহু দিন হতে সরল ও ন্যায়ের পথকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ভ্রান্তি ও বিদ'আতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে।

٧٨. لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ	**৭৮। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এই লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমা লংঘন করত।**

بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ	
٧٩. كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ	৭৯। তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে অপরকে নিষেধ করতনা; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।
٨٠. تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ	৮০। তুমি তাদের (ইয়াহুদীদের) অনেককে দেখবে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে; যে কাজ তারা ভবিষ্যতের জন্য করেছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলতঃ তারা আযাবে চিরকাল থাকবে।
٨١. وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ	৮১। আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো এবং নাবীর প্রতি এবং ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা তাঁর নাবীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল, তাহলে তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) কখনও বন্ধু রূপে গ্রহণ করতনা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

বানী ইসরাঈলের অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ প্রদান

ইরশাদ হচ্ছে ঃ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ বানী ইসরাঈলের কাফিরেরা প্রাচীনতম অভিশপ্ত। দাউদ (আঃ) ও ঈসার (আঃ) যুগে তারা অভিশপ্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা তারা ছিল আল্লাহর অবাধ্য এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যাচারী। তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর, কুরআন প্রভৃতি সমস্ত কিতাবই তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করে আসছে। তারা নিজেদের যুগেও একে অপরকে খারাপ কাজ করতে দেখেছে। كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হারাম কাজগুলো তাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে চলত এবং কেহ কেহকেও নিষেধ করতনা। এ ছিল তাদের জঘন্য কাজ।

ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করার তাগিদ

মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! হয় তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের উপর স্বীয় পক্ষ থেকে শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা তিনি কবূল করবেননা।' (আহমাদ ৫/৩৮৮, তিরমিযী ৬/৩৯১) সহীহ হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেহ কেহকে শারীয়াত গর্হিত কাজ করতে দেখলে তাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা তার উপর ফার্য। যদি এটার ক্ষমতা তার না থাকে তাহলে তার উচিত, সে যেন তাকে কথা দ্বারা বাধা দেয়। যদি ওটারও ক্ষমতা তার না থাকে তাহলে তার উচিত তাকে অন্তরে ঘৃণা করা, এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।' (মুসলিম ১/৬৯)

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে জায়গায় পাপ ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যদি ঐ শারীয়াত বিরোধী কাজে অসন্তুষ্ট হয় (আর একটি বর্ণনায় আছে যে, যদি ঐ কাজে বাধা দেয়) তাহলে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যারা সেখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু ঐ শারীয়াত বিরোধী কাজে তারা সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত আছে।' (আবূ

দাঊদ ৪৩৪৫) আবূ দাঊদে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'লোকদের ওযর দেয়ার সুযোগ যে পর্যন্ত লুপ্ত না হবে সে পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবেনা।' (আবূ দাঊদ ৪৩৪৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'সাবধান! কেহকে যেন লোকদের ভয়ে সত্য কথা বলা থেকে বিরত না রাখে।' (ইব্ন মাজাহ ৪০০৭) এ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবূ সাঈদ (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা তো এরূপ দেখতে পাচ্ছি এবং মানুষের ভয় করছি। অন্য একটি হাদীসে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ।' (আবূ দাঊদ ৪/৫১৪, তিরমিযী ৬/৩৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুসলিমদের নিজেকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তা কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ঐ বিপদাপদকে মাথা পেতে নেয়া যা বরদাশত করার ক্ষমতা তার নেই।' (আহমাদ ৫/১৪০৫, তিরমিযী ৬/৫৩১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

মুনাফিকদের প্রতি তিরস্কার

ইরশাদ হচ্ছে ঃ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ অধিকাংশ মুনাফিককে তুমি দেখবে যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। তাদের এ কাজের কারণে অর্থাৎ মুসলিমদের বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে তারা তাদের জন্য বড় শাস্তি জমা করে রেখেছে। এরই প্রতিশোধ হিসাবে তাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। আর কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء যদি এ লোকগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান আনত তাহলে কখনও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতনা ও খাঁটি মুসলিমের সাথে শত্রুতা করতনা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়েছে এবং তাঁর অহী ও পবিত্র কালামের আয়াতগুলির বিরোধী হয়ে গেছে।

٨٢. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ	**৮২। তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শক্রতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে; এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়।**

(৫ ঃ ৮২) আয়াটি নাযিল হওয়ার কারণ

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এ আয়াতটি ঐ সময়ের ঘটনা বর্ণনা করছে যখন ইথিওপিয়ার বাদশা নাজ্জাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন এই পর্যবেক্ষণ করতে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ধরনের লোক এবং তাঁর কথাবার্তা, আচরণ কিরূপ। প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তিনি কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে তারা আল্লাহর প্রতি বিনম্র হয়ে কাঁদতে থাকেন এবং ইসলাম কবূল করেন। অতঃপর তারা নাজ্জাসীর কাছে ফিরে যান এবং পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করেন। (তাবারী ১০/৪৯৯, ৫০০) 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, তারা ছিল ঐ ইথিওপিয়ান যাদের কাছে মুসলিমরা হিজরাত করে বসবাস করছিলেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথমে তারা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যখন তারা মুসলিমদেরকে দেখতে পান ও কুরআন শ্রবণ করেন তখনই কাল বিলম্ব না করে তারা মুসলিম হয়ে যান। (তাবারী ১০/৫০১) ইব্ন জারীরের (রহঃ) ফাইসালা এসব উক্তিকে সত্য বলে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন যে, এ আয়াতগুলি ঐসব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে। তারা ইথিওপীয়ই হোন বা অন্য কোন জায়গারই হোন।

ইয়াহুদীদের মুসলিমদের সাথে যে ভীষণ শত্রুতা রয়েছে তার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে দুষ্টামি, বিরোধিতা ও অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে এবং তারা জেনে শুনে কুফরী করে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণ করে। তারা হকের মুকাবিলায় বিগড়ে যায়। হক পন্থী আলেমদের উপর তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। এ কারণে তারা বহু নাবীকে হত্যা করেছিল। শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ইয়াহুদীরা, কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, বহুবার হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, তাঁর উপর যাদু করে এবং তাদের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى

মুসলিমদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐসব লোক, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, যারা ঈসার (আঃ) সত্য অনুসারী এবং ইঞ্জীলের আসল ও সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মনে মোটের উপর মুসলিম ও ইসলামের প্রতি মহব্বত আছে। এর কারণ এই যে, ঈসার (আঃ) ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ফলে (বিকৃত হলেও) তাদের মধ্যে নম্রতা রয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

এবং তার (ঈসার) অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৭) তাদের কিতাবে নির্দেশ আছে, যে তোমার ডান গালে চড় মারে, তুমি তার সামনে তোমার বাম গালটিও এগিয়ে দাও। তাদের শারীয়াতে যুদ্ধই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে তাদের বন্ধুত্বের কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে বহু ধর্ম-যাজক ও জ্ঞান পিপাসু আলেম রয়েছে।

ষষ্ঠ পারা সমাপ্ত।

Arabic	বাংলা
٨٣. وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ	৮৩। আর যখন রাসূলের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা মু'মিন হয়ে গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐ সব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ ও কুরআনকে সত্য বলে) স্বীকার করে -
٨٤. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّٰلِحِينَ	৮৪। আর আমাদের কি এমন ওযর আছে, যে জন্য আমরা ঈমান আনবনা আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে; অথচ এ আশা রাখবো যে, আমাদের রাব্ব নেককারদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন?
٨٥. فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ	৮৫। ফলতঃ তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। সৎ কর্মশীলদের জন্য

جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ	**এটাই প্রতিদান!**
٨٦. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ	**৮৬। আর যারা কাফির হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ যখন তারা রাসূলের উপর অবতারিত অহী শ্রবণ করে তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে। কেননা তারা সেই ভবিষ্যত সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে যা (তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণ সম্পর্কিত সংবাদ) তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে দেখেছিল। তাই তারা বলতে শুরু করে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সাক্ষ্য দান করেছে ও ঈমান এনেছে। তারা আরও বলেন ঃ

وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ আমাদের এমন কি ওযর আছে যে, আমরা ঈমান আনবনা আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে এসেছে? অথচ আমরা এ আশা রাখব যে, আমাদের প্রভু সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন।' ঐ লোকগুলি ছিলেন নাসারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত

থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) অন্য জায়গায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤۡمِنُونَ (٥٣) وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبۡلِهِۦ مُسۡلِمِينَ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৩)

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلۡكَ مَسَـٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلاً ۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলিই তো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৮) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ 'এ স্বীকারোক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহ প্রদান করবেন যেগুলির নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এক মুহুর্তের জন্যও তাদেরকে সেখান থেকে সরানো হবেনা, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান এটাই।' অতঃপর তিনি দুষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

٨٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

৮৭। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তন্মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলিকে হারাম করনা এবং সীমা লংঘন করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ

يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ	**করেননা।**
٨٨. وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ	**৮৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলি আহার কর, এবং আল্লাহকে ভয় কর - যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।**

ইসলামে কোন সন্ন্যাস-ব্রত নেই

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বলেছিলেন, ‘আমরা আমাদের গোপনাঙ্গ কেটে ফেলব এবং দুনিয়ার কাম, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করব এবং পাদ্রীদের মত বিভিন্ন দেশে প্রচার কাজ করে ঘুরে বেড়াব।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা বলেন ঃ ‘হ্যাঁ, আমরা এরূপই সংকল্প করেছি।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

জেনে রেখ যে, আমি তো সিয়াম পালনও করি এবং (কোন কোন সময়) পালন নাও করি, রাতে সালাতও আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গ্রহণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করেনা সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (তাবারী ১০/৫১৮) সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ। ইব্‌ন আবী হাতিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আউফী (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন! তখন (সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাদের মধ্যে কোন একজন বলেন ঃ ‘আমি এখন থেকে আর কখনও গোশ্‌ত খাবনা।’ আর একজন বলেন ঃ ‘আমি কখনও

মহিলাদের সাথে বিবাহিত হবনা।' অন্য একজন বললেন ঃ 'আমি কখনও বিছানায় শয়ন করবনা (বরং মাটিতে শয়ন করব)।' এসব কথা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ 'ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, তাদের কেহ এ কথা বলে এবং ও কথা বলে? কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি এবং কোন কোন সময় ছেড়েও দিই, আমি নিদ্রা যাই এবং রাত জেগে সালাতও আদায় করি, আমি গোশ্তও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি (সুন্নাত) থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।' (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০)

وَلَا تَعْتَدُوا এর অর্থ এও হতে পারে, তোমরা হালাল বস্তুকে নিজেদের উপর হারাম করে দিয়ে নাফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করনা। আবার এও অর্থ হতে পারে, তোমরা হালালকে হারাম বানিয়ে নিওনা এবং হালাল দ্বারা উপকার লাভ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করনা। হালালকেও প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ কর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করনা।

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ

তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পন্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭) আল্লাহ তা'আলা না 'ইফরাত' বা বাহুল্যের অনুমতি দিয়েছেন, আর না 'তাফরীত' বা অত্যল্পতার অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন, وَلَا تَعْتَدُوا তোমরা সীমা অতিক্রম করনা।

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا

আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলি আহার কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেহ যদি কোন হালালকে নিজের উপর হারাম করে নেয় তাহলে কাফফারা আদায় করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ১) এখানে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত বর্ণনা করার পর কসমের কাফফারার বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কসমের উল্লেখ না থাকলেও যদি কেহ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করে নেয় তাহলে কসমের কাফফারার মতই তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা সর্বাবস্থায় হালাল ও পবিত্র জিনিস আহার কর এবং সর্বকাজে আল্লাহকেই ভয় কর। তাঁর মর্জির অনুসরণ কর এবং বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক।

٨٩. لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن

৮৯। আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেননা, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ শপথসমূহের জন্য পাকড়া করবেন যেগুলিকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর, সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা মধ্যম ধরণের, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাঁদী আজাদ করা। আর যে

لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيۡمَـٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡ ۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَـٰنَكُمۡ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ	ব্যক্তি সামর্থ্য রাখেনা সে (একাধারে) তিন দিন সিয়াম পালন করবে; এটা তোমাদের শপথসমূহের কাফ্ফারা যখন তোমরা শপথ কর এবং অতঃপর ভঙ্গ কর এবং নিজেদের শপথমসমূহকে রক্ষা করবে। এই রূপেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

অর্থহীন শপথ

অর্থহীন শপথের বর্ণনা সূরা বাকারায় দেয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। এ ধরনের শপথ মানুষ তার কথা-বার্তার মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে থাকে। যেমন সে বলে, আল্লাহর শপথ ইত্যাদি। কেহ কেহ এ কথাও বলেছেন যে, এটা হচ্ছে ক্রোধের সময় বা ভুল বশতঃ শপথ। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কেহ যদি কোন খাদ্য, পানীয় বা পোশাক পরিত্যাগ করা সম্পর্কে শপথ করে তাহলে এ দলীল অনুযায়ী তাকে পাকড়াও করা হবেনা। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে শপথ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওটাই হচ্ছে অর্থহীন বা বাজে শপথ।

শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَـــكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ তোমরা যদি শপথকে দৃঢ় করে নাও তাহলে সেই কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

দৃঢ় শপথ ভেঙ্গে দেয়ার কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্ত লোককে খেতে দেয়া। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ তাদেরকে তোমরা এমন মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দিবে যা তোমরা

তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক। (তাবারী ১০/৫৪১) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে পরিবারকে যেমন উত্তম খাদ্য প্রদান করা হয় অনুরূপ খাবার খাওয়াতে হবে। (তাবারী ১০/৫৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ كِسْوَتُهُمْ অর্থাৎ গরীব দশজন পুরুষ কিংবা মহিলাকে এমন কাপড় প্রদান করতে হবে যা পরিধান করে সালাত আদায় করা যাবে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দশ জন গরীবকে পরিধানযোগ্য কাপড় অথবা জামা প্রদান করতে হবে। (তাবারী ১০/৫৪৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কাপড় প্রদান করা, অন্যথায় তুমি যা দেয়া দরকার মনে কর। (তাবারী ১০/৫৪৫) হাসান বাসরী (রহঃ), আবূ জাফর আল বাকীর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রহঃ) এবং আবূ মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দশজন গরীবের প্রত্যেককে কাপড় প্রদান করা। (তাবারী ১০/৫৪৬)

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ এর দ্বারা গোলাম অর্থ নেয়া হয়েছে। ফকীহগণ বলেন যে, হত্যার কাফ্ফারায় যেমন মু'মিন গোলামের শর্ত রয়েছে তদ্রূপ কসমের কাফ্ফারায়ও মু'মিন গোলাম হওয়া যরুরী। মুয়াবিয়া ইব্ন হাকাম আস-সালামীর (রাঃ) হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তার উপর একবার একটি গোলাম আযাদ করার দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি একটি হাবশি ক্রীতদাসী নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রীতদাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আল্লাহ কোথায়?' সে উত্তরে বলে ঃ তিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি কে?' সে উত্তর দেয়, আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআবিয়া ইব্ন হাকাম আস-সালামীকে (রাঃ) বললেন ঃ 'এ মু'মিনা, সুতরাং তুমি তাকে আযাদ করতে পার।' (মুসলিম ১/৩৮, মুয়াত্তা ২/৭৭৬)

তিন প্রকারের কাফ্ফারার মধ্য হতে যে প্রকারের কাফ্ফারা আদায় করা হবে তাতেই আদায় হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সর্বপ্রথম সহজটার কথা বলা হয়েছে। তারপর শ্রেণীগতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক দেয়ার তুলনায় খানা খাওয়ানো সহজ। অতঃপর গোলাম আযাদ করার তুলনায় পোশাক

দেয়া সহজ। মোট কথা, নিম্নতম হতে উচ্চতমের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে ঃ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটির উপরেও সক্ষম হবেনা, তাকে তিনটি সিয়াম পালন করতে হবে। এখন এ তিনটি সিয়াম পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখাই যথেষ্ট কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের দলীল এই যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) এবং ইব্ন মাসউদের (রাঃ) একটি কিরা'আতে فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُّتَتَابِعَات (অতঃপর সে যেন পরপর তিন দিন সিয়াম পালন করবে) এরূপও রয়েছে। (তাবারী ৫/৩১) এ কিরা'আতটি মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত না থাকলেও কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ তো বটে। তাছাড়া সাহাবীগণের (রাঃ) তাফসীর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় এবং এটি হাদীসে মারফূ'র হুকুমেই পড়ে। ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ এটি হচ্ছে শপথের শারঈ কাফ্ফারা। (৫ ঃ ৮৯)

وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা কাফ্ফারা আদায় না করে ছেড়ে দিওনা। (তাবারী ১০/৫৬০, ৫৬২) এভাবেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৯০। হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।	٩٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
৯১। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা	٩١. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن

তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা?	يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
৯২। আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক ও রাসূলের অনুগত হও এবং সতর্ক থাকো, আর যদি বিমুখ থাকো তাহলে জেনে রেখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে (আদেশ) পৌঁছে দেয়া।	٩٢. وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا۟ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ
৯৩। যারা ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহার করেছে যখন তারা ভবিষ্যতের জন্য পরহেয করে, ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, পুনরায় সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। পুনরায় সংযত থাকে ও ভাল কাজ করতে থাকে; বস্তুত আল্লাহ এরূপ সৎ	٩٣. لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ

মদ পান করা ও জুয়া খেলা নিষেধ

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে মদ পান, জুয়া খেলা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করছেন। আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) বলেন যে, দাবা এক প্রকারের জুয়া। মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, বাজি রেখে যে খেলা করা হয় সেটাই জুয়া। এমনকি ছেলেরা বাজি রেখে যে কড়ি খেলে সেটাও জুয়া। (তাবারী ৪/৩২২, ৩২৩) অজ্ঞতার যুগে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই জুয়া বিশেষভাবে খেলা হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে এই জঘন্য খেলা খেলতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি 'চওসর' খেলা করল সে যেন শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা স্বীয় হাত রাঙ্গিয়ে দিল।' (মুসলিম) আর দাবা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা 'চওসর' থেকেও খারাপ এবং তিনি ওটাকে পাশা ও জুয়ার মধ্যে গণ্য করতেন।। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, 'চওসর' হল জুয়া খেলা।

'আনসাব' ও 'আযলাম' কী

أَنصَابٌ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, উহা ঐ পাথরগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর পশু যবাই করে মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোর নামে উৎসর্গ করত। اَزْلاَمٌ হল ঐ তীর যা নিক্ষেপ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ এগুলো গর্হিত বিষয়, আর এগুলো শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্টতম শাইতানী কাজ। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) অভিমত ইহাই। (তাবারী ১০/৫৬৫) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেছেন যে, *রিজস* এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা অপরাধ। (তাবারী ৪/৩৩০) অন্য দিকে যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শাইতানী কাজ। (তাবারী ১০/৫৬৫)

فَاجْتَنِبُوهُ এর ‘ ه ’ সর্বনামটি رِجْسٌ শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এগুলো পরিত্যাগ কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এ কথা দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে এসব কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ শাইতান তো ওটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবেনা? এ কথাগুলি আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী।

মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মদ তিনবার হারাম করা হয়। যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন সেই সময় মাদীনার লোকেরা মদ পান করত এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করত। ঐ সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ

মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এ দু’টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু’টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৯) তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল ঃ আল্লাহ তা‘আলা এ দু’টো জিনিস আমাদের উপর হারাম তো করলেননা। তিনি শুধু বললেন যে, এ দু’টো জিনিসে আমাদের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। সুতরাং তারা মদ পান করতেই থাকল। কিন্তু একদিন এমন এলো যে, এক মুহাজির সাহাবী নেশা অবস্থায় সালাতে কুরআন মাজীদ পাঠ করতে গিয়ে ভুল ও এলোমেলো করে ফেলে। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩) সুতরাং লোকেরা সালাতের সময় মদ পান করা পরিত্যাগ করল বটে; কিন্তু অন্য সময় পান করতেই থাকল। কেননা তখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে পরিষ্কারভাবে মদ পান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০) তখন লোকেরা বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম।' অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু তারা মদ পান করত এবং জুয়া খেলত তাদের কি হবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা তো এটাকে শাইতানী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং নিষিদ্ধ করলেন।' তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟

যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহার করেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৩) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যদি তাদের জীবদ্দশায় এটা হারাম করা হত তাহলে তোমরা যেমন তা ছেড়ে দিলে, তারাও তদ্রূপ ছেড়ে দিত।' (আহমাদ ২/৩৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিন!' তখন সূরা বাকারাহর ২১৯ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর যখন উমারকে (রাঃ) এ আয়াত শুনানো হয়

তখন তিনি পুনরায় প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করুন! তখন সূরা নিসার নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩) তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে ঘোষনা দিতে বলেন যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উমারকে (রাঃ) এ আয়াতটিও পড়ে শুনানো হয়। তিনি এবারেও বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আরও সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিন! তখন সূরা মায়িদাহর উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবারও উমারকে (রাঃ) আয়াতটি পাঠ করে শুনানো হয়। পাঠ করে যখন فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ 'সুতরাং তোমরা বিরত থাকবে কি? এ পর্যন্ত পৌছেন তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমরা বিরত থাকলাম, আমরা বিরত থাকলাম। (আহমাদ ১/৫৩, আবূ দাউদ ৪/৭৮, তিরমিযী ৮/৪১৭, নাসাঈ ৮/২৮৬) ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোকসকল! মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আর পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যেটা দিয়েই মদ তৈরী করা হবে সেটাই হারাম। সেই পাঁচটি জিনিস হচ্ছে ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। যে জিনিস পান করলে জ্ঞান লোপ পায় সেটাই মদ। (ফাতহুল বারী ৮/১২৬, মুসলিম ৪/২৩২২) সহীহ বুখারীতে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যে সময় মদ হারাম করা হয় সে সময় মাদীনায় আঙ্গুরের মদ ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও পাঁচ রকমের মদ প্রস্তুত করা হত। (ফাতহুল বারী ৮/১২৬)

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহার (রাঃ) বাড়ীতে আবূ উবাইদাহ্ ইব্ন জাররাহ (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), সুহাইল ইব্ন বাইযা (রাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য সাথীদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। এমনকি তাদের মাতাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমতাবস্থায় কয়েকজন মুসলিম এসে বলেন ঃ 'মদকে হারাম করে দেয়া হয়েছে এ খবর কি আপনারা জানেন?' তখন তারা বলেন, এখনও আমরা অপেক্ষা করব

এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর তারা বললেন ঃ 'হে আনাস! তোমার পাত্রে যা কিছু মদ অবশিষ্ট রয়েছে তা ঢেলে ফেলে দাও। আল্লাহর শপথ! এরপর তারা আর মদ পান করেননি। ওটা ছিল কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী করা মদ। (আহমাদ ৩/১৮১)

অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আবূ তালহার (রাঃ) বাড়ীতে আমি লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখনও উহা নিষিদ্ধ হয়নি। সেই সময় কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে মদ তৈরী করা হত। হঠাৎ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছিলেন। তখন আবূ তালহা (রাঃ) বলেন, 'বেরিয়ে দেখ তো! কি ঘোষণা করা হচ্ছে?' তখন আমি জানতে পারলাম যে, ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন ঃ 'জেনে রেখ, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে।' বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, আবূ তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, 'বাইরে নিয়ে গিয়ে মদ বইয়ে দাও।' তখন আমি তা বইয়ে দিলাম। ঐ সময় মাদীনার অলিতে গলিতে মদ বয়ে যাচ্ছিল। তখন কেহ কেহ বললেন ঃ 'অমুক ও অমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ তখনও তাদের পেটে মদ বিদ্যমান ছিল।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ *যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহার করেছে।* (ফাতহুল বারী ৫/১৩৩, মুসলিম ৩/১৫৭০) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আবূ তালহা (রাঃ), আবূ উবাইদাহ ইব্ন জাররাহ (রাঃ), আবূ দাজানা (রাঃ), মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ), সুহাইল ইব্ন বাহযা (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিগণের কাছে মদ পরিবেশন করছিলাম যা ছিল কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী মদ এবং নেশার কারণে তাদের মাথাগুলি ঢলে পড়ছিল, এমন সময় আমি ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, জেনে রেখ যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্রই যারা আমাদের কাছে আসছিলেন এবং যারা আমাদের নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সবাই নিজ নিজ মদ বইয়ে দেন। আমরা সবাই মদের ড্রামগুলো ভেঙ্গে ফেলি। আমাদের কেহ কেহ উযূ করেন এবং কেহ কেহ গোসলও করেন এবং আমরা সুগন্ধি ব্যবহার করি। অতঃপর আমরা মাসজিদে গমন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ

فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ হতে وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। একটি লোক তখন বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা এটা পান করা অবস্থায় মারা গেছে তাদের কি হবে? সেই সময় আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১০/৫৭৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ ১/২৯৫, মুসলিম ৪/১৯১০, তিরমিযী ৮/৪১৯, নাসাঈ ৬/৩৩৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

দশটি বিষয়ের সাথে মদ জড়িত, যা সবই হারাম। মদ হারাম, উহা পানকারী, মদ পরিবেশনকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, বহনকারী, মদের ফরমায়েশকারী, পরিবহনকারী, যার কাছে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিক্রিত মদের মূল্য দিয়ে আহারকারী। (আহমাদ ২/২৫, আবূ দাঊদ ২৬৭৪, ইব্ন মাজাহ ৩৩৮০)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সফরে বের হন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হই। আমি তাঁর ডান পাশে ছিলাম। এমন সময় আবূ বাকর (রাঃ) আগমন করলেন। আমি তখন তাকে জায়গা দিয়ে নিজে পিছনে চলে গেলাম এবং আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর ডান দিকে গেলেন। আর আমি তাঁর বাম দিকে গেলাম। অতঃপর উমারকে (রাঃ) আসতে দেখে আমি সরে গেলাম এবং তিনি তাঁর বাম দিকে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদে পূর্ণ চামড়ার তৈরী একটি ব্যাগ দেখতে পেলেন। তিনি একটু তাকালেন এবং ছুরি দিয়ে ওটা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'মদ অভিশপ্ত। এ ছাড়া মদ পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, ক্রয়কারী, পরিবহনকারী, বহনকারী, নিংড়িয়ে রস বের করাকারী, তৈরীকারী এবং ওর মূল্য গ্রহণকারী সকলের উপর আল্লাহর লা'নত।' (আহমাদ ২/৭১)

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি বলেন, একজন আনসারী আমাদেরকে দা'ওয়াত করেন। আমরা সেখানে প্রচুর মদ পান করি। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আমরা যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন আমরা পরস্পর গৌরব প্রকাশ করতে শুরু

করি। আনসারগণ বলেন, 'আমরাই উত্তম।' আবার কুরাইশরা (মুহাজির) বলেন, যে তারাই উত্তম।' অতঃপর এক আনসারী উটের একটা বড় হাড় নিয়ে সা'দের (রাঃ) নাকে আঘাত করেন। ফলে সা'দের (রাঃ) নাকের হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ হতে فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (বাইহাকী ৮/২৮৫, মুসলিম ১৭৪৮)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ তালহা (রাঃ) তাঁর কাছে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ প্রাপ্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'ওটা বইয়ে দাও।' আবূ তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'ওর সিরকাহ বানিয়ে নিলে হয়না?' তিনি জবাবে বলেন ঃ 'না।'

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি (৫ ঃ ৯০) তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল; আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী থেকে সর্ববিধ মিথ্যা, নেশা ধরে এমন খেলা, বাজনা, বাঁশি, নাচ, ক্যাবারে/কনসার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ভালবাসার কবিতা/গান ইত্যাদিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে সত্য ধর্মকে প্রেরণ করেছেন। যারা *'খামর'* (الْخَمْرُ) পান করেছে তারা জানে যে, ইহা স্বাদে তিক্ত। আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বলেন যে, উহা নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও যারা উহা পান করছে তাদেরকে তিনি কিয়ামাত দিবসে পিপাসার্ত করে উত্থিত করবেন, আর যারা নিষিদ্ধ করার পর উহা পান করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহের গৃহে (জান্নাতে) উহা পান করাবেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১১৯৬) ইহার বর্ণনাধারা সহীহ বলে সাব্যস্ত।

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করল এবং তা থেকে তাওবাহ করলনা, পরকালে তার জন্য তা হারাম হয়ে গেল।' (বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ২০০৩) ইব্ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

নেশার উদ্রেক করে এমন প্রতিটি বস্তু *'খামর'* এবং প্রতিটি নেশাকৃত বস্তুই হারাম। যারা এই *'খামর'* পান করে এবং নেশা অবস্থায় মারা যায় (তাওবাহ

করার সুযোগ হয়না) তাহলে পরকালে তাদেরকে উহা পান করতে দেয়া হবেনা। (মুসলিম ২০০৩)

আবদুর রাহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিসাম (রহঃ) বলেন যে, তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানকে (রাঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলতে শোনেন ঃ তোমরা মদ পান করা থেকে বিরত থাক, কেননা এটাই হচ্ছে সমস্ত পাপ ও অশ্লীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বড় 'আবেদ লোক ছিল। সে জনগণের সাহচর্যে না থেকে ইবাদাতে লিপ্ত থাকত। একটি পতিতা মহিলার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে তাকে কিছু দেখানোর বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায়। সে তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে এক যুবক চাকর এবং কিছু মদ রয়েছে। ঐ পতিতা তাকে বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে কোন কিছু দেখানোর উদ্দেশে ডাকিনি। বরং এই উদ্দেশে ডেকেছি যে, আপনি আমার সাথে রাত কাটাবেন, এই যুবকটিকে হত্যা করবেন অথবা এই মদ পান করবেন।' তখন সে (হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ পানের পাপকে ছোট মনে করে) এক পেয়ালা মদ পান করে। তারপর বলে ঃ 'আমাকে আরও দাও।' শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে ঐ পতিতার সাথে ব্যভিচারী করে এবং যুবকটিকে হত্যা করে। তাই তোমরা মদ/নেশা থেকে বিরত থাক। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারেনা। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। (বাইহাকী ৮/২৮৭, ২৮৮) এই বর্ণনাটির সঠিক ধারাবাহিক বর্ণনাক্রম রয়েছে। আবূ বাকর ইব্‌ন আবীদ্দুনইয়া (রহঃ) তার গ্রন্থে নেশা বিষয়ক অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তিনি ইহা 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে' বর্ণিত লিখেছেন। উসমান (রাঃ) হতে যে বর্ণনাটি পাওয়া যায় সেটি বেশী সঠিক। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

তার এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যভিচারী যে সময় ব্যভিচার করে সে সময় সে মু'মিন থাকেনা, চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকেনা এবং মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মু'মিন থাকেনা। মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি মদ পান করে, আল্লাহ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট

থাকেন। ঐ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে সে কাফির হয়ে মারা যাবে। আর যদি সে তাওবাহ করে তাহলে আল্লাহ সেই তাওবাহ কবূল করবেন। কিন্তু যদি সে পুনরায় এতে ফিরে যায় (অর্থাৎ পুনরায় পান করতে শুরু করে) তাহলে তাকে طِيْنَةُ الْخَبَالِ পান করানোর অধিকার আল্লাহর আছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! طِيْنَةُ الْخَبَالِ কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পূঁজ।'

৯৪। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বল্লম পৌঁছতে পারবে, এই উদ্দেশে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরপরও সীমা লংঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	٩٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৯৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহ্রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ এলাকায় বণ্য শিকারকে হত্যা করনা; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক শিকার বধ করবে তার উপর তখন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে, যার	٩٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

(আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে। (অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু নেয়ায্ স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, না হয় কাফফারা স্বরূপ (নিরূপিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করবে, যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে; অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কাজই করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।	ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ

ইহরাম অবস্থায় এবং হারাম এলাকায় শিকার করা নিষেধ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার দুর্বল হোক বা ছোট হোক, তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা থেকে বিরত থাকছ কিনা। এমনকি যদি লোকেরা চায় তাহলে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিষেধ করলেন। (তাবারী ১০/৫৮৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বুঝানো হয়েছে। وَرِمَاحُكُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে

বড় শিকার। (তাবারী ১০/৫৮৩) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমরা যখন উমরাহ পালনের উদ্দেশে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে বন্য চতুস্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থান স্থলে জমা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তারা ইতোপূর্বে দেখেননি। সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দুররুল মানসুর ৩/১৮৫) সুতরাং ইহরাম অবস্থায় তাদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয় যাতে আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে করছেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১২) এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এরপরে যারা নাফরমানী করবে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা সে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ এ নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্তু, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করার বৈধতা সাব্যস্ত আছে সেই হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচটি (প্রাণী) হালাল ও হারাম সর্বাবস্থায় হত্যা করা যায়। ঐ পাঁচটি হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়ে দেয় এমন কুকুর।' (বুখারী ৩৩১৪, মুসলিম ১১৯৮) ইমাম মালিক (রহঃ) নাফে' (রাঃ) ও ইব্ন উমারের (রাঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচটি বিচরণকারীকে হত্যা করা মুহরিমের জন্য কোন অপরাধমূলক কাজ নয়। সেগুলো হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়ে দেয় এ ধরনের কুকুর।' (মুআত্তা ১/৩৫৬, ফাতহুল বারী ৪/৪২, মুসলিম ২/৮৫৮, নাসাঈ ৫/১৯০) আইউব (রহঃ) বলেন, আমি নাফে'কে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, সাপের হুকুম কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সাপকে হত্যা করার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪) ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখ আলেমগণ কামড়ে দেয় এরূপ কুকুরের সাথে নেকড়ে বাঘ, সিংহ, চিতা বাঘ, বাঘ এবং এ ধরণের অন্যান্য হিংস্র প্রাণীকেও সামিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবূ

সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারবে। উত্তরে তিনি বলেন যে, তা হল ঃ সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, পাগলা কুকুর, চিল এবং বন্য হিংস্র পশু। (আবূ দাউদ ২/৪২৪, তিরমিযী ৩/৫৭৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

ইহরাম অবস্থায় অথবা হারাম এলাকায় শিকার করার কাফফারা

وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ বিজ্ঞজনদের উক্তি এই যে, কাফ্ফারা আদায় করার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশতঃ হত্যাকারী উভয়েই সমান। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম দ্বারা শুধু ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু হাদীস দ্বারা ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। (তাবারী ১১/৮) ভাবার্থ হল এই যে, কুরআন কারীম দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হল, তেমনিভাবে তার পাপী হওয়াও সাব্যস্ত হল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ যেন সে তার পাপের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে, তবে যা অতীত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি পুনরায় সেই কাজ করবে, আল্লাহ তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।’ আহকামে নববী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আহকামে আসহাব দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, ভুলবশতঃ হত্যা করার অবস্থায়ও কাফ্ফারা দিতে হবে, যেমন ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে কুরআনুল হাকীমের নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা দিতে হয়। (তাবারী ১১/১১) কেননা যদি শিকারকে হত্যা করা হয় তাহলে তাকে নষ্ট করা হল। আর যখন ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করবে তখন তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, তদ্রূপ ভুলবশতঃ নষ্ট করলেও এটাই হুকুম। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ইচ্ছাপূর্বক শিকারকারী কাফ্ফারার সাথে পাপীও হয়, কিন্তু ভুলবশতঃ শিকারকারী পাপী হয়না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ মুহরিম ব্যক্তি ভুলক্রমে যে শিকার করেছেন অনুরূপ আর একটি প্রাণীকে তার কুরবানী করতে হবে। সাহাবীগণ এই অভিমত

ব্যক্ত করেছেন যে, একটি জেব্রার জন্য একটি উট, একটি বন্য গরুর জন্য একটি পালিত গরু এবং একটি হরিনের জন্য একটি ছাগল নির্ধারিত হবে। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, শিকারকৃত প্রাণীর সম পরিমান কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা তাহলে ঐ শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে তা সাদাকাহ হিসাবে মাক্কায় ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ দু’জন সৎকর্ম পরায়নশীল ব্যক্তি শিকার করা প্রাণীর সমান মূল্যমানের প্রাণী অথবা মূল্য নির্ধারণ করবেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ জারীর আল বাজালী (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহরাম অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করি এবং ব্যাপারটি উমারকে (রাঃ) অবগত করি। তিনি বললেন ঃ তোমার দুই ভাইকে নিয়ে এসো, তারা তোমার ব্যাপারে ফাইসালা করুক। সুতরাং আমি সাদ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমানের (রাঃ) কাছে গেলাম এবং তারা একটি ভেড়া কুরবানী করার জন্য আমাকে বললেন। (তাবারী ১১/২৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারিক (রাঃ) বলেছেন ঃ আরবাদ (রাঃ) ইহরাম অবস্থায় একটি হরিন শিকার করেন, অতঃপর উমারের (রাঃ) নিকট গিয়ে এর ফাইসালা জিজ্ঞেস করেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ এসো আমরা এ বিষয়ে উভয়ে সিদ্ধান্ত নেই। অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আরবাদকে (রাঃ) একটি ছাগল কুরবানী দিতে হবে। (তাবারী ১১/২৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ফিদইয়ার পশুটি হারাম এলাকায় নিয়ে আসতে হবে এবং কুরবানী করার পর গরীব লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا মুহরিম ব্যক্তি যদি ফিদইয়া আদায় করতে সক্ষম না হন অথবা শিকারকৃত পশুর সাথে সাযুজ্য কোন প্রাণী না থাকে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেছেন ঃ মুহরিম অবস্থায় শিকার করলে তার ফাইসালা হচ্ছে শিকারের অনুরূপ পশু কুরবানী করা। যদি সে হরিণ শিকার করে তাহলে সে হারাম এলাকায় একটি মেষ কুরবানী করবে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে ছয়জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে অথবা তিন দিন সিয়াম পালন করবে। যদি সে বন্য প্রাণী শিকার করে তাহলে একটি গরু কুরবানী করবে। সে

তাতে সক্ষম না হলে ২০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে, অথবা ২০ দিন সিয়াম পালন করবে। যদি সে একটি জেব্রা শিকার করে তাহলে তাকে একটি উট কুরবানী করতে হবে অথবা ৩০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করতে হবে অথবা ৩০ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। ইব্ন আবী হাতীম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন যে, প্রত্যেককে এক মুদ করে খাদ্য প্রদান করতে হবে যা একজন গরীবের জন্য যথেষ্ট। (তারারী ১১/৩১)

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ যেন সে তার দুষ্কর্মের শাস্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি তার উপর কাফ্ফারা এ জন্যই ওয়াজিব করেছি যে, সে যেন আমার হুকুমের বিরোধিতার শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে তার দ্বারা যা কিছু সাধিত হয়েছিল তা আমি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখব। কেননা সে ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ইসলাম গ্রহণের পর এর নিষিদ্ধতা সত্ত্বেও যে আল্লাহর নাফরমানী করে ওটা করে বসবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তিনি বিরুদ্ধাচারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তবে অজ্ঞতার যুগে যা কিছু হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করবেন। আবার এ প্রশ্নের উত্তর না বাচক হবে যে, ইসলামের ইমাম/শাসক কি এর কোন শাস্তি দিতে পারেন? অর্থাৎ ইমামের/শাসকের শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নেই। এ পাপ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, ইমামের/শাসকের তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ফিদইয়া তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। (তাবারী ১১/৪৮) এটা ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার মাধ্যমেই প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের রূপ এটাই হবে।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনবৃন্দ এর উপর একমত যে, মুহরিম যখন শিকারকে হত্যা করে ফেললো তখন তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। (তাবারী ১১/৫০) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভুলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ভুল যতবারই হোক না কেন ততবারই ফিদইয়া দিতে হবে। ভুলবশতঃ কাজ এবং ইচ্ছাপূর্বক কাজ হুকুমের দিক দিয়ে সব সমান।

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত, মহা বিজয়ী। কেহ তাঁকে তাঁর কাজে বাধা দিতে পারেনা। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে কে এমন আছে যে, তাঁর এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? (তাবারী ১১/৫৭) সারা জগত তাঁরই সৃষ্ট। সুতরাং এখানে হুকুম শুধু তাঁরই চলবে। বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি শাস্তি অবশ্যই দিবেন।

৯৬। তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারের জন্য, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।	٩٦. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
৯৭। সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ রূপে তৈরী করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারামে কুরবানীর জন্তুকে এবং সেই পশুকেও যার গলায় বিশেষ ধরণের বেড়ী পড়ানো হয়েছে। এটা এ জন্য যেন তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও যমীনস্থিত সব বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ	٩٧. جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	
৯৮। তোমরা জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা এবং নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল।	٩٨. ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৯৯। রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন।	٩٩. مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

মুহরিমের মাছ শিকার করা বৈধ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমাদের জন্য সমুদ্রের তাজা বা সজীব শিকার হালাল। আর وَطَعَامُهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে যে মাছ শুকিয়ে পাথেয় তৈরী করা হয় সেটাও তোমাদের জন্য হালাল। (তাবারী ১১/৫৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, صَيْدُ الْبَحْرِ দ্বারা ঐ শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র হতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর طَعَام দ্বারা সমুদ্রের ঐ মৃত শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত অবস্থায় সমুদ্রের তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একই বর্ণনা পাওয়া যায় আবূ বাকর (রাঃ), যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ), আবূ আইউব আনসারী (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালামাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) হতে।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এখানে سَيَّارَةٌ শব্দটি سَيَارٌ শব্দের বহু বচন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা তো সামুদ্রিক টাট্‌কা প্রাণী শিকার করে থাকে। আর যা মরে যায় তা শুকিয়ে জমা করে রাখে। কিংবা

তারা শিকার করে লবণ মেখে রেখে দেয় এবং ওটা মুসাফির ও সমুদ্রের দূরবর্তী লোকদের জন্য পাথেয়র কাজ দেয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ও অন্যান্যরা মৃত মাছ হালাল হওয়ার দলীল হিসাবে এ আয়াতটিকে গ্রহণ করেছেন। (তাবারী ১১/৭২, ৭৩) ইমাম মালিক (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবাইদাহ্ ইব্ন জাররাহকে (রাঃ) ঐ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' এবং আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমরা পথ চলতে চলতে এমন এক জায়গায় উপস্থিত হই যেখানে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন আবূ উবাইদাহ (রাঃ) সকলের পাথেয় একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশক্রমে সমস্ত পাথেয় দু'টি খেজুরের ব্যাগে জমা করা হয়। আবূ উবাইদাহ (রাঃ) প্রতিদিন তা থেকে আমাদেরকে অল্প অল্প করে বরাদ্দ করেন এবং অবশেষে ওগুলিও শেষ হয়ে আসে এবং রসদ হিসাবে আমরা শুধুমাত্র একটি করে খেজুর পেতে থাকি। আমি (বর্ণনাকারীদের একজন) বললাম ঃ একটি খেজুর দ্বারা কিভাবে আপনাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হত? যাবির (রাঃ) বললেন ঃ একটি খেজুরেরও যে কি মূল্য তা বুঝতে পারলাম যখন আমাদের কাছে থাকা সব খাদ্য ফুরিয়ে গেল।

অবশেষে আমরা মৃত প্রায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হই এবং দেখি যে, পাহাড় সমান একটি বিরাট মাছ পড়ে রয়েছে। সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক আঠার দিন পর্যন্ত ওটা আহার করে। আবূ উবাইদাহ (রাঃ) ওর পাঁজরের হাড় দু'টিকে মাটিতে গেঁথে দেয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর ওর নীচ দিয়ে একজন উষ্ট্রারোহীকে গমন করার আদেশ দিলে তিনি ওর নীচ দিয়ে চলে যান, কিন্তু তার মাথা গেঁথে দেয়া পাঁজরের উপরের অংশ স্পর্শ করলনা। (মুআত্তা ২/৯৩০, ফাতহুল বারী ৫/১৫২, মুসলিম ৩/১৫৩৫)

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং অল্প পানি সঙ্গে রাখতে পারি। যদি আমরা ঐ পানিতে উযূ করি তাহলে পিপাসার্ত থেকে যাই। সুতরাং আমরা সমুদ্রের পানিতে উযূ করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত (মাছও) হালাল।' (মুয়াত্তা ১/২২)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালসহ (রহঃ) সুনানের চার গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন হিব্বান (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবীও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদ আশ-শাফিঈ ২৫, আহমাদ ২/২৩৮, আবূ দাউদ ৮৩, তিরমিযী ৬৯, নাসাঈ ১/৫০, ইব্ন মাজাহ ৩৮৬, ইব্ন হিব্বান ১১৯, ইব্ন খুজাইমাহ ১১১)

ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণীও শিকার করা নিষেধ

বলা হয়েছে ঃ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ইহরামের অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলচর শিকার ধরা হারাম। যদি তোমরা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ কর তাহলে তোমরা পাপীও হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ কর তাহলে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর তোমরা পাপ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া সকলের জন্য হারাম হবে তা সে ইহরাম অবস্থায় থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা ওটা মৃতেরই অনুরূপ। যদি কেহ ইহরাম বিহীন অবস্থায় হারাম এলাকায় শিকার করে এবং সেই খাদ্য যদি কোন মুহরিমকে খেতে দেয়া হয় তাহলে মুহরিমের জন্য ঐ খাদ্য খাওয়া জায়িয হবেনা, যদি ঐ শিকার মুহরিমের খাওয়ার উদ্দেশেই হয়ে থাকে। সাহাবী ইব্ন যাসসামা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি একমাত্র এ কারণে যে, আমি ইহরামের অবস্থায় রয়েছি।' (বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩; মুসলিম ২/৮৫০) এর কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণায় ঐ শিকার তাঁর উদ্দেশে ছিল। সেই জন্যই তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। সুতরাং যদি কোন শিকার মুহরিমের উদ্দেশে করা না হয় তাহলে মুহরিমের জন্য ওটা খাওয়া জায়িয হবে। কেননা আবূ কাতাদাহর (রাঃ) হাদীসে রয়েছে যে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। সেই সময় তিনি মুহরিম ছিলেননা। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা মুহরিম ছিলেন। তাই তারা ওটা আহার করা থেকে বিরত থাকলেন। ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের কেহ কি শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছিল বা শিকারকে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'না।' তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তোমরা খাও।' আর স্বয়ং

তিনিও খেলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বহু শব্দে বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৮, মুসলিম ২/৩৬২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা ভুলে যেওনা। তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যা মেনে চলতে আদেশ করেন তা মেনে চলবে এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকবে। এ আয়াতের মাধ্যমে *'খামর'*, *'জুয়া'*, *'আনসাব'* এবং *'আযলাম'* নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও নিষেধ করা হয়েছে ইহরাম অবস্থায় স্থলপ্রাণী শিকার করা অথবা হত্যা করা। তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং ওটাই সর্বশেষ গন্তব্য স্থল। তখন তিনি তোমাদের উত্তম কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কা'বাগৃহকে নিরাপদ স্থান হিসাবে ঘোষণা করছেন তাদের জন্য, অত্যাচারিত হওয়ার পর যাদের সাহায্য করার মত কোন অভিভাবক নেই, অসৎ ব্যক্তির কবল থেকে সৎ আমলকারীকে রক্ষার জন্য এবং মাযলুম ব্যক্তিকে যালিম থেকে হিফাযাত করার জন্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি এই মাসকে মানুষের জন্য করেছেন নিরাপত্তার প্রতীক, যেমন তিনি নিরাপত্তা দান করেছেন কা'বাগৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁর আদেশ মান্য করছে এবং কে অমান্য করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কা'বা ঘর, এই পবিত্র মাস (যিলহাজ্জ), যে পশুকে মালা পড়িয়ে কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ওখানের লোকদেরকে আরাববাসী হতে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, যারা এ বিষয়সমূহকে নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে মেনে চলত। এ নিরাপত্তার উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, কোন গোত্রপ্রধানকে তার লোকেরা মেনে চলে এবং এর পরিবর্তে তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। কা'বা ঘরের পবিত্রতার ব্যাপারে এর চতুর্দিকে একটি সীমারেখা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা একে *'হারাম'* বলে অভিহিত করেছেন। এই সীমারেখার মধ্যে কোন প্রাণী শিকার করা, এর গাছপালা-ঘাস উপড়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষেধ। অনুরূপভাবে কা'বা ঘর, পবিত্র মাস এবং কুরবানীর পশুর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। জাহিলিয়াত যামানায়ও এগুলি পবিত্র বলে মনে করা হত এবং লোকেরাও তা মেনে চলতে তৎপর ছিল। ইসলামের পুনর্জাগরণের

পরেও হাজ্জ এবং সালাতের জন্য তা মুসলিমদের ইবাদাতের ‘প্রতীক’ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য এ সমস্ত প্রতীকী চিহ্ন এ জন্য নির্দিষ্ট করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, যিনি তোমাদের নিরাপত্তা ও নি‘আমাত দান করেছেন তিনি অবশ্যই জানেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আরও আশু ও পরবর্তী কি কি নি‘আমাতসমূহ রেখে দিয়েছেন। তোমরা জেনে রেখ যে, সবকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে, তোমাদের কাজ ও পরিকল্পনা তাঁর অজানা নয় এবং তাঁকে কোন কিছু এড়িয়েও যেতে পারেনা। সবকিছুই তাঁর জ্ঞানে রয়েছে যাতে তিনি উত্তম আমলকারীকে পুরস্কৃত করতে পারেন এবং খারাপ আমলকারীকে শাস্তি দিতে পারেন। অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ তোমাদের রাব্ব! যাঁর কাছে রয়েছে ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলের জ্ঞান, আর তোমরা যা কর, তা গোপনীয় হোক অথবা প্রকাশ্য হোক তা তাঁর কাছে অজানা নয়। তাঁকে অমান্য ও অস্বীকারকারীকে দিবেন কঠিনতম শাস্তি। অন্য দিকে যারা তাদের পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ পাপের কারণে ক্ষমা প্রার্থীকে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দয়াবান। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ *রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌঁছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন।* এ আয়াতটি আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি সাবধান বাণী। এখানে তিনি তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ হে নাবী! আমি তোমার কাছে যে বাণী প্রেরণ করেছি, তোমার কর্তব্য হল তা মানুষের কাছে প্রচার করা এবং এর ফলে যে মেনে চলল তার পুরস্কার এবং যে অস্বীকার করল তার শাস্তি নির্ধারণের মালিক আমিই। যে আমার বাণী মেনে চলল সে যেমন আমার জ্ঞানের অগোচরে নয় তেমনি যে আমার বাণীকে অস্বীকার করল অথবা অগ্রাহ্য করল সেও আমার জ্ঞানের বাইরে নয়। আমি ভাল করেই জানি যে, তোমরা কে কি কর, কি ধরণের দা‘ওয়াত দাও এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা কে কি উচ্চারণ কর। আমি আরও জানি যে, তোমাদের অন্তরে তোমরা কে কি লুকিয়ে রাখ, কে কতখানি ঈমান রাখ অথবা মনের ভিতর নিফাক পোষণ কর। অতএব এসব বিষয়গুলি যাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে

তাঁর কাছ থেকে অন্তরে গোপন রাখতে পারে এমন কেহ আকাশ ও পৃথিবীতে নেই। একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে পুরস্কার অথবা শাস্তি, অতএব তাঁকেই ভয় কর, তাঁকেই মেনে চল এবং কখনো তাঁর অবাধ্য হয়োনা।

১০০। তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। অতএব হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন তোমরা (পূর্ণ) সফলকাম হতে পার।	١٠٠. قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
১০১। হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস করনা, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর তাহলে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে, অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু।	١٠١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
১০২। এরূপ বিষয় তোমাদের পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞেস করেছিল,	١٠٢. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن

অতঃপর ঐ সব বিষয়ের হক তারা আদায় করেনি।	قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি মানুষকে বলে দাও ঃ হে মানবমণ্ডলী! অপবিত্র বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। তোমরা জেনে রেখ যে, উপকারী পবিত্র জিনিস অল্প হলেও তা অধিক হারাম বস্তু হতে উত্তম যা তোমাদের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ 'অল্প ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে।'

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত

মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করনা যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তাহলে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে অপকারী ও ক্ষতিকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা যদি ঐ বিষয়গুলি প্রকাশ করা হয় তাহলে তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এমন এক খুতবা দেন যা আমি ওর পূর্বে কখনও শুনিনি। ঐ খুত্বায় তিনি বলেন ঃ

'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী।' এ কথা শুনে সাহাবীগণ মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করেন। একটি লোক জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমার পিতা কে ছিলেন?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ অমুক। তখন لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৩০, ১১/৩২৬; মুসলিম ৪/১৮৩২, আহমাদ ৩/১৮০, তিরমিযী ৮/৪২১)

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ সম্পর্কে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেছেন যে, একদা লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একের পর এক প্রশ্ন করতেই থাকেন যা তাঁকে বিরক্ত করে তোলে, ফলে তিনি মিম্বরে আরোহন করেন এবং বলেন ঃ তোমরা আমাকে আজ আর কোন প্রশ্ন করবেনা, যদি দরকার হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে যা বলার তা বলব। এতে সাহাবীগণ খুব ভীত হয়ে পড়েন এবং তারা ভাবতে লাগলেন, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ খবর জানানোর মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। আমি আমার ডানে-বামে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম যে, সবাই মুখ-মন্ডল ঢেকে কাঁদছেন। এক তর্কপ্রিয় ব্যক্তি যে তার পিতার পরিচয় জানতনা সে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার বাবা হচ্ছে হুজাফাহ। উমার (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-মন্ডলে রাগান্বিত ভাব দেখতে পেলেন এবং দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমরা এতেই খুশি যে, আল্লাহ আমাদের রাব্ব, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের রাসূল। আমরা আল্লাহর কাছে সকল ধরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'এর পূর্বে আমি উত্তম এবং অধমকে একই সঙ্গে দেখিনি যা আজ অবলোকন করলাম। আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে এবং আমি তা দেয়ালের ওপাশে দেখতে পেলাম।' (তাবারী ১১/১০০) এ হাদীসটি সাঈদের (রহঃ) বরাতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭, মুসলিম ৪/১৮৩৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাস্য-কৌতুক করে মাঝে মাঝে অহেতুক প্রশ্ন করত। যেমন একজন জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পিতা কে? অন্য একজন প্রশ্ন করল ঃ আমার উটটি কোথায় রয়েছে, যে উটটি হারিয়ে গেছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৩০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

'এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৭) তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইহা কি প্রতি বছরের জন্য নির্ধারিত? কিন্তু তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা। তখন তারা আবার প্রশ্ন করল ঃ ইহা কি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবারও তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা। সুতরাং তারা আবার প্রশ্ন করল ঃ ইহা কি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবার তিনি বললেন ঃ না, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে ইহা তেমাদের জন্য ফার্‌য হয়ে যেত এবং ইহা যদি ফার্‌য হত তাহলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/১১৩, তিরমিযী ৩০৫৫, ইব্‌ন মাজাহ ২৮৮৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ এর ভাবার্থ হচ্ছে আমাদেরকে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আমরা জানিনা। কেননা আমরা যদি তা জানতে পারি তাহলে প্রশ্ন করার জন্য আমাদেরকে আফসোস করতে হবে। সুতরাং অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞেস কর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহ ওটা তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিবেন, তখন তোমরা কি করবে? আর ওটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন عَفَا اللّهُ عَنْهَا পূর্বে তোমাদের দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। কাজেই তোমরা নতুনভাবে কোন কিছু প্রশ্ন করনা। নতুবা ঐ প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের উপর কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা নেমে আসবে। আবার ওটা হবে নিজের হাতে বিপদ ডেকে আনা। হাদীসে এসেছে যে, মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রশ্ন করার ফলে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে গেছে। (বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ২৩৫৮) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি যা বর্ণনা করিনি তা অবর্ণিত অবস্থায়ই থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা অধিক প্রশ্ন করা ও তাদের নাবীগণের হুকুমের

ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।' (মুসলিম ৪/১৮৩১) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ যেগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলি অতিক্রম করনা, কতগুলো জিনিস তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হালাল মনে করনা এবং তোমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে কতগুলো বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করনা।' (বুখারী ৪৬২৩, মুসলিম ২৮৫৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ নিষেধকৃত মাসআলাগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হলে তারা ওগুলির উপর ঈমান আনেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তারা কাফির হয়ে যায়। কারণ তারা হিদায়াত লাভের উদ্দেশে প্রশ্ন করেনি, বরং বিদ্রূপ ও হঠকারিতা করেই প্রশ্ন করেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন ঃ 'হে আমার কাওম! তোমাদের উপর হাজ্জ ফার্য করা হয়েছে।' তখন বানী আসাদ গোত্রের একটি লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রত্যেক বছরেই কি (হাজ্জ করা ফার্য করা হয়েছে)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি যদি হ্যাঁ বলি তাহলে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফার্য হয়ে যাবে। আর তা যদি (প্রত্যেক বছরের জন্যই) ওয়াজিব হয়ে যায় তাহলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবেনা এবং কুফরী করবে। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য যা বর্ণনা করা ছেড়ে দেই তা তোমরা ছেড়ে দাও। যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ করি তোমরা তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক।'

১০৩। আল্লাহ না বাহীরাহ্র প্রচলন করেছেন, না সায়েবাহর; না ওয়াসীলার আর না হামীর; কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ	١٠٣. مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ	করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখেনা।
١٠٤. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ	১০৪। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানসমূহের দিকে এসো এবং রাসূলের দিকে' তখন তারা বলে ঃ আমাদের জন্য ওটাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি; যদিও তাদের পূর্ব-পুরুষরা না কোন জ্ঞান রাখত, আর না হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল। তবুও কি তারা তাই করবে?

'বাহিরাহ' 'সায়েবাহ' 'ওয়াসিলাহ' এবং 'হামী' কী

ইমাম বুখারী (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িবের (রহঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, 'বাহীরা' ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যার দুধ মানুষ দোহন করতনা এবং বলত যে, এটা প্রতিমার/মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ওর দুধ কেহ পানও করতনা। 'সায়েবাহ' ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। না ওর উপর কোন বোঝা চাপানো হত, আর না ওকে সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হত। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি আমর ইব্‌ন আমীর আল খুযাআকে দেখেছি যে, তাকে পেটের ভরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সে'ই সর্বপ্রথম উষ্ট্রীকে *'সায়েবাহ'* মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল।' (বাইহাকী ১০/১২) 'ওয়াসিলাহ' ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যা প্রথম এবং দ্বিতীয়বার দু'টো মাদী বাচ্চা প্রসব করত। ঐ ধরনের উষ্ট্রীকে মূর্তি/প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর 'হামী' ঐ উটকে বলা

হত যার গর্ভে নির্দিষ্ট কয়েকটা বাচ্চা জন্মলাভ করার পর ওর দ্বারা বোঝা বহনের কাজ করা হতনা এবং ওকে সাওয়ারী হিসাবেও ব্যবহার করা হতনা, বরং মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর ওর নাম তারা 'হামী' রাখত। (ফাতহুল বারী ৮/১৩৩, মুসলিম ৪/২১৯২, নাসাঈ ৬/৩৩৮)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সায়েবাহর প্রথা চালু করেছিল এবং মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছিল সে হচ্ছে আবূ খুযাআ আমর ইব্ন আমীর। আমি তাকে পেটের ভরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি।' (আহমাদ ১/৪৪৬) হাদীসে বর্ণিত আমর ছিল লুহাই ইব্ন কামা'হর ছেলে। লুহাই ছিল খুযাআ'হ গোত্রের প্রধান, যাদের কাছে যুরহাম গোত্রের পর এবং কুরাইশ গোত্রের পূর্বে কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে ছিল হিজায এলাকায় ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মে (ইসলাম) প্রথম মূর্তি পূজার প্রবর্তনকারী। সে অজ্ঞ লোকদেরকে মূর্তি পূজার আহ্বান করত এবং মূর্তির নামে কুরবানী করার প্রচলন করে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমে বলেন ঃ

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৬)

'বাহীরাহ' সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ঐ উষ্ট্রী যে পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করেছে। পঞ্চমবার সে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তাকে যবাহ করত। অতঃপর পুরুষ লোকেরা ওর গোশ্ত আহার করত, কিন্তু স্ত্রীলোকদেরকে ওর গোশ্ত খেতে দেয়া হতনা। আর ওটা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তারা ওর কান কেটে নিত এবং বলত, 'এটা হচ্ছে বাহীরাহ।' (কেহ এর দুধ পান করতে পারবেনা) (তাবারী ১১/১২৯) সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। 'সায়েবাহ' সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা ঐ প্রকারের ভেড়া যে প্রকারের সংজ্ঞা 'বাহীরাহ' সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, যখন ওটা ছ'বার বাচ্চা প্রসব করত তখন পর্যন্ত ওর অবস্থা একই রূপ থাকত। অতঃপর ওটা যখন একটি নর ও একটি মাদী অথবা দু'টি নর বাচ্চা প্রসব করত তখন তারা ওকে যবাহ করত এবং পুরুষ লোকেরাই শুধু ওর গোশ্ত আহার করত, স্ত্রীলোকদেরকে উহা থেকে আহার করতে দেয়া হতনা। (তাবারী ১১/১২৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, 'সায়েবাহ' ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যে, যখন সে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করত এবং এর মাঝে যদি কোন নর বাচ্চা প্রসব না করত তাহলে তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। তাকে সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হতনা, তার লোম কাটা হতনা এবং তার দুধও দোহন করা হতনা। কিন্তু অতিথি এলে তাকে ঐ উষ্ট্রীর দুগ্ধ পান করানো যেত। 'সায়েবাহ' ঐ উষ্ট্রী বা ছাগল ইত্যাদিকে বলা হত যে, মানুষ যখন কোন কাজে বের হত এবং ঐ কাজ সমাধা হয়ে যেত তখন ঐ উষ্ট্রী কিংবা পশুকে 'সায়েবাহ' বানানো হত এবং মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হত, ওর বাচ্চাগুলোকেও মূর্তির নামে উৎসর্গীকৃত মনে করা হত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, কোন লোক যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বের হত, কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করত, অথবা তার সম্পদ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেত তখন সে নিজের কিছু সম্পদ মূর্তি/প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এই সম্পদ বা পশু কেহ হস্তগত করতে চাইলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হত।

ওয়াসীলাহ' সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল ঐ ভেড়ী, যে সাতবার বাচ্চা প্রসব করত এবং সপ্তমবারে সে মৃত নর কিংবা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ঐ বকরীর গোশ্‌ত শুধু পুরুষেরাই খেতে পারত, স্ত্রীলোকেরা তা খেতে পারতনা। কিন্তু সপ্তমবারে ঐ ভেড়ীটি মাদী অথবা একটি নর ও একটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ওদেরকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হত এবং তারা বলত ঃ মাদীটি নরটিকেও ওয়াসীলাহ বানিয়ে দিয়েছে। এখন এটাও আমাদের জন্য হারাম। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২২২) আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেছেন, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেছেন যে, 'ওয়াসিলাহ' হল ঐ উষ্ট্রী যে পর পর দু'টি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। তারা ঐ ওয়াসিলাহ উষ্ট্রীর কান কেটে দিত এবং স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। (আবদুর রায্যাক ১/১৯৬) ইমাম মালিক ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, যে ভেড়ী প্রতি বছর (পর পর পাঁচ বছর) দু'টি করে মোট দশটি ভেড়ী বাচ্চা প্রসব করে ঐ ভেড়ীকেও ওয়াসিলাহ বলা হত। ঐ ভেড়ীকেও স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত। এর পর থেকে ঐ ভেড়ী যতগুলি নর অথবা মাদী বাচ্চা প্রসব করত তা পুরুষ লোকদেরকে দেয়া হত, মহিলাদেরকে দেয়া হতনা। কিন্তু উহা যদি মৃত বাচ্চা প্রসব করত তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই তা থেকে আহার করত।

আল আওফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি কারও উটের প্রজননের মাধ্যমে দশটি বাচ্চা ভূমিষ্ট হত তাহলে ঐ উটকে 'হামী' বলা হত। ওকে স্বধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। (তাবারী ১১/১২৯) আবূ রাওক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'হামী' হল ঐ নর উট যার ঔরষজাত বাচ্চা ঐ উট অথবা ওর ঔরষজাত বাচ্চার মাধ্যমে গর্ভবতী হবে। কাফিরেরা বলত, ঐ উট ওর বংশধারা (হাম) অক্ষুন্ন রেখেছে। তারা এ ধরণের উটকে কোন বোঝা বহন করতে দিতনা, শরীরের পশম কাটতনা, যে কোন ভূমি থেকে সে খাবার খেতে পারত এবং যে কোন জলাশয় থেকে পানি পান করতে পারত, যদিও ঐ জলাশয়টি উটের মালিকের না'ও হত। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২২৫) ইব্ন ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, আমি মালিককে (রহঃ) বলতে শুনেছি ঃ *'হামী'* হল ঐ উট যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজননের জন্য বাছাই করা হত। যখন তা পূরণ করা হয়ে যায় তখন ঐ উটটিকে ময়ুরের পালক দ্বারা সাজিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। এ আয়াত সর্ম্পকে বিভিন্ন জনের আরও বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) হতে, তিনি আল আহওয়াস আল জাসামি (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্ন নাদলাহ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই, তখন আমি পুরাতন কাপড় পরিধান করা অবস্থায় ছিলাম। তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি কোন সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ধরণের? উত্তরে আমি বললাম ঃ সব ধরনের যেমন উট, ঘোড়া, ভেড়া এবং দাস-দাসী। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাকে সম্পদ দান করেন তাহলে তা তুমি নিজের উপর প্রকাশ কর। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উটনী যে বাচ্চা প্রসব করে তার কি সম্পূর্ণ কান রয়েছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ঐ সব বাচ্চাদের কোন কোনটির কান এই বলে কেটে ফেল যে, এটিই হল 'বাহিরাহ', আবার কোন কোনটির কান ছিড়ে ফেল এবং বল এটি হল পূর্ণ প্রাপ্ত।' আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এরূপ করনা, কারণ আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন তা শুধু তোমারই ব্যবহারের জন্য (কারও নামে উৎসর্গ করার জন্য নয়)। অতঃপর তিনি আরও বললেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা *'বাহিরাহ' 'সায়েবাহ' 'ওয়াসিলাহ', 'হাম'* ইত্যাদি নামে কোন কিছু নির্দিষ্ট করার জন্য বলেননি।

'বাহিরাহ' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ঐ পশুর পশম, চুল কিংবা দুধ ওর মালিকের স্ত্রী, কন্যা অথবা গৃহের অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবেনা। কিন্তু ওর মৃত্যুর পর ওর থেকে তারা অংশ নিতে পারবে। 'সায়েবাহ' এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ঐ পশু তাদের দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশে ঐ সমস্ত দেব-দেবীর বেদীর সামনে ঘোষণা করা হত। যাদেরকে 'ওয়াসিলাহ' বলা হত অর্থাৎ যে সমস্ত ভেড়া ছয়বার বাচ্চা প্রসব করত, অতঃপর সপ্তম বার বাচ্চা প্রসব করার পর ওদের কান এবং শিং কেটে ফেলা হত এই বলে যে, এগুলি 'ওয়াসালাত' পূর্ণ করেছে। ওগুলিকে তারা যবাহ করতনা, প্রহার করতনা, অথবা কারও জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করলেও বাঁধা দিতনা। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২২০) অন্য এক বর্ণনায় আবূ ইসহাক (রহঃ) আবুল আহওয়াস (রহঃ) হতে বলেন যে, আউফ ইব্ন মালিক (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় নিজের মত করে বর্ণনা করেন (অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হুবহু শব্দ ব্যবহার না করে) এবং ঐ বর্ণনাটিও নির্ভুল। ইমাম আহমাদও (রহঃ) এ হাদীসটি সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) হতে, তিনি আবুজ জারা আমর ইব্ন আমর (রহঃ) হতে, তিনি তার চাচা আবূল আহওয়াস আউফ ইব্ন মালিক ইব্ন নাদলাহ (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্ন নাদলাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১৩৬) ঐ বর্ণনায় 'বাহিরাহ, হাম' ইত্যাদি বিষয়ে উপরোল্লিখিত হাদীসের মত বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয়ে ভাল জানেন। এ আয়াতের তাফসীরে এগুলো ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহর **وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ** এ কথার ভাবার্থ এই যে, কাফিরেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ এগুলোকে শারীয়াতের কাজ রূপে নির্ধারণ করেননি এবং এগুলো তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়ও নয়। বরং মূর্তি পূজক কাফিরেরাই ওকে পুন্যের কাজ এবং ইবাদাতের পদ্ধতি হিসাবে আবিস্কার করে নিয়েছে যা তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে মনে করেছে। কিন্তু ওরা কখনই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়নি এবং হবেওনা। বরং এই বিদ'আতী আমল তাদের আযাবের কারণ হবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর অহীর দিকে ও

তাঁর রাসূলের দিকে এসো এবং আল্লাহ যা নিষেধ করছেন তা থেকে বিরত থাক তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا তারা কি এটা বুঝেনা যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও বাতিল ও মিথ্যা রীতিনীতির উপর থাকতে পারে? তারাও হক ও সত্য থেকে দূরে ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে? সুতরাং কিরূপে তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পার? সত্য ব্যাপার এটাই যে, একমাত্র ভ্রান্ত ও মূর্খ লোকেরাই এরূপ মন্তব্য করতে পারে।

১০৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধন করার) জন্য চিন্তা কর, যখন তোমরা দীনের পথে চলছ তখন কেহ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই; তোমরা সবাই আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তোমরা যা কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।	١٠٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

নিজ স্বার্থে বান্দার নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং সৎকাজ সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আর তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যরা ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হলেও তাদের কোনই ক্ষতি হবেনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কায়িস (রহঃ) বললেন ঃ আবূ বাকর (রাঃ) একদা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করছ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ অথচ তোমরা এর ভুল অর্থ করছ। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

'মানুষ যখন কোন পাপের কাজ সংঘটিত হতে দেখে, অথচ ওটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনা তখন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সেই কারণে শাস্তি দিবেন।' আমি (কায়িস রহঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি ঃ হে লোক সকল! মিথ্যা কথন থেকে সাবধান! কারণ মিথ্যা বলা হল ঈমানের বিপরীত। (আহমাদ ১/৫)

١٠٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا

১০৬। হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয় তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন লোক সাক্ষী থাকা সঙ্গত। এই দু'ব্যক্তি হবে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু'জন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে ওসীদ্বয়কে সালাতের (জামা'আতের) পর রুখে নাও, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করবনা যদি আত্মীয়ও হয়; আর আল্লাহর সাক্ষ্যকে প্রমাণকে আমরা গোপন

نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ	করবনা, (যদি এরূপ করি তাহলে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব।
١٠٧. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَـٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَـٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ	১০৭। অতঃপর যদি জানা যায় যে, ওসীদ্বয় কোন পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, অতঃপর উভয়ে (এরূপে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে ঃ নিশ্চয়ই আমাদের এই শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, (যদি করি তাহলে) এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।
١٠٨. ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَـٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَـٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ	১০৮। এটাই এ বিষয়ে অতীব সহজ পন্থা যে, তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দিবে, অথবা এই ভয় করবে যে, তাদের শপথ গ্রহণ করার পর (পুনঃ) শপথ করানো হবে; আল্লাহকে ভয় কর এবং (বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে

পথ দেখাবেননা।	وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَـٰسِقِينَ

অসীয়াতের জন্য দু'জন ন্যায় পরায়ণ স্বাক্ষী থাকতে হবে

আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদেশ করেন। তিনি বলেন يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ অর্থাৎ এ বিষয়ে দু'জন সাক্ষী রাখতে হবে, যারা হবে ন্যায় পরায়ণ ও মুসলিম। أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অর্থ করেছেন, তারা হল আহলে কিতাবধারী অমুসলিম। (ইব্ন আবী হাতিম ১২/১২২৯)

ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ এর ভাবার্থ হচ্ছে, যখন তোমরা সফরে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমরা মুসলিমদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখবে। আর মুসলিম পাওয়া না গেলে অমুসলিম হলেও চলবে। এখানে এ কথা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সফরে অসীয়াতের সময় মুসলিম বিদ্যমান না থাকলে যিম্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে। শারিহ্ (রহঃ) বলেন যে, সফর ও অসীয়াতের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। সেই ক্ষেত্রেও অসীয়াতের বর্ণনা দেয়ার সময় সাক্ষী হিসাবে সে থাকতে পারে। (তাবারী ১১/১৬৩, ১৬৪) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ তোমরা ঐ দু'জনকে সালাতের পর থামতে বল।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসর সালাত বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/১৭২) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনও (রহঃ) অনুরূপ বিবরণ পেশ করেছেন। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জামা'আতে সালাত আদায় করার পর দু'জন মুসলিমকে থামাতে হবে। (তাবারী ১১/১৭৪) ভাবার্থ এই যে, এ দু'জন সাক্ষী জামা'আতের সালাতের পর একত্রিত হবে যাতে বেশি লোকের সমাবেশে এ সাক্ষ্যদান কার্য সম্পন্ন হতে পারে। সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের সময় আল্লাহর নামে শপথ করবে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, সাক্ষীদ্বয় ভুল বর্ণনা দিবে বা খিয়ানাত করবে তাহলে ঐ সাক্ষীদ্বয়কে সেই সময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে ঃ আমরা মিথ্যা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য অর্থ

উপার্জন করবনা, যদিও আমাদের এ শপথের কারণে আমাদের নিকট আত্মীয়েরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ অর্থাৎ আমরা আল্লাহর (আদিষ্ট) সাক্ষ্যকে গোপন করবনা। সাক্ষ্যদান কাজের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই সাক্ষ্যের সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে লাগানো হয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ যদি আমরা সাক্ষ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন করি অথবা সম্পূর্ণরূপে তা গোপন করি তাহলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

এরপর বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا যদি ঐ দু'জন সাক্ষী ও ওসীর ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা খিয়ানাত করেছে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পদ উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছাতে গিয়ে কিছু আত্মসাৎ করেছে তাহলে যাদের প্রাপ্য নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী পূর্ববর্তী স্বাক্ষীদ্বয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ যখন সঠিক সংবাদ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী দু'জন সাক্ষী খিয়ানাত করেছে, তাহলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে দু'জন অতি নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে ঃ 'আমাদের সাক্ষ্য তাদের (পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয়ের) সাক্ষ্যের তুলনায় বিশুদ্ধতর। তারা দু'জন বাস্তবিকই খিয়ানাত করেছে এবং এ দোষারোপ করায় আমরা মোটেই বাড়াবাড়ি করছিনা। যদি আমরা মিথ্যা অপবাদ দেই তাহলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' এটা যেন উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে শপথ। যেমন হত্যাকারীদের পক্ষ হতে বেঈমানী সাব্যস্ত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা শপথ করে থাকে। এটা আহকামের বাবুল কাসামাতে স্থিরীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا এটা এমন এক পন্থা যে, এতে ২ জিম্মী ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তাদের এ ভয় থাকবে যে, যদি তারা ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান না করে তাহলে মুসলিমদের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের শপথকে বাতিল করে দেয়া হবে

أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা আল্লাহর শপথের সম্মানার্থে এবং অপদস্ত হওয়ার ভয়ে (যে মৃতের ওয়ারিসরা তাদের কসমের মাধ্যমে তাদের শপথকে রদ করে দিবে এবং তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হবে) তারা সত্য কথাই বলবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّهَ তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজে আল্লাহকে ভয় কর এবং وَاسْمَعُواْ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে চল।

وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ যারা আল্লাহর আনুগত্য ও শারীয়াতের অনুসরণ হতে বেরিয়ে যায় তিনি তাদেরকে সুপথ লাভের তাওফীক দেননা।

১০৯। যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে ঃ (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।	١٠٩. يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

নাবী-রাসূলগণ তাঁদের উম্মাতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন

নাবী রাসূলদেরকে যেসব কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল কি দেয়নি সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামাতের দিন কিভাবে সম্বোধন করবেন তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সেই বিষয়ে, যা তারা করে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩) রাসূলগণ উত্তরে বলবেন ঃ

لَا عِلْمَ لَنَا 'আমাদের কিছুই জানা নেই।' মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখেই তাঁদের এ উত্তর হবে। (তাবারী ১১/২১০) তাঁরা সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন বলেই তাঁদের মুখ দিয়ে কোন উত্তর বের হবেনা। বরং বলে ফেলবেন, 'আমাদের কিছুই জানা নেই।' অতঃপর যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, তখন নিজের কাওম সম্পর্কে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবেন। কিন্তু তাদের প্রথম উক্তি এরূপই হবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তো এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবনা। আপনি তো আলিমুল গায়িব। আপনার মুকাবিলায় আমাদের কি জ্ঞান থাকতে পারে?' এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সম্মানিত জনের নিকট এটা অতি উত্তম জবাবই বটে– 'আপনার ব্যাপক জ্ঞানের কাছে আমাদের জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর। পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞান আভ্যন্তরীণ সংবাদও রাখে। কেননা আপনি হচ্ছেন عَلَّامُ الْغُيُوب বা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং আমাদের উম্মাতবর্গ কি জবাব দিয়েছিল তা আপনি ভাল জানেন। কে যে কপটতামূলক আমল করেছে এবং কে বিশ্বাসমূলক কাজ করেছে এই জ্ঞান তো আমাদের নেই, বরং আপনারই আছে।'

١١٠. إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ	**১১০। যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর (প্রদত্ত) হয়েছে। যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি, (এবং) তুমি মানুষের সাথে কথা বলেছ (মাতার) কোলে এবং পৌঢ় বয়সেও; আর যখন আমি তোমাকে কিতাবসমূহ, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন**

وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ۖ وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ بِإِذۡنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡرًۢا بِإِذۡنِى ۖ وَتُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ بِإِذۡنِى ۖ وَإِذۡ تُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِى ۖ وَإِذۡ كَفَفۡتُ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذۡ جِئۡتَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٌ مُّبِينٌ	তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি প্রস্তুত করেছিলে, অতঃপর তুমি ওতে ফুৎকার দিলে, যার ফলে ওটা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত, আর তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী নিরাময় করে দিতে আর যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে, আর যখন আমি বানী ইসরাঈলকে (তোমাকে হত্যা করা হতে) নিবৃত্ত রেখেছি যখন তুমি তাদের কাছে (স্বীয় নাবুওয়াতের) প্রমাণাদি নিয়ে হাজির হয়েছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল ঃ এটা (মু'জিযাসমূহ) স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।
١١١. وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ	১১১। আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ঈসাকে (আঃ) স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমুদয় মু'জিযারূপ নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেগুলি ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) উপর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ

اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ হে ঈসা! আমি যে নি'আমাতসমূহ তোমাকে প্রদান করেছি সেগুলি তুমি স্মরণ কর। আমি তোমাকে পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সত্তাকে আমার ক্ষমতার পরিপূর্ণতার একটা নিদর্শন করেছি। আর তোমার মায়ের উপরও ইহসান করেছি এভাবে যে, তোমাকে তার পবিত্রতার দলীল বানিয়েছি এবং মূর্খ ও অত্যাচারী লোকেরা তার উপর যে নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়েছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করেছি। তোমাকে আমি রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে সাহায্য করেছি। আমি তোমাকে তোমার শৈশবে ও যৌবনে এমনিভাবে নাবী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বানিয়েছি যে, تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً তুমি দোলনা থেকেই কথা বলতে শুরু করেছ এবং তোমার মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছ, আর আমার ইবাদাত করে নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করে নিয়েছ। শৈশব ও যৌবনেও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছ। পৌঢ় বয়সে কথা বলা বিস্ময়কর নয় বটে, কিন্তু দোলনা থেকে কথা বলা কতইনা বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাকে কিতাবের তা'লীম দিয়েছেন এবং মূসার উপর অবতারিত তাওরাতের লিখা-পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي অর্থাৎ তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ একটি আকৃতি তৈরী করতে এবং ফুঁৎকার দিতে। তখন তা আমারই আদেশে জীবিত পাখী হয়ে উড়তে শুরু করত।

সূরা আলে ইমরানে وَأُبْرِىءُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ আয়াতের উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي তুমি মৃতদেরকে ডাকতে, তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে কবর হতে বেরিয়ে আসত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ হে ঈসা! আমার ঐ নি'আমাতের কথা স্মরণ কর যে, যখন তুমি বানী ইসরাঈলের নিকট নাবুওয়াতের দলীলসহ পৌঁছলে এবং তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তোমার উপর অপবাদ দিল, তোমাকে যাদুকর বলল এবং তোমাকে হত্যা করার ও শূলে দেয়ার চেষ্টা করল, তখন আমি তোমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়ে নিলাম, এরপর তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিলাম। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঈসার (আঃ) উপর আল্লাহর এ অনুগ্রহ তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়ার পরের ঘটনা, কিংবা এটা কিয়ামাতের দিন সংঘটিত হবে। কিন্তু ভবিষ্যতকালকে অতীত কালের রূপ দ্বারা তা'বীর করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে অতীত কালের ন্যায় ভবিষ্যত কালও নিশ্চিতরূপে অনুষ্ঠিতব্য। এসব হচ্ছে অদৃশ্যের ঘটনা, যেগুলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেছেন।

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي এটাও ঈসার (আঃ) প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর জন্য সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে অহীর অর্থ হচ্ছে অন্তরের মধ্যে কিছু ভরে দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ

আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম ঃ শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাক (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭) এরূপ ইলহামকে সর্বসম্মতভাবে অহী বলা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

তোমার রাব্ব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৮) এভাবে হাওয়ারীদের উপর আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন, তখন তারা ইলহামকৃত হুকুম মান্য করেছিল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের উপর ইলহাম করেছিলেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে ওটা নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ভাবার্থ এও হতে পারে

ঃ আমি তোমার মাধ্যমে তাদের কাছে অহী করেছিলাম এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তখন তারা তা কবূল করে নিয়েছিল এবং বলেছিল ঃ

آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (হে ঈসা!) আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেলাম।

১১২। যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রাব্ব কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন? ঈসা বলল ঃ আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।	١١٢. إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
১১৩। তারা বলল ঃ আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।	١١٣. قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ
১১৪। ঈসা ইবনে মারইয়াম দু'আ করল ঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ওটা	١١٤. قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۖ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ	আমাদের, অগ্র ও পশ্চাতবর্তীদের জন্য একটি আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে রিয্ক প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।
١١٥. قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ	১১৫। আল্লাহ বললেন ঃ আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব, অনন্তর তোমাদের মধ্য হতে যে এরপর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কেহকেও দিবনা।

মায়িদাহ' প্রেরণের বর্ণনা

এখানে 'মায়িদাহ' বা খাবারের খাঞ্চার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ জন্যই এ সূরার নাম 'মায়িদাহ' রাখা হয়েছে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল ঈসার (আঃ) উপর তাঁর ইহসানের কথা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি খাবারের খাঞ্চা অবতরণের জন্য দু'আ করেছিলেন, সেই দু'আ মহান আল্লাহ কবূল করেছিলেন। এটাও ছিল ঈসার (আঃ) একটা মু'জিযা এবং তাঁর নাবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء যখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল, 'হে ঈসা (আঃ)! আপনার প্রভু কি আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে পারেন?' مَآئِدَةً খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চাকে বলা হয়। কেহ কেহ বলেছেন যে, ঈসার (আঃ) সঙ্গীরা তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় এ কথা বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যেন প্রত্যহ তাদের উপর আকাশ থেকে খানাভর্তি খাঞ্চা

অবতীর্ণ করেন, যা খেয়ে তারা ইবাদাতের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তখন ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং এরূপ প্রার্থনা করা থেকে বিরত হও। আহার্য চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা কর। হতে পারে যে, এ জিনিসই তোমাদের জন্য ফিতনা ফাসাদের কারণ হয়ে যাবে। তাঁর এ কথা শুনে হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরা মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন। আর আমরা যখন আকাশ হতে অবতারিত খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা দেখতে পাব তখন আমাদের মনে পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসবে। ফলে আপনার প্রতি আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং আপনি যে আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহই থাকবেনা। আর আমরা নিজেরাই সাক্ষী হয়ে যাব যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বড় নিদর্শন এবং আপনার নাবুওয়াত ও সত্যতার স্পষ্ট দলীল।' তখন ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন ঃ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন! যেন ওটা আমাদের জন্য অর্থাৎ যারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে এবং যারা পরে আসবে, সকলের জন্যই আনন্দের বিষয় হয়।' সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'যেদিন ওটা অবতীর্ণ হবে সে দিনকে আমরা খুশির দিন হিসাবে মর্যাদা দিব এবং আমাদের পরবর্তী লোকেরাও ঐ দিনকে সম্মানিত দিন মনে করবে।' (তাবারী ১১/২২৫) সুফইয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন যে, تَكُونُ لَنَا عِيْداً এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আমরা ঐ দিন সালাত আদায় করব।' (তাবারী ১১/২২৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আমাদের পরবর্তীদের জন্য এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন যে, এ কথা দ্বারা ঈসা (আঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন, 'যেন ওটা আমাদের সবারই জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায় এবং রিসালাতের সত্যতার জন্য সুস্পষ্ট দলীল হতে পারে। আর হে আল্লাহ! যেন ওটা আপনার পূর্ণ ক্ষমতার এবং আমার প্রার্থনা কবূল হওয়ার দলীল হিসাবে প্রকাশ পায়, যাতে জনগণ আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারে।'

وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ হতে আমাদের নিকট আমাদের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই উত্তম খাদ্য প্রেরণ করুন, যেহেতু আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম আহার্য প্রদানকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ

أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করছি। কিন্তু সাবধান! এর পরও যদি তোমার কাওম কুফরী করে এবং অবাধ্যই থেকে যায় তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তির স্বাদ বিশ্ববাসীর কেহই কখনও গ্রহণ করেনি বা করবেওনা। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৬) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন তিন প্রকারের লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে। (১) মুনাফিক, (২) খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার পরও যারা কুফরী করেছিল এবং (৩) ফির'আউনের দলবল।' (তাবারী ১১/২৩৩)

হাওয়ারীদের উপর খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হল ঃ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তারা মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (আঃ) বলল ঃ আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন আকাশ হতে আমাদের জন্য খাঞ্চা ভর্তি খাবার প্রেরণ করেন। তিনি তাই করলেন। ফলে মালাকগণ একটি খাঞ্চায় ৭টি মাছ এবং ৭টি রুটি তাদের জন্য নিয়ে আসেন। ঐ খাদ্য থেকে সর্বশেষ দলটিও এমন পরিপূর্ণভাবে আহার করল যেমনভাবে প্রথম দলটি আহার করেছিল। (তাবারী ৫/১৩২, ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২৪৬)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, খাঞ্চা ভর্তি যে খাদ্য মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) পাঠানো হয়েছিল তাতে ছিল ৭টি রুটি ও ৭টি মাছ। তা থেকে তারা যার যতটুকু খাওয়ার ইচ্ছা ছিল তা খেয়েছিল। কিন্তু যখন ঐ খাদ্য থেকে কেহ কিছু চুরি করে নেয় এই মনে করে, 'এ খাদ্য হয়ত আগামী কাল পাওয়া যাবেনা' তখন খাঞ্চাটি উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। (তাবারী ৫/১৩৪)

১১৬। আর যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।	١١٦. وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ
১১৭। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং	١١٧. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى

তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন তো আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।	وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
১১৮। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরা তো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে তো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١١٨. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ঈসা (আঃ) শির্ক বর্জনকারী এবং তাওহীদ পন্থী ছিলেন

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা ঈসাকে (আঃ) এই কথাগুলি ঐসব লোকের সামনে সম্বোধন করে বলবেন যারা তাঁকে ও তাঁর মাকে মা‘বূদ বানিয়ে নিয়েছিল। يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـــهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ ‘হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে মা’বূদ নির্ধারণ করে নাও?’ এ কথাগুলির মাধ্যমে মহান আল্লাহ খৃষ্টানদেরকে তিরস্কার করেছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও অন্যান্যগণ এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) এর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (এটা ঐ দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার পুরস্কার দেয়া হবে) (৫ ঃ ১১৯) এ উক্তিটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ এর জবাবে ঈসাকে (আঃ) উত্তম ভদ্রতার কতইনা তাওফীক দান করা হবে এবং তাঁর অন্তরে কতইনা

সুন্দর দলীল ভরে দেয়া হবে! তিনি বলবেন, হে আল্লাহ! যে কথা বলার আমার কোন অধিকার নেই সে কথা আমি কিরূপে বলতে পারি? (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১২৫৩) যদি আমি এ কথা বলেও থাকি তাহলে অবশ্যই সেটা আপনি ভাল রূপেই জানেন। কেননা আপনার কাছে তো কোন কিছুই গোপন থাকেনা। আপনি আমার অন্তরের কথা অবগত আছেন, কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে মোটেই অবগত নই। আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি তার একটি অক্ষরও বেশি করিনি। আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত করবে যিনি আমারও রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যাবলী তদারক করেছি। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের কার্যাবলী তদারক করেছেন। আর আপনি প্রত্যেক কাজ সম্বন্ধেই পূর্ণ অবগত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

'হে লোকসকল! কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে খালি মাথা, নগ্ন দেহ, খালি পা এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে, যেমন তোমরা তোমাদের জন্মের দিন ছিলে। সর্বপ্রথম ইবরাহীমকে (আঃ) পোশাক পরানো হবে। এরপর আমার উম্মাতের মধ্য হতে কতক লোককে আনয়ন করা হবে যাদেরকে জাহান্নামের বাম দিকে রাখা হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমারই উম্মাত। সেই সময় বলা হবে, তুমি জাননা যে, এরা তোমার (ইন্তেকালের) পর তোমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করেছিল এবং দীনের ভিতর নতুনত্ব চালু করেছিল। অতঃপর বলা হবে, তুমি তাদের ত্যাগ করার পর তারা তাদের পূর্ব কার্যাবলীতে ফিরে গিয়েছিল। (মুসনাদ তায়ালেসী ৩৪৩, ফাতহুল বারী ৮/১৩৫) সুতরাং তখন আমি একজন সৎ বান্দার মত ঐ কথাই বলব যে কথা ঈসা (আঃ) বলেছিলেন। তা হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।* (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৮ আয়াত) এই কালাম। তিনি যা চাবেন তাই করবেন। তিনি সবারই কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছে খৃষ্টানরা কিংবা অন্য কেহই কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা। তা ছাড়া এই কালাম খৃষ্টানদের উপর তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশকারী, যারা ঈসাকে (আঃ) তাঁর

শরীক ও পুত্র এবং মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) সাব্যস্ত করেছিল। এ আয়াতের বড়ই মাহাত্ম্য রয়েছে।

১১৯। আল্লাহ বলবেন ঃ এটি সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই হচ্ছে মহাসফলতা।	١١٩. قَالَ ٱللَّهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّـٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
১২০। আল্লাহরই জন্য আধিপত্য রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল এবং ঐ সমস্ত কিছুর যা এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান; আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।	١٢٠. لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ

কিয়ামাতের দিন শুধু সত্যেরই জয় হবে

ঈসা (আঃ) যে বিপথগামী ও মিথ্যাবাদী খৃষ্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন সে কথারই জবাব দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ আজকের দিনে একাত্মবাদীদের একাত্মবাদ এবং সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকার দিবে। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ ইহা হল ঐ দিন যেদিন তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ লাভবান হবেন।

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا তারা প্রবাহিত নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সেখান থেকে না তাদেরকে বের করা হবে, আর না তারা মুহুর্তের জন্য জান্নাত পরিত্যাগ করবে। رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭২) এ আয়াতের সঙ্গে যে হাদীস সম্পর্কযুক্ত রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَـٰمِلُونَ

এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ

আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা করুক। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৬)

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ

তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুরই উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে। তাঁর সাথে কেহই তুলনীয় নয় এবং তাঁর কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই। তাঁর পিতাও নেই, পুত্রও নেই এবং স্ত্রীও নেই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। ইব্‌ন অহাব (রহঃ) বলেন যে, হুয়াই ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেছেন, আবূ আবদুর রাহমান ইবনুল হাবলি (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেছেন ঃ সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হচ্ছে সূরাতুল মায়িদাহ। (তিরমিযী ৩০৬৩)

সূরা মায়িদাহর তাফসীর সমাপ্ত।